

শ্রীশ্রীমন্তগবদীতা ।

মহাহুতাব

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর কৃত

সারার্থ বর্ধিণী টীকা সমেত ।

শ্রীযুত পণ্ডিতবর উপেন্দ্রমোহন গোস্বামিনা সংশোধিত

শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত

রসিক রঞ্জন নাগা বঙ্গাহুবাদ সহিত ।

প্রেমমর্জুন মুদ্রিত আত্মসংস্কৃতনং জনঃ ।

কারুণ্যাদবদং কৃষ্ণঃ শুদ্ধ ভক্তি সমধিতাং ।

গীতাং সকল বোধার্থ সারংশেনোপবৃংহিতাং ।

সারার্থ বর্ধিণী চতুর্থা টীকা যা প্রভু সন্ন্যাসী ॥

শ্রীবিশ্বনাথ রচিতা ভাষ্যলোচ্য প্রবৃত্ততঃ ।

বঙ্গাহুবাদ বেবেদং কৃতং রসিক রঞ্জনং ॥

বৈষ্ণব ডিপাজিটারী বা ভক্তি গ্রন্থালয়ার্থে

১৮২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রামবাগীনস্থ,

“শ্রীশ্রীচৈতন্য যন্ত্রে”

আর, পী, দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়-প্রকাশিতা চ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-৪০০ ৭

উপহারঃ ।

—:—

রাকাপতি বংশজ রাজকুলপ্রবর বৈষ্ণবগণাগ্রগণ্য স্বাধীন
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিদ্ব-
ন্মণ্ডল পরিপালক শ্রীকরকমলেশু । ” .

তো ভূপ ! ত্রিপুরাধীশ ! ভক্তিশাস্ত্রৈকপালক !

গীতানুবাদ মেবেদং সাধিতং ভবদাজ্ঞয়া ॥

তত্রৈব মুদ্রিতং মূলং টীকা সারার্থ বর্ষিণী ।

বিশ্বনাথ কৃতা চাত্র যত্নেন সন্নিবেসিতা ॥

অর্পিতং ভবতঃ শ্রীমৎকরাজে পুস্তকংময়া ।

অনুগৃহ্নাতু গৃহ্নাতু গ্রহ্ণং কারুণ্যভাবতঃ ॥

শ্রীগৌরান্ধ প্রভুং শশ্বৎ প্রার্থয়ামিকৃতাজ্জলিঃ ।

ভূয়াৎ শ্রীকৃষ্ণদাসানাং কৃষ্ণসেবানপায়িণী ॥

নিবেদন মিদং

শ্রীশ্রীগৌরান্ধদাসানুদাসস্ত

শ্রীকেদারনাথ দত্তস্ত ।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

—*—
অবতরনিকা ।

প্রণমাহঃ প্রবৃদ্ধোদ্ভিন নিত্যানন্দ সশক্তিক ।

সনুদে বঙ্গভাষায়াঃ গীতানুবাদ কন্দ্বণি ॥

পরিশক্তি সম্পন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সাধু
দিগের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ বঙ্গভাষায় গীতা শাস্ত্রের অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত
হইলাম ।

নিগম শাস্ত্র অত্যন্ত বিপুল । তাহার কোন অংশে ধর্ম, কোন অংশে
কর্ম, কোন অংশে যোগ, কোন অংশে সাংখ্য জ্ঞান এবং কোন অংশে
ভগবদ্ভক্তি বিস্তীর্ণ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর
সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা
কর্তব্য এরূপ ক্রমাদিকার তাহ ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয় । কিন্তু
স্বল্পায়ু বিশিষ্ট ও সংকীর্ণ মেধা যুক্ত কলিজাত জীব গণের পক্ষে উক্ত
বিপুল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিচার পূর্বক অধিকার ক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা
অতীব কঠিন । অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত ও সরল
বৈজ্ঞানিক মীমাংসার নিত্যন্ত আবশ্যক । দ্বাপরাস্ত কাল পর্য্যন্ত ধী-
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি গণও বেদ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া,
কেহ কর্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে কেহ বা
অভেদ ব্রহ্মবাদকে এক মাত্র গ্রাহ্যমত বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে ছিলেন ।
তদ্বারা ভারত ভূমিতে খণ্ড জ্ঞান জনিত অসম্পূর্ণ মত সমূহ, পাকস্থলি-গত
অচর্কিত খাদ্য দ্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল ।

উক্ত উৎপাত কলি আগমনের প্রাক্কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে,
সভ্য প্রতিজ্ঞা পূর্য্য কীর্ত্তনিক ভগবান্ কৃষ্ণ চন্দ্র নিজ সখা অর্জুনকে লক্ষ্য
করিয়া অগ্নিস্তারের এক মাত্র উপায় স্বরূপ সর্ববেদ সারার্থ মীমাংসা
রূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন । গীতা শাস্ত্র স্মৃতরাং সমস্ত
উপনিষদগণের শিরোভূষণ স্বরূপ দেদীপ্যমান । ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা সকলের
পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদেব চরম লক্ষ্য রূপ পবিত্র হরি ভক্তিই সর্ব জীব-

নিত্য কৰ্ত্তব্য ৰূপে গীতা শাস্ত্ৰে উপদিষ্ট। কোন কোন তৰ্ক প্ৰিয় পণ্ডিত গীতা শাস্ত্ৰকে অভেদ ব্ৰহ্মবাদ মত পোষক শাস্ত্ৰ বলিয়া সিদ্ধান্ত কৰিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত প্ৰবৰ্ত্তক ভগবদাদেশপালকাবতায় ত্ৰিমচ্ছক্ৰাচাৰ্য্য ভগবদগীতার যে ভাষ্য প্ৰস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য কৰিয়া তাঁহারা উক্ত কৃতৰ্কের প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়া থাকেন।

যে সকল গ্ৰন্থে কৰ্ম্ম বা জ্ঞানকে চৰম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিৰ করা হইয়াছে, ঐ সকল গ্ৰন্থ তত্ত্বাবস্থার অধিকাৰী দিগের পক্ষেই কল্যাণ প্ৰদ। সেই সেই বাবস্থাব নিষ্ঠা উৎপত্তি কৰিবাব জন্য সেই সেই বাবস্থাকে চৰম বাবস্থা বলিয়া নিদিষ্ট না কবিলে তাহা তাগ কবিতা বাবস্থান্তর স্বীকার হলে সেই বাবস্থাব অধিকাৰী দিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, একপ বিবেচনা কৰিয়া কৰ্ম্ম শাস্ত্ৰে কৰ্ম্মকে ও জ্ঞান শাস্ত্ৰে জ্ঞানকে সৰ্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে। এই প্ৰকাৰ কোণল অবলম্বন করা কৰ্ত্তব্য কিনা তাহা বিচাৰ করা যাইতেছেনা, কেবল উক্ত কোণল বহুতর শাস্ত্ৰে অবলম্বিত হইয়াছে ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে গ্ৰন্থে সাধন কালে কৰ্ম্ম-জ্ঞান-প্ৰধানী ভূতা ভক্তি ও ফল কালে নিৰূপাদিক প্ৰীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্ৰন্থই সৰ্ব্ব গীতের নিতান্ত শ্ৰেণ। উপনিষৎ সমূহ, ব্ৰহ্ম সূত্ৰ, ও ভগবদগীতা সৰ্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ভক্তি শাস্ত্ৰ। স্থল বিশেষে আবশ্যক মতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, মুক্তি, ব্ৰহ্ম-লাভ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা ঐ সকল শাস্ত্ৰে পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু চৰম মোক্ষসা হুখে শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা শাস্ত্ৰের পাঠক দিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক ভাগের নাম স্থল দৰ্শী এবং অপর ভাগের নাম হৃদয়দৰ্শী। স্থল দৰ্শী পাঠকেরা কেবল বাক্যার্থ লইয়া সিদ্ধান্ত করে। হৃদয়দৰ্শী পাঠকেরা শাস্ত্ৰের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থল দৰ্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ কৰিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে বৰ্ণাশ্ৰম বিহিত কৰ্ম্ম নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করত অৰ্জুন যুদ্ধ ৰূপ ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম্ম স্বীকার কৰিলেন। অতএব বৰ্ণ ধৰ্ম্ম বিহিত কৰ্ম্মাশ্ৰমই গীতা শাস্ত্ৰের তাৎপৰ্য্য। হৃদয়দৰ্শী পাঠকেরা একপ অড় সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হননা। তাঁহারা হয় ব্ৰহ্ম-জ্ঞান বা পরা ভক্তিকে গীতা তাৎপৰ্য্য বলিয়া স্থিৰ করেন। তাঁহারা বলেন যে

অজ্ঞানের যুদ্ধ অঙ্গীকার করা কেবল অধিকার নির্ধার উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য নয়। মানব গণ স্বভাব অল্পসারে কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয় পূর্বক জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবন যাত্রা সম্যক নির্বাহিত হয় না। জীবন-যাত্রা সম্যক নির্বাহিত না হইলেও তত্ত্ব দর্শন স্থলভ হয় না। অতএব তত্ত্ব লাভ সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ ধর্ম্মের একটি সুদূরবর্তী সম্বন্ধ আছে। জীবের যে পর্য্যন্ত বন্ধ-মুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অজ্ঞানে যে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহাতে যুদ্ধ রূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই কর্তব্য কর্ম্ম। অতএব অজ্ঞান গীতা শ্রবণ পূর্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায় ইহাই স্থির হয় যে ব্রহ্ম স্বভাষ ব্যাক্ত গীতা শ্রবণ করত উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে যে ব্যক্তি যে স্বভাব সম্পন্ন তদনুযায়ী তাহাব অধিকার। সেই অধিকার নির্দিষ্ট জীবন যাত্রোপযোগী কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অল্পসন্ধান করিবে। তাহাতেই শ্রেয়। অধিকার ত্যাগ পূর্বক বদ্ধ জীবের পক্ষে তত্ত্ব লাভ সম্ভব নাই।

এস্থলে এক্রপ প্রশ্ন হইতে পারে। পরম বৈকল্য অজ্ঞান কি ব্রহ্ম স্বভাষ সম্পন্ন নন। ইহার উত্তর এই যে অজ্ঞান যুক্ত আত্মা কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চ কালে তাঁহার লীলা পুষ্টির জন্য ক্ষত্র স্বভাব স্বীকার করিয়া ভ্রাবতীর্ণ হন। তাহার তাৎকালিক স্বভাব ক্ষত্রিয়। সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান অধিকার তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড় বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বোধিয়া প্রতীত হয়। কোন মঙ্গলময় বিগুহ অবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা তাহার প্রাপ্তি জন্ত কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বোধ হয়। সেই বিগুহ অবস্থাকে উপেষ বা প্রয়োজন বলি। যদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে উপায়-বলি। শাস্ত্র কার্যের কেহ যজ্ঞকে, কেহ যোগকে, কেহ তর্ককে, কেহ গুণাকে, কেহ বৈরাগ্যকে, কেহ তপস্যাকে, কেহ ধর্ম্ম-যুক্তকে, কেহ ঈশ্বরোপাসনাকে, কেহ ধর্ম্মকে, কেহ গুরুপন্থিককে, কেহ প্রায়শ্চিত্তকে ও কেহ দানকে উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবিধ নানা নামে অবৈজ্ঞানিক রূপে অভিহিত হইয়া উপায় তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্যে হস্ত-

ক্ষেপ করিলে, কাষে কাষেই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে ঐ সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি তত্ত্বের অধীন। ঐ তিনটি তত্ত্বের নাম কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

স্বতঃ সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিপুল বিচার দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে জীবের সিদ্ধসত্তা চিন্ময়। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি কেবল ঐ সিদ্ধ সত্তার জড়-বদ্ধ-দশা মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিন্তাত্ত্বের জড় সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই। তাহা পরিমেষ নরবুদ্ধির সীমান্তগত নহে। অতএব উভয় দশা ভেদে জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব দুই প্রকার অর্থাৎ যে জীব কখন বদ্ধ হয় নাই এবং যে জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। উভয় বিধ মুক্ত জীবই শাস্ত্রাতীত। কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধ জীবে লক্ষিত হয় তাহা মুক্ত জীবে নাই। কৰ্ম ও জ্ঞান ইহারাই প্রেম বৃত্তির উপাধি বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্য ধর্মকে স্পর্শ করে তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবৎ বহিঃসুখতা রূপ উপাধি সহকারে প্রেম বৃত্তি বিকৃত হইয়া ধর্ম রূপ একটা আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল বিশেষে জ্ঞানরূপে আর এক প্রকার আকার পাইয়া থাকে। সাধন ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে সাধন ভক্তি রূপ আকারটি বদ্ধ জীবের স্বাস্থ্য লক্ষণ, অপর দুইটি আকার জড় সম্বন্ধ রূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর সত্তে কৰ্ম অপরিহার্য। শরীর যাত্রা নির্কাহের জন্ত যে সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে সে সকল কৰ্ম জগতের অমঙ্গল জনক সে সকলকে বিকৰ্ম বলে। মঙ্গল জনক কৰ্ম না করার নাম অকৰ্ম। যে সকল কৰ্ম জগন্মঙ্গল জনক সেই সকলকে কৰ্ম বলে। কৰ্ম চারি প্রকার অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কৰ্ম মার্জেরই একটা একটা অবাস্তব ফল আছে, যথা আহারের ফল শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল সন্তান উৎপত্তি। অবাস্তব ফল গুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শাস্তিই ঐ সকল ফলের চরম ফল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে জড় বস্তুগণ হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্ছরণে শাস্তি লাভই পরম শাস্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শ্রম, শৌচ ইত্যাদি শরীর পালক

কর্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ কোণে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এই চারিটা শারীর যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ইহারা মানস যোগ এবং সমাধি আধ্যাত্মিক যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম। বেদে ও মহাদি-বিংশতি ধর্ম শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম বিহিত সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের আপাততঃ অবান্তর ফল সমূহ কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শাস্তি লক্ষণ ফলের উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ যোগ শাস্ত্রে বিভূতি পাদে নানা প্রকার ঐশ্বর্যরূপ অবান্তর ফল কথিত হইয়া কৈবল্য পাদে কেবল শাস্তিকে ফল বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্মই প্রথমে সুখ ভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দর্শাইয়া শাস্তি সুখকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কৈবল্যাদি শাস্তির প্রতি লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শাস্তি ভুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব মাত্র, স্বয়ং সুখ বিশেষ নহে। তখন কোন প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ চিং সুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ ব্রহ্ম সুখ পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎ সেবা সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই কর্ম ভক্তি রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম ফলের চরম উদ্দেশ্য; যে কর্মে চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম ভগবৎ বহির্মুখ। তাহাকেই কর্ম বলা যায়। ভগবৎ সেবা পরায়ণ হইলে কর্মের নাম সাধন ভক্তি হয়, তখন কর্ম নাম থাকেনা।

জড় বদ্ধ হইলেও জীব চিন্ময় তত্ত্ব, অতএব জ্ঞানালোচনা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা চারি প্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা। দর্শন শ্রবণাদিময় জড়ীয় বিষয় জ্ঞানই জড়ীয় জ্ঞান। ধ্যান ধারণা কল্পনা-বিভাবনা ময় মানস জগতের জ্ঞানকে লৈঙ্গিক জ্ঞান বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্য যোগীর অহঙ্করিসন প্রেক্ষিতা দ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞান রূপ কূট সমাধি হয়। এই শূন্যে শারীরিক অভেদ ব্রহ্মবাদ অথবা

পাতঞ্জলীয় জৈমিনী সাধুজ্ঞানরূপ কৈবল্যবাদ উদ্ভূত হয়। নিকৃৎপাদিক চিত্তবৈকল্য
 শুদ্ধাবস্থায়, অর্থাৎ স্থল ও লিঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন বা কূট সমাধির ব্যতিরেক
 ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধ চিত্তবৈকল্য সহজ প্রকাশ হয়। তাহার নাম সহজ
 সমাধি বা শুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞানই ভক্তি পোষক। জ্ঞানালোচনা দ্বারা বন্ধ
 জীব প্রথমে জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে
 ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম এবং বস্তু সকলের মিলনাবস্থায় সে সমস্ত ধর্ম উদ্ভূত
 হয়, ঐ সকল বিষয় অবগত হইতে থাকে। কখন বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম
 আলোচনা করিয়া সকলের কর্ত্তা ও পালয়িতা রূপ ঈশ্বরকে নির্দেশ করত
 তাঁহার প্রতি এক প্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে। কখন বা এই জগ-
 ত্বে নব্বয় জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রশংসিত কোন অনি-
 র্কচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অতেন্দ্র ব্রহ্মবাদের করণা
 করে। কখন 'বা অস্তিত্বের প্রতি স্মৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্বাক্যকে স্থখ
 বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার উদ্যোগ করে। যেকোনোই আলোচনা করুক না
 কেন, অতেন্দ্র চিন্তা ও নির্বাক্য চিন্তাকে অকিঞ্চৎকর জানিয়া জীব অবশেষে
 কোন পরম তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই
 ভক্তি হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান ফলের চরম উদ্দেশ্য।
 কর্মের অবাস্তুর ফল ভুক্তি ও জ্ঞানের অবাস্তুর ফল মুক্তি এবং তদুভয়ের
 চরম ফল বলিয়া ভক্তিকে বৃষ্টিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকে চরম
 ফল বলিয়া উদ্দেশ্য না করে, সে স্থলে জ্ঞান সোপাদিক ও ভগবৎ বহি-
 শ্রুত। যে স্থলে ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে স্থলে জ্ঞানকে
 সাধন ভক্তি বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে ভক্তির নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্মের
 বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকে ভক্তি বলা যায়। 'এরূপ সিদ্ধান্ত
 ভ্রমাত্মক। স্বল্পদর্শী পণ্ডিত গণ বলেন যে বিশুদ্ধ আত্মার আত্মদান
 বৃত্তির পরিচালনাকে কেবল, অকিঞ্চন বা অনম্যা ভক্তি বলা যায়।
 তাহার অন্যতর নাম প্রেম আত্মার বিচার বৃত্তির পরিচালনাকে জ্ঞান
 বলে। আত্মদান শূন্য বিচার প্রায়ই চরমে ব্রহ্মবাদ বা নির্বাক্যবাদ
 রূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব স্বভাবতঃ আত্মদান প্রধান। কেবল
 বিচারময় হইতে গেলে স্বল্প ভাব হইতে উত্থিত হয়। জ্ঞানকখন প্রেমের প্রতি

স্বীকার করে, তখন জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেম প্রাচুর্য্য ক্রমে বিচার বৃত্তিকে স্থগিত করে তখন কেবল ভক্তি রূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা নিত্য, অতএব তাহার আলোচনা বৃত্তিও নিত্য। আলোচনা বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্য সূতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা ভেদে জীবের কার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ নিরূপাধিক ও সোপাধিক। জড় সঙ্গ ক্রমে জড়ভাতিমানই জীবের উপাধি সেই উপাধি ক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অন্তর্গত সমস্ত ব্যাপারে যে অহংতা ও মমতা জন্মে তাহাই জীবের জড়ভাতিমান বা দেহান্ধাতিমান। জড়বদ্ধ জীবের কার্য্য সোপাধিক জড়ে যাহারা বদ্ধ হন নাই বা যাহারা ভগবৎ রূপা বলে জড় মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্য নিরূপাধিক। বিগুহ আত্মার নিরূপাধিক কার্য্যের নাম ভগবৎ সেবা। জড় বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্য্যের নাম কর্ম্ম। জড় মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরূপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্ম্ম অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ তত্ত্বে প্রেম সেবাই সহজ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থায় জীবের সঙ্গে সঙ্গে সূতরাং আছে। বহির্মুখ কর্ম্মের প্রবলতা প্রযুক্ত তাহা লুপ্ত প্রায় থাকে। সংসঙ্গ ক্রমে যে সকল জীবে উক্ত বহির্মুখতা ধর্ম্ম হয়, ঐ সকল জীবে সেবা বৃত্তির প্রবলতা হয়। তখন তাহাকে কর্ম্ম মিশ্রা সাধন ভক্তি বলে। সেবা বৃত্তি প্রচুর রূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবৎ বহির্মুখতা রূপ স্বরূপকে পরিত্যাগ করে। তখন উহা কেবল ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

মানব দিগের কর্ম্ম, জড় যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায়, জ্ঞান শূন্য নয়। 'যে কর্ম্ম মানব কর্তৃক কৃত হয় তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনাও কখন 'কর্ম্ম শূন্যতা লাভ করেনা। আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। আলোচনাও একটা কর্ম্ম বিশেষ এজন্ত স্থূল বুদ্ধি বাস্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক বিচারে কর্ম্মের স্বরূপ ও জ্ঞানের স্বরূপ পৃথক্। স্তররূপ কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারিলেও তাত্ত্বিক বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরূপাধিক চিন্ময় প্রেম সেবাই ভক্তির সিদ্ধ স্বরূপ। যদিও জড় বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করা সহজ নয় তথাপি তাহা যেরূপে জ্ঞাত প্রকৃত ব্যক্তি

গণের নিকট তাহা সহজে প্রত্যত। বাহারা কচি ক্রমে ভক্তি তথের আলোচনা করিয়া থাকেন, কেবল তর্ককে তদ্বিষয়ে আদর না করেন, তাঁহারা ই ভক্তি তত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি দ্বিবিধ। কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলা ভক্তি স্বতন্ত্র ও কর্মজ্ঞান গন্ধ শূন্য। তাহাকেই নিরুপাধিক প্রেম, নিরুপাধিক সেবা, অনন্তা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম প্রধানী ভূতা, জ্ঞান প্রধানী ভূতা ও কর্ম জ্ঞান প্রধানী ভূতা। যে কর্মে বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম বা জ্ঞানের ভক্তি হাসতা লক্ষিত হয়, সেই কর্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি বৃদ্ধি আছে, তাহাকে প্রধানীভূতা ভক্তি বলা যায়। যে কর্মে বা জ্ঞানে ভক্তি বৃদ্ধির প্রাধান্য নাই অথবা কর্ম বা জ্ঞানের প্রভূতা লক্ষিত হয়, ভক্তি কেবল তাহাতে কর্ম বা জ্ঞানের দ্বাসীর ন্যায় পরিচর্যা করে, সেই কর্মের নাম কর্ম ও সেই জ্ঞানের নাম জ্ঞান। ঐ কর্ম বা জ্ঞানকে ভক্তি নাম দেওয়া যায় না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। অতএব তত্ত্ব বিচার দ্বারা কর্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড ও ভক্তি ইহাদিগকে পৃথক্ করা হইয়াছে। গীতা শাস্ত্রে আঠারটা অধ্যায়, তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গুণী তত্ত্ব অথচ জ্ঞান ও কর্মের জীবন স্বরূপ ও অর্থ সাধক বলিয়া ভক্তি বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবস্থিধ বিগুহ ভক্তিই গীতা শাস্ত্রে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মোক্কে ভগবৎ শরণা পত্তিই সর্ব শুভতম উপদেশ ইহা পরিজাত হইবে। পাঠক বৃন্দ ভক্তিপূত অন্তঃকরণে চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা শাস্ত্র মুহূর্হঃ পাঠ করত জীবন সকল করুন।

চূর্তাপ্য ক্রমে ঐপর্যন্ত শ্রীমত্তগবদগীতার যে সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকল গুলিই অভেদ এক বাদী দিগের রচিত। বিগুহ ভগবদভক্তি সম্বত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশ হয় নাই। শাস্ত্র ভাষ্য ও আনন্দ গিরির টীকা সম্পূর্ণ অভেদ এক বাদ পূর্ণ। শ্রীধর স্বামির

টীকা ব্রহ্মবাদ পূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক অধৈত বাদের গন্ধ আছে। মধু সূদন সরস্বতীর টীকাটা যে রূপ ভক্তি পোষক বাক্য পূর্ণ, সেক্ষেপ চরম উপদেশ স্থলে কল্যাণ প্রদ নয়। শ্রীশ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটা সম্পূর্ণ ভক্তি সম্বত বটে কিন্তু অন্বদেশে শ্রীশ্রীগৌরান্ধ প্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ শিক্ষা পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপ কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে, বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আনন্দক দিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয় না। এতদ্বিবন্ধন আমরা যত্ন সহকারে শ্রীগৌরান্ধগত মহামহোপাধ্যায় ভক্ত শিরোমণি শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিরচিত টীকাটা সংগ্রহ পূর্বক তদনুযায়ী শ্রীরসিক রঞ্জন নামক ব্রহ্মবাদ সহকারে গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভু শিক্ষা সম্বত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত একটি গীতা ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটা বিচার পর কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকাটা বিচার ও প্রীতি রস এতদ্ব্যতির বিষয়ে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীমহাগবতের টীকাটা সর্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ার চক্রবর্তী মহাশয়কেই আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্তী মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত প্রাঞ্জল। সাধারণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

রসিক রঞ্জন সাধ্যমত সরল ভাষায় লিখিত হইল। যে সমস্ত দুঃসহ শব্দ অপরিহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হইল, সে সকল শব্দের অর্থ টীকাতেই আছে পূর্ব পূর্ব অনুবাদকেরা অনুবাদ মধ্যেই ঐ সকল শব্দের অর্থ ও সংস্কৃত টীকা কারের শব্দ প্রয়োগ চাতুরী প্রকাশ করিতে গিয়া অনুবাদ গুলি দুর্বোধ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। আমাদের অনুবাদ গহ গীতা শাস্ত্র যদি পাঠক বর্ণের প্রীতিকর হয়, তবে আমরা অনেক শুদ্ধ ভক্তি সম্বত বৈদান্তিক গ্রন্থ বেদান্ত সূত্র ভাষ্য ও উপনিষদাদি সকল এই প্রণালী ক্রমে প্রকাশ করিব।



শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুয়ুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুর্কৃত সঞ্জয়? ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্মনাথ চক্রবর্তী-কৃত সারার্থ বর্ণিণী টীকা ।

গৌরাং শুকঃ নং কুমুদ প্রমোদী

স্বাভিধায়া গোস্বামসো নিহন্তা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্মরণিধি ধ্যে

মনোহধিতিষ্ঠনু পরতিং করোতু ॥ ১ ॥

প্রাচীন বাচঃ স্মবিচার্য্য নোহহ-

মজ্জোহপি পীতামৃত লেশনিপ্পঃ ।

যতে: প্রভোরেব মতে তদত্র

কন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য ॥ ২ ॥

ইহ খলু সকল শীত্ৰাভিত্যত শ্রীমদ্ভগবৎ-সরোজ-ভজনঃ স্বয়ং ভগবান্নরাকৃতি-পরব্রহ্ম জীবমুদেব
স্বঃ দাক্ষাৎ শ্রীগোপাল পূর্ণ্যামবতীর্ধ্যাপার পরমাত্ম্য স্বরূপাশ্রিত্যবাপ্রাপ্তিক সকল লোক-
লোচন-গোচরীকৃতভাবাক্ষি নিমজ্জমানান্ জগজ্জনাহু কৃত্য স্বসৌন্দর্য্যমাহুধ্যানাদনরা স্বীয়প্রয
মহার্বুধো নিমজ্জমাস। শিষ্টরক্ষা হুর্জনপুংহ ব্রত নিষ্ঠামহিষ্ট প্রতিষ্টোহপি ভুবোভারহুঃখা-

শ্রীরসিকরঞ্জন নামক অঙ্কবাদ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় । ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে হৃষ্যোদনাদি আমার পুত্রগণ

অধিষ্ঠিত প্রভৃতি পাণ্ডব সকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডুবানীকং ব্যাচং দুর্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচন মব্রবীৎ ॥ ২ ।

পহারমিবেণ দৃষ্টানামপি অদেষ্টানামপি মহাসংসারগ্রাহগ্রাসীভূতানামপি মুক্তিমানসঙ্কণং পরম-
রক্ষণমেব ব্রূতা আভীক্ষানোত্তর কাঞ্চজনিধমানাননাশ্যবিদ্যাবন্ধ নিবন্ধন শোকনোহান্যাতুল-
নপি জীবামুহুতং শাস্ত্রকৃষ্ণনিগণ গীষমানযশস্ক বহুং অপ্ৰিয়সং তাবৃশ বেচ্ছাংশাদেব রণ-
মুর্ছন্যাহুতশোকমোহং অীমসর্জুনং লক্ষীরত্য কাণ্ডজিতয়াত্মক সর্কবেদতাৎপর্য্য পর্য্যবসিতার্থ
রত্নানন্তং অীণীতাশ্রমমষ্টাংশাধ্যায়মন্তভূতাষ্টাংশবিশ্যং শাক্ষাচ্ছিন্নমানীকৃতমিথ পরমপুঙ্খার্থ-
মাবিত্যবশ্যভূব । তত্রাধ্যায়ানং ষট্ কেন প্রথমেন নিকামকর্ষযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ,
তৃতীয়েন জ্ঞানযোগোদ্বিগতঃ । তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতি রহস্যাহুভয়-সংজীবকয়েনাতাহি-
তহাং সর্কচুলভভ্যচ্চ মধ্যবন্তীকৃতঃ । বর্কজ্ঞানমোর্তিক্তিরাহিতেন ষেযার্থাৎ তে দ্বৈ ভক্তিমিত্রে
এব সম্মতীকৃতঃ । ভক্তিস্ত দ্বিবিধ—কেবলা, প্রণানীকৃতঃ । তত্রাশ্রমতএব পরম প্রমো ।
তে দ্বৈবৈনৈব বিমুক্ত প্রভাবতী, অকিঞ্চন অনন্যাদি শব্দগোচ্যঃ । দ্বিতীয়াহু কর্ষজ্ঞান মিত্রে-
তাবিনমগ্রে বিবৃতী ভবিষ্যতি । অথার্জুনদা শোকনোহৌ কণ্ডভূতাবিত্যপেক্ষাৎ সংসারভরত-
বক্তা অীবেশম্পারনে জনমেভয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপক্ষণি কথামবহারমতি । হুতরাষ্ট্র উপাচ ইতি ।
ব্রুক্কেত্রে যুৎসবে যুৎসং সজত মামকা দুর্যোধনানাঃ পাণ্ডবাক দুবিষ্টিরম্যঃ কিং কৃত-
বস্তশুদ্ধি । নহু যুৎসব ইতি হং ব্রবীমোহ অতঃ, যুৎসবে বর্কমুখ্যতাস্তে তমপি কিমবু-
র্কতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহু বর্কক্ষেত্র ইতি । ব্রুক্কেত্রং দেবযজ্ঞনমিতিক্রমতঃ
তৎ ক্ষেত্রস্য বর্কপ্রকর্তবকং প্রসিদ্ধং । অতন্তুৎসংসর্গমহিষ বদ্যার্থিকানামপি দুর্যোধনা-
নীনঃ ক্রোধনিবৃত্তা বর্কমতিঃস্যাৎ ; পাণ্ডবাস্ত অভাবত এব বর্কিকঃ ততো বক্রুতিংসনমস্তুতি
মিত্যতয়েমামপিবিবেক উদ্ধুতে সন্ধিরপি সম্ভাব্যতে । ততঃ মনাম্ভ এবেতি সঞ্জয়ঃ প্রতি
জ্ঞাপয়িতুং ইচ্ছোভাবো বাহ্যঃ । আভ্যন্তরঙ্গসকোঁসতি পূর্বাৎ সর্কটকমেব রাজাং মদান-
জানামিতি মে দূর্কার এব বিবাদঃ । তন্মদানানীনে ভীষ্মশূর্জুনেন দুর্জয় এভ্যভ্যভ্যতঃ যুৎসবে
শ্রেয়ন্তদের ভূয়াৎ ইতিহু তম্মনোরথোপযোগী হুলাক্ষ্যঃ । অত্র বর্কক্ষেত্র ইতি ক্ষেত্র পাদেন
বর্কস্য বর্কবভারস্য সপ্তরিকর-দুবিষ্টিরম্য ধানাহানীয়হং, তৎপালকস্য ইত্ৰমস্য রমীপগদানীদহং
ক্লক্কৃত নানাবিধ সাধাধ্যা জলশেচন সেতুপুনর্নি স্থানীয়হং, অীক্ৰম-সংহার্য্য দুর্যোধনান-
ধান্যেষ্মি ধান্যাকারত্ণ বিশেষ স্থানীয়হক বোধিতং সরসত্যা ১১ ।

বিনিত তমভিপ্রায়মুদ্যমসিতং যুৎসবে ভাবৎ, পিত্তবজ্ঞনোরথ-প্রতিকূলমিতি মনসি

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত সকলকে ব্যাহ নিষ্খাণ
পূর্বক অবস্থান করিতে অবোলোকন করত রাজা দুর্যোধন শ্রোণাচার্য্যের নিকট
গমন করিয়া কহিলেন । ২ ।

পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রানামাচার্য্য মহতীং, চমুং ।
 ব্যাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ।
 অত্র শূরা মহেষ্ঠাসা ভীমার্জুন সমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ।
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুংস্ববঃ ॥ ৫ ।
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সৰ্ক্ৰেব মহারথঃ ॥ ৬ ।
 অস্মাকস্ত্ব বিশিষ্টা যে তারিবোধ দ্বিজোত্তম ।

কুত্বাং দৃষ্টেতি, ব্যাঢ়ং ব্যাহরচন্যবস্থিতং রাজা হৃষ্যোদনঃ সান্তর্ভয়মুবাচ পশ্যেতাং ইতি নবভিঃ
 শ্লোকৈঃ । ২ ।

দ্রুপদপুত্রেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি অবদ্যার্থং উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়া অন্নমধ্য-
 পিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিঃ । ধীমতেতি শত্রোরপি স্বস্তঃ সকাশাৎ স্ববোধোপায়-বিদ্যা বৃহীতা
 ইত্যস্যমহাবুদ্ধিঃ ফলকালেপি পশ্যেতি ভাবঃ । ৩ ।

অত্র চমুং মহান্তঃ শত্রুভিশ্চৈতুশ্চ মশক্যা ইষাদা ধনুংবিষেবাং তে । যুযুধানঃ সাত্যকিঃ
 সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ দ্রোপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিত্যঃ পঞ্চভ্যোজাতাঃ প্রতিবিক্রান্তরঃ । মহারথানীনাং
 লক্ষণং—একোদশ সহস্রানি বোধয়েৎ স্বস্ত্ব ধনি নাং । শত্রুশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥
 অমিতান্ বোধয়েৎ স্বস্ত্ব সত্র্যতিরথঃ স্মৃতঃ । রথীচৈকেন বো বোদ্ধা তন্ন্যনোৎকর্ষকঃ
 স্মৃতঃ ॥ ৪, ৫, ৬ ।

আচার্য্য! পাণ্ডবগণের মহতী সেনানী নিরীক্ষণ করুন, তাহারা আপ-
 নার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা বৃহ রচনা করিয়া অবস্থান করি-
 তেছে । ৩ ।

এই সেনা নিচয়ের মধ্যে মহেষ্ঠাসা ভীমার্জুন ও উৎসমকক বীর সমস্ত
 যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ । ৪ ।

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীৰ্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিত, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ
 শৈব্য । ৫ ।

বলবান যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, স্তম্ভজাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রোপদীর গভ-
 জাত পঞ্চপুত্র ইহারা সকলেই মহারথ । ৬ ।

নায়ক। মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ প্রবীমি তে ॥ ৭ ।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ।

অন্যোচ বহবঃ শূরঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাসাশ্ত্র প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ।

পর্যাপ্তং হিমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগ মবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তুঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ।

নিবোধ বুধ্যস্ব । সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং ॥ ৭ । সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ।

ত্যক্তজীবিতা ইতি জীবিত ত্যাগেনাপি যদি মহৎপকারঃ স্যাত্তদাতমপি কর্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । বহুতস্ত মনৈবেতে নিহতাঃ পূর্কমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্ ইতি ভগবদ্বক্তৃত্বং ধ্যেয়ং ন সন্দেহী সত্যমেবাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ।

অপর্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ বোদ্ধব্যমক্ষমিত্যর্থঃ । ভীষ্মেনাভিযুক্তবুদ্ধিনা শত্রুশাস্ত্র প্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্যোভয় পক্ষপাতিত্বাৎ । এতেষাং পাণ্ডবানস্ত ভীষ্মেন যুদ্ধবুদ্ধিনা শত্রুশাস্ত্রানভিজেনাপিরক্ষিতং পর্যাপ্তং পরিপূর্ণং অশ্বাভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবীণ-
নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ।

* তদ্বাদ্ভূত্বাভিঃ সাবধানৈর্ভবিষ্যতিত্যাহ । অয়নেষু বৃহৎপ্রবেশমার্গেণ যথাভাগং বিভক্তাঃ

হে ঔরো ! আমাদের যে সমস্ত সেনা নায়ক আছেন, আপনার জ্ঞানার্থে তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি । ৭ ।

রথবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদত্তপুত্র তুরি-
জবান ও অরদ্রথঃ । ৮ ।

এতদ্ব্যতীত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধ-বিশারদ বীরপুরুষগণ
আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন । ৯ ।

ভীষ্ম কর্তৃক পরিরক্ষিত আমাদের দল বল প্রচুর নহে, কিন্তু ভীষ্মসেন
রক্ষিত পাণ্ডবসেনা প্রচুর । ১০ ।

একপক্ষে আপনারা সকলে যুদ্ধ বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারে অবস্থান পূর্বক
ভীষ্ম পিতৃসহকে রক্ষা করুন । ১১ ।

তস্য সংজনয়ন্ হর্বং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ।
 উতঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যহন্যন্তঃ স শব্দন্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ।
 ততঃ শ্বেতৈর্হরৈর্যুক্তে মহতি সান্দ্রেনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪ ।
 পাঞ্চজন্যং হ্রদীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ন্দা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ।
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রোযুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ সুর্যোষ্মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ।
 কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডীচ মহারথঃ ।

স্বাঃ স্বাঃ রণভূমিং অপরিত্যজ্যেবাবস্থিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাভিত্তন্তবা বৃকন্তবান্যৈর্যুধ্য-
 মানোঃসং পৃষ্ঠতঃ কৈকিল্লহন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবিতমিতি ভাবঃ । ১২ ।

ততঃ অসম্মান প্রবণজনিত হর্বঃ, তস্য হুর্যোঃনস্য ভরবিধ্বংসেনেন হর্বং সংজনয়িতুং কুরু-
 বৃদ্ধো ভীষ্মঃ । সিংহনাদমিতি উপমানে কর্ণণি চেতি গমুন্ সিংহইব বিনদ্য ইত্যর্থঃ । ১৩ ।

ততঃকোভয়ত্রৈব যুদ্ধোৎসাহঃপ্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইতি । পণবাঃ মার্দীনাঃ আনকাঃ পটহাঃ
 গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ । ১৪ ।

পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনামানি । ১৫ ।

অতঃপর প্রবল প্রতাপ কুরুবৃদ্ধপিতামহ ভীষ্ম হুর্যোধনের হর্ব উৎপাদনের
 জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১২ ।

শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও মোহর
 নামক বাদ্যযন্ত্র সকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল । ১৩ ।

এদিকে শ্রীকুরু এবং ধনঞ্জয় ধ্বজ অর্থাৎ সংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরুঢ়
 হইয়া দিব্যশঙ্খধ্বনি করিলেন । ১৪ ।

হ্রদীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ভীম-
 কর্দা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন । ১৫ ।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুর্যোষ এবং সহদেবমণিপুষ্পক
 নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১৬ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিচ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ।

ক্রপদো দ্রৌপদেয়ান্চ সৰ্কষণঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ।

স যোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

মভশ্চ পৃথিবীশ্চৈব তুন্মলোহভানুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃতে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

স্নেহয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত । ২১ ।

যাবদেতারিীরীক্ষেহহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণ-সমুদ্যমে ॥ ২২ ।

অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যাহং অথ চাপেন ধনুশ্চ রাজিতঃ প্রদীপ্তঃ । ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ।

উৎকৃষ্ট ধনুধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি' । ১৭ ।

হে পৃথ্বীপতে ব্রতরাষ্ট্র ! ক্রপদ, দ্রৌপদির পঞ্চপুত্র এবং স্নতপ্রাপ্ত মহাবাহু অভিন্নহৃদয় ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খস্বনি করিলেন । ১৮ ।

এই সকল শব্দের তুন্মল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল ঐতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল । ১৯ ।

হে মহারাজ ! তৎকালে শস্ত্র নিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয় ব্রতরাষ্ট্রজনগণকে দুহুযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলন পূর্বক জীকৃৎককে এই কথা কহিলেন । ২০ ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় পক্ষীর সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর । ২১ ।

বভক্ষণ আমি যুদ্ধকাৰ্য্যনার অবস্থিত সেনা পণের মধ্যে এই রণ সমুদ্যমে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ করি । ২২ ।

যোৎসাহমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্দ্ধ্বং ক্ষেয়ুর্ক্ষেপ্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥ ২৩ ।

সঙ্কর উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়ো'রুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা০ রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ।

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্কেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ।

উবাচ পার্শ্ব ! পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্শ্বঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।

হৃষীকেশঃ সর্কেষদ্রিয়নিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জুনেনাঙ্কিতঃ অর্জুন-সংগিত্যয় মাত্রেনাপি নিয়ন্তো'ভূত্বিতি অহো প্রেমবশাৎ ভগবত ইতি ভাবঃ । গুড়াকেশেন গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্র প্রকাশকাস্তথা স্বীয় স্নেহরসাস্বাদ প্রকাশকঃ অকেশা বিষ্ণুগ্রন্থশিবাযস্য তেন, অকারো বিষ্ণুঃ কোব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ । যত্র সর্কাবতারি চূড়ামণীজঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণএব প্রেমাধীনঃ সন্ আচ্ছাদনবস্ত্রী বভূব তত্র গুণাবতারিত্বাদংশা বিষ্ণুগ্রন্থকল্পদ্রাঃ কথংৈর্ঘ্যাং প্রকাশয়ত্ব কিত্ব অকর্তৃত্বং স্নেহরসং প্রকাশ্যেব স্বং স্বং রূতর্ঘ্যং মনান্ত ইত্যর্থঃ । যদুভূতং শ্রীভগবতা পরম বোধ্যনাথেনাপি ভিজান্ধজা মে যুবয়ো'র্দৃষ্টুন ইতি । যদ্বা গুড়াকা নিদ্রা তস্য ঈশেন জিতনিদ্রেণেত্যর্থঃ । অত্রাপি ব্যাখ্যাযাং সাক্ষাদ্বাদ্যায় অপি নিয়ন্তঃ যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সচাপি যেন প্রের্য বিজিতা বশীকৃতঃ তেনা'র্জুনেন মায়াবুত্তিনিদ্রা বদ্যাকী জিতেতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ । ২১, ২২, ২৩, ২৪ ।

ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্কেষাং মহীক্ষিতাং রাজাঞ্চ প্রমুখত ইতি সমাস প্রদ্রিষ্টো'হপি প্রমুখতঃ শব্দ আক্লম্যতে । ২৫ ।

যতক্ষণ অর্জুনি দুর্যোধনের প্রিয়কামনার যুদ্ধবাসনার এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি । ২৩ ।

সঙ্কর কহিলেন, হে ভারত ! হে ধৃতরাষ্ট্র ! গুড়াকেশ পার্শ্ব কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন । ২৪ ।

কহিলেন, পার্শ্ব ! যুদ্ধার্থ সমবেত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর । ২৫ ।

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্সান্ বহু নবস্থিতান্ ।
কুপয়া পরয়াবিষ্টো বিমীদগ্নিদমত্রবীৎ ॥ ২৭ ।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ! যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্ৰাণি মুগ্ধাঃ পরিস্থম্যতি ॥ ২৮ ।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাত্ৰীবং অংসতে হস্তাং ভৃকু চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ।
নচ শক্নোম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ।

হৃদ্যাৎমানাদীনঃ যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ ভাম্ । ২৬, ২৭ ।

দৃষ্টে ত্যত্রহিতস্যোত্যাহার্যঃ বিপরীতানি নিমিত্তানি ২৮ নিমিত্তকোঃ স্বমাত্র মে বাস ইতি-
বল্লিস্ত শকোংসং প্রয়োজনবাচী । ততঃ হৃদে বিভ্রমেন মম গাত্ৰালাভাৎসুখং নভবিহ্যত
কিঞ্চ তদ্বিপরীতমসুতাপহুঃখ মেব ভাবীতার্থঃ । ২৮, ২৯, ৩০ ।

তখন অর্জুন উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃরা, পিতামহ, আচার্য্য
মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী মানব সকল উপস্থিত আছেন দেখিতে
পাইলেন । ২৬ ।

কুন্তীপুত্র অর্জুন বহুবাহুব সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরো-
নাস্তি কুপাবিষ্ট ও বিবগ্ন হইয়া বলিলেন । ২৭ ।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! এই সকল আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী
হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অবণ ও মুগ্ধ পরি-
তক হইতেছে । ২৮ ।

আমার শরীর কল্পিত ও রোমান্বিত হইতেছে । হস্ত হইতে গাত্ৰীর
নিপতিত হইতেছে এবং ভৃকু পরিদহ্য হইতেছে । ২৯ ।

আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিন্তা উদ্ভ্রান্ত হইতেছে । হে
কেশব ! আমি কেবল বিপরীতভাবে বিশিষ্ট স্থিতিস্থিত সকল মিরীক্ষণ করি-
তেছি । ৩০ ।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হৃদা স্বজনমাহবে ।
 ন কাত্তেজ বিজয়ং কৃকঃ । ন চ রাজ্যং সুধানি চ ॥ ৩১ ।
 কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
 যেষামর্থে কাক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুধানি চ ॥ ৩২ ।
 ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্তা ধনানি চ ।
 আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ।
 মাতুলাঃ স্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথাঃ ।
 এতানহন্তমিচ্ছামি মৃতোপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ।
 অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিম্ মহীকুতে ।
 নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রানঃ কা প্রীতিঃ স্যাচ্ছনার্দিন ! ॥ ৩৫ ।
 পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হত্বেতানাততানিনঃ ।

শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি “হাবির্মো পুরুষো লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনো । পরিত্রাট্‌ বোদ-
 যুক্তঞ্চ বণেচাতিবুধে হতঃ” ইত্যাদিনা হতস্যেব শ্রেয়োবিধানাং হন্তত্ব ন কিমপি সুকৃতং ।
 নন্দদ্বৈত কলং যশোরাজ্যং বর্জতে বুদ্ধস্যোতি অতআহ ন কাত্তেজ ইতি ॥ ৩১ ॥

নন্দরিষো গ্রন্থকৈব শত্রুপাশিরূপাংহঃ । কেত্রদারাপহারীত বদেতে আততানিনঃ ॥ ইতি ।
 আততানিন মারাত্তং হন্যাদেবাচিচারন । আততানিবধেদোহো হন্তত্ববতি ভারত ॥ ইত্যাদি

রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্তর দেখিতেছি না, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি
 আর বিজয় বাসনা ও রাজ্য সুখ ইচ্ছা করি না ॥ ৩১ ॥

হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যের কি প্রয়োজন? ভোগসুখেরই বা আবশ্য-
 কতা কি? এবং জীবনধারণেই বা কি কল আছে? কারণ বাহাদের জন্য রাজ্য ও
 ভোগ সুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত ॥ ৩২ ॥

হে মধুসূদন! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, মাতুল, স্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও
 সম্বন্ধি অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন সকলেই জীবনময় পরিত্যাগে কৃতসংকর হইয়া এই-
 বুদে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোন-
 ক্রমে ইহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩৩, ৩৪ ॥

হে জনার্দন! পৃথিবীর ত কুখাই নাই, ত্রৈলোক্যের আবিপত্য প্রাণ
 হইলেও ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতিলাভ হইবে? ৩৫ ॥

তস্মান্নারহি বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবাঙ্কবান্ ।

অজ্ঞনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ।

যদ্যপ্যেতে নপশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্র-দ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দন! ॥ ৩৮ ।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্মে নষ্টে কুলং ক্লেশমধর্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ।

বচনাদেব। বধ উচিত এবেতি তত্রাহ পাপমিতি । এতান্ হত্বা হিতানস্মান্ । আততায়িন-
মাস্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্ভিন্নং যদুক্তং বাঙ্গবক্যেন অর্থশাস্ত্রাস্তু বলবদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রমিতি
স্বতঃ ইতি । তস্মাদাচার্য্যকীনাং বধে পাপংম্যাদেব । নচৈহিকং সুখমপিস্যাতিত্যাহ অজ্ঞন-
মিতি । ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ।

নবেতে তর্হি কথং বুধে বর্ত্তন্তে তত্রাহ ষড়্যপীতি । ৩৭ ।

আততায়িদিগকে বধ করা রাজনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও আচা-
র্য্যাদি আততায়ি দিগকে হত্যা করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু পাপ হইবে বলিয়া
আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সবাঙ্কবে সংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না । হে মাধব!
আত্মীয় স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে ? ৩৬ ।

হৃর্দ্যোধন প্রভৃতি লোভ দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্র-
দ্রোহ জনিত পাতক অজ্ঞতব করিতে পারিতেছে না । ৩৭ ।

কিন্তু জনান্দন! আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি নিমিত্ত এই
পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না ? ৩৮ ।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে । কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে
অধর্ম্মিষ্ট কুল অধর্মে অভিভূত হয় । ৩৯

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ ! প্রদুষ্যন্তি কুলত্রিয়ঃ ।
 শ্রীষু হৃষ্টান্সু বাক্ষের । জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ।
 সঙ্করোনরকায়ৈব কুলস্থানাং কুলস্যচ ।
 পতন্তি পিতরোহেমাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ।
 দৌষৈরেতৈঃ কুলস্থানাং বর্ণসঙ্করকাত্মকৈঃ ।
 উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২ ।
 উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ! ।
 নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুক্রম ॥ ৪৩ ।
 অহো বত মহৎপাপং কর্ত্বুং ব্যবসিতাবয়ং ।
 যদ্রাজ্য সুখলোভেন হন্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ।

কুলস্কর ইতি । সনাতনাঃ কুলপরম্পরা প্রাপ্তয়েন বহুকালতঃ প্রাপ্তাহিতার্থঃ । প্রদুষ্যন্তিতি
 অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তয়তীতি ভাবঃ । ৩৮, ৩৯, ৪০ ।

দৌষৈরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে । ৪২ ।

হে বৃক্ষবংশাবতঃস কৃষ্ণ ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুলশ্রী সকল ব্যভিচারিণী
 হয়, শ্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৪০ ।

বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতক দিগকে নরকগামী করিয়া থাকে ।
 সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ার পিতৃলোক পতিত হয় । ৪১ ।

বর্ণসংকরকারী পূর্বোক্ত দোষ দ্বারা কুলনাশক দিগের সনাতন কুলধর্ম্ম
 ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া থাকে । ৪২ ।

হে জনার্দন ! শুনিয়াছি, যে সকল মহাব্যয় কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়
 তাহার নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে । ৪৩ ।

হা ! কি মহৎ পাপ ! আমরা রাজ্যসুখ লোভে স্বজন বধে সমুদ্যত
 হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকর হইয়াছি । ৪৪ ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হনুস্তনু স্বে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ।

সঙ্গর উবাচ ।

এবমুক্ত্বাৰ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविशৎ ।

বিস্কৃত্য শশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমত্তগবলীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সংখ্যে সংগ্রাসে, রথোপস্থে রথোপরি । ৪৫ ।

ইতি সারার্থ বর্ণিত্যং হর্ষিত্যং ভক্তচেতসাং ।

গীতানু প্রথমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

আমি অস্বহীন ও প্রতীকার পরাশ্রয় হইলেও যদি অস্বহারী ধার্তরাষ্ট্রগণ আমারে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে । ৪৫ ।

এই কথা বলিয়া অৰ্জুন শশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক শোকাহ্নিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন । ৪৬ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সঙ্গর উবাচ ।

তৎ তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং ।
বিশীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ।

ঐভগবানুবাচ ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ।
অনার্যজুষ্টমশ্রুগ্যমকীৰ্ত্তিকরমৰ্জুন ! ২ ।
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় । নৈতৎ ত্রয্যুপপদ্যতে ।
কুজং হৃদয়দৌৰ্জল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ! ৩ ।

আশ্বানাস্ত্র বিবেকেন শোকমোহতমোহুদন ।

দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোহত্র প্রোচে যুক্তম্যলক্ষণং ॥

কশ্মলং মোহঃ বিষমেন্ত্র সংগ্রাসকটে; কুতোহেতোরুপস্থিতং স্বাং প্রাপ্তমৰ্জুনঃ । অনার্যজুষ্টং
অশ্রুতিষ্ঠিত লোকৈরসেবিতং অশ্রুগ্যং অকীৰ্ত্তিকরমিতি পারত্রিকৈহিক শ্রুতপ্রতিভুগমিতার্থঃ । ২ :

ক্লৈব্যং ক্লীব বর্ধং কান্তর্ধ্যং, হে পার্শ্বেতি স্বং পৃথাপুত্রঃ সন্ অপি গচ্ছসি তদ্ব্যবসায় গমঃ
মাশ্রাপুহি অন্যস্মিন্, কত্রবর্কো বরমিদমুপপদ্যতাং স্বমি নৎসংযোতু নোপযুজ্যতে । ন, বিবৎ

সঙ্গর বলিলেন,—তখন কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণ নয়ন বিষম বহন অৰ্জুনকে
অবলোকন করিয়া ভগবান বাসুদেব কহিলেন— ১ ।

ভগবান বলিলেন, অৰ্জুন ! এই বিধম সময়ে কিজন্য তোমার ইন্দ্র
অনার্য অনোচিত স্বর্গপ্রতিবেশক অকীৰ্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল ? ২ ।

হে কুন্তীপুত্র পার্শ্ব ! তুমি ইন্দ্র ক্লীববর্ধ অবলম্বন করিও না । ইহা
তোমার উপদ্রব নহে । হে পরস্তপ ! তুমি এই কুজ হৃদয়দৌৰ্জল্য পরিত্যাগ
করিয়া যুদ্ধার্থ উপস্থান কর । ৩ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন !

ইযুতিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ! ॥ ৪ ।

গুরুন্ হত্বাহি মহানুভাবান্

শ্রেয়োভোক্তৃং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈষ

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিক্ষান্ ॥ ৫ ।

শৌৰ্য্যভাবলক্ষণং ক্ৰৈব্যং মাশঙ্কিষ্ঠাঃ কিত্ত ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুষু ধৰ্ম্মদৃষ্ঠ্যা বিবেকোৎসৱং ধাৰ্ত্তৱাষ্ট্ৰেহু তু দুৰ্জনেষু মনস্বাধাত মাসাদা মৰ্ত্ত্যুস্থ্যতেষু দমৈবেয়মিতি তত্রাহ ক্ষুদ্রমিতি । নৈতে তব বিবেকদয়ে কিত্ত শোক মোহাবেব । তৌচ মনসো দৌৰ্জল্যব্যঞ্জকৌ । তস্মাৎ হৃদয় দৌৰ্জল্যমিদং ত্যক্ত্বা উতিষ্ঠ । হে পরম্পর পরান্ শত্ৰুন্, তাপয়ন্, যুধ্যস্ব । ৩ ।

নমু প্রতিবরাতি হি জ্ঞেয়ঃ পূজাপূজাব্যতিক্রম ইতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রং ; অতোহুৎসৱং যুদ্ধাৱিগন্তে ইত্যাহ কথমিতি । প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎসে । ন বেষতো যুদ্ধোতে তর্হি অনয়োঃ প্রতি-
বোদ্ধা ভবিভুং ত্বং কিং ন শক্ৰোষি ? সত্যং ন শক্ৰোম্যেবেত্যাহ পূজার্হাবিতি । অনয়োঃ পরণেহু তক্ত্যা কুস্মান্যেবদাতু মহামি নমু ক্রোধেন ভীক শরানিতিভাবঃ । ভো বয়স্যকৃক স্বমপি শত্ৰুং নৈব যুদ্ধে হংসি, নমু সান্দীপনিং স্বগুরুং নাপি বধুন্, বধুনিত্যাহ হে মধুসূদনেতি । নমু মথবো বদব এবতত্রাহ হে অরিসূদন । মধুনাম দৈত্যো! যন্তবারিরিতি ব্রবীমীতি । ৪ ।

নশ্বেবং তে বদি স্বরাজ্যেংগিরাস্তি জিহ্বকা তর্হি কয়বৃত্ত্যা জীবিষ্যসীত্যত্রাহ গুরুন্, অহত্বা গুরুবধম কৃত্বা ভৈক্ষ্যং কত্রিগৈবিগীতমপি ভিক্ষাপাশ্চময়মপি ভোক্তৃং শ্রেয়ঃ । ঐহিক-
দুৰ্জশোলোভেংপি পারত্রিকম মললং তু নৈবস্যাৱিতি ভাবঃ । নচৈতে গুরবোংবলিষ্ঠাঃ কাৰ্য্যা-
কাৰ্য্যমজানন্তকাৰ্খিক দুৰ্য্যোধনাদ্যমুগতাত্যাজ্যা এব । বহুস্তং—ভরোরপ্যবলিষ্ঠস্য কাৰ্য্যা-
কাৰ্য্যমজানতঃ । উপপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়ত ইতি বাচ্যং ইত্যুহ মহানুভাবানিতি ।
কালকামাদয়োংপি বৈবদীকৃতান্তেষাং ভীষ্মদীনং কৃতস্তন্তদ্বোষ সম্ভব ইতি ভাবঃ । নমু

অৰ্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন ! আমি কি প্রকারে রূপে
প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ গুরুর প্রতি বাণ বোজন্য করিব ? ৪ ।

মহানুভাব গুরুজনগণকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষা দ্বারা জীবন
ধারণ করা ভাল । গুরুহত্যা করিলে কদমিত কামাৰ্ধ উপভোগ করিতে
হইবে । ৫ ।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
 যদ্বা জয়েম যদিবা নো জয়েমুঃ ।
 যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
 স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ।
 কার্পণ্যদৌষোপহত স্বভাবঃ
 পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মনংমূঢ়চেতাঃ ।
 যচ্ছ্রেয়ঃ স্যারিষ্টিতং ক্রহিতম্বে
 শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তুর্ধোন কস্যচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোন্মার্ধেন কোরবৈ
 রিতি" যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মনৈবোক্তং । অতঃ সাম্প্রতমর্থকামদ্বাদেতেবাং মহাত্মাবৎ প্রাজ্ঞ
 নং বিগলিতং সত্যং । তদপ্যোতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ অর্থকামান্ অর্থলুপ্তান্
 অপ্যোতান্ কুরান্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয় কিস্তে তেবাং ঋণিরেণ প্রদ্বিষ্টান্ প্রলিপ্তানেন ।
 অরমর্থঃ । এতেবাং অর্থলুপ্তত্বংপি মদুঃখং সম্ভবেৎ । অতএব, এতদ্বৎসতি গুরুদ্রোহিনো
 মন খলুভোগো দৃষ্টমিচ্ছঃ স্যাদিতি । ৫ ।

কিঞ্চ গুরুদ্রোহে প্রযুক্তস্যপি মম ক্লমঃ পরাজয়ো বা ভবেনিত্যপি ন জায়তে ইত্যাহ ন
 চৈতদ্বিতি । তথাপি নোন্মাকং কতরং জয়পরাজয়দোষো কিংখলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবি-
 যতি এতন্নবিদ্যঃ ; তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি এতান্ বয়ং জয়েমু নোন্মান্ বা এতে জয়েমুঃ ইতি ।
 কিঞ্চ জয়েমুপ্যন্যাকং ফলতঃ পরাজয় এবত্যাহ যানেবেতি । ৬ ।

মম তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং যমেব ক্রবাণঃ কজ্রিয়োভূত্বা ভিক্ষাটনং নিক্টিনোষি
 তর্হ্যনং মদুস্ত্যেতি তদ্রাহ কার্পণ্যেতি । স্বাভাবিকস্য শৌর্যস্য ত্যাগএব মে কার্পণ্যং
 ধর্ম্মস্য হৃদ্যাগতিরিত্যভোগদ্বাবহায়ামপ্যহং মুঢ় বুদ্ধিরেবাশি । অতস্তমেব নিক্টিত্যা শ্রেয়ো-

ফলতঃ এই সময়ে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোনটি গৌরবান্বিত, তাহা
 বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না, বাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত
 থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন । ৬ ।

একশে আমি ধর্ম্মবিমুঢ় চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীর্য্যতাব পরিত্যাগরূপ
 কার্পণ্য দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে ভিক্ষালা করিতেছি, আমার পক্ষে
 বাহ্য শ্রেয়স্বরূপ, তাহাই নিষ্কর করিয়া উপহেদ্য কিন । আমি আপনাকে শিষ্য
 আপনাই শরৎকার হইলাম । ৭ ।

নহি প্রপশ্যামি মমাপমুদ্যাৎ
 যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিচ্ছিন্নাণাম্ ।
 অবাণ্য ভুমাবসপত্ন স্বক্সং
 রাজ্যং সুরাণামপিচাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঙ্গর উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।
 ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা ভূমীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
 তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে দ্বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অহি । নহু সখ্যচত্বঃ পতিতমানিচ্ছেন যঃ সচিৎ কথং ক্রমাৎ তত্রাহ শিষ্যন্তেঃ হমস্মি, নাভঃ
 পরং বৃথা বক্তমানীতি ভাবঃ । ৭ ।

নহু স্মি তব সখ্যভাবএব নহু গৌরবং । অতস্ত্বঃ কথমহং শিষ্যং করোমি তন্মাদ্ বক্ত
 তব গৌরবং তং কমপি ঈষাদানাদিকং প্রপশ্যন্তেত্যত আহ নহীতি । মম শোকমপমুদ্যাৎ
 হুরীকুৰ্যাসেবং জনং ন প্রকর্ষণে পশ্যামি জিজ্ঞাস্যত্যেকং স্থাং বিনা । স্বান্দাবিক বুদ্ধিমত্তং
 বুদ্ধান্তিষি ন জানামীত্যতঃ শোকার্জ্জবং যনু কং প্রপদ্যেয় ইতি ভাবঃ । স্বতঃ শোকান্নী-
 জিন্নানাং উৎশোধনং যদা নিদাযাং সূত্র সরসামিব উৎকর্ষণে শোভোভবতি । নহু তর্হি সান্নাতং
 স্বং শোকার্জ্জবং যনু বৃথাস্ব ততর্কিতান্ জিহ্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতন্তব রাজ্যভোগাভিনিবের্বেনৈব
 শোকাংপবাস্যতীত্যত আহ অবাণ্যোতি ভূমৌ নিকটকং রাজ্যং স্বর্গে সুরাণামপিপত্যং বা
 প্রাপ্যাপি হিতস্য মমৈচ্ছিন্নাণামেতদুচ্ছোষণমেবেত্যর্থঃ । ৮, ৯ ।

অহো ভবাণ্যোভাবান্ যনু বিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অর্নোক্তিয়া প্রকাশেন

পৃথিবীর নিকটক সমুদ্র রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে শোক
 আমার ইজ্জিগগণকে পরিশোধন করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন
 উপায় দেখিতে পাই না । ৮ ।

সঙ্গর কহিলেন, জনতার শক্ততাপন গুড়াকেশ অর্জুন “গোবিন্দ । আমি
 হুস্ত করিব না” হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া ভুলীভাব অবলম্বন করিলেন । ৯ ।

হে ভারত ! তখন উভয় পক্ষীয় সেনাসংগের মধ্যে অবস্থিত বিবাদপ্রভ
 স্মার্ত্তকে হৃষীকেশ মহাশয়ে এই কথা কহিলেন । ১০ ।

শ্রীভগবান্‌বাচ ।

অশোচ্যানন্বশোচন্তুঃ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাস্থনগতাস্থঃশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ।

নহ্নেবাহং জাতু নানং নহ্নং নেমে জনাধিপাঃ ।

নৈচ ন ভবিষ্যামঃ সর্কেবয়মতঃপরং ॥ ১২ ।

লজ্জাশূন্যে নিমজ্জনং ইবেতি ভদ্রানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন্‌ হাস্যমভূতিত মিত্যধরোঃ নিরুৎকর্ষেন হাস্যাদ্রুৎকর্তব্যঃ । কথীকেশ ইতি পূর্বে প্রেতৈর্বার্জুনবাৎ নিরয়োঃপি সাম্প্রতিকার্জুন চিত্তকারিভ্যং প্রেতৈর্বার্জুন মনো নিয়ন্তাপি ভবতীতি ভাবঃ । সেনাধিপতিভা-
মধ্যে ইত্যার্জুনস্য বিষাদো ভগবতঃ প্রবোধক উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যতো দৃষ্টেবেতি ভাবঃ । ১০ ।

ভো অর্জুন, তবায়ং বক্তব্যহেতুকঃ শোকোজঃস্থলক এব । তথা কথং ভীষ্মহং সংখ্যে ইত্যাদিকো বিবেকশূন্যপ্রজ্ঞাস্থলক এবেত্যাহ । অশোচ্যান্‌ শোকানন্বীনেব ভ্রমশোচঃ অশু-
শোচিতবানসি । তথা হ্যং প্রবোধয়ন্তুং মাংপ্রতি প্রজ্ঞাবাদান্‌ ভাষসে প্রজ্ঞাভ্যাং সত্যানুব-
যে বাধাঃ কথং ভীষ্মহং সংখ্যে ইত্যাদীনি বাক্যানি তান্‌ ভাষসে । নতু তব কাপি প্রজ্ঞা
বর্ত্তত ইতি ভাবঃ । বতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ গতাস্থনং গতানিস্তাভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্‌
স্থলদেহান্‌ ন শোচন্তি তেভ্যং নশ্বর ভাবহাদিতি ভাবঃ । অগতাস্থনং অনিস্তপ্রাপ্তান্‌ সূক্ষ্ম-
দেহানপি ন শোচন্তি তে হি মুক্তাঃ পূর্কমনশ্বরীএব উভয়মায়মপি তথা তথা স্বভাবস্য চুশ্চি-
হুরহাৎ । মুখ্যন্ত পিতৃনি দেহেভ্যঃ প্রাণেশ্ব নিঃসৃতেষু শোচন্তি, সূক্ষ্মদেহান্ত ন তে
প্রাণঃ পরিচিপন্ত্যতন্তুরলং । এত হি সর্কে ভীষ্মাঘঃ স্থলসূক্ষ্মদেহমহিতা আত্মানএব ।
আত্মানান্ত নিত্যদ্বান্তেষু শোকপ্রযুক্তিরেব নাস্তীত্যতন্তুয়া যৎপূর্কমর্শশাক্তাং ধর্মশাক্তং বলবদি
ত্যন্তং তত্র সমা তু ধর্মশাক্তপি জ্ঞানশাক্তং বলবদিত্যাত্যত ইতি ভাবঃ । ১১ ।

অথবা সখে ভাষহস্যেবং পুচ্ছামি । কিঞ্চ শ্রীত্যাশ্পদস্য মরণে দৃষ্টেনতি শোকোজারভে-
তত্রেহ শ্রীত্যাশ্পদবান্‌ দেহোবা । সর্কেবামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভ ইতি শুকোক্তে-
রাত্মৈব শ্রীত্যাশ্পদমিতি চেতুহীজীবেশ্বর ভৈদেন দ্বিবিধস্যোবাধ্যানে নিত্যদ্বান্তেষু মরণাভাব-
দাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ নহ্নেবাহমিতি অহং পরমাত্মা জাতুকর্ষাচিপি পূর্বে নানিমিত্তি

ভগবান বলিলেন, অর্জুন ! তুমি জ্ঞানবানদের ন্যায় বাক্য বলিয়াও
অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ, কেননা পণ্ডিতগণ কি হৃত কি জীবিত কারীর
নিমিত্ত শোক করেন না । ১১ ।

আত্মা অবিনশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই । আত্মা বিবিধ—
পরমাত্মা ও জীবাত্মা । আত্মা, পরমাত্মা ; তুমি ও এই সকল জীবাত্মা

ଦେହିନୋହସ୍ମିନ୍ ଯଥାଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଃ ଜରା ।

ତଥା ଦେହାନ୍ତରପ୍ରାପ୍ତିର୍ଯୌବୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି ॥ ୧୦ ।

ମାତ୍ରାମ୍ପରୀକ୍ଷତ୍ କୌତୁହ୍ୟ ! ଶୀତୋଷ୍ଣ ସ୍ଥୱରଃ କ୍ଷୟଃ ।

ଆଗମାପାୟିନୋହିନିତ୍ୟାନ୍ତାଂ ସ୍ଥିତିଃ କ୍ଷୟଃ ଭାରତ ! ॥ ୧୧ ।

। ଅପିହାସମେବ । ତଥା ଛମ୍ପୁଜୀବାନ୍ତା ଆସୀରେବ ; ତଥେମେ ଜନାଧିପା ରାଜନଃ ଜୀବାନ୍ତାମ୍
ହାସସ୍ତେବ ଇତି ପ୍ରାପ୍ତବାଧାଭାବେ ଦର୍ଶିତଃ । ତଥା ସର୍ବେବରଂ ଅହଂହଂ ଇମେ ଜନାଧିପାଃ ଅତଃପରଂ ନ
ହବିଷ୍ୟାମଃ ନ ହାସ୍ୟାମଃ ଇତି ନ ; ଅପିତୁ ହାସ୍ୟାମଏବେତି ସ୍ବଂସାଧାବକେ ଦର୍ଶିତଃ । ଇତି ପରାନ୍ତନୋ
ଜୀବାନ୍ତାଂ ନିତ୍ୟାନ୍ତାନ୍ତା ନ ଶୋକବିଷୟ ଇତି ସାଧିତଂ । ଅନ୍ତଃସ୍ଥତୟଃ—ନିତ୍ୟୋ ନିତ୍ୟାନ୍ତାଂ
ଚେତନଃଚେତନାନ୍ତାଂ ଏକୋ ବହୁନାଂ ଷୋ ବିଦଧାତି କାମାନିତ୍ୟାନ୍ତାଃ । ୧୧ ।

ନନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ୍ରାସମନ୍ଦେନ ଦେହୋଽଂଶି ପ୍ରୀତ୍ୟାମ୍ପରଂ ସ୍ୟାଂ ଦେହସମ୍ବନ୍ଧେନ ପୁତ୍ରଜାତାନ୍ଦୟୋଽଂଶି ତତ୍ତ୍ବ-
ସମ୍ବନ୍ଧେନ ନ ପ୍ରାପ୍ତିଃ କ୍ଷୟଃ । ଅତଃସ୍ତେଷାଂ ନାଶେ ଶୋକଃ ସ୍ୟାଦେବେତି ଚେତତ ଆହ ଦେହିନ ଇତି ।
ଦେହିନୋ ଜୀବସ୍ୟାନ୍ତ୍ରନ୍ ଦେହେ କୌମାରଂ କୌମାର ପ୍ରାପ୍ତିର୍ଭବତି ; ତତଃ କୌମାର ନାଶାନନ୍ତରଂ
ଯୌବନପ୍ରାପ୍ତିର୍ଯୌବନ ନାଶାନନ୍ତରଂ ଜରା ପ୍ରାପ୍ତିର୍ଯଥା, ତଥା ଏବ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିରିତି । ତତକାନ୍ତ-
ସମ୍ବନ୍ଧିନାଂ କୌମାରାଦୀନାଂ ପ୍ରୀତ୍ୟାମ୍ପରାନାଂ ନାଶେ ଯଥା ଶୋକୋ ନ କ୍ରିୟତେ, ତଥା ଦେହସ୍ୟାମ୍ପର-
ସମ୍ବନ୍ଧିନଃ ପ୍ରୀତ୍ୟାମ୍ପରସ୍ୟାନାଶେ ଶୋକୋ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ । ଯୌବନସ୍ୟାନାଶେ ଜରାପ୍ରାପ୍ତୋ ଶୋକୋଜାୟତ
ଇତିଚେତ୍ କୌମାରସ୍ୟାନାଶେ ଯୌବନପ୍ରାପ୍ତୋ ହର୍ଷୋଽଂଶିଜାୟତେ ଇତି । ଅତୋ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୋଣୀନୀଂ
ଜୀର୍ଣ୍ଣଦେହନାଶେ ଧନୁ ନବ୍ୟ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତୋ ତର୍ହି ହର୍ଷଃ କ୍ରିୟତାମିତିଭାରଃ । ଯଥାଏକଂସ୍ତ୍ରମ୍ପି ଦେହେ
କୌମାରାଦୀନାଂ ଯଥାପ୍ରାପ୍ତିର୍ଭବେତ୍ତେ ବୈକସ୍ୟାପିଦେହିନୋ ଜୀବସ୍ୟ ନାନାଦେହାନାଂ ପ୍ରାପ୍ତିରିତି । ୧୦ ।

ନନ୍ତୁ ସତ୍ୟମେବ ତତ୍ତ୍ବଂ ତଦପ୍ୟାବିବେକିନୋ ମୟ ମନ ଏବାବର୍ତ୍ତକାରିତ୍ବେନ ଶୋକ ଯୋଗ୍ୟାତ୍ମଂ ହର୍ଷ-
ଧରୀତିତି । ତତ୍ର ନ କେବଳଂ ଏକଂ ମନ ଏବ, ଅପିତୁ ମନସୋ ବୁଦ୍ଧୟୋଽଂଶି ସର୍ବାନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀକ୍ରିୟରୂପାଃ

ସକଳେହି ଜୀବାନ୍ତା । ଆମି, ତୁମି ଓ ଏହି ସକଳ ରାଜାଗଣ ପୂର୍ବେ ଥିଲ ନା ଏମନ
ନୟ, ପରେ ଥାକିବେ ନା ତାହାଓ ନୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ସକଳେହି ଏଥନଓ ଆହି,
ପୂର୍ବେ ଥିଲାମ, ପରେଓ ଥାକିବ । ୧୧ ।

ସେମନ ଦେହାନ୍ତର କରିରା ଏହି ଦେହେହି କ୍ରମାବରେ କୌମାର, ଯୌବନ ଓ ଜରାଏବ
ହଇତେ ହୟ, ଅଧିକ ଦେହୀର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଥାକେ ; ତେନନହି ଦେହାନ୍ତର ହଇଲେ, ଅସ୍ତିତ୍ବେ
ଲୋପ ହୟ ନା । ବରଂ ସେମନ କୌମାରାବସ୍ଥାରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତିତେ ହର୍ଷ ଓ ଅନ୍ତଃ
ଉଦୟ ହୟ, ତେମନି ଜରାଏବ ଦେହ-ତ୍ୟାପେ ତଗବଦନ୍ତ ଆନ୍ତର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ହର୍ଷ
ଧରାଥାକେ ; ଅନ୍ତରାଂ ଦେହନାଶେ କେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବୀର ଯାଜିରା ଶୋକ କରେ
ଆ । ୧୦ ।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষবৰ্ভ ।।

সম দুঃখসুখং ধীরং সৌহৃদত্বায় কল্যাতে ॥ ১৫ ।

নাগতো বিদ্যতে ভাণে নাতাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহিস্তস্বনয়োল্লভদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ।

অর্থবিষয়ানুভাব্য অনর্থকারিন্যইতাহ । মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ান্তেষাম্পর্শাঃ অনুভবাঃ শীতোক্তেতি আগমপারিণ ইতি । যদেব শীতলজলাদিকমুকালে সুখমং তদেব শীতকালে দুঃখমতোঃ নিরতত্বাগমপারিণাচ্চ তন্ বিষয়ানুভাবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব । তেষাং সহনমেব শাস্ত্রবিহিতোদ্বন্দ্বঃ । নহি মাঘে মাসি জনস্য দুঃখম্ব বৃদ্ধ্যাব শাস্ত্রেবিহিতঃ স্নানরূপে ধর্মস্ত্যজ্যতে ; ধর্মএব কালে সর্কানর্থ নিবর্তকে। ভবত্যেবমেব যে পত্রভাদ্রাদ্যাঃ উৎপত্তিকালে ধনাচ্যাপার্কজনকালেচ সুখদাস্তএব বৃত্ত্যকালেদুঃখঃ আগমপারিণোঃ নিত্যান্তানপি তিতিক্ষস্ব ; নতু তদনুরোধেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্মস্ত্যজ্যঃ । বিহিতধর্মাদিচরণং ধনুকালে মহানর্থকমেব ইতি ভাবঃ । ১৪ ।

এবং বিচারেণ তন্তৎসহনাভ্যাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিল নাপি দুঃখরন্তি । যদ্বিচ নদুঃখরন্তি তদাক্ষয়ী ক্লঃ সপ্রত্যাসন্নৈবেত্যাহ যমিতি । অহুতহার মোক্ষার । ১৫ ।

এতচ্চ বিবেকং দর্শনধিকৃষ্টান্ প্রতি উক্তং । বস্ত্তস্তদ্ব্যসঙ্গোহ্যসং পুরুষ ইতি ক্রমে জীবাত্মনঃ স্থলসূক্ষ্ম দেহাভ্যাং তদ্বর্গঃ শোকমোহাদিভিঃ সম্বন্ধো নাস্ত্যেব । তৎ সম্বন্দস্যবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যাহ নেতি । অসতঃ অনাক্ষধর্মস্থানানি জীবে অবর্তমানস্য শোক মোহাদেস্তদাশ্রয়স্য দেহস্যচ ভাবঃ সন্তানন্তি । তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোঃ ভাবো নাশোনন্তি । তস্মাহুভমো রেতমো রসৎসতোরন্তো ত্রিগুণোঃসং দৃষ্টঃ তেন ভীষ্মাদিহু

হে কুন্তীপুত্র ! এই সকল সহ্য করা শাস্ত্র বিহিত ধর্ম । যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম, তাহা ত্যাগ করিলে কালে মহান্ অনর্থ সংঘটন হইতে পারে । ১৪ ।

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ! যে পুরুষ শীতোষ্ণাদি দ্বারা ব্যথিত না হইল, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন সেই ধীর ব্যক্তি অমৃতত্বে অর্থাৎ মোক্ষত্বে নীত হইবার যোগ্য । ১৫ ।

শোক-মোহাদি অনুভব ধর্ম কেবল দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে । আত্মা স্বরূপ জীবে তাহাদের সত্তা নাই । সংস্বরূপ জীবের নাশও হইতে পারে না । অতএব তদবশীর্ণ সং ও অসৎকে এইরূপ পৃথক করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন । এতদ্বিবন্ধন জীবাত্মাস্বরূপ জীষ্মাদির দেহ মাত্র নশ্বর । তাঁহাদের স্বরূপতঃ নাশ হইতে পারে না । ১৬ ।

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্ব্বমিদং ততং ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্থতি ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসৌক্যঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ বুধ্যস্ব ভারত ! ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানাদিহু চ জীবাত্মসু সত্যজ্ঞানধরেষু দেহৈর্দৈহিক বিবেক শোকমোহাদিযো নৈব সম্ভবতি ।
কথং ভীষ্মদ্রয়ো নক্ষত্রাস্তি, কথং বা ভাং স্তুং শৌচনীতি ভাবঃ । ১৬ ।

না ভাবো বিদ্যাতে সত ইত্যস্যার্থঃ স্পষ্টয়তি অবিনাশীতি । তং জীবাত্মকরূপং যেন
সৰ্ব্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তং । নহু শরীরমাত্র ব্যাপি চেতন্যাহে জীবাত্মনে, ন্যায় পরিমাণ-
জেনানিত্যত্ব প্রসক্তিঃ । ইবং, সূক্ষ্মানামপ্যহং জীব ইতি ভগবদুক্তেঃ ; “এষোংগুরাক্ষ চে-
তসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি ।” ‘বাল্যেণ শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য
চ । ভাগো জীবঃ সবিক্কেয় ইতি ।’ ‘আর্য্যগ্রনাত্রোক্তবয়োঃ প দৃষ্ট ইতি’ অন্যতমাক
তস্যপরিমাণু পরিমাণত্বমেব । তদপি সম্পূর্ণ দেহব্যাপিশ, ক্রমতঃ জটুজটিতস্য মহামণ্ডলমহৌষধ
বৃক্ষস্য বা শিরসুয়সি বা দ্ব্যতস্য সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকরণশক্তিমহিমাবাসমঞ্জসং । অগ্নিরক নানা
যোনিষু গমনক তস্যোপাধি পারবশ্যাৎনেদ । তদুক্তং—প্রাণমিহুত্ব্য দন্তাত্রেয়েন ‘যেন
সংসরতে পুমানিতি ।’ অতএব্য সৰ্ব্বপতঙ্গমপ্যগ্রিমল্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসং । অতএব্য-
ব্যয়স্য নিত্যস্য—নতো্য নিত্যানাং চেতনকেতনানাং একে বহুনাং যোবিদধাতি কামানতি’
ক্লমতেঃ । যদ্বা নহু দেহো জীবাত্মা পরমাত্মাত্যেতদ্বস্তত্রিকং নহুযা তির্ধঃগাদিহু সৰ্ব্বত্র
দৃশ্যতে । তত্রাদ্যয়োদেহ জীবয়োস্ততং নাসতে বিদ্যাতে ভাব ইত্যনেনোল্লং । স্বতীয়া
পরিমাত্র বস্তনঃ কিং তদ্ব্যমিত্যত আহ অবিনাশিত্বাত । তু ভিরোপক্রমে ; পরমাত্মনে, মায়া-
জীবাত্মাং স্বরূপতঃ পার্থক্যং ইদং জগৎ । ১৭ ।

নাসতো বিদ্যাতে ভাব ইত্যস্যার্থঃ স্পষ্টয়তি অন্তঃত ইতি । শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য
অতি সূক্ষ্মত্বাদ্ভ্রমস্য । তস্মাদ্ বুধ্যস্বতি শাস্ত্রপিতৃতস্য অংগস্য ত্যাগোংমুচিত ইতি
ভাবঃ । ১৮ ।

যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মরূপে মনুষ্যের সকল শরীর ব্যাপিয়া
আছেন । এবং অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে পরিমাণ হইলেও সম্পূর্ণ দেহ-পুষ্টিকারক
মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সৰ্ব্ব শরীর ব্যাপকতা শক্তি আছে । তিনি স্বর্ণ, নরক
ও নানা যোনি পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে সৰ্ব্বগ বলা যায় ।
তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না । ১৭ ।

এই সকল শরীর অনিত্য কিন্তু শরীরী জীবাত্মা অবিনাশী । সেই জীব বা
জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম হেতু অপরিমেয় । অতএব হে ভারত ! তুমি পাশ্চ বিহিত
স্বার্থ পরিত্যাগ না করিয়া বুঝ কর । ১৮ ।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং গন্যতে হস্তং ।

উভো তৌ ন বিজানীতো মায়াং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

মায়াং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ম হন্যতে হন্যমামে শরীরে ॥ ২০ ।

বেদান্বিনাশিনং নিত্যং য এনমজগদায়মং ।

ভো ব্রহ্মা অর্জুন, ইমান্বা, ন হস্তেঃ কৰ্ত্তা, নাপি হস্তেঃ কৰ্ম ইত্যাহ য ইতি । এনং জীবাত্মানং হস্তারং বেত্তি ; ভীষ্মাদীনর্জুনো হস্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ । হতমিতি ভীষ্মাদিভি রর্জুনে হন্যত ইতি যো বেত্তি তা বুভাবপ্যজ্ঞানিনো । অতোহর্জুনোহংগং গুরুজনং হস্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্ধর্ষশসং ক। তে ভীতিরিত্তিভাবঃ । ১৯ ।

জীবাত্মনো নিত্যং স্পষ্টতয়া সাধয়তি । নজায়তে ম্রিয়তে ইতি জন্মমরণমোবর্ত্তমানত্ব নিষেধঃ । মায়াং ভূত্বা ভবিত্যিতি তয়োভূতত্বভবিষ্যত্ব নিষেধঃ । অতএবাজ—ইতিকালত্রয়েং-প্যজস্ম্যজ্ঞানভাবাং নাস্য প্রাগভাবঃ ; শাস্বতঃ শব্দং সৰ্বকাল এব বর্ত্ততে ইতি নাস্যকালত্রয়েংপি ধ্বংসঃ ; অতএবাং নিত্যঃ । তর্হি বহুকালস্থানি কং জরাশ্রমস্তোহম্মিতি চেন্ন পুরাণঃ পুরাপি নবঃ প্রাচীনোহপ্যয়ং নবীন ইবেতিষড়ভাববিকারাভাবাদিত্তি ভাবঃ । নমু শরীরস্য মরণাদোপ-চারিকস্ত মরণমস্যাঙ্ক তত্রাহ নেতি । শরীরেণসহ সম্বন্ধাভাবান্নোপচারঃ । ২০ ।

যিনি জানেন, যে এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন, যে এক জীব অন্য জীবাত্মা কর্তৃক হত হয়েন, তিনি কিছুই জানেন না । জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না ।
[ব্রহ্মা অর্জুন ! তুমি আত্মা, তুমি হনন কঁটা নও এবং হতও হইতে পার না । অজ্ঞজন কর্তৃক গুরুজন হস্তা বশিষ্ঠা তুমি যে অবশ লাভ বরিবে এরূপ ভয়েরও প্রয়োজন নাই] ১৯ ।

• জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না । তাঁহার জন্ম নাই । অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় না । তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন । তিনি হত হন না । জন্ম মরণ শীল শরীরের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই । ২০ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হস্তিকং ॥ ২১ ।

বাসানসি জীর্ণানি যথা বিহার-

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহার্য জীর্ণা-

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

নৈচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ।

অচ্ছেদ্যোহর্ষমর্দাছোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্যএবচ ।

অত এবজ্ঞত জানেসতি ত্বংযুধ্যামানোহপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়মপি দোষভাজো নৈব ভাব্য ইত্যাহ বেদেতি । নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং ; অবিনাশিনমিতি অজমিতি অব্যয়মিতি এতৈর্বিংশজন্যঅশক্যায় নিষিদ্ধাঃ । স পুরুষো মল্লকণঃ কং ঘাতয়তি কথংবা ঘাতয়তি । তথা স পুরুষস্তুল্লকণঃ কং হস্তি কথং বা হস্তি । ২১ ।

নমু মনীর যুদ্ধাৎ ভীষ্মসংজ্ঞকশরীরস্ত জীর্ণাত্যাক্ষ্যতোব ইত্যত সুপ্ৰাংহকং তত্র হেতু ভাব্য এবত্যত আহ বাসংসীতি । নবীনঃ বস্ত্রং পরিধানয়িতুং জীর্ণবস্ত্রস্য ত্যাজনে কচ্চিৎ কিং দোষোভবতীতি ভাবঃ । তথা শরীরানি ; ভীষ্মে জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যঃ ন্যায়নাং শরীরং প্রাপ্ স্যতীতি, কস্তব বা মম বা দোষো ভবতীতি ভাবঃ । ২২ ।

নচ যুদ্ধে ভয়া প্রযুক্তোভ্যাঃ শস্ত্রাজ্ঞেভ্যাঃ কাপ্যাত্মনো বাধ্যসমুৎপেদিত্যাহ নৈনমিতি । শস্ত্রানি ধ্বংসানীনি পাবকঃ আরেয়াগ্রমপি যুদ্ধানি প্রযুক্তং । আগঃ পার্জন্যগ্রমপি মারুতো বায়ব-মস্ত্রং । ২৩ ।

কৃত্বানাত্মারমেবযুক্ত্যত ইত্যাহ অচ্ছেদ্যাইতি । অত্রপ্রকরণে জীবাত্মনে নিত্যস্য শব্দতো-র্ভেদক পৌনরুক্ত্যং নির্দ্ধারণ প্রয়োজকং সন্ধিদ্ধবীষু জ্ঞেয়ং । যথা কলাবসিন্ ধ্বংসোহপি

জীবকে যে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জ্ঞান, হে পার্থ ! সে পুরুষ কি কাহাকেও হত্যা করে? না হত্যা করিতে আজ্ঞা করে? ২১ ।

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপূর্ণ নব বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনবদেহ ধারণ করিয়া থাকে । ২২ ।

জীবাত্মা অস্ত্র শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হননা, অগ্নিতে দহ হননা, জলে ক্লেদিত হননা এবং বায়ুদ্বারাও শুক হননা । ২৩ ।

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য । তিনি নিত্য, সর্ব

নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
 অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৫ ।
 তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমৰ্হসি ॥ ২৬ ।
 অথৈচনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং ।
 তথাপি ত্বং মহাবাহো ! নৈবং শোচিতু মৰ্হসি ॥ ২৭ ।
 জাতস্য হি ধ্রুবোন্মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃত্যস্য চ ।
 তস্মাদপরিহার্যোহর্থেন ত্বং শোচিতুমৰ্হসি ॥ ২৮ ।

ধৰ্ম্মোহস্তি ধৰ্ম্মোহস্তীতি ত্রি চতুৰ্ভা প্ররোগাঃ ধৰ্ম্মোহন্ত্যেবেতি নিঃশংসরা প্রতীতিঃ স্যাৎপি
 জ্ঞেয়ং । সৰ্বগতঃ সৰ্বকৰ্ম্মবশাৎ দেব মনুষ্য তিৰ্য্যগাদি সৰ্বদেহগতঃ । স্থাণুরচলইতিপৌনরুক্ত্যাং
 হৈৰ্ব্যনির্দ্ধারণার্থঃ । অতি সূক্ষ্মবাদবাক্ত তদপি দেহব্যাপি চৈতন্যবাদচিন্ত্যঃ—অতৰ্ক্যঃ । জন্ম-
 দি ষড়্ বিকারানহঁদাবিকার্যঃ । ২৪ । ২৫ ।

তদেবং শাস্ত্রীয় তত্ত্বদৃষ্টা ভাসহংপ্রাবোধয়ম্ । ব্যবহারিক তত্ত্বদৃষ্ট্যপি প্রবোধনান্যবধে-
 হীত্যাহ অর্থেন । নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিরতং জাতং মন্যসে । তথা
 দেহএব মৃতং মৃতং নিত্যং নিরতং মন্যসে । মহাবাহোহীতি পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব তদপি
 যুদ্ধমাংশ্যকং স্বধৰ্ম্মঃ । যদুক্তং “ক্ষত্রিয়ানাময়ং ধৰ্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ধিতঃ । জাতাপি জাতরং
 হন্যাৎ ত্বেন ঘোরতরকৃতঃ” ইতিভাষঃ । ২৬ ।

হি বসন্তস্য স্বারভক কৰ্ম্মকরে মৃত্যু ধ্রুবো নিশ্চিতঃ । মৃতস্য স্তম্বেহকৃতেন কৰ্ম্মণা
 জন্মোপি ধ্রুবমেব । অপরিহার্যোহর্থেন ইতি মৃত্যুজন্মচ পরিহর্জ্জ্ মশক্যানেবেত্যর্থঃ । ২৮ ।

গতঃ ; স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর । ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ।
 তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । ২৪ ।

অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে অব্যক্ত বলি, তথাপি দেহ ব্যাপী ধর্ম্মবশতঃ
 তাঁহাকে অচিন্ত্য বলা যায় । জন্মাদি ষড়্ বিকারের অব্যাপ্য বলিয়া তাঁহাকে
 অবিকার্য বলা যায় । জীবাত্মাকে এইপ্রকারে অবগত হইয়া তোমার শোক
 পরিত্যাগ করা উচিত । ২৫ ।

হে মহাবাহো ! জীবকে যদি নিত্যজাত ও নিত্যমৃত বলিয়াই মান,
 তাহা হইলেও ত তোমার আর এ প্রকার শোক করিবার কারণ নাই । ২৬ ।

যদি জন্ম হইলেই কৰ্ম্মকরে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কৰ্ম্ম ফল
 ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে এমত
 অপরিহার্য বিষয়ে শোকাহুনিত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে । ২৮ ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ! ।

অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কচ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈবচানাঃ ।

আশ্চর্য্যবচৈনমন্যঃ শৃণোতি-

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কচ্চিৎ ॥ ২৯ ।

তদেবং জীবপক্ষে "ন জায়তে ন ম্রিয়ত ইত্যাদিন দেহপক্ষেচ জাতস্যাহি ক্রবো মৃত্যুরিত্য-
নেন" শোকবিষয়ং নিরাস্তব্য ইদানী মুভয়পক্ষেহপি নিরাকরোতি অব্যক্তোক্তি । ভূতানি দেহ-
মহুবা তিষ্ঠাপাদীনি অব্যক্তানি ন ব্যক্তঃ ব্যক্তিরাদৌ জন্মপূর্ব্বকালে যেবাং কিন্তু তদানীমপি
লিঙ্গদেহঃ স্থলদেহঞ্চ স্বারম্ভক পৃথিব্যাং প্রবাসস্থঃ কারণান্ননঃ বর্জমানোহম্পর্শমানীদেবে-
ত্যর্থঃ । ব্যক্তং ব্যক্তিমধ্যে যেবাং তানি ; ন ব্যক্তি-নিধানসমন্তরং যেবাং তানি । মহাপ্রল-
য়েহপি কর্ম্মমাত্রাদীনঃ সঙ্গাৎ সূক্ষ্মরূপেণ ভূতানি সম্ভব । তথাৎ সর্ব্বভূতান্যাস্তরায়োর
ব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ । বহুত্বংপ্রতিভিঃ—“স্থিরচরজাতযঃ স্মারজ্যোত্বিনিমিত্তে যুজ-
ইতি” । কা পরিবেদনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ । তথাচাক্রুৎ নারদেন “বহন্যসে ধ্রুবং-
লোক মজ্রবং বা ন বোভয়ং । সর্ব্বথাহি ন শোচ্যাস্তে স্নেহান্নাত্র মোহজাৎ” । ২৮ ।

নমু কিমিদং আশ্চর্য্যং ক্রবে । কিকৈতদপ্যাকর্ষ্যং যদেবং প্রাণাধ্যমানস্যাপ্যবিবেকো
দ্রূপযাতি ইতি গুরুসত্যমেবমেকৈতাহ আশ্চর্য্যংদতি এনং আত্মানং দেহঞ্চ তদ্ভয়রূপং সর্ব্ব-
লোকং । ২৯ ।

হে ভারত ! অপ্রকাশিত ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ
এই অব্যবহিত কালমধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধন প্রাপ্তেই অব্যক্ত হইয়া যায়,
তবে তজ্জন্য পরিবেদনা কি ? যদিও উক্ত মতটী সাধুসম্মত নয় তথাপি
বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে কজ্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই
কর্তব্য । ২৮ ।

জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্য ভাবে
বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেহ কেহ
আশ্চর্য্য অনিরাঙ তাঁহাকে বুদ্ধিতে পানেন না । জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই
প্রকার ভ্রম হইতে স্তম্ভবাদ, অনিষ্ঠা, উত্তর্য্যবাদ ও কেবল অশেষতমাদি রূপ
অনর্থ প্রসূত হইয়াছে । ২৯ ।

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্ব্বন্য ভারত ! ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি ভূতানি নভ্বং শোচিতুমৰ্হসি ॥ ৩০ ।

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকল্লিতুমৰ্হসি ।

ধৰ্ম্ম্যাক্ৰি যুদ্ধাচ্ছ্রয়োহন্যং ক্ষত্রিয়ন্য নবিদ্যতে ॥ ৩১ ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বৰ্গদ্বারমপ্যতং ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ ! নভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ।

অথচেত্সমিমাং ধৰ্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীর্তিঞ্চ হিত্ব পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ।

তর্হি নিশ্চিত্য ক্রহি কিমহং কুর্য্যৎ কিংবা নকুর্য্যৎ ইতি তত্র শোকং সা কুরু, যুদ্ধতঃ কুর্কিত্যাহ মেহীতি দ্বাভ্যাং । ৩০ ।

আত্মনো নাশাভাবাদেব বৎসিকল্লিতুং ভেতুংনাহঁসি । স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য নবিকল্লিতুং মহীতি সম্বন্ধঃ । ৩১ ।

কিপং জেতৃভ্যাং সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে হৃতানামধিকং স্বধর্মতো ভীতানীন্ হুত্বা তান্ প্রত্যাগস্তোত্রপ্যাধিক সুখিনঃ কুর্কিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । স্বর্গসাধনং কৰ্ম্মবোগমকুত্বাপীত্যর্থাৎ । অপারুতং অপগতাবরণং । ৩২ ।

বস্তুতঃ দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবস্থারূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্তব্য । ৩০ ।

স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, তুমি আর এপ্রকার ভীত হইতে না, কেননা ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কৰ্ম্ম আর নাই । যুক্ত ও বদ্ধ দশাঘর ভেদে জীবের স্বধর্ম্ম দ্বিবিধ । যুক্ত অবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম উপাধিরহিত । জীব অড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে উপাধিযুক্ত হয় । বদ্ধ অবস্থায় জীবের নানাবিধ অবাস্তর অবস্থা আছে । সেই সেই অবাস্তর অবস্থার স্বধর্ম্মেরও আকার ভেদ অপরিহার্য্য । জীব যে অবস্থায় মানব শরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থার তাঁহার স্বধর্ম্মটা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপী হইলেই সৃষ্ট হয় । অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই অন্য নাম স্বধর্ম্ম । ক্ষত্রিয়বৃত্তাব প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ৩১ ।

হে পার্থ ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত্ত স্বর্গদ্বাররূপ ইদৃশ যুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাহারাই সুখী । ৩২ ।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িম্যন্তি তেহব্যয়াং ।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৫ ।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে জ্বাং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুগতো ভূত্বা যাস্যসিলাঘবং ॥ ৩৫ ।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিম্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬ ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসেমহীং ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ।

বিপক্ষে দোষানাহ অথেনি চতুর্ভিঃ । অব্যায়মনস্বরাং সম্ভাবিতস্য অতি প্রতী-
তস্য । ৩৩ । ৩৪ ।

যেষাং ত্বং বহুগতঃ অশ্রদ্ধাচর্জুনস্ত মহাশূর ইতি বহুসম্মানবিশমোভূতঃ সম্ভ্রতি যুদ্ধা-
পারমে সতি লাঘবঃ যাস্যসি । তে দুর্বোধ্যমনস্বরাঃ মহারথাস্থাঃ ভয়ানকৈব রণাদুপরতং মংস্যন্ত
ইত্যর্থঃ । কত্রিমানাঃ হি ভয়াং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুং কুন্তেহাহিকো নোদগম্যত ইতি
মহেন্তি ভাবঃ । ৩৫ ।

অবাচ্যবাদান্ কীর্ত্তিতাদি বটুক্রীঃ । ৩৬ ।

কলহঃ তুমি এই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে দীর্ঘধর্ম ও কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট
হইয়া পাপভাগী হইবে । ৩৩ ।

তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে ।
অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর । ৩৪ ।

যে সকল মহারথ তোমাকে বহমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে
লখু জ্ঞান করিবেন । তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রসক্ত যুদ্ধে পরাধীন
হইয়াছ । ৩৫ ।

তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবজ্ঞা কটু কথা কহিবে, তোমার
সামর্থ্যের নিন্দা করিবে । তোমার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয়
আর কি আছে ? ৩৬ ।

হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধ হত-হইলে স্বর্গলাভ করিবে, অগ্নী হইলে
পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বান
কর । ৩৭ ।

সুখদুঃখে সমে ক্লম্। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবংপাপমবাপস্যসি ॥ ৩৮ ।

এষাতেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি যোগেভিক্ষিমাংশুগু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তোষয়া পার্থ ! কৰ্মবন্ধংপ্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্য ধৰ্মস্য ত্রায়িতে মহতোভয়ান্ ॥ ৪০ ।

নহু যুদ্ধমম জয় এব ভাবীভ্যাগি নাস্তি নিকরঃ। ততঃ কথং যুদ্ধে প্রবর্তিতব্যং ইত্যত আহ হত ইতি । ৩৭ ।

তস্মাস্তব সৰ্ব্বথা যুদ্ধমেব ধৰ্ম্মস্তুকপি যদীমং পাপকারণং আশঙ্কসে তর্হি মন্তঃ পাপানুৎপত্তি প্রকারং শিক্ষিত্বা গৃহ্যস্ব ইত্যাহ । সুখদুঃখে সমেক্লম্ তদ্ব্বেত্ লাভালাভৌ রাজ্যানাভ রাজ্যচ্যুতৌ অপি তদ্ব্বেত্ জয়াজয়াবপি সমৌরহ্য দিবেকেন তুল্যৌ বিভাব্য ইত্যর্থঃ । তত ঈকবস্তৃত সাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ । যদ্ব্যক্যতে “লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাভ্রসা” ইতি । ৩৮ ।

উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি এষেতি । সম্যক্ ব্যারতে প্রকাশ্যতে বস্ত্তত্বমনেনেতি সাংখ্যং সম্যক্ জ্ঞানং । তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেবা কথিতা । অহুনা যোগেভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীয়াং শৃণু । যয়! ভক্তিবিষয়িন্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ কৰ্মবন্ধং সংসারং । ৩৯ ।

অত্রযোগো দ্বিবিধঃ । অগ্ৰ কীর্তনাদি ভক্তিরূপঃ, শ্রীভগবদর্পিত নিকাম কৰ্মরূপক । তত্র কৰ্ম্মণ্যেবাদিকার ইত্যতঃ প্রাগ্ভক্তযোগএব নিক্রপাতে “নিজৈশ্চণ্ড্যো ভবাজ্জুন” ইত্যাক্তে:

সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না । ৩৮ ।

সাংখ্য জ্ঞান নব্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল । এক্ষণে ভক্তি যোগ নব্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর । হে পার্থ ! তুমি ভক্তি বিবরিনী বুদ্ধিবৃত্ত হইলে সংসার ক্ষয় করণে সক্ষম হইবে । পরে প্রদর্শিত হইবে যে বুদ্ধি যোগ এক মাত্র । যখন সেই বুদ্ধিযোগ কণ্ঠের অবধিকে সীমা করিয়া লক্ষিত হয়, তখন তাহাকে কৰ্ম্মযোগ বলে । যখন কৰ্ম্মনীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান সীমার অবধি পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে জ্ঞানযোগ বা সাংখ্য যোগ বলে । যখন তদ্ব্যতীত সীমা অতিক্রম করত ভক্তিরূপে সর্গ করে, তখন তাহাকে ভক্তি যোগ বা বিতঙ্ক ও সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ বলে । ৩৯ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ! ।

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ।

যাযিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ ! নান্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ।

কামাত্মানঃ স্বর্গপুরাঃ জন্মকর্মফল প্রদাং ।

ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ।

ভক্ত্যেবৈব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ তয়েব পুরুষো নিত্রেগুণ্যোভবতীত্যেকাদশকল্পে প্রসিদ্ধেঃ । জ্ঞান কর্মগোষ্ঠে সাত্ত্বিকভরাজসহাভাৎ নিত্রেগুণ্যাহামুপপাদেভগবদপিত নক্ষণা ভক্তিস্বকর্মগোষ্ঠে বৈকল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি ; নহু অন্যভক্তিব্যাপদেশং প্রাধান্যাত্বাদেব । যদিচ ভগবদপিতং কর্মপি ভক্তি রেবেতি যতঃ তদা কর্ম কিং স্যাৎ ? যদ্ভগবদনপিতং কর্ম, তদেব কর্ম ইতি চেৎ ? “নৈককর্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলঃ নিরঞ্জনঃ । কুতঃ পুনঃ শব্দভঙ্গমীশ্বরে ন্যাপিতং কর্ম যদপ্যাকারণ” ইতি নারদোক্ত্য । তস্য বৈপর্য্য প্রতিপাদনাৎ । তন্মাত্র ভগবচ্চরণমার্ধ্যপ্রাপ্তিসাংনীভূতা কেবল শ্রবণকীর্তনাদি বাক্যৈব ভক্তিরূপপাতে । যথা নিকাম কর্মযোগোহপি নিরূপয়িতব্যঃ । উভাবপোভৌ বুদ্ধিযোগশকাচ্যোক্তয়োঃ । “দহাদি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে” ইতি । “দূরেণহ্যবরংকর্ম বুদ্ধিযোগদ্বন্দ্বয় ইতি” চোক্তেঃ । অথ নিগুণশ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যমাহ নেহেতি ।

ভক্তিসোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয়না ও তাহাতে প্রত্যবায় ও নাই । তাহার পরায়ুষ্ঠানও অস্থীতাকে সংসার রূপ মহাভয় ইহিতে পরিহরণ করে । ভক্তিযোগ ছই প্রকার । শ্রবণকীর্তনাদি রূপ মুখ্য ভক্তিযোগ এবং শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিকাম কর্মরূপগৌণ ভক্তিসোগ । মুখ্য ভক্তিসোগের আমিই এক মাত্র লক্ষ্য । অতএবতৎ সযত্নিনী বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা । মদেক নিষ্ঠতা রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্মযোগ সযত্নিনী বুদ্ধিহয় । তাহা অনেক বিষয় নিষ্ঠ বলিয়া বহু শাখাময়ী ও অনন্তকামনা লক্ষণী । তাহাতে কর্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে । ৪০, ৪১ ।

সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, সর্বদা বেদবাদে রত, (অর্থাৎ বেদের মুখ্য ভাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত) সামান্য কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্মফলপ্রাক্রিয়া বাহ্য্য দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের সাধনী হুত আশাভ মনোরম প্রবণ রমণীয় (পরিণামে বিষময়) (পুষ্পিত) বাক্যে অল্প রক্ত । ৪২, ৪৩ ।

ভোগৈর্গুণৈর্বা প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ।

ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ইহ ভক্তিবোধে অতিক্রমে আরম্ভমাত্রে ক্রতেঃপ্যস্য ভক্তিবোধস্য ন্যাসোনাশ্চি । ততঃ প্রত্যবায়ক নস্যাৎ । যথা কৰ্ম্মযোগে আরম্ভং ব্রজ্য কৰ্ম্মানবুধিতবতঃ কৰ্ম্মনাশ প্রত্যাবায়ো স্যাৎ । ইতিভাষঃ । নমু তর্হি তস্য ভক্ত্যানুষ্ঠাতুঃ কামস্য সমুচিত ভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিকলন্ত নৈবস্যাৎ তত্রাহ স্বল্পমিতি । অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভ সময়ে বা কিকিচ্ছাত্রী ভক্তিরভুৎ- সাপীত্বার্থঃ মহতোভয়াৎ সংসারাতঃ ত্রায়তএব । যস্মাৎ সত্ত্বৎ শ্রবণাৎ পুঙ্খশোষণি বিমুক্ত্যতে সংসারাদিত্যনি শ্রবণাৎ অজামিলাদৌ তবা দর্শনাচ্চ । ‘নহ্যভোগপক্রমে ধ্বংসো যদ্বর্ধস্যোদ্ধ বাসপি । ময়া ব্যবসিতঃ সম্যক্ নিষ্ঠুর্গহাননাশিষঃ ॥’ ইতি ভগবতোবাচেন সহ অস্যাংক্য- সৈসাকার্য্যমেব দৃশ্যতে । কিন্তু তত্রনিষ্ঠুর্গহাৎ নহি গুণাতীতঃ বস্তু কদাচৎ ধ্বন্তং ভবতীতি হেতুরূপনাস্ত্যঃ । স চেহাপি ব্রহ্মব্যঃ । নচ নিকামকৰ্ম্মণোঃপি ভগবৎপর্ণমহিষা নিষ্ঠুর্গহমে- বেতি বাচ্যঃ । “মদপর্ণঃ নিফলঃ বা সাত্বিকঃ নিজকৰ্ম্মতদ্বিতি” বাক্যেন তস্য সাত্বিক- হ্যোক্তোঃ । ৪০ ।

কিঞ্চ সর্গাভ্যোঃপি বুদ্ধিভ্যোঃ ভক্তিবোধবিষয়িন্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ ব্যবসায়োতি । ইহ ভক্তিবোধে বাৎসায়াজ্জিকা নিকর্যাজ্জিকা বুদ্ধিরেকৈব । মমশ্রীযদ্গুরুপদ্বিষ্টং ভগবৎ কীর্তনস্মরণ চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন মেতদেব মমসাধ্যমেতদেব মম জীবাভুঃ সাধন সাধ্যবশয়োন্ত্যক্তমশকা মেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং নমে কার্য্যং নাপ্যন্ত- লষণীয়ং অপ্রেংপীতাত্ৰ সুখমন্ত দুঃখঃ াজ্ঞ সংসারো নশ্যতু বা ননশ্যতু তত্র মম কাপিনক্ষতি- রিত্যেবঃ নিকর্যাজ্জিকা বুদ্ধিরেকৈতব ভক্তাবেব সম্ভবেৎ । যদুক্তং “ততো ভজ্যেত মাংভক্ত্যা অদ্ধানু দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ” ইতি ততোঃনাত্ৰ নৈব বুদ্ধিরেকৈতাহি বহিঃশিতি বহুঃশাখা বাসাং ভাঃ । তথাহি কৰ্ম্মযোগে কামানা মানন্ত্যাহুদ্রয়োঃনস্ত্যঃ । তৎ সাধনানাং কৰ্ম্মণামানন্ত্যাত্তচ্ছাধা অপ্যনস্ত্যঃ । তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিকামকৰ্ম্মণিবুদ্ধিততস্তমিন্ শুদ্ধে সত্যিকৰ্ম্মসংন্যাসেবুদ্ধিঃ । তত্র জ্ঞানে বুদ্ধিঃ জ্ঞানবৈকল্যাভ্যর্থং ভক্তো বুদ্ধিঃ । ‘জ্ঞানক ময়িসংন্যাসেদ্বিতি’ ভগবদ্বক্তে জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োঃনস্ত্যঃ । কৰ্ম্মজ্ঞানতত্ত্ব- নানিবশ্যাহুৎকৃষ্টমন্ত্যং তত্ত্বশাখা অপ্যনস্ত্যঃ । ৪১ ।

তস্মাদব্যবসায়িনঃ সাকামকৰ্ম্মণ্ডতি মন্দা ইত্যাহ ষাশ্রমামিতি । পুশিতাংবাচঃ পুশিতা- বিঘলতামিবাপাততোরধীযীয়াৎ প্রবদন্তি একবেণ সর্কতঃ প্রকৃষ্টাইরমেব বেদবাগিতবেদবাক্ত- তেবাং তয়া বাচা অপহৃত চেতসাৎ ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ ন বিধীয়তে ইতি ভূতীরেনাশ্রয়ঃ ।

ষাশ্রয়া ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সূত্রে একান্ত আশক্ত, সেই অবিবেকী যুদ্ধান- পণের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে এক নিষ্ঠাতা হতে পারে না । ৪৪ ।

শাস্ত্র সমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্ভিষ্ট বিষয় ও নির্ভিষ্ট বিষয় । সে

ত্রেঋণ্যবিষয়া বেদা নিঃশ্রেণ্যো ভবাক্ষুণ ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসদ্বন্দ্বো নির্বেগক্লেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ।

তেহু তস্যা অসদ্ব্যংগ সা তেহু নোপনিষতইভাৰ্গঃ । কিমিতি তেতথাবদন্তি যতোঃ বিপাকিতো
মুখ্যঃ তত্রহেত্তঃ—বেদেহু বেদার্থবাণীঃ—অক্ষয়ংইব চাতুৰ্য্যাসা যাজিনঃ সুরুতং ভবতি । অশাম
সোম মহতামভূম ইত্যাদ্যাঃ অনাদীশ্বরত্বঃ নাস্তীতি প্রজ্ঞলিনঃ । ৪২ ।

তে কীদৃশীং বাচংপ্রদন্তি ? জগদ্বাক্যপ্রদায়িনীং ভোগৈর্বাগতিং প্রতি যে ক্রিষাবিশেষ-
বাস্তান্ বহু বখাস্যাং তথা লাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাং । ৪৩ ।

ততঃ ভোগৈর্বাগ্যোঃ প্রসক্তানাং তস্মা পুষ্ণিতম্বাবাচা অপদতং আকর্ষতং চেতো যেষাং
তে তথা তেষাং সমাধিক্রিতৈকাক্ষ্যঃ পরমেশ্বরৈকোদ্ব্যবৎ তস্মিন্ নিকষাত্মিকা বুদ্ধি ন বিধী-
য়তে । কর্মকর্ত্তরি প্রয়োগো নোপশদ্যত ইতি স্মৃতি-চরণাঃ । ৪৪ ।

যুজ চতুর্গুণসাধনেভাঃ সর্কোভো। বিরজা কেবলং ভক্তিবোগমোক্ষয় সত্যাই ত্রেঋ-
ণ্যোতি । ত্রেঋণ্যত্রেঋণ্যাত্মিকাঃ কর্মজ্ঞানাদ্যাঃ একাক্ষ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ঐঋণ্য বিষয়া-
বেদাঃ আৰ্বে ব্যাক্ এতচ্চ ভূয়ঃ ব্যাপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েনোক্তং । কিন্তু ভক্তিরেবৈবং
নরতীতি যস্যাদেবে পরাভক্তি র্থা দেবে তথা গুরাবিত্যা দি শ্রুতয়ঃ পক্ষরাত্রাদি শ্রুতয়ক ।
গীতোপনিষৎ গোপাল তাপনাদ্যুপনিষদক নিঃশ্রেণ্যং ভক্তিমপি বিষয়ী বুদ্ধ্যন্ত্যেব বেদোক্ত-
ভাবে ভক্তেরপ্রামাণ্যসমবসাং । ততঃ বেদোক্তা যে ত্রেঋণ্যস্যা জ্ঞানকর্মবিষয়ঃ তেভ্যেব
নির্গতোভব তান্ নুহু । যে হু বেদোক্তা ভক্তিবিষয়ঃ তাংস্ত সর্গবিধায়ুচিহ্ন ! তবননুষ্ঠানে

বিষয়টী যেষাংয়ের চরম উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয় । যে বিষয়কে
নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্যকরে সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট বিষয় ।
অরুদ্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয় সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত সে স্থল
ভাৱা তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয় । বেদ সনুঃ নিঃশ্রেণ্য তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য
করে কিন্তু নিঃশ্রেণ্য তত্ব সহস্র লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সঙ্কল তত্বকে
নির্দেশ করিয়া থাকে । সেই অন্যই সহস্র, রজঃ ও তমরূপ ত্রেঋণ্যমুখীনারাকেই প্রথম
দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধহয় । হে অর্জুন ! তুমি সেই নির্দিষ্ট
বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিঃশ্রেণ্য তত্ব রূপ উদ্দিষ্ট তত্ব লাভ করত নিঃশ্রেণ্য
স্বীকার কর । বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজঃতম গুণাত্মক কর্ম, কোন স্থলে সঙ্কল-
গুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিঃশ্রেণ্য ভক্তি উপাধি হইরাছে । গুণ-
ময় মানাপমানাদি স্বল্প ভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সহ অর্থাৎ আমার
অভ্যর্থনের সদকরত কর্মজ্ঞানকর্ত্তের অল্পনছের যোগ ও কেমাইসক্সান পরি-
ত্যাগপূর্বক বুদ্ধি যোগ সহকারে নিঃশ্রেণ্য লাভ কর । ৪৫ ।

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ।

“অতি স্মৃতি পুরাণাদিপঞ্চরাত্র বিধিং যিনা ।” ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপপাতায়ৈব কল্পাতে ইতি দোষো দুর্কারএব । তেন সত্ত্বগুণানং শুণীতীতানামপি বেদানাং বিষয়ত্বেত্তত্ত্বগুণ্য নিত্বে-
 গুণ্যাক । তত্র বস্ত নিত্বেগুণ্যো ভব । নিত্বেগুণ্য মদ্ভক্ত্যৈব ত্রিগুণ্যকৈভ্যঃ তেভ্যো নিষ্-
 ক্রান্তোভব ততএব নিৰ্বন্ধঃ গুণময় মানাপমানাদি রহিতঃ । ততএব নিত্বেঃ সত্বেঃ প্রাপ্তি-
 মন্তুত্বকৈব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ । নিত্যং সত্ত্বগুণহো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং নিত্বেগুণ্যো
 ভবেতি ব্যাখ্যায়াং বিরোধঃস্যাৎ । অলঙ্কারো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ । শক্তিত্ব
 রমানাদ বশাদেব তয়োন্নতসন্ধানাৎ । ‘যোগক্ষেমং বহামাহং’ ইতি ভক্তবৎসলেন মমৈর
 তত্ত্বারবহনাৎ । আত্মবান্ মদন্ত বুদ্ধিযুক্তঃ । অত্র নিত্বেগুণ্য ত্বেগুণ্যয়ো বিবেচনং ; বহুস্ত-
 মেকাশে — ‘মদগুণং নিষ্কলং বা সাহিকং নিজকৰ্ম্মতঃ । রাজসংকলসঙ্কলং হিংসাপ্রায়াদি
 তামসং ।’ নিষ্কলং বৈ নৈমিত্তিকং নিজকৰ্ম্মকলাকাক্ষারহিতমিত্যর্থঃ । ‘কৈবল্যং সাহিকং
 জ্ঞানং রজো বৈ কলিতন্ত যৎ । প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মল্লিঃ নিত্বেগুণ্য স্মৃতং । বনস্ত
 সাহিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে । তামসং দ্যুতসদনং মল্লিকেতন্ত নিত্বেগুণ্য । সাহিকঃ
 কারকো সঙ্গী রাগাক্ষো রাজসঃ স্মৃতঃ । তামসঃ স্মৃতিবিভক্তৌ নিত্বেগুণ্য মদপাশ্রয়ঃ ॥ সা-
 হিক্যাত্মাত্মিকৌজ্ঞা কৰ্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী । তামস্যার্থে বা শ্রদ্ধা মৎসেবাশ্রান্ত নিত্বেগুণ্য ॥ পথ্যং
 পুতমনাস্তং আহাৰ্য্যং সাহিকং স্মৃতং । রাজসং চেন্নৈব প্রেতং তামসং চার্তিদান্তি ॥ চ
 কারাস্মিন্নিবেদন্ত নিত্বেগমিতি আমি চরণানাং ব্যাখ্যানং । সাহিকং সুখমাত্মার্থং বিবরোপন্ত
 রাজসং । তামসং মোহ মৈনোপ্যং নিত্বেগুণ্য মদপাশ্রয়ঃ ॥ ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্বেগুণ্যবদুনাপি
 প্রদৰ্শ্য নিত্বেগুণ্য অভক্তস্য সম্যগ্বিত্ত্বগুণ্যতঃ সিদ্ধার্থং নিত্বেগুণ্যৈব ভক্ত্যা স্বমিন্ কথঞ্চিৎ হিতস্য
 ত্বেগুণ্যস্য নির্জরোৎপত্তস্তদনন্তর ইব যথা—স্রব্যং দেশস্তথাকালো জ্ঞানং কৰ্ম্মচ কারকঃ ।

কুপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে উদপান বলে, এবং অতিবৃহৎ জলাশয়কে
 সংপ্লুতোদক বলে । একটী একটী কূপে স্নান, বস্ত্র প্রকালন ইত্যাদি কৰ্ম্ম
 পৃথক পৃথক কৃত হয় কিন্তু সংপ্লুতোদকে সমস্ত কার্যই সুন্দররূপে হইয়া থাকে ।
 বেদ শাস্ত্রের এক দেশে এক একটী দেবতার বিষয় লিখিত হইয়া উহার বে
 কার্য পাওয়া যায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত বেদ বিচার করিলে
 এক মাত্র ভগবান যে আমি আমারই উপাসনা যার সমস্ত কল লাভ করা
 যায়, এইরূপ বেদ তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণেরা স্থির করিয়াছেন । ঋগ্বেদের এক
 নিম্ন নিম্নোক্তিক। যুক্তি তাঁহার। স্বভাবতই এক মাত্র ভগবৎপূজনাই করিয়া
 থাকেন । ৪৬ ।

কৰ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা কলেষু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুভূম্মা তে সঙ্কোস্ত্ব কৰ্মণি ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞানবহা কৃতিনিষ্ঠা ত্রৈলোক্যঃ সৰ্ব্বত্র হি । সৰ্ব্বত্র গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাবাস্তু বিস্তৃতাঃ । দৃষ্টং
জ্ঞানমুদ্যাতং বুধ্যা বা পুরুষবত । এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকৰ্মনিবন্ধনঃ । যেনমে
নির্জিতাঃ সৌম্য গুণাজীবে ন চিত্তজাঃ । ভক্তিব্যোগেন মগ্নিষ্ঠো মন্তাব্য প্রপদ্যতে ইতি ।
তন্মাত্তৈব নিগুণয়া ত্রৈলোক্যজ্ঞানান্যথা । অত্রাপ্যগ্রে কথং টেতাঃ স্ত্রীন্ গুণানতি বৰ্জ্যতে
ইতিপ্রথমে বক্ষ্যতে । নীল যোঃ ব্যতিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীত্যতান্
ব্রহ্মভূমায় কল্পত ইতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যাচ । চকারোহস্ত্রাধারণার্থঃ । মাত্মনো পরমেশ্বর
ব্যতিচারেণ ভক্তিব্যোগেন যঃ সেবত ইত্যেবা । ৪৫ ।

হস্ত কিং বস্তব্যং নিশ্চয়স্য নিৰ্ভুগস্য ভক্তিব্যোগস্য সাধনায় যস্যৈব ব্রহ্মন্যাত্ত্রৈলোক্যপি নশ
প্রত্যবায়ো নন্তঃ । স্বলগ্নাত্ত্রৈলোক্যপি কৃত্যর্থাঃ ইত্যেকাদেশঃপ্রত্যজ্ঞাব্যাপি বক্ষ্যতে । নচাজ্ঞো-
পক্ৰমে ধ্বংসো মজ্জমস্যোক্তব্যপি । ময়্য ব্যবসিতঃ সম্যগ্ভিগুণবান্নাশিষঃ ইতি ॥ কিন্তু
সকামো ভক্তিব্যোগোহপি ব্যবসারাজ্জিক বুজ্জিগ্নেনোচ্যতে ইতি দৃষ্টান্তেন সাধয়তি বাবা-
শিতি । উপপাদ্যে ইতি জাত্যা একবচনং উপপাদ্যেন্ন কূপেণ্ন যাবানর্থ ইতি । কশ্চিৎ কূপঃ
শোচকর্ম্মার্থকঃ কশ্চিৎ দম্ভকর্ম্মার্থকঃ কশ্চিৎ দ্বন্দ্বধ্বংসকর্ম্মার্থকঃ কশ্চিৎ কেশাদি মার্জনকর্ম্মার্থকঃ
কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ কশ্চিৎ পানার্থকঃ ইত্যেতাঃ সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়পাদ্যেন্ন যাবানর্থঃ । যাবন্তি-
প্রয়োজনানীত্যর্থঃ । সংসৃত্যেব কৈ মহাজলাশয়ে সরোবরেহপি তাবানোদ্যঃ । তস্মিন্নেক-
দ্বিরেব শোচাদি কর্ম্মসিদ্ধেঃ । কিন্তু তত্ত্বকূপেণ্ন পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণ প্রমোহ সরোবরেতু
তংবিনেব । তথা কূপেণ্ন বিরহজ্ঞেন সরোবরেতু হ্রস্বজলে নৈবেত্যপি বিশেষো ব্রহ্মব্যঃ ।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিন প্রকার কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার । বিকর্ম্ম
অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ম্ম না করা এই দুইটী
নিভান্ত অমঙ্গলজনক । তদুত্তর প্রতি তোমার যেন সজ অর্থাৎ অভিলাষ না
হয় । অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তুমি কর্ম্মকে লাভদানপূর্ব্বক আচরণ
করিবে । কর্ম্মমুতিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম ।
তন্মধ্যে কাম্য কর্ম্মও অমঙ্গলজনক । বাঁহারা কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন
তাঁহারা কর্ম্মকলের হেতু হন । অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলি-
ভেছি যে তুমি কাম্য কর্ম্মপ্রর করত কর্ম্মকলের হেতু হইও না । স্বধর্ম্ম বিহিত
কর্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মকলে তোমার অধিকার
নাই । বাঁহারা ভক্তি যোগ অবলম্বন করেন তাঁহাদের পক্ষে শরীর বাঁজা
নির্ব্বাহের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম দীকৃত । ৪৭ ।

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সৰ্বং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ! ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমদ্বং যোগউচ্যতে ॥ ৪৮ ।

দূরেণ হ্যবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগোদ্ধনঞ্জয় ! ।

বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ ক্রুপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ।

এবং সৰ্ব্বেন্ন বেন্নেহ তত্তদেবতারাতনেন বাবন্তোঃখ্যাস্তাবন্ত একস্য ভগবৎ আরাধনেন বিজানতো বিজ্ঞস্য । ব্রাহ্মণস্যোতি ব্রহ্মবেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্তস্য বিজানতঃ । বেদজ্ঞত্বেন্ধি বেদভাৎপৰ্য্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ । যথা দ্বিতীয়কণ্ঠে,—“ব্রহ্ম-র্চেসকামস্ত বজ্রেত ব্রহ্ম-
ণশ্চতিং । ইশ্রমিচ্ছিয়কামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ । দেবীং মায়াস্ত শ্রীকাম ইত্যাহুস্ত ।
অকামঃ সৰ্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীরেণ ভক্তিযোগেন বজ্রেত পুরুষং পদং”
ইতি । মেঘাদ্যমিশ্রস্য সৌরিকিরণস্য তীব্রহ্মিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকৰ্ম্মাদ্যমিচ্ছং তীব্রহ্মং
জ্ঞেয়ং । অত্র বহুভ্যো দেবেভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি সৰ্ব্বথা বহুবুদ্ধিহেতবঃ । একমাত্মগবত
এব সৰ্ব্বকামসিদ্ধি রিতাংশেনৈক বুদ্ধিহাদেকবুদ্ধিহেনেব বিষয় সাং-গুণ্যাজ্জ্ঞেয়ং । ৪৮ ।

এবমেকমেবার্জুনং অপ্রিয়মখং লক্ষ্যাকৃত্য জ্ঞানভক্তি কৰ্ম্মযোগানার্চিত্যাস্ত ত্ৰগবান্ জ্ঞান-
ভক্তি যোগৌ প্রোচ্যতযোরার্জুনস্যানধিকারং বিমূঢ়া নিকামকৰ্ম্মযোগমাহ কৰ্ম্মণীতি । যা
ফলোদ্ভূতি ফলাকাঙ্ক্ষিণোঃপি অতাস্তাশুদ্ধচিত্তাভবন্তি । বস্তুপ্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞানৈ-
বোচ্যাসে ইতিভাষঃ । নহু কৰ্ম্মণি ক্রুতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি তত্রাহ । মাকৰ্ম্মফল-
হেতুত্বঃ ফল কাময়ঃ হি কৰ্ম্মবুর্কন ফলস্য হেতুত্বংপানকো ভবতি । বস্তু তাদৃশো যা তুরি-
ত্যাশীম্মানীয়ত ইত্যর্থঃ । অকৰ্ম্মণি স্বধৰ্ম্মাকরনে বিকৰ্ম্মণি পাপে বা নহুস্তব মাত্ত কিত্ত
শেষ এবান্ত ইতি পুনরপ্যাশীর্ষিত ইতি । অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে—‘ব্যামিচ্ছৈগৈব বাতকেন বুদ্ধিঃ-
মোহয়সীব মে’ ইত্যৰ্জুনোক্তি দৰ্শনানুপ্রাধ্যায়ে পূৰ্ব্বোক্তের ব্যাক্যনাং অবতারিকাজি নাভীৰ
সম্মতিঃ বিধিৎসিতা ইতিজ্ঞেয়ং । কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানাং সারথ্যানো বধাহং তিষ্ঠামি তথা হ্মপি
ব্রহ্মজ্ঞানাং তিষ্ঠেতি ব্রহ্মার্জুনমো মনোঃশূলাপোঃসমতত্রাষ্টব্যঃ । ৪৯ ।

নিকামকৰ্ম্মণঃ প্রকারং শিক্ষয়তি যোগহইতি । তেন জরাজয়মৌল্য্য বুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রাম

কলকামনা পরিত্যাগপূৰ্ব্বক ভক্তিযোগস্থ হইয়া স্বধৰ্ম্ম বিহিত কৰ্ম্মচরণ
করণ কৰ্ম্মের ফল সিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি তাহাকে
যোগ বলে । ৪৮ ।

বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ নিকাম কৰ্ম্মযোগ দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করত কাম্য-
কৰ্ম্ম দূর কর । বাহ্যিক ফলাকাঙ্ক্ষী মোহান্না বশন, অতএব বুদ্ধিযোগকে আশ্রয়
কর । ৪৯ ।

বুদ্ধিযুক্তো জহা তীহ উভে স্কৃতত দুষ্কৃতে ।

তস্ম ২ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ।

কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মজ্ঞেপি নিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ন্ ॥ ৫১ ।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যাতিতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বৈদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ ॥ ৫২ ।

শ্রুতি বিপ্রতিপন্ন্য তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চল্য ।

সমাধাবচন্য বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্ন্যসি ॥ ৫৩ ।

যেব অর্থাৎ বুদ্ধিহীন ভাবঃ । অর্থাৎ নিকমকর্ম্মযোগএব জ্ঞানযোগতেন পরিণমতীতি । জ্ঞান-
যোগোৎপাদনং পূর্বোক্তের প্রত্যক্ষভাঃ পরিতোষঃ । ৫০ ।

সকাম কর্ম্ম নিশ্চয়িত্ব দূরেণৈতি । অর্থাৎ নিকর্ম্মং কাম্যং কর্ম্ম । বুদ্ধিযোগঃ পরমে-
শ্বরার্পিত নিকামকর্ম্মযোগঃ ৫০ । বুদ্ধৌ নিকাম কর্ম্মযোগঃ, বুদ্ধিযোগো নিকামকর্ম্মযোগী । ৫১ ।

যোগায় উক্তলক্ষণায় । যুজ্যস্ব যত্নম্ । যতঃ কর্ম্মসু সকাম নিকামেশু মধ্যে যোগএব
উদাসীনত্বেন কর্ম্মকরণমেব । কোশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ । ৫০ । ৫১ ।

এবং পরমেশ্বরার্পিত নিকাম কর্ম্মভ্যাসঃ তব যোগে, ভবিষ্যতীত্যত্বং বদেতি । তব
বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতঃ প্রতিপাদনং তরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য
শ্রোতব্যোবধেয়ং শ্রুতস্য শ্রুততৎপ্যার্থেন নির্বৈদং প্রাপ্ন্যসি । অসত্ত্বাবনা বিপরীত ভাবন-
য়োনঃস্থঃ কিং যে শাস্ত্রোপদেশে বাধ্যব্রবণেন ? সাম্প্রতং যে সাধনেত্বেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ
সর্ব্বাধোচিত ইতি মংস্যসে ইতিভাবঃ । ৫২ ।

বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল । অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্কৃতত দুষ্কৃত অর্থাৎ
পুণ্য পাপকে এই সংসার অবস্থায় দূর কর । বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত সকল
কর্ম্মজাত ফল সমূহকে ত্যাগ করত জন্মবদ্ধ হইতে মুক্ত হন । অতএব অনাময়
পদ যে ভক্তদিগের চরম অবস্থা তাহা লাভ করেন । ৫০, ৫১ ।

এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিকাম কর্ম্ম অভ্যাস কবিত্তে করিতে যখন
মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন সুমিশ্রো-
তব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিগুহ্ণ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত
হইবে । ৫২ ।

যে সময়ে তোমার বুদ্ধি যেদেব নানা প্রকার অর্থধুরা আর বিচলিত হই-
বেনা, তখন সহজ সমাধিতে অচলা হইয়া বিগুহ্ণ ভক্তিযোগ লাভ করিবে । ৫৩ ।

অর্জুনউপাচ ।

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।।

স্থিতধীঃ কিং প্রভামেত কিমামীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজ্ঞহাতি বদাকামান্ সৰ্কান্ পার্থ ! মনোগতান্ ।

আত্মন্যোবাগ্ননা তুষ্ঠেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তুদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

তৎক শ্রুতিস্তু নানা লৌকিক বৈদিকার্থপ্রবণেষু বিপ্রতিপন্ন্য অসম্মতঃ বিরক্তেন্তি যাবৎ । তত্র হেতুঃ নিষ্কলা তেহু তেষ্পেষ্য চলিতং মুখীভূতেত্যর্থঃ । কিন্তু সমাধৌ বশ্টেৎধ্যায়ে বজ্র্যমাণ লক্ষণে অচলা ইহ্যাবতী । তদা যোগমপারোক্ষানুভব প্রাপ্ত্য জীবমুক্ত ইত্যর্থঃ । ৫৩ ।

সমাধাবচনাটুদ্বিরিতিশ্রদ্ধা তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পুচ্ছতি স্থিতপ্রজ্ঞমোতি । স্থিতা স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্ব্যমোতি । কা ভাষা ভাষাতেমনয়োতি ভাষালক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ । কৌদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌস্থাস্যমীতি অস্ম্যর্থঃ । এতৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবমুক্তস্য সংজ্ঞাদ্বয়ং । কিং প্রভামেত ইতি স্তব্ধঃখযোগানাপমানয়োঃ স্তুতিনিময়োঃ স্নেহদেহমমোবা সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভামেত ৩ স্পষ্টং স্বপ্নতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ । কিমামীত তদ্বিক্রিয়ং বাতাপিষ্যেষু তন্নভাঃ কৌদৃশঃ ? ব্রজেত কিং তেহু চলনং বা কৌদৃশমিতি । ৫৪ ।

চতুর্থাং প্রশ্নানং ক্রমগোহুত্যাচ প্রজ্ঞহাতি যাবৎধ্যাষসমাধিঃ । সৰ্কানিতি কামিন্যপার্থে যসাকিঞ্চিদ্ভ্যাস্ত্রোপিনিভিলানইত্যর্থঃ । মনোগতানিতি কামানানাস্তবৎস্বদেন পরি-
ত্যাগে যোগ্যতা দর্শিত । যদি চেতান্নাশ্রয়ঃ সাস্তুদাতঃ স্ত্যক্তমশক্যেন বহুরৌক্যবহিতি ভাবঃ । তত্র হেতুঃ আত্মনি প্রত্যাহতে মনসি প্রাপ্তঃ য আত্ম আনন্দরূপস্তন তুষ্ঠেঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—যদা সর্কেষমুহ্যন্তে কাচাযেঃশ্রুতিভিত্তিঃ । অথমতেঃ স্তুতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসম-
তেইতি । ৫৫ ।

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জুন মহাশয় কহিলেন হে কেশব ! স্থিত প্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিবৃত্ত বাক্তিদিগের লক্ষণ কি ? এবং সেই স্থিত প্রজ্ঞ, সমা-
ধিস্থ বা জীবমুক্ত, পুরুষগণ মানাপমান স্তুতিনিন্দা স্নেহদেহ উপস্থিত হইলে কি বলেন এবং বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে কি রূপ আচরণ করেন সে সমুদায় জানিতে ইচ্ছা
করি । ৫৪ ।

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ ! যে সময়ে জীব সমস্ত মনোগত কাম পরি-
ত্যাগ করেন এবং আত্মার অর্থাৎ প্রত্যাহত মানে আনন্দ স্বরূপ আত্মার স্বরূপ
দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা । ৫৫ ।

দুঃখেষু দুঃখিমনাঃ সুখেযু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্নীরুচ্যাতে ॥ ৫৬ ।

যঃ সৰ্বত্রানভি স্নেহস্তুতং প্রাপ্য শুভাশুভং ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টী তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ।

কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ দুঃখেষুতি দ্ব্যভাঃ । দুঃখেষু সুখং পিপাসা জ্বর শিরো
রোগাদিষাধ্যাত্মিকেষু, সৰ্ববাধি। দ্যুত্বিতেষাধিভৌতিকেষু, অতিবাতবৃষ্টিাদ্যুত্বিতেষাধিভৌতিকেষু,
উপহিতেষু দুঃখিমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং কেনচিৎ পৃষ্টঃ
সন্ স্পষ্টকং ক্রবন্ ন দুঃখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ । তস্য তাদৃশ মুখবিক্রিয়াভাব এবানুচ্ছেদলিঙ্গং
সুখিরাগম্যং । কৃত্রিম্যানুচ্ছেদলিঙ্গং কপটী সুখিয়া পরিচিতো ভ্রষ্ট এবোচ্যতে ইত্যভাবঃ ।
এবং সুখেবশ্যাপহিতেষু বিগতস্পৃহ ইতি প্রারব্ধ মিদমবশ্য ভোগ্যমিতি স্বগতং স্পষ্টকং ক্রবাণস্য
তস্য সুখস্পৃহারাহিত্যালিঙ্গং সুখিরাগম্যমেবেতিভাবঃ । তত্তল্লিঙ্গমেন স্পষ্টীকৃত্য দৰ্শয়তি ।—
বীতো বিগতো রাগোঃসুঃরাগঃ সুখেষু । বীতঃ ভয়ং অতোক্তৃত্যো ব্যাধাদিত্যঃ বীতঃ
ক্রোধঃ অহস্তঃ বহুভজেষু বদ্য সঃ । বৈধেদী ভরতস্য দেব্যঃ পার্শ্বঃ প্রাপিতস্য অচ্ছেদ
চিকীৰ্ষো বৃষলরাজাঃ নভঃ নাপিতত্ব ক্রোধোঃ ভূমিতি । ৫৬ ।

অনভিনেহঃ সোপাধি স্নেহশূন্যঃ সন্নানুদ্বায়িকপাদিরীষমাত্রস্নেহস্ত তিষ্ঠেদেব । তত্ত্বং
অসিদ্ধং সংযান ভোজনাদিত্যঃ অপরিচরণং শুভংপ্রাপ্য অন্তঃমনাদরণং মুক্তিপ্রহারাদিকঞ্চ
প্রাপ্যক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি । ইং ধার্মিকঃ পরমহংসসেবী সুখভবেতি নজ্ঞতে ।
নদেষ্টীহং পাপাত্মা নরকে পদভূতি নাভিশপতি । তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সমাধিং প্রতিস্থিতা,
স্থিত প্রজ্ঞা উচ্যতে ইত্যর্থঃ । ৫৭ ।

কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ যদেতি । ইচ্ছিয়ার্হেভ্যঃ শকাদিভ্যঃ ইচ্ছিয়ার্ণি শ্রোত্রাদীনি
সংহরতে । আধীনানং ইচ্ছিয়ার্ণং বাহ্যবিষয়েষু চরনং নিষিদ্ধান্তরেব নিবলতয়াহাপনং

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্রেশ উপস্থিত হইলেও যাহার মন
উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি
অসুঃরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিত প্রজ্ঞ । ৫৬ ।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি সমস্ত জড় বিষয়ে স্নেহ শূন্য ও জড়ীয়
শুভাশুভ লাভ করিষ্কাও তাহাতে রাগ ঘেব করেন না । শরীর যে পর্য্যন্ত
ব্যাকিবে সে পর্য্যন্ত জড় ও জড়সম্বন্ধীয় লাভালাভ অনিবার্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ
পূৰ্ব্ব সেই সকল লাভালাভে (অসুঃরাগ বা বিবেক করন না, যেহেতু তীক্ষ্ণ
প্রজ্ঞা সন্মারিতে স্থিত হইয়া থাকে । ৫৭ ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সৰ্জ্জণঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ।

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবৰ্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টী নিবৰ্ত্ততে ॥ ৫৯ ।

যততোহপি কোন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রসাধীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ।

হিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিভার্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ—কূর্মোহঙ্গানি মুখেনত্রাণীনি যথা সান্তরেৎ বেচ্ছয়া
স্থাপয়তি । ৫৮ ।

নম্ মুচস্যাপ্যপবাসতো রোগাদিবশাৎ ইন্দ্রিয়াণং বিষয়েষুচলনং সম্ভবেত্তত্রাহ বিষয়া
ইতি । রসবৰ্জ্জং রসোহপ্যস্য অভিলাষন্তং বৰ্জ্জয়িত্বা অভিলাষন্ত বিষয়েষু নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ ।

ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যবিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে কিন্তু স্থিত
প্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে
বিচরণ করিতে পারে না । বুদ্ধির অনুজ্ঞা মত কার্য করে । কূর্ম যে রূপ অঙ্গ
সকল ইচ্ছাপূর্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিত প্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির
ইচ্ছামত কখন স্থির হইয়া থাকে, কখন বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় । ৫৮ ।

দেহ বিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান দেখা
যায় সে অত্যন্ত মুঢ় লোক সম্বন্ধীয় বিধান । অষ্টাঙ্গ যোগে যে যম নিয়ম
আসন প্রাণায়ান প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে
তাহা ঐ প্রকার লোক সম্বন্ধীয় বিধি । কিন্তু স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষগণ সৰ্ব্বদে সে
বিধি স্বীকৃত হয় না । স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষেরা পরম তত্ত্বের ঐশ্বর্য্য দর্শনপূর্বক
তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন । অতি মুঢ়
ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করি-
বার ব্যবস্থা থাকিলেও, জীবের রাগ মার্গ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয়
না । উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ
করে । ৫৯ ।

কেননা স্বাভাবিক বিধি মার্গ দ্বারা জড়ীয় চিত্তকে রাগ রহিত করিবার বদ্ধ
করেন, তাহাদের অত্যন্ত স্নেহকারী ইন্দ্রিয় সকল বনকে বিষয়ে সবলে সময়ে
নিবিশ্রিত করে । রাগমার্গে সে রূপ পতনের অসম্ভাব্য নহি । ৬০ ।

তানি সৰ্ক্ষানি সংযস্য যুক্ত আনীত সংপরঃ ।

বশে হি যস্যোজ্জিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩১ ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৩২ ।

ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৩৩ ।

অন্য হিতপ্রসঙ্গাত্মক পরঃ পরমান্বিতঃ হুই। বিষয়েষু ভিনাষো নিবর্ত্তিত ইতি ন লক্ষণ ব্যতিচারঃ ।
আজ্ঞাসাক্ষাৎকার সম্বন্ধস্যাহু সাধক ইমেব নহু সিদ্ধমিতি ভাঃ । ৩১ ।

সাধকাবস্থাস্ত বহুত্রা মহান ন হি জ্ঞাণি পরাবর্ত্তিত্বং সৰ্ক্ষণশক্তি রিত্যাহ যতত ইতি
প্রমাণনি প্রাথম শীলানি কৌতুকাগীতঃ । ৩১ ।

মৎপরে। মঙ্গল ইতি মঙ্গলঃ বিনা নৈবৈকিয়জ্ঞ ইত্যগ্রম গ্রন্থেঃপি সৰ্ক্ষণস্যেৎ
বহুত্বমুদ্ভবনঃ—প্রাথমঃ পুণ্ডরীকাক যুক্ততঃ যোগিনোমনঃ । বিধৌক্তাসমানামনো নিগ্রহ
কৰিতাঃ । অথাৎ অনবদ্যং পলায়িত্বং হংসাশ্রয়রনিতি । বশেহীতি হিতপ্রসঙ্গস্যোজ্জিয়াণি
বনীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদ্বিশেষ উক্তঃ । ৩১ ।

হিতপ্রসঙ্গস্য মনোবশীকারএব বাহ্যজ্ঞাবশীকার কারণং সৰ্পং মনোবশীকারভাবেতু
বৎসান্তঃ স্থিত্যত ধায়ত ইতি । সঙ্গ আসক্তিঃ আসক্ত্যা চ তে বদিকঃ কামোভিনাষঃ
কামাত কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধঃ ক্রোধঃ সংমোহঃ কার্যাকার্য পিতৃকভাঃ । তন্মাত
শাত্ৰোপনিষ্ট আৰ্জুন্য স্মৃতিনাঃ তন্মাত বুদ্ধঃ সঙ্গ্যসাম্যসা নাঃ ততঃ প্রণশ্যতি সংসাররূপে
পততি । ৩২ । ৩৩ ।

অতএব পূৰ্ণোক্ত যুক্ত বৈরাগ্যাক্ষপ যোগ মার্গ হিত পুঙ্খ আবার প্রতি
উত্তমভক্তি আচরণ করত ইন্দ্রিয় সকলকে যথা স্থানে নিয়মিত করেন । অত-
এব তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৩১ ।

পক্ষান্তরে বিধি মার্গ গত কহু বৈরাগ্য যোগের অনর্থ আলোচনা কর ।
বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয় ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন
ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্পাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম
হইতে ক্রোধ আনিরা উপস্থিত হয় । ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি
বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সৰ্কনাশ উপস্থিত
হয় । বিধি-মার্গ-গত কহু বৈরাগ্য যোগের অনেক সত্ত্বে এরূপ গতি, অতএব
যোগ সৰ্কনা বিষমুক্ত । ৩২, ৩৩ ।

রাগধ্বম নিমুক্তৈস্ত্ব দিবয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবৈশ্যবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ।

প্রসাদে সৰ্বদুঃখানাং হানিরন্যোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতনোহ্যাত্মা বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ।

নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।

নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কূতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ।

মানসবিষয় গ্রহণাভাবে সতি অবৈশ্যবিশ্রিত্যে বিধ্বয় গ্রহণেখপি ন দৌষ ইতি বদন্ হিত-
প্রজ্ঞা ব্রজেত কিং ইত্যন্যোত্তরমাহ রাগেতি । বিধেয়ে বচনেহিত আত্মা মনোবস্তু সঃ ।
বিধেয়ে বিনমগ্রাহী বচনেহিত আত্মব । বস্তুঃ প্রণেয়ে নিভৃত বিনীত প্রসূতঃ সমাইত্যমরঃ ।
প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যোক্তাদৃশস্যাদিকারিণেঃ বিষয়গ্রহণমপি ন দৌষ ইতি কিং বক্তব্যং প্রত্যুত
ঐণ্যবেতি । হিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগস্বীকারাণ্যেব আদ্যন ব্রজেন তে উভে অপি তস্যা ভজ্ঞে
ইতিভাবঃ । বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে সৰ্বদেতঃ ভাবেন কাভীষ্টং প্রতিস্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহণাভা-
বাপি সমুচিত বিষয়গ্রহণং তস্যা সুখমিতি ভাবঃ । প্রসন্ন চেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যে-
বেতি জ্ঞেয়ং । তস্যা বিন তু ন চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথমঃ স্বত্বক্বেব প্রপঞ্চিতঃ । কূত বোদ্ধশান্ত-
স্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টম্ ভক্ত্যেব চিত্ত প্রসাদদুর্ভেদঃ । ৬৪ । ৬৫ ।

উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দৃঢ়মিতি নাস্তীতি । অযুক্তসাদৃশীকৃত মনসো বুদ্ধিরাত্মবিবরিণী
প্রজ্ঞা নাস্তি । অযুক্তস্য তাদৃশ প্রজ্ঞাদেহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বর ধ্যানক । অভাবয়তঃ অকৃত
ধ্যানস্য শান্তি বিধেয়োপরাদেয়ঃ নাস্তি । অশান্তস্য সুখং আত্মানন্দো ন । ৬৬ ।

অযুক্তস্য বুদ্ধিনাস্তীত্যুপপাদয়তি । ইচ্ছিয়াণাং স্বাবিষয়েষু চরতাং মধ্যে যখন এক-

যুক্ত বৈরাগ্য যোগ অবলম্বন করিলে হিত প্রজ্ঞা দ্বারা রাগ ধ্বম ত্যাগ-
পূর্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথা যোগ্য সমস্ত জড় বিষয়ে চালিত করিয়াও
বিধেয়াত্ম পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্ত প্রসাদ লাভ করেন । চিত্ত প্রসাদ
অর্থাৎ ভক্তি উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয় । ভক্তগণের বুদ্ধি সৰ্ব-
তোভাবে স্বীয় অভীষ্ট প্রতি স্থির থাকে । ৬৪, ৬৫ ।

আর দেখ বাহাদের পরম রস ধ্যান নাই তাহাদের নিকট রস হইতে
যাঙ্গি কি রূপে হইতে পারে? অশান্ত ব্যক্তির বা পরম সুখ কি রূপে লাভ
হয়? অতএব অযুক্ত লোকের বুদ্ধি এবং পরম রস ভাবনা রূপ ভগবদ্ধ্যান
কখনই সম্ভব হয় না । ৬৬ ।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদন্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ব্যন্য মহাবাহো ! নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগৰ্দ্ধি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি না নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

ইন্দ্রিয়ঃ অনুবিধীয়তে । পুংসা সৰ্ব্বৈন্দ্রিয়ানুবর্তিঃ ক্রিয়তে তদন্য মনঃ অস্যপ্রজ্ঞাং বায়ুঃ হরতি । যথাক্রমি নৌমানাং নাবং প্রতিক্রমো বায়ুঃ । ৬৭ ।

যস্য নিগৃহীত মনসঃ হে মহাবাহো ইতি যথা শত্রুং নিহুতুপি তথা মনোহপি নিহুহাণেতি ভাবঃ । ৬৮ ।

হিতপ্রজ্ঞস্য কুলভঃ সিক্তঃ সন্দেহঃ নিগ্রহ ইত্যাহ যেতি । বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি আত্মপ্রবণা বিষয় প্রবণা চ । তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ সঃ সৰ্ব্বভূতানাং নিশা । নিশায়াং কিং কিংস্যানিতি তস্যাং দপত্তোদনঃ যথা ন জনন্তি তপোব্রতঃ প্রাপ্যমানঃ বস্ত সৰ্ব্বভূতানি ন জানন্তি । কিন্তু তস্যাং সংযমী হিতপ্রজ্ঞাজাগৰ্দ্ধি নহু অপত্যতঃ আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ-মানকং সাক্ষান্ভবতি । যস্যাং বিদয় প্রবণায়াং বুদ্ধী ভূতান জাগ্রতি তত্রিহঃ বিষয়সুখ-

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যে রূপ অস্থির করে সেই রূপ ইন্দ্রিয়ে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়ানুবর্তী হইয়া অযুক্ত লোকের প্রজ্ঞাকে হরণ করে । ৬৭ ।

অতএব, হে মহাবাহো ! বাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্ত বৈরাগ্য যোগ দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে । ৬৮ ।

হে অর্জুন ! বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ আত্ম প্রবণা ও বিষয় প্রবণা । আত্ম প্রবণা বুদ্ধি সৰ্ব্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রি বিশেষ । জড়মুগ্ধ জীব সকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্যমান বস্তু জান লাভ করিতে পারে না । কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ দেহিরাহিতে জাগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধি নিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অন্বেষণ করেন । বিষয় প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠ বিষয় শোক মোহাদি সাক্ষাৎ অন্বেষণ করে । কিন্তু তাহাই স্থিত প্রজ্ঞ মূনির সুখকে রাত্রি বিশেষ । তিনি তাহাতে সংসারী লোকের সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষয় সকল উদাসীন্যভাবে দেখিতে দেখিতে যথোপায় বিষয় সকল যথোচিত নিলেপভাবে স্বীকার করেন । ৬৯ ।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তিস্বদ্বং ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশস্তি সর্কো

স শান্তিমাप्নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিহার কামান্ যঃসর্কান্ পূমাংশ্চলতি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

শোকমোহাদিকং সাক্ষাদমুভবতি নতুতত্র অপস্তি । সা যুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্যনিশা তন্নিষ্টিং কিমপি-
নাশুভবতীত্যর্থঃ । কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখদুঃখ প্রদান্ বিষয়ান্ তত্রোদাসীন্যেনা-
বলোকয়তঃ স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নিলেপমাৎদদানস্যোত্যর্থঃ । ৬৯ ।

বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যমেব নিলেপতেত্যাহ আপূর্য্যমাণমিতি । যথী বর্ষাহু ইত্যন্ততো
নাৎদেয়া আপঃ সমুদ্রং প্রবিশস্তি কীদৃশং অঃ ঈষদপি অপূর্য্যমাণং তাবতীভিরপ্যস্তিঃ পুরষিভুং
নশকাং অচলপ্রতিষ্ঠং অনতি ক্রান্তমর্থ্যাদিৎ তদ্বদেব কামা বিষয়া যঃপ্রবিশস্তি ভোগ্যদ্বেনারাস্তি ।

যথা অপঃ প্রবেশেণ অপ্রবেশেণ সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে এবমেব যঃকামান্
ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরাহিত এবস্যঃ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ । শান্তিঃ জ্ঞানং । ৭০ ।

কচিন্ত্ কামেষুবিষয়সু নৈবতান্ ভুংক্তে ইত্যাহ বিহারেতি নিরহঙ্কারো নিম্মমইতি
বেহ লৈহিকেবহন্তা মমতাশূন্যঃ । ৭১ ।

কাম কামী কখনই শান্তি লাভ করে না । অন্যান্য জল যে রূপ অপূর্য্য-
মান সমুদ্রতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কাম
সকল সেই স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহাব ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না । অত-
এব তিনিই শান্তিলাভ করেন । ৭০ ।

কাম সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিম্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার
ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন তিনি শান্তি লাভ করেন । ৭১ ।

এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে । হে গুপার্হ ! যিনি ঐ স্থিতি
লাভ করেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না । অতকালে খট্কার রাজার ন্যায়
ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্দীপ লব্ধ হয় । ব্রহ্ম প্রাপিকা স্থিতিকে
ব্রাহ্মী স্থিতি বলে । ব্রহ্মপ্রাপক লব্ধ যুক্তিকে ব্রহ্ম নির্দীপ বলে । অতঃ

এবা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্যামুচ্ছতি ।

স্থিহ্যন্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতী-
য়োহধ্যায়ঃ ।

উপসংহরতি এষেতি । ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা । অস্তকালে বৃহস্মসমেষেপি কিং পুনরা-
বাস্যৎ । ৭২ ।

জ্ঞানং কৰ্মচ বিস্পষ্টং অস্পষ্টং ভক্তিযুক্তবান ।

অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসুত্রমুচ্যতে ॥

ইতি সারর্থ বর্ষণ্যঃ হর্ষণ্যঃ ভক্তচেতনাং ।

শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়েহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যান্ ॥

বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম । সেই তত্ত্ব অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত রস লাভ
হয় । ৭২ ।

এই অধ্যায়কে গীতা সুত্র বলা যায় যে হেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কৰ্ম ও
জ্ঞান ও অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হইয়াছে ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জায়নী চেৎকৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনান্নন ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ! ॥ ১ ।

নিকামমৰ্পিতং কৰ্ম্ম তৃতীয়েহু প্রাপ্যতে ।

কাম ক্রোধ জিগীষাঃ বিবেকোহপি প্রদৰ্শ্যতে ।

পূৰ্ব্ববাক্যেণ জ্ঞানযোগঃ নিকামকৰ্ম্মযোগাচ্চ নিব্রৈণ্ডণ্য প্রাপকস্য গুণাভীত ভক্তিশেষে
গম্য উৎকৰ্ম্মাকলম্য তত্রৈব কোৎসুক্যামভিব্যঞ্জয়ন স্বধৰ্ম্মে সংগ্রামে প্রবর্তকং ভগবন্তঃ সম্য-
ভাসেনোপাশ্রিত্যে । জায়নী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিব্যবসায়ান্নিকা গুণাভীতা ভক্তিরিত্যর্থঃ । ঘোরে
যুদ্ধরূপে কৰ্ম্মণি কিং নিযোজয়সি প্রবৰ্ত্তয়সি । হে জনান্নন, জনান্ স্বজনান্ আজ্ঞয়া পীড়য়-
সীত্যর্থঃ । নচ ত্যাজ্য কেনাপান্যথা কৰ্ত্ত্বং শক্যত ইত্যাহ হে কেশব, কোবদ্ধাঃ ঈশো মহাদেবঃ
তাপি বয়সে বশীকরোষি । ১ ।

ভাবয়স্য অৰ্জুন ! মতং গুণাভীতা ভক্তিঃ সৰ্ব্বোৎকৃষ্টেব কিন্তু সা বাদৃচ্ছিক মনৈক-
ম্বিক মহাভক্ত কুপৈক লভাত্বং পুরষোদ্যমসাধ্যং নভবতি । অতএব নিব্রৈণ্ডণ্যো ভব গুণা-
ভীতয়া মদভক্ত্যা হং নিব্রৈণ্ডণ্যো ভূয়াইত্যশীর্কান এবমন্তঃ । সচ বদা ফলিষ্যতি তদাতা-
দুশ যাদৃচ্ছিকৈকান্তিক ভক্তরূপয়া প্রাপ্তামপি লপস্যাসে । সাম্যতন্ত কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তেইতি
মমোক্তমেবেতি দেহস্যতঃ তর্চিকর্থেব নিকিত্য কথং ন জ্ঞেবে কিমিতি সন্দেহসিদ্ধো মাং
ক্ষিপসীত্যাহ ব্যামিজেণেতি । বিশেষতঃ অসম্যাক্তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থমিলনং বত্র তেন
বাক্যেন যে বুদ্ধিং যোহয়সি । তথাহি “কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে” ইতুত্বপি “বুদ্ধিযুক্তেনা
জহাতিহ উতে মুক্তত্বং” তস্মাদযোগার যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কোশলমিতি ।” সিদ্ধ্যা-
সিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে । যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি ব্রবীষি । বদা তে মোহ-

হে জনান্নন ! হে কেশব ! কৰ্ম্মাদি অপেক্ষা ব্যবসায়ান্নিকা গুণাভীতা
ভক্তি বিষয়িনী বুদ্ধি যদি তোমার মুতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কি জন্য আমাকে ঘোর
যুদ্ধরূপ কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইবার অল্পমতি প্রদান করিতেছ ? ১ ।

ব্যাগিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াং ॥ ২ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানব ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনানাং ॥ ৩ ।

কলিমিত্যানেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি । কিঞ্চাত্রেব শঙ্কেন হৃদ্বাক্যস্য বস্তুতোনাস্তি নান-
র্থমিশ্রিতত্বং নাপি কৃপালোস্তুব মমোহনেন্দ্ৰা । নাপি মম তত্ত্বদর্শনভিজ্ঞত্বং বিস্তৃপ্তষ্টায় ত্যএব
তবকথনমুচিতমিতিভাবঃ । অয়ং গূঢ়োহতিপ্রায়ঃ—এজস্যৎ কর্মণঃ সকাশঃ সাহিকং কর্ম-
শ্রেষ্ঠং তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং তচ্চ সাহিকমেব । নিগুণাভক্তিস্ত তস্মাদতি শ্রেষ্ঠৈব । তত্র
স। যদি ময়ি নসম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ং, তদা সাহিকংজ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ । ততএব দুঃখময়ঃ
সংসারবন্ধনানুজ্ঞো ভবেয়মিতি । ২ ।

তুমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবা মাত্র পরস্পর
অমিলিতার্থবোধক বলিয়া বোধ হয় । কোন স্থলে তুমি ভক্ত কৃপালভ্য নিগুণ
ভক্তির উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্মাদিকার প্রকাশ কবত
আমাকে কর্মানুষ্ঠানের অহুজ্ঞা করিলে । ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে
রাজস কর্ম হইতে সাহিক কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানও
সাহিক কর্ম বিশেষ । যদি আমার নিগুণ ভক্তি লাভের অধিকার ন। হইয়া
ধাকে, তবে আমাকে সাহিক কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান শিক্ষা দেও । সেই জ্ঞান দ্বারা
আমি সংসার বন্ধ মুক্ত হই । কর্মাদিকারীকে কর্মই শিক্ষা দেওয়া ভাল ।
অতএব নিশ্চিত বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান কর । ২ ।

ভগবান কহিলেন, আমি যাহা পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছি তাহাতে আমার এ
রূপ উপদেশ নয় যে সাংখ্য যোগ ও কর্ম যোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষ-
সাধনোপায় । ভক্তি যোগ ব্যতীত মোক্ষ সাধনোপায় আর কিছুই নয় ।
সেই ভক্তি যোগ সাধন বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার । যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধাত্মঃ
করণ, তাহার জ্ঞানভূমিতে অধিকৃত । তাহাদের সাংখ্যজ্ঞান যোগ দ্বারা নিষ্ঠা ।
অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম যোগ নিষ্ঠা তাহা তাহাদের আদরণীয়
নয় । তাহার সাংখ্য যোগে নিষ্ঠাদ্বারাই ভক্তি যোগে অধিকৃত হয় । তাহাদের
অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহার ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈকস্ম্যং পুরাষোহুগুতে ।

নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্যতে হবশঃ কর্ম সর্বং প্রকৃতিজৈশ্চৈবৈঃ ॥ ৫

অজ্ঞোত্তরং যদি ময়া পরম্পর নিরূপক্যাবেব মোক্ষসাধনং তেন কর্মযোগে জ্ঞানযোগাভুক্তো
স্যাভ্যং তদা তদেকং বদ নিকিত্য ইতি স্বপ্রাপ্তং ঘটতে । যদাতু কর্মনিষ্ঠা জ্ঞান নিষ্ঠাবশ্চেন
যদৈব বিধায়ুস্তং তৎখলু পূর্ক্সান্তর দশাভেদাদেব । নহু বস্ততো মোক্ষং প্রত্যধিকারি
ঈদমিত্যাহবাকো ইতি দ্বাভ্যং । দ্বিবিধা দ্বিঃপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতিমর্থ্যাদা ইত্যর্থঃ ।
পূরা প্রোক্তা পূর্ক্সাধ্যয়ে কথিতা । তামেবাত সাংখ্যানাং সাংখ্যং জ্ঞানং তদ্বভ্যং । তেবাং
শুদ্ধান্তঃ করণতেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্থ্যাদা স্থাপিতা । অত্র
লোকে তে জ্ঞানিহেইনৈব ব্যাপিতা ইত্যর্থঃ । তানি সর্বাণিসংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যা-
দিনা । তথা শুদ্ধান্তঃকরণতাত্মন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়াঃ সমর্গনাং যোগিনাং তদারোহণার্থ-
মুণায়বতং কর্মযোগেন মদর্পিত নিকায় বর্ষণা নিষ্ঠামর্থ্য দা স্থাপিতা । তে খলু কর্মিহেইনৈব
ব্যাপিতা ইত্যর্থঃ । ধর্ম্মাদ্বি যুক্তাঃ প্রয়োজন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বদ্যতে ইত্যা দিনা । তেন
কর্মিণো জ্ঞানিন ইতি নাম মাত্রৈবৈব দ্বিবিধ্যং । বস্ততস্তকর্মিণএব কর্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞান-
নো ভবন্তি জ্ঞানিনএব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্য সমুদ্যানাং ইতি ভাবঃ । ৩ ।

চিন্তাশুদ্ধান্তঃ জ্ঞানানুংগাতিমাহ নেতি । শাস্ত্রীয়কর্মণামনারম্ভাদিননুষ্ঠানান্নৈকস্ম্যং জ্ঞানং
প্রাপ্নোতি নচাশুদ্ধচিত্তঃ—সংন্যাসনাং শাস্ত্রীয়কর্মত্যাগাৎ ॥ ৪ ।

কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃত সংন্যাসঃ শাস্ত্রীয় কর্মপরিত্যজ্য ব্যবহারিকে কর্মণি নিষদ্ধতীত্যাহ
নহীতি । নহু সংন্যাস এব তস্য ঐবিক লৌকিক কর্ম প্রযুক্তি বিরোধী তত্রাহ কার্যত ইতি ।
অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ । ৫ ।

ভূমিতে আরোহণপূর্বক অবশেষে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ করে । বস্তত ভক্তি
ভূমি লাভ করিবার যে সোপান তাহা একই মাত্র । আরোহীদিগের অবস্থা
ক্রমে নিষ্ঠাই কেবল দুই প্রকার হয় । ৩ ।

শাস্ত্রীয় কর্ম অমুষ্ঠান না করিলে নৈকস্ম্যরূপ জ্ঞান লব্ধ হয় না । শাস্ত্রীয়
কর্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধ চিন্ত পুরুষ কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিবে ? ৪ ।

অশুদ্ধ চিন্ত পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াও প্রকৃতি সিদ্ধ শুণ দ্বারা
উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম সকল করিতে থাকে । অতএব
তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র নির্দিষ্ট চিন্ত শৌধক কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নয় । ৫ ।

কর্মেজিয়।ণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইজিয়ার্থান্ বিমূঢ়া। মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ ৬ ।

যস্ত্বিজিয়াণি মনসা নিয়ম্য।রভতেহর্জুন !

কর্মেজিয়েঃ কর্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ ।

শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ ॥ ৮ ।

নম্ তাদৃশোংপি সংন্যাসী কচ্চিৎ কচ্চিদিজিয় ব্যাপার শূন্যে মুক্তিতাক্ষো দৃশ্যতে তত্রাহ
কর্মেজিয়াণি । বাক্যপাদানি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে স মিথ্যাচা-
রো দাস্তিকঃ । ৬ ।

এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্মকর্তা গৃহস্থশ্চ শ্রেষ্ঠইত্যাহ বস্তুতি । কর্মযোগঃ শাস্ত্রবিহিতঃ ।
অসক্তোৎকলাকাজীবিশিষ্যতে । অসম্ভাবিত প্রসাদভেন জ্ঞাননিষ্ঠাৱপি পুরুষাচ্ছিনিষ্ট ইতি
শ্রীমাদ্ভজ্ঞাতার্যচরণঃ । ৭ ।

তস্মাস্তং নিয়তং নিত্যং সঙ্কোপাসনাদি, অকর্মণঃ কর্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ জায়ঃ শ্রেষ্ঠঃ ।
সংন্যাস্ত সর্বকর্মণস্তব শরীর নির্বাহোংপি ন সিধ্যৎ । ৮ ।

নম্ তর্হি কর্মণা বধ্যতে জন্তুরিতিস্মৃতেঃ কর্মণিকৃতে বন্ধঃসাদৃশিত্তি চেন্ন । পরমেশ্বরার্গিতঃ
কর্ম ন বন্ধকমিত্যাহ বজ্রার্থাদিত্তি । বিকৃপিতো নিকাসো ধর্মএব বজ্র উচ্যতে । তদর্থং
বৎকর্ম ততোহন্যত্বেব অসংলোকঃ কর্মবদনঃ কর্মণা বধ্যমানে ভবতি । তস্মাৎ ত্বং তদর্থং
তাদৃশ ধর্মসিদ্ধার্থং কর্ম সমাচর । নম্ বিকৃপিতোংপিধর্মঃ কায়ানামুদ্दिश্য কৃতক্কেৎ বন্ধকো

চিত্ত বাহার শোধিত হয় নাই তাহার কর্মেজিয় সংযম করিলে কি হইবে ?
সেই ব্যক্তি কর্মেজিয় সমুদায় সংযম করিয়া মনে মনে ইজিয়ার্থের আলোচনা
করিতে থাকিবে । অতএব সেই মুঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায় । ৬ ।

যিনি মনের দ্বারা ইজিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া 'কর্মেজিয় দ্বারা
গৃহস্থ ধর্মে কর্ম' যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি তাহাতে অশক্ত হইলেও
মিথ্যাচারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । যে হেতু আপাততঃ অশক্ত হইলেও কর্ম যোগ
করিতে করিতে ক্রমশঃ ফলাকাজী ত্যাগপূর্বক শক্ত হইবেন । ৭ ।

অসক্তিকারী ব্যক্তির কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ । তোমার কর্ম ত্যাগ
দ্বারা যখন শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না, তখন কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয় ।
অতএব কাম্য কর্ম ত্যাগপূর্বক সঙ্ক্যা উপাসনাদি নির্ভা কর্ম করিতে করিতে
চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান ভূমি ক্রান্তিক্রম করত নিগুণ ভক্তি লাভ করিবে । ৮ ।

যজ্ঞার্থীং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদৰ্থং কৰ্ম কৌন্তেয় ! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘবোহিন্দিষ্টকামধুक् ॥ ১০ ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ।

ভবত্যেব ইত্যাহ । মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতঃ । এবমেবোদ্ধবং প্রতাপি শ্রীভগবতোক্তং—
‘অধর্মহো যজন যজ্ঞৈরনাশীঃ কামউজ্জব । ন যাতি ধর্ম নরকো যদ্যন্যৎনসমাচরেৎ । অগ্নিন্
লোকে বর্তমানঃ অধর্মহোহনবঃ শুচিঃ । জ্ঞানং বিমুক্তমাপ্নোতীতি ॥’ ৯ ।

তদেব অগুদ্বচিত্তো নিকামং কর্মেব কুর্য্যাৎ নতু সন্ন্যাসং ইত্যুক্তং । ইদানীং যদিচ
নিকামোহপি ভবিতুং ন শক্যঃ তদাসকামমপি ধর্মং বিকর্মপিতং কুর্য্যাৎ নতু কর্মত্যাগমিত্যাহ
সহেতি সপ্তভিঃ । যজ্ঞেন সহিতঃ সহযজ্ঞাঃ যোগসজ্জনস্যেতি সহস্যাদদেশাভাবঃ । পুরা

ভগবদর্পিত নিকাম ধর্মকে যজ্ঞ বলে । সেই যজ্ঞ উদ্দেশে যে কর্ম করা
যায় তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম সে সমুদায়ই কর্ম বন্ধন বলিয়া জানিবে । তুমি
যজ্ঞার্থ সমুদায় কর্ম আচরণ কর । কামনা উদ্দেশে ভগবদর্পিত কর্মও বন্ধন
হেতু হয়, অতএব কর্মফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম কর । এবম্বিধ
কর্ম, ভক্তি যোগের সাধক স্বরূপ হইয়া, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করত নিগুণ
ভক্তি লাভ করাইবে । ৯ ।

অগুদ্ব চিত্ত ব্যক্তির নিকাম কর্মই কর্তব্য । কর্ম সন্ন্যাস তাহার পক্ষে
শ্রেয় নয় । যদি নিকাম কর্ম আচরণ করিতেও কোন ব্যক্তির শক্তি না হয়
তিনি সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম আচরণ করিবেন । কোন মতেই কর্ম
ত্যাগপূর্বক অকর্ম ও বিকর্মকে বরণ করিবেন না । ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা-
গণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্মকে
আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও । এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান
করুন । ১০ ।

এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকল তোমাদের প্রতি প্রীত হউন । দেবতা
সকল প্রীত হইয়া, তোমাদিগকে ইষ্ট কল দান দ্বারা প্রীতি প্রদান
করুন । ১১ ।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাণ্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তান্ প্রদায়ৈভ্যো যোভুঙক্তে স্তেন এবসঃ ॥ ১২ ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্সকিষিষেঃ ।

ভুঞ্জতে তে ভৃংগাপাণা বে পচন্ত্যত্মকারণাং ॥ ১৩ ।

বিকর্পিত ধর্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ । ব্রহ্মা উবাচ অনেন ধর্মেণ প্রসবিষ্যৎ প্রসবোবুদ্ধিঃ
উত্তরোত্তরমতি বুদ্ধিং লভধর্মসত্যং । তস্যং স কামহমভিনক্ষ্যাহ এষযজ্ঞো ব ইষ্টকামধুন্
অভীষ্টভোগপ্রদোহুতিতার্থঃ । ১০ ।

কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞঃ ভবেত্তুতাহ দেবানিতি । অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাষত
ভাবতঃ ব্রুত । ভাব প্রীতিবৃদ্ধ্যজ্ঞান্ ব্রুত প্রৌরুত ইত্যর্থঃ । তে দেবা অপি বঃ
প্রৌরুত । ১১ ।

এতদেব স্পষ্টীকৃত্য কথ্যকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি । তৈর্দত্তান্ বৃষ্টাদি দ্বারেণানানীন্
উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ । এভ্যোদেবেভ্যঃ পক্ষমতাবজ্ঞাদিভিরনহঃ যো ভুঙক্তে সতু চৌর-
এব । ১২ ।

বিশেষদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্টান্নঃ বে স্মৃতি তে পক্ষ্মনাক্রুতঃ সর্সকিঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে । পক্ষ-
ম্নানক সত্যাক্তাঃ—“কণ্ঠী পেযণী চুল্লী উবুত্তীচ মাঙ্কনী ! পক্ষ্মনা গৃহহস্য তাভিঃ সর্গঃ
নবিস্তি ।” ১৩ ।

জগচ্চক্র প্রবৃত্তি হেতুভাবপি যজ্ঞং কুর্যাদেবেত্যাহ । অন্নাদ ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি
ভূতানাং হেতুরন্নং । অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতঃ প্রাণিশরীর সিন্ধেঃ । তস্যান্নস্য-
হেতুঃ পূজন্যঃ বৃদ্ধিভিরবাসিসিন্ধেঃ । তস্যাপকনাস্য হেতুর্যজ্ঞঃ । লৌকিক ক্রুতেন যজ্ঞেনৈব
সমুচিত বৃদ্ধিপ্রদমেবসিন্ধেঃ । তস্যাবজ্ঞস্যহেতুঃ কর্ম ; ঋত্বিক যজমান ব্যাপারাত্মকহঃ কর্ম-
এব যজ্ঞসিন্ধেঃ । তস্য কর্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ । বেদোক্ত বিদিত্যাকাশবর্ণাদেব যজ্ঞং
প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ । তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম । ব্রহ্মতএব বেদোৎপত্তেঃ । তথচ-
ক্ষতিঃ—“অস্য মহতোভূতস্য নিবসিতমেতদৃশে দো বজ্রবেদঃ স্যামবেদোহুখাঙ্গিরস ইতি ।”
তস্যাং সর্সগতঃ সর্সব্যাপকঃ ব্রহ্ম যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত মিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপি প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ ।

পক্ষ মহা যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্টাদিবারা
উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন তিনি চৌর স্বরূপ গোধ
ভাকৃ হইয়া থাকেন । ১২ ।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি বাহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা উদ্যম জন্য অপরিহার্য
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন । বাহারা কেবল স্বার্থপন হইয়া অন্নাদি ভোগ
করে তাঁহারা পাপাচরণপূর্বক সমস্ত পাপ ভোগ করে । ১৩ ।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জন্যাদন্নম্ সন্ত ৩ ।

যজ্ঞাদ্ভবন্তি পৰ্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ।

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অবাসুরিন্দ্রিয়ারণো মোহেৎ পার্থ ! ন জীবতি ॥ ১৬ ।

অত্র বদ্যপি কার্য্যকারণভাবেনান্নান্যত্র ব্রহ্মপৰ্য্যন্তঃ পদার্থ উক্তান্তুদপি তেহু মথো ব্রহ্মএব
বিবেক্যেহেন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি । সএব প্রস্তুতঃ । অর্থো প্রাপ্তাহতিঃ সম্যগাদিত্যুপস্থিতত্বং ।
আদিত্যাক্ষরতে বুদ্ধি বৃত্তেরসং ততঃপ্রজঃ ইতি স্মৃতে: ১৪ । ১৫ ।

এতদনুষ্ঠানে প্রত্যায়মাহ এবমিতি । চক্রং পূৰ্ণপঙ্কভাগেন প্রবর্তিতং । ব্রহ্মাৎ-
পৰ্জন্যঃ পৰ্জন্যাদিনং অত্রং পুরুষঃ পুরুষাৎ পুনর্ব্রহ্মঃ ব্রহ্মাৎ পৰ্জন্যইত্যেবং চক্রং যো নানু-
বর্তয়তি ব্রহ্মানুষ্ঠানেন ন পরিবর্তয়তি স অবাসরঃ পাপব্যাপ্তায়ঃ । কো নরকে ন মজ্জতি ইতি
ভাবঃ । ১৬ ।

অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয় । বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় । যজ্ঞ
দ্বারাই পৰ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয় । যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন । কৰ্ম্ম ব্রহ্ম
হইতে উদ্ভূত । অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম যে বেদ তাহা উৎপন্ন । অত-
এব জগচ্চক্র প্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে
নিতান্ত কর্তব্য । তাহাতে সৰ্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন । ১৪, ১৫ ।

হে পার্থ ! কাম্যকৰ্ম্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিনি এই জগচ্চক্র
প্রবর্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয় সেবক হইয়া
বৃথা জীবন ধারণ করেন । তাৎপর্য্য এই যে ভগবদর্পিত নিকাম কৰ্ম্মযোগে পাপ
পুণ্যের অধিকার নাই । কেননা সেই পদ্ম নিওণ ভক্তি লাভের প্রশস্ত পদ্ম
বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে । সেই পদ্মশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায় নাশরূপ
চিত্তভ্রম অনায়াস-লভ্য । যে সকল ব্যক্তি ভগবদর্পিত নিকাম কৰ্ম্মযোগের
অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সৰ্ব্বনা কামনা ও ইন্দ্রিয় ছুপ্তির কণীভূত
অভাব পাশুরত । তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সংকোচ করিবার জন্য পুণ্য কৰ্ম্মই
এক মাত্র উপায় । পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয় । যজ্ঞ
ব্যবস্থাই ধর্ম্ম অথবা পুণ্য কৰ্ম্ম । তাহাতে সমষ্টিজীবনের শুভ এবং জগচ্চক্রের

যজ্ঞাত্তবতিরেবস্যা'ৎ অ'জ্ঞতুশ্চ মানবঃ ।

অ'জ্ঞান্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ।

নৈব তস্য ক্লুতেনার্থো নাক্লুতেনেহ কশ্চন ।

তদেবং নিকামত্বাসাধৰ্ষ্যে সকামোহপি কৰ্ম কুৰ্য্যাদেবেতুক্তং । যজ্ঞ তজ্ঞাতঃ করণত্বাৎ জ্ঞানভূমিকায়াক্রমঃ স তু নিত্যং কাম্যক ন করোতীত্যাহ বজ্জিতি জ্ঞাত্যং । আজ্ঞরতিঃ আজ্ঞা-
রামঃ যত আজ্ঞত্বং আজ্ঞানন্দাস্বতবেন নিবৃত্তঃ । নবাজ্ঞনি নিবৃত্তো বহির্বিষয়ভোগেহপি
কিচ্ছিন্নিবৃত্তো ভবতু তত্র নৈবুপত্যাহ আজ্ঞান্যে । নতু বহির্বিষয়ভোগে তস্যাকার্যং কৰ্তব্যত্বেন
কৰ্ণনান্তি ॥ ১৭ ।

গতি সুষ্ট-রূপে সাধিত হয় তাহাই পুণ্য । পুণ্য ব্যবস্থা দ্বারা পঞ্চস্থনা প্রভৃতি
অপরিহার্য পাপ সকল নষ্টহইয়া পড়ে । অজ্ঞাতার শরীর সুখ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি,
যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষা পূৰ্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাক্র হইয়া
পুণ্য মধ্যে পরিগণিত হয় । যে সকল অলক্ষিত বিধি দ্বারা জগন্মঙ্গল রূপ
ফলের উৎপত্তি হয় তাহারা ভগবৎ শক্তি-জাত দেবতা বিশেষ । সেই বিধি-
রূপ দেবতা দিগকে প্রীত করিয়া তাহাদের অমুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে
আর কোন পাপ থাকেনা । ইহাকেই কৰ্ম চক্র বলে । এই রূপ দেবতা
পূজার দ্বারা যে কৰ্ম স্বীকার, তাহাকে ভগবদর্পিত কাম্য কৰ্ম বলে । সেই বিধি
সকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য করে, তাহারা কেবল নৈতিক,
বিশুদ্ধিত কৰ্মাচারী নয় । অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত কাম্য কৰ্মাচার
করা ভদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গল জনক । ১৬ ।

এবমুত্ত কৰ্ম চক্রে বর্তমান জীব সকল কৰ্তব্য বলিয়া কৰ্মাছুষ্ঠান করেন ।
কিন্তু যিনি আত্মরতি অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম তত্ত্বকে পুঙ্খকরূপে বিবেচনা
করিতে সক্ষম হইয়া আত্ম বস্তুতেই রত, তিনি আত্ম তৃপ্ত এবং আত্ম বস্তুতেই
সন্তুষ্ট । তিনি কৰ্তব্য বলিয়া, কৰ্মাছুষ্ঠান করেননা । কেবল শরীর বাজা
নির্বাহের জন্য কৰ্ম করিয়া কৰ্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপ শান্তিকে অমুসন্ধান
করেন । অতএব সৰ্বমুত্ত কৰ্ম করিয়াও তিনি নিত্য ও কাম্য কৰ্ম অমুষ্ঠান
করেন না । এই জন্য তাঁহার কৰ্মকে কৰ্মনামে অভিহিত করা যায়না ।
তাঁহার কৰ্মসকলকে জঘন্য ভেদে জ্ঞান নয় ভক্তি বলা যায় । ১৭ ।

আজ্ঞানন্দাস্বতরী ব্যক্তির কৰ্তব্যাক্ষুষ্ঠানের অর্থ পুণ্য এবং কৰ্তব্য কৰ্মের
অনজ্ঞান জন্য পাপ সঞ্চিত হয় না । আত্মজ্ঞ হাবর পর্যন্ত ভূত সকলের মধ্যে

ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদৰ্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ।

তস্মাদসত্ত্বঃ সত্যতং কার্যং কৰ্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ।

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ সান্বিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুঃ সৰ্বসি ॥ ২০ ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকসুদমুৰ্ত্ততে ॥ ২১ ।

কুতেনাস্থিত্যেতৎ কৰ্ম্মণানার্থঃ ন ফলঃ । অকুতেন কৰ্ম্মণ প্রত্যাবারোধপি ন । যস্মাদস্য সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবরাদিষু মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায় অপ্রয়োজন্যং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীরো ন ভবতি । পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে । যথা বাহুদেবে ভগবতি ভক্তিহুবহতাং নৃণাং । জ্ঞানবৈরাগ্য বীৰ্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্যপাশ্রয়ঃ । ইতি । তথা যদ্যপাশ্রয়ঃ শুভ্যন্তীতি সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ইত্যাদাবপ্যাপেত্ব্যপসর্গস্যানধিকার্বৎ দৃষ্টং । ১৮ ।

তস্মাদ্ভব জ্ঞান ভূমিকা রোহণে নাস্তি যোগ্যতা । কাৰ্য্যকৰ্ম্মণি তু সন্নিবেকবতস্তব নৈবাধিকারঃ । তস্মাদ্ভব কৰ্ম্মেব বুদ্ধিত্যাহ তস্মাদিতি । কাৰ্য্যবশ্য কর্তব্যং যৎ নিহিতং পরং মোক্ষং । ১৯ ।

অত্র সমাচরং প্রমাণয়তি কৰ্ম্মণেতি । 'যদি বা হুং আত্মনং জ্ঞানাদিকারিণং মন্যাসে তদপি লোকে শিক্ষাগ্রহণ্যং কৰ্ম্মে বুদ্ধিত্যাহ লোকোক্তিঃ' । ২০ ।

লোকসংগ্রহ প্রকারমেবাহ যদ্যদিতি । ২১ ।

যে সকল সার্থ আছে তাহা তাঁহাব আশ্রয়ণীয় নয় । আত্মরতি দ্বারা সংতুষ্ট হইয়া তাঁহার পাপ পুণ্যের উদ্দেশ থাকে না । তিনি স্বভাবতঃ সাধা করেন বা বাধা না করেন সমস্তই মঙ্গলময় । ১৮ ।

কৰ্ম্ম ফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সৰ্বদা কৰ্ম্মাহুঠান কর যেহেতু অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষ লাভ হয় । মোক্ষ আর কিছুই নয় কেবল কৰ্ম্ম সকলের চরম পরিপাক অবস্থায় যে পরমাশুক্তি তাহাই মাত্র । ১৯ ।

জনক প্রভৃতি জ্ঞানাদিকারী ব্যক্তিগণ কৰ্ম্ম দ্বারা ভক্তিরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব লোক শিক্ষার্থেও তুমি কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য হও । ২০ ।

শ্রেষ্ঠ ভোক্তা যে রূপ আচরণ করিয়া থাকেন অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন । তিনি বাহ্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্তী হয় । ২১ ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাশ্চমবাশ্চস্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ।

যদি ছহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতঃশ্রুতঃ ।

মম বজ্রানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্বশঃ ॥ ২৩ ।

উৎগৌদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাম কর্ম চেষদহং ।

সক্লরন্য চ কর্তা গ্যানুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্য্যন্তি ভারত !

কুর্য্যাদ্বিধাঃ স্তথা সক্তশ্চিকীর্ষ লোকসঃ প্রহং ॥ ২৫ ।

অত্রাহমেব দৃষ্টান্তইত্যাহ ত্রিভিঃ । ২২ ।

অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরনির্ভাঃ । ২৩ ।

উৎগৌদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য স্বর্গমকুর্য্যাম জংশোবঃ । ততঃ পরমস্ববোধেৎ তস্যাপা-
হমেব কর্তব্যং এবমহমেব এজ। ইত্যং মলিনাঃ কুর্য্যামঃ । ২৪ ।

তস্যং প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কর্ম কর্তব্যমিত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি । ২৫ ।

অনং কর্মজড়িতং স্বংকর্মসংন্যাসংকৃত্য জ্ঞানীভ্যাসেনাত্মিব কৃতার্থী ভবেতি বুদ্ধিতেঃ ন
জনয়েৎ কর্মসজ্জিনামগুণাস্তঃকরণেহন কর্মক্ষেপাসক্তিমহাং । কিন্তু স্বংকৃতার্থীভবিষ্য-
নিকাম কর্মেব কুর্য্যন্তি কুর্য্যণেব যোজয়েৎ কারণেৎ । অত্রকর্মণি সমাচরণ স্বয়মেব দৃষ্টান্তী-
ভবেৎ । নহু “অনং নিজেয়সং বিধানবক্তাভ্যায় কর্মতি । ন সতি রোগিনোঃপথ্যং বাত-
তোঃপি ভিষকীত্যং ॥” ইত্যাজিত বাক্যেনৈতদ্বিকৃত্যং । মহাং । তৎকালু ভক্ত্যুপদেশক-
বিষয়ং ইদম্ জ্ঞানোপদেশক বিষয়মিত্যবিরোধঃ । জ্ঞানন্যাস্তঃকরণগুণাধীনমহাং তচ্ছ

হে পার্থ ! আমি পরমেশ্বর, আমার এই ত্রিলোক মধ্যে কিছু কর্তব্য
নাই । তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি । ২২ ।

অতঃস্বিত হইয়া যদি আমি কর্ম্মত্যাগ কবি তবে মর্মান্ববস্তী হইয়া সকল
মহুয্যই কর্ম্মত্যাগ করিবে । ২৩ ।

আমি কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং
আমাত্ত্যক্ষর বিধি স্তাঙ্ঘ্য উৎপত্তি হইলে, সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে । ২৪ ।

অতঃএব লোক সংগ্রহের জন্য বিদ্বান ব্যক্তি অনাসক্তভাবে সেইরূপ কার্য্য
করুন, যেমত অবিদ্বান ব্যক্তি আগন্ত হইয়া কর্ম্ম করেন । অতঃএব বিদ্বান
কর্ম্ম অবিদ্বানের কর্ম্মের প্রকার পৃথক নহ, কেবল তাহাদের আসক্তি ও অনাসক্তি
সম্বন্ধীর নিষ্ঠা পৃথক, ইহাষ্ট জ্ঞানিবে । ২৫ ।

ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্মসঙ্গিনং ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণ নি স্তনৈঃ কর্মণি সর্বদাঃ ।

অহঙ্কারবিনৃদ্ধা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ।

দেহে নিকামকর্ম্মাধীনত্বাৎ । ভক্তে স্তস্য অতঃপ্রাপ্ত্যাৎ অস্ত্যকরণত্বাদিগণিত্যনপেক্ষত্বাৎ । বন্ধি-
ভক্তো অজ্ঞানপাদয়িত্বঃ শরৎবাৎ তস্মৈ কর্ম্মিণাঃ বুদ্ধিতে ন মণি জনয়েৎ ভক্তো অজ্ঞানত্বাৎ
কর্ম্মানধিকারত্বাৎ । 'তানং কর্ম্মাণি বৃক্ষাণি ন নির্কিয়তব্যবত' । মংকথাশ্রবণাদৌ বা অজ্ঞা
যান্নজাযতে ।' ইতি । 'ধর্ম্মান্ সংতাজ্য যঃ সর্বান্ মাংভজেৎ স চ সন্তমঃ ।' ইতি ।
সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজেতি । 'তাক্। অধর্ম্মং চরণাশ্রজং হরে স্তজরণ-
কোঃ পতেন্ততে: যদি' ইত্যাদি বচনেভ্য ইতি বিবেচনীযং । ২৬ ।

নহু যদি বিদ্বান পি কর্ম্মকর্ম্ম্যাত্ত্বং বিদ্বদবিদ্বাণোঃ কোবিশেষ ইত্যশঙ্ক্য তয়োর্বিশেষং
দর্শয়তি প্রকৃতেঃ প্রতি ঘাভাঃ । প্রকৃতেঃ স্তনৈঃ স্তনৈঃ কাব্যৈঃ স্তনৈঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারেণ ক্রিয়-
মাণানি যানি কর্ম্মাণি তানাহমেব কৰ্ত্তা করোমিতি অসিদ্ধান্ মন্যতে । ২৭ ।

গুণকর্ম্মণো বৌ বিভাগো তয়োস্তস্বং বেত্তীতি সঃ । তত্র গুণবিভাগঃ সহরজন্যমাংসি ।
কর্ম্মবিভাগঃ সহাদিকার্যভেদে দেশতেঃ প্রয বিধয়াঃ । তয়োস্তস্বং অকরণং তজ্জন্তু গুণঃ

কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান তাহা যিনি না জানেন তিনি
অজ্ঞ । সেই অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মের অবাস্তুর কলরূপ ইতর কামকে স্বীকার
করেন, অতএব তিনি কর্ম্মসঙ্গী । অজ্ঞ ও কর্ম্মসঙ্গী পুরুষকে তাৎপর্য্য বলিলে
প্রকার সহিত আগ্রহতা প্রকাশ করে না । অতএব তাহাকে কর্ম্ম জড়তা ভাগ
করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিকাম কর্ম্ম যোগ সহকারে
দয়ঃ কর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তাহাকে চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন ।
সহসা তাহার বুদ্ধি ভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না ।
জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে । বাধারা ভক্তি
উপদেশ করেন তাহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি সম্বন্ধে অস্ত্য-
করণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই । ইহা পরে বিশেষরূপে বিচার করিবা ॥ ২৬ ॥

বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলি শ্রবণ কর । অবিদ্যা দ্বারা জড় প্র-
কৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ
সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া আমি কৰ্ত্তা এইরূপ মনে করেন ।
ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ । ২৭ ।

তদ্বিক্তু মহাবাহো ! গুণকর্মবিভাগয়েঃ ।

গুণাগুণেবু বর্তন্ত ইতি মন্তা 'ন সঙ্জতে' ॥ ২৮ ।

প্রকৃতেশ্চ গুণ সংমূঢ়াঃ সঙ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানক্লেশবিদো মন্দানু ক্লেশবিদ্বি বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ।

ময়ি সর্কাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্তচেতসা ।

দেবতা প্রযোক্তানীশ্বর্য্যিণি চক্ষুরানীশ্বর্য্যেণ রূপাদিহু বিষয়েহু বর্ত্তন্তে । অহন্ত ন গুণঃ, নাপি গুণকার্য্যঃ । কোপি, 'না'পি গুণেহু গুণকার্য্যেহু তেহু কোংপি মে সম্বন্ধঃ ইতিহা বিদ্বাঃস্ত ন সঙ্জতে । ২৮ ।

'হু' 'হি' জীবা গুণেভ্যো গুণকার্য্যভ্যক পৃথগ্ভূতাস্তনসম্বন্ধাস্ত ই' কথং তে বিষয়েহু সঙ্জন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ । প্রকৃতঃ গুণৈঃ সংমূঢ়ান্যাদেশাৎ প্রাপ্তসংসারোঃ যথা ভূতাবিষ্টো-
মহুযা আত্মানং ভূতমেব মন্যতে, তথৈব প্রকৃতিগুণাদিষ্টাঃ জীবাঃ স্বান্ গুণানেব মন্যন্তে ।
অতো গুণকর্ম্মসু গুণকার্য্যেহু বিষয়েহু সঙ্জন্তে । তান ক্লেশবিদো মন্দমতীন ক্লেশবিদ্বি-
সর্কাঃ । ন বিচালয়েৎ হংগুণেভ্যো পৃথগ্ভূতো জীবঃ নতু গুণইতি বিচারং প্রাপদিত্বং ন
বততে । কিন্তু গুণাবেশনিবর্ত্তকং নিষ্কামকর্মেব কারয়েৎ । নহি ভূতাবিষ্টো মহুযাস্তুঃ ন
ভূতঃ । কিন্তু মহুযাএবেতি শতকৃৎপোষ্যপদেশেন আত্মা আপদ্যতে কিন্তু তদ্বিবর্ত্তকৌষধ
স্বিধিস্বাদি-প্রয়োগেনৈবেতি ভাবঃ । ২৯ ।

তদ্বিক্তিঃ ময়ি অধ্যাত্তচেতসা আত্মনীত্যর্থাঃ । এবমধ্যাত্ম মব্যয়ীভাব সমাসাৎ ততঃ আত্মনি-
'যচ্ছেতস্তদধ্যাত্তচেতন্তেন আত্মনি' 'চু'নৈব চেতসা 'নতু বিষয়' 'ন' 'চু'নৈত্যর্থাঃ । ময়িকর্ম্মাণি সং-
'ন্যাস্য সমর্প্য নিরাশীনি কামঃ নির্ম্মমঃ সর্কজ মমতানুশ্রোয়াত্ম্যস । '৩০ ।

হে মহাবাহো! তদ্বিৎ বিদ্বান পুরুষ প্রাকৃত গুণ কর্ম্মকে আত্মা হইতে
পৃথক্ জানিয়া তাহাতে সঙ্গ করেন না । এই মাত্র মনে করেন যে আমি
পৃথক্ । ঘটনা বশতঃ প্রকৃতে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ কর্ম্ম দ্বারা কার্য্য
করিতেছি । ২৮ ।

মুঢ় ব্যক্তি গুণ সেরূপ বুজি না করিয়া প্রাকৃত বলিয়া আপনাকে বোধ
করেন এবং প্রকৃতির গুণ কর্ম্মে সীমিত সম্বন্ধ যোজনা করেন । সেই অল্প জ্ঞান
বিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তি দ্বিগুণে তবজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করেন না ।
তাই দ্বিগুণে ক্রমশঃ অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারহু তব জ্ঞান প্রদান
করেন । ২৯ ।

অর্থাৎ, হে অর্জুন! তুমি তব জ্ঞান সম্পন্ন অধ্যাত্ম চেতা হইয়া প্রাকৃত
অবস্থা ও কল-কামনা পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর । এখন

নিরাশীর্নির্মমো ভূক্তা যুধ্যস্ব বিগতক্লরঃ ॥ ৩০ ।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনন্যস্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ।

যে ত্বেতদভ্যাসুস্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তানু বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ।

অকৃতোপদেশে প্রবর্তয়িতুমাং যে ম ইতি । ৩১ ।

বিপক্ষে দোষমাং যে ভিতি । ৩২ ।

নম্ রাজাইব তব পরমেশ্বরস্য মত মনুতিষ্ঠন্তঃ রাজকৃতাদিবি বহুভাষ্যগ্রহাৎ কিং ন বিভাতি, সতঃ । যে খলি স্মিয়ানি চারয়ন্তো বর্তন্তে তে বিবেকিনোঃপি রাজঃ পরমেশ্বরস্য চ শাসনং মন্তঃ নশকুংসতি । তথৈব তেমাং অভাবোহুদিত্যাহ সদৃশমিতি । জ্ঞানবানপোষং পাপেক্রতে সত্যোবং নরকো ভবিষ্যত্যেবং রাজকৃতো ভবিষ্যতি এবং দুর্বশক ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি অস্যাঃ প্রকৃতে ক্লিরন্তন পাপাত্যাসোষ-দুঃখভারস্য সদৃশমন্ত্রণমেব চেইতে । তমাং প্রকৃতিং অভাবং বাস্তি অনুসরন্তি- । তত্র নিগ্রহঃ তৎশাস্ত্রান্নাৎ বৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুচ্যচিন্তান্ উত্তলক্ষণে নিকাম কর্মযোগঃ, শুদ্ধচিন্তান্ জ্ঞানযোগক সংকর্ত্তং প্রোবা-
ধয়িতুং চ শক্যোতি । নহত্যশুচ্যচিন্তান্ ; কিন্তু তানপি পাপিষ্টঅভাবান্ সাদৃশ্যিক বৎ-
কৃতোপাশুচ্যক্তিবোগএব উক্তং প্রভবেৎ । যদুক্তংহ্যঙ্গে—“ অহোথন্যোঃসি দেবর্ষে-
কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ । নীচোপাংগুলকো নেভে লুঙ্ককো রতিমুচ্যতে । ” ৩৩ ।

যস্মাকুঃ অভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তমাং যাবৎ পাপাত্যাসোষ-
দুঃখভাষ্যো নানুস্তাৎ যথেষ্ট মিস্মিয়ানি ন চারয়েদিত্যাহ । ইস্মিয়স্যোস্মিয়সেতি বীপ্সা-
ভ্যেকং সর্বেস্মিয়ানায়ার্থে অস্ববিষয়ে পরজীমাত্র গাত্রদর্শনস্পর্শন তৎপরিচরণ তৎসম্মানক
দ্রব্যদানাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেংপিরাগঃ তথা গুরু বিপ্র ভীষীতিথি দর্শন স্পর্শন পরিচরণ তৎ সম্মা-

চিন্তা ও সন্দেহ পরিভ্যাগ পূর্বক তোমার স্বধর্ম যে যুদ্ধ তাহা অবলম্বন
কর । ৩০ ।

এই নিকাম ভগবদর্পিত কর্মযোগ যিনি সর্বদা অজ্ঞান করেন এবং
অহুয়া শূন্য হইয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা করেন তিনি কর্ম বদ্ধ হইতে মুক্তি লাভ
করেন । ৩১ ।

যিনি এই উপদেশের প্রতি অহুয়া প্রকাশ পূর্বক আমার এই উপদেশ
পালন না করেন তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইতে ও নির্দোষ হইতে
জানিবে । ৩২ ।

সদৃশঃ চেষ্টতে স্বল্যাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং বাস্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ।

ইন্দ্রিয়ন্যোদ্ভিন্নস্যার্থে রাগদ্বৈমৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়ো ন বশমাগচ্ছন্তৌ হস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ।

দাবক ধনবিভরণাদৌ শাস্ত্রকিহিতেহপি দ্বেষঃ ইত্যোত্যৌ বিশেষণাবাহিতৌ বর্তেতে ; তয়ো বশবধীনহং ন প্রাপ্নুয়াৎ । বদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থে জ্ঞানবানাদৌ রাগঃ তৎ প্রতিবাত্তে কেনচিৎ ক্রতে-
নতি দ্বেষ ইতি অন্য পুরুষার্থ সাধকস্য কচিস্ত্ মনোহনুকূলেহর্থে মুরসম্বন্ধান্নাদৌ রাগঃ ।
মনঃ প্রতিকূলেহর্থে বিরস কক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ । তথা অপূজাদি দর্শন জ্ঞবণাদৌ রাগঃ বৈরি
পূজাদি দর্শন জ্ঞবণাদৌ দ্বেষঃ । তয়োবশং ন গচ্ছন্তিতি ব্যাচক্ষতে । ৩৪ ।

এক্সপ মনে করিবেন। যে বিদ্বান্ পুরুষ অনায়া ও আয়া বিচার পূর্বক
প্রাকৃত গুণ কর্মকে সহসা ত্যাগ করত সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল
হইবে । জ্ঞানবান হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহু কালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা
করিবে । সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি পরিত্যাগ হয় তাহা নয় ।
বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকাল অভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন
করিবে । সেই প্রকৃতি ত্যাগের উপায় এই যে সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত
বাকিয়া উদযুগ্মীয়ী কর্ম সকল একটু সর্কগ্রার সহিত করিতে থাকিবে । ভক্তি-
যোগ লক্ষণ যুক্ত বৈরাগ্য যে পর্যন্ত হৃদয়ত না হয় সে পর্যন্ত নিকাম ভগবদর্পিত
কর্মযোগই এক মাত্র শ্রেয় পন্থা, যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম পালন ও স্বধর্ম সংস্কার
উভয় কলই যুগপৎ সম্ভব । স্বধর্ম ত্যাগ করিলে উৎপথ গমনই চরম কল হয় ।
যে স্থলে মৎকৃপা বা ভক্ত কৃপা দ্বারা ভক্তিযোগ হৃদয়ত হয় সে স্থলে নিকাম
মদর্পিত কর্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা লাভ বশত এক্সপ স্বধর্ম পালন বিধি
অবলম্বন পায় না । তদ্ব্যতীত সর্বত্রই এই নিকাম মদর্পিত কর্মযোগই
শ্রেয় । ৩৩ ।

যদি বল ইন্দ্রিয়ার্থ রূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিধিয়
বন্ধনই সম্ভব, কর্মযুক্তি সম্ভব হইবেনা তবে শ্রবণ কর । বিষয় সকলই যে
জীবের বিরোধী তাহা নয় । বিষয়ে সে রাগ দ্বেষ তাহাই জীবের পরম শত্রু ।
অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বৈষকে বশীভূত করিবে । তাহা
হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিবার ভূমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবেনা । যে পর্যন্ত

শ্রয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মো নুশ্রুতিতঃ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ।

অর্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপকরতি পুরুষঃ ।

ততঃ যুক্তরূপস্য ধর্মস্য বর্ণাবল্লভাদিরাহিতোহন কল্মষশস্যহাৎ পরধর্মস্যচাহিং-
সাদেঃ শ্রকরহাৎ ধর্মতাবিশেষাচ্চ তত্রপ্রবর্তিতু মিচ্ছন্তঃ প্রত্যাহ শ্রয়ানিতি । বিগুণঃ কিঞ্চি-
দোষ বিশিষ্টোহপি সম্যগনুষ্ঠাতৃশক্যোপি পরধর্মো নুশ্রুতিতঃ সাক্ষেবানুষ্ঠাতৃশক্যাদপি
সর্বগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রয়ান্ তত্রহেতুঃ স্বধর্ম ইত্যাদি । বিধর্মঃ পরধর্মক আভাস
উপস্থানঃ । অধর্মশাখাঃ পক্ষো ধর্মজ্যোৎস্নবস্ত্রাজেদিতি সপ্তমোক্তেঃ । ৩৫ ।

বহুতঃ রাগদ্বेषৌ ব্যবহিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধে নীতির্যার্থে পরমী সন্তোষানো রাগ-
ইত্যত্র পুচ্ছতি অথেনিতি । কেন প্রয়োজক কত্রা অনিচ্ছরপি বিধি নিষেধ শাস্ত্রার্থজানবদ্ব্যং

প্রাকৃত দেহ আছে সে পর্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে । কিন্তু
সেই সেই কার্যে দেহাত্মাভিমান বশতঃ যে সকল রাগদ্বেষ-ঘটিয়া থাকে, তাহা
ধর্ম করিতে করিতে তুমি বিষয় বৈরাগ্য লাভ করিবে । বিষয় সম্বন্ধে যে
ভগবৎ সহজি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্যে রাগ ও
ভক্তি বিঘাতক বস্তু বা কার্যে দ্বেষ তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না,
কিন্তু আত্মস্থ সহজি রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম
জানিবে । ৩৩ ।

অতএব নিদান মনর্পিত কর্মযোগ বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্মও
ভাল । উত্তম রূপে তত্ত্বটিত হইলেও পর ধর্ম ভাল নয় । স্বধর্ম পালন করিতে
করিতে উচ্চ ধর্ম লাভ করিবার পূর্বেই যদি মরণ হয় তাহাও মঙ্গলজনক,
যেহেতু পরধর্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভর হয় না । তবে নিগুণ ভক্তি উপ-
স্থিত হইলে আর স্বধর্ম ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না ; যেহেতু তখন জীবের
নিত্য ধর্মই স্বধর্ম রূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক স্বধর্ম, তখন পরধর্ম হইয়া
পড়ে । ৩৫ ।

এতাবৎ প্রবণ করত অর্জুন কহিলেন, হে বাগ্ধেয়! কাহা কর্তৃক নিযুক্ত
হইয়া, জীব জীব ইহার বিপরীত হইলেও বাধ্যরূপে পাপ আচরণ করে?
আপত্তি করিবার নহে যে জীব নিত্য শুদ্ধ চিত্তরূপ, যখন জড়ত্ব ও কল্মষ

অনিচ্ছমপি বাঞ্ছয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপম্য বিদ্যোনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে রুহি র্থখাদর্শোমলেন চ ।

পাপেপ্রবর্তিতুমিচ্ছারহিতোৎপি বলাদিবৈতি প্রয়োজক প্রেরণঃশাং প্রয়োজ্যস্যপিইচ্ছা সম্য-
তৎপদ্যত ইতিভাবঃ । ৩৬ ।

এষ কাম এষ বিষয়াভিলাষাক্রমঃ পুরুষঃ পাপে প্রবর্তয়তি । তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপঃ
চরতীত্যর্থঃ । এষ কাম এষ পৃথক্ হেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধোভবতি । কাম এষ
কেনচিৎ প্রতি তো ভূহা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ । কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি রাজ-
স্যং কামাস্তেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ । কামস্যো পোক্ষিত পুরাণেন নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি
চেষ্মত্যাঃ মহাশনঃ মহাশনঃ বদ্য সঃ । " যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবঃ হিরণ্যঃ পশবঃ জীৱঃ ।
নালমেকস্য তৎসৰ্বং মিতিম্ভাশনং ব্রজে দতি " শ্রুতঃ কামস্যোপোক্ষিতং পুরাকৃতমশক্যমেব ।
নমু শানেন সদ্ধাতুমশক্যকেৎ সামভেদাভ্যাং সম্ববশী কৰ্তব্যঃ । তত্রাহ মহাপাপম্য
অনুগ্রহঃ । ৩৭ ।

নচ কদাচিদেবারং বৈরী অপিতু সর্পৈস্যাবেতি সদৃষ্টান্তমিহ ধূমেনেতি । কামস্যো-
গাঢ়েষু গাঢ়েষুহেতিগাঢ়েষু চ ক্রমেণদৃষ্টান্তঃ । ধূমেনাব্রিতোৎপি মলিনোবাহুর্দীর্ঘাঙ্গিলক্ষণং
অকাৰ্য্যকৃত করোতি । মলেনাব্রিতো নর্পণস্ত দচ্ছতা ধর্ম্মতিরোধানাং বিশ্বগ্রহণং অকাৰ্য্যং ন

হইতে পৃথক্ । তবে জড় জগতে পাপাচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয় ।
কিছু দেখা যায় যে সর্বদাই জীবগণ পাপাচরণ করিতেছে । অতএব আপনি
আমাকে স্পষ্টরূপে বসুন যে কে জীবকে পাপে রত করে ? ৩৬ ।

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান কহিলেন, অর্জুন ! রজোগুণ সমুদ্ভূত কামই
পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয় । কাম বিষয়াভিলাষ স্বরূপ । কামই অবশ্য
ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হয় । কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপা-
দ হয় এবং ক্রোধন অন্তিলাষ সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তখন তমোগুণপ্রয় করিয়া তাহাই
ক্রোধ হইয়া পড়ে । কামই অতিশয় উগ্র এবং সর্বভুক্ । কামকেই জীবের
প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে । ৩৭ ।

সেই কামই এই জগতকে কোন স্থানে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোন স্থানে
সঙ্কীর্ণরূপে এবং কোন স্থানে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে । উদাহরণ

যথোদেনান্নতো গতুখা তেনেদম্নাতং ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

করোতি স্বরূপতস্ত উপলভ্যতে । উল্লে ন জরাযুনা আবৃতো গুরুস্ত স্বকাৰ্য্যং করচরণাদি
প্রসারণং নকরোতি ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি । এবং কামস্যাগাচ্ছেষ পরমার্থস্বরূপং কর্তৃত্বং
শক্তোতি গাঢ়ত্বেন শক্তোতি । অতি গাঢ়ত্বত্বচেতনমেব স্যাৎসিদ্ধং জগদেব । ৩৮ ।

কাম এতৎ জীবস্যাবিদ্যা ইত্যাহ আবৃতমিতি । নিত্যবৈরিণা ইত্যতোঃসো নর
একারণে হস্তব্যবহিত্যবঃ । কামরূপেণ কামাকারেণাচ্ছানেনেত্যর্থঃ । চকার ইবার্থে অনলো
যথা হবিষা পুরষিতু মশকাস্থা কামোহপি ভোগেনেত্যর্থঃ । যদুক্তং—“ন জাতু কামঃ
কামানামুপভোগেন শম্যতি । তব্বা ব্রহ্মবজ্রো বভূব এবাভিবন্ধিত ইতি ।” ৩৯ ।

স্থল দিয়া বলি প্রদণ কর । ধূমাবৃত বহির ন্যায় জীব চৈতন্য কাম কর্তৃক
কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎ স্বরণাদি কার্য্য করিতে
পারে । এস্থলে মুক্লিষ্ট চেতনরূপে নিকাম কর্ত্তব্যোগাশ্রিত জীবের অব-
স্থিতি । মলা হ্রস আনর্শের ন্যায় জীব চৈতন্য কামকর্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত
হইয়া নররূপে অবস্থিতি স্থলেও পরমেধরকে স্বরণ করিতে পারে না । এস্থলে
সংকোচিত চেতন স্বরূপে নিত্য নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি ।
তাহারা পশু পক্ষী তুলা । উছন দ্বারা আবৃত গর্ভেব ন্যায় জীব চৈতন্য
কাম কর্তৃক অতি গাঢ়রূপে আবৃত-চেতনরূপী ব্রহ্মাদি ভাবে অবস্থিতি
করে । ৩৮ ।

সেই কামই জীবের অবিদ্যা । তাহাই জীবের নিত্য বৈরি । তাহা
হুম্মারিত অগ্নির ন্যায় জীব চৈতন্যকে আবরণ করে । আমি যে ভগবান যেমত
চিৎপদার্থ জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ । আমাতে ও জীবতে স্বরূপ ভেদ এই যে
আমি পূর্ণ স্বরূপ নর শক্তিমান । জীব অচৈতন্য এবং মন্দস্ত শক্তিহীন সমর্থ
হয় । আমার নিত্য দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম । তাহারই নাম প্রেম বা
নির্দামজৈব ধর্ম । চেতন পদার্থ মানই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র । শুদ্ধজীব স্বভাবতঃ
স্বতন্ত্র, অতএব যেহা পূর্বক আমার নিত্যদাস । কাম বা অবিদ্যা বাহ্যকে
বলি তাহা, সেই বিতন্ম স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি । সে সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা
ধারী, আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে তাহার স্বতন্ত্রাঃ সেই পবিত্র স্বভাব
অপগত ভাব রূপ কামকে বরণ করে । তদ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে

কামরূপেণ কোন্তেয় ! চুস্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরন্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাত্রত্যা দেহিনং ॥ ৪০।

তস্মাৎ মিস্রিয়াণ্যাদৌ নিষম্য ভরতর্বভ।

পাপ্মানং প্রজ্জহি ছেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনং ॥ ৪১।

কালো তিষ্ঠত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। অস্যা বৈরিণঃ কামস্য অধিষ্ঠানং মহাপুৰ্ণরাজ-
ধান্যঃ শব্দানমো বিষয়ান্ত তস্যারামো বেশা ইতিভাঃ। এইতৈর্বিমোহয়তিভাঃ। দেহিনঃ
জীবঃ ॥ ৪০।

বৈরিণঃ খন্যন্তরে জিতে সতি বৈরী জীয়েতে ইতি নীতিরতঃ কামস্যাত্মনেষু ইন্দ্রিয়াদিষু
বশোভনং দুর্জয়বিকারঃ। অতঃ প্রথম প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জয়ানাপি উত্তরাপেক্ষয়া মুক্ত-

আচ্ছাদিত চেতন স্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের কর্ম বন্ধ বা
সংসার বাতনা। ৩৯।

বিভক্ত জ্ঞান স্বরূপ জীব নেহ ধারণ পূৰ্ণক দেহী নামে বিখ্যাত। সেই
কাম তাহার ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি রূপ অধিষ্ঠান দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া
রাখে। বিভক্ত অহঙ্কার স্বরূপ অগুচৈতন্য জীবকে কামের স্তম্ভতবে যে
অবিদ্যা প্রথমে প্রাকৃত অহঙ্কার রূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত
বুদ্ধিই অধিষ্ঠান রূপেকার্য্যকরে। পরে প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ব হইয়া মনরূপী
দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদানকরে। মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান
প্রদত্ত করে। এই অধিষ্ঠান ত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে
নিক্ষেপ করে। বতন্ত ইচ্ছাধারা আমার সান্নিধ্যকে বিদ্যাবলিয়া উজ্জ্বল করে।
বতন্ত ইচ্ছাধারা আমার বৈমুখ্যকে অবিন্যা বলাধার। ৪০।

অতএব, হে ভরতর্বভ! তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কাম-
কে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর। অর্থাৎ তাহার অপগত
ভাবকে নাশ করত তাহাকে স্ব স্ব ভাবে আনয়নপূৰ্ণক তাহার প্রেমাত্মক
স্বরূপকে প্রত্যক্ষ কর। জড়বৎ জীবের প্রথম কর্তব্য এই যে প্রথমে মুক্ত
বৈরাগ্য ও অর্থ পালন; ক্রমে সাধন ভক্তি লাভ করত প্রেম ভক্তি সাধন
করিবে। যৎকথা বা কৃত্য রূপে দ্বারা বৈনিরপেক ভক্তি লাভ, তাহা নিম্নাঙ্ক
বিবরণে কোন কোন স্থলে আকস্মিকী প্রকারে উদিত হয়। ৪১।

ইন্দ্রিয়ানি পরাণাহরিস্ত্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরাবুদ্ধি বুদ্ধে র্থঃ পরতন্ত সঃ ॥ ৪২ ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ।

হ্মানি প্রথম তে । জীৱন্তামিত্যাহ তদ্বাদিতি । ইন্দ্রিয়ানিনিবৃত্ত্যতি বদ্যাপি পরন্তী পরত্বব্যাপ্যপদ্বরণে ছিন্নবাস্তবমেনা গচ্ছত্যেব তবপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারহগণনাং ইন্দ্রিয়ানি ন গময় ইত্যর্থঃ । পাপমানমত্যাগং কামং জহীতি ইন্দ্রিয় ব্যাপারহগণনমতি কালেন মনোহপি কামাচ্ছিত্যতং ভবতীতি ভাবঃ । ৪১ ।

নচ প্রথমমেব মনোবুদ্ধিজয়ে বতর্নীর মশক্যাহাতিত্যাং ইন্দ্রিয়ানি পরানীতি । দশাদিবিজ্ঞপ্তিরপি বীরৈর্দুর্জয়হাদিত্যনুদেহন শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সকাশাদপি প্রবলত্বামনঃ পরং অগ্রে ধলিঃ স্ত্রিয়েষপি নষ্টেছনধরহাদিত্যনুদেহন । মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধি বিজ্ঞানরূপা । সুবুদ্ধৌ মনস্যপি নষ্টে তস্যঃ সামান্যাকারায় অনধরহাদিত্যনুদেহন । তস্যাবুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিকোন যো বর্ততে তস্যামপি জ্ঞানাত্ম্যামন নষ্টারং সত্যং যোবিরাজতে ইত্যর্থঃ । সত্ব প্রসিক্তো জীবাত্মা কামস্য জেতা ! তেন বস্ততঃ সর্বতোহুপাতি প্রবলেন জীবাত্মন । ইন্দ্রিয়াদীন বিজিত্য কামো বিজেতৃ শত্রোএবমিতি নাত্রাসংভাবান কার্যোতিভাবঃ । ৪২ ।

উপসংহরতি এবমিতি । বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধা সকাশাদপিভ্যঃ পৃথগ ভূতং জ্ঞাত্ব আত্মনা ধেনৈব আত্মানং স্বং সংসৃত্য নিবলং কৃৎস্ব ইত্যর্থঃ । দুর্জয়মপি কামং জহিনশি । ৪৩ ।

সংক্ষেপতঃ বলি, তুমি যে জীব তোমার নিজ তত্ত্ব এই । আপাততঃ জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম । জড় হইতে ইন্দ্রিয় সকল হ্রস্ব ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অগোক্ষ্য মন হ্রস্ব ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি হ্রস্ব ও শ্রেষ্ঠ । আত্মা যিনি জীব তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ । ৪২ ।

এই রূপ আপনার অপ্রাকৃততত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীর সবিশেষ ও নির্বিশেষ চিত্তা হইতে আপনাকে বিমুক্ত ভগবদাকরূপ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানিয়া আপনাকে চিং শক্তি দ্বারা নিষ্কল করত দুর্জয় কামকে ভ্রম মার্গ অবলম্বন পূর্বক নাশ কর । ৪৩ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণা-
নিক্যাং ভীষ্ম পর্বেণি শ্রীভগবদ্গীতাস্থপনিমৎসু ব্রহ্মবিদ্যা-
য়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে কর্ণযোগো নাম
তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

অধ্যাত্মেহস্মিন্ সাধনত্যা নিকামসৌব কর্ণগঃ ।

প্রাধান্যমুচে তৎসাধ্য জ্ঞানত্যা গুণতাঃ বদন্ ॥

ইতি সারর্থ বর্ষিণ্যাঃ হর্ষিণ্যাঃ ভক্তচেতনাঃ ।

তৃতীয়ঃ খণ্ড গীতাস্থ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যঃ ॥

এই অধ্যায়ে নিকাম কর্ণ সাধন এবং তৎসাধ্য জ্ঞানের স্বগুণ বর্ণিত
হইল ।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ঐভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ । ১ ।

এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ ।

সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ! ২ ।

সএবায়াং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মেসখা চেতি রহস্যং হেতদ্বৃন্তমং ৩ ।

তুর্য্য দাবির্ভাব হোহো নির্ভাবঃ জন্মকর্মণোঃ ।

অসম্যোক্তং ব্রহ্ম যজ্ঞাদি জ্ঞানান্যকর্ষপ্রপঞ্চম্ ॥

অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং নিকামকর্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং স্তোতি ইমমিতি । ১ । ২ ।

জ্ঞাঃ প্রত্যোবাস্য প্রোক্তবেহেতুঃ ভক্তোদাসঃ সখা চেতি ভাববয়ং অন্যন্তুর্কীর্তনং
প্রত্যোবাস্যব্যবেহেতুঃ রহস্যমিতি । ৩ ।

উক্তমর্থমসম্ভবং মত্বা পৃচ্ছতি । অপরং ইহানীশ্বরনং । পরং পুরাতনং । অতঃকথমেতৎ
প্রত্যোমীতিভাব । ৪ ।

ভগবান কহিলেন, আমি পূর্বে স্বর্ঘ্যকে এই অব্যয় নিকাম কর্ম সাধা আমি
যোগ বলিয়াছিলাম । স্বর্ঘ্য তাহাই মনুকে বলেন এবং মনু তাহাই ইক্ষাকুকে
বলিয়াছিলেন । ১ ।

এই প্রকার পরম্পরা প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত হন । হে পরম্পর !
সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় আপাততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে । ২ ।

সেই সনাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম, যে হেতু তুমি আমার
ভক্ত ও সখ্য অতএব এই উত্তম যোগ অদ্য রহস্য হইলেও তোমাকে আমি
উপদেশ করিলাম । সমস্ত বেদ পাঠে ইহাই আমার উপদেশ বলিলাম তুমি
এই যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক যুক্ত কর । ৩ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতে। জন্ম পরং জন্ম বিবন্ধতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীরাং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্কুন ! ।

তান্যহং হৈদ সৰ্ক গি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ! ॥ ৫ ।

অক্ৰোহপি সন্নব্যাস্থা ভুতানামীশ্বরোহপি সন ।

অবতারান্তরেণোপদিষ্টানিত্যপ্রতিফল্যনাহবহুনাতি । তবচেতি যদা যদৈব সমাবতা-
রন্তদা মে পাৰ্শদয়াস্তব্যাপ্যাবিত্যবোহভূদেবেত্যর্থঃ । বেদ বেদ্বি সৰ্কৈশ্বরত্বেন সৰ্কৈজ্ঞাত্বং ।
ত্বং ন বেথ ময়েব সুলীনা সিদ্ধার্থঃ ত্বজ্ঞানাবরণানিতি ভাবঃ । অতএব হে পরন্তপ, সম্ভ্রান্তিক
কৃত্তীপ্তব্রহ্মভিমানমাত্রেনৈব পরান্ শত্ৰুংস্তাপসি ॥ ৫ ॥

অসাজ্ঞমপ্রকারমাহ । অক্ৰোহপি জন্মরহিতোহপি সন, সন্তু বামি, দেবমমুখ্য তিৰ্য্যগাদিহু
আবির্ভবামি । ননু কিমত্রচিত্রং জীবোহপি বস্ততোহজএব স্থলদেহনাশান্তরং জায়তএব তত্রাহ
অব্যাস্থা অনবরশরীরঃ । কিঞ্চজীৱস্য সন্দেহভিন্ন সঙ্গরূপেণ অজতমেব আবিষ্ট্যাকেন দেহসম্ব-
ন্ধেনৈব তসাজ্ঞমবত্বং সমতু ঈশ্বরত্বং সন্দেহভিন্নস্য অজত্বং জন্মবত্বং ইত্যভিন্নমপি সঙ্গপদিদ্বং ।

বিবশ্বান পূৰ্ণ কালে জন্মিয়াছিলেন, এবং তুমি ইদানিন্তন জন্ম গ্রহণ
করিয়াছ । তুমি যে এই যোগ পূৰ্ণে বিবশ্বানকে অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করি-
য়াছিলে এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায় ? ৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পরন্তপ অৰ্জুন ! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম
বিগত হইয়াছে । পরমেশ্বরই হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি ।
তুমি অশুচৈতন্য জীব সে সমুদায় স্মরণ কবিতে পার না । আমি যখন যখন
জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা দিগ্ধ ভক্ত, আমার লীলা পৃষ্টিজন্য আমার সহিত
জন্ম লাভ কর, কিন্তু আমি এক মাত্র সৰ্ব্বজ্ঞ পুরুষ ধলিয়া সমস্ত অবগত
আছি । ৫ ।

যদিও আমি এবং তোমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই তথাপি
আমার আগমন ও তোমাদের আগমানে বিশেষ ভেদ আছে । আমি সমস্ত
যুগের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ অস্মরণহিত এবং অব্যয় সরূপ । খর চিহ্নিত আশ্রয়
পূৰ্ণক তদ্বারা সম্বৃত হই । কিন্তু জীবসকল আমার মায়া শক্তি প্রভাবের দ্বারা

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

তচ্চ দুর্ঘটভূতং চিত্রং অতর্ক্যমেব । অতঃ পুণ্য পাপাদিমতো জীবন্তেব সদসদ্ব্যোনিষু ন মে
জ্ঞানশক্য মিত্যাহ । ভূতানামীষরোহপি সন্ কৰ্ম্ম পারতত্ব্য রহিতোহপি ভূষা ইত্যর্থঃ । নমু
জীবোহি লিঙ্গশরীরেণ স্ববন্ধকেন কৰ্ম্মপ্রাপ্যান্ দেবাদি দেহান্ প্রাপ্নোতি ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গ-
রহিতঃ সৰ্ব্বব্যাপকঃ কৰ্ম্মকালাদি নিরস্তঃ । বহুশ্রামিতিশ্রুতেঃ সৰ্ব্বজগদ্রূপো ভবন্তেব তদপি
যদ্বিশেষত এবভূতোহ্যপ্যহং সম্ভবামীতি জ্ঞেবে তদ্বশে সৰ্ব্বজগদ্বিলক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্য-
নেব লোকে প্রকাশয়িতুং ভজ্য ইত্যবগম্যতে । তৎখলু কথমিত্যত আহ প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠা-
য়েতি । অত্র প্রকৃতি শব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াজক্তিরূচ্যতে, তদা তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্বারা
জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ । তস্মাৎ সংসিদ্ধি প্রকৃতী হিমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ
ইত্যভিধানাৎ অত্র প্রকৃতি শব্দেন স্বরূপ মেবোচ্যতে । ন ত্বং স্বরূপভূতা মায়াজক্তিঃ স্বরূপঞ্চ
তস্ত সচ্চিদানন্দএব । অতএব স্বাং শুদ্ধ সত্যস্বিকাং প্রকৃতিমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ । প্রকৃতিং
স্বভাবং স্বনেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ । ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্য
চরণাঃ । প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দ যনৈকরসং মায়াম্ ব্যানর্থয়তি স্বামিতি নিজস্বরূপ
মিত্যর্থঃ । স ভগবতঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্মহিম্নি ইতি শ্রুতেঃ । স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত
এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্বাবহরামীতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ ।
নমু যদব্যায়ান্না অনন্তর মৎসুকুর্মাভিস্বরূপএব ভবসি তর্হি তবপ্রাত্তর্ভবৎ স্বরূপং পূর্বপ্রাত্তর্ভূত
স্বরূপাণি চ যুগপদেব কিং নোপলভ্যন্তে তত্রাহ । আত্মভূতাবা মায়, তয়া । স্ব স্বরূপাবরণ
প্রকাশন কৰ্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তি বৃত্তা যোগমায়য়েত্যর্থঃ । তয়াহি পূর্বকালাবতীর্ণ স্বরূপাণি
পূর্বমেব আবৃত্তা বর্তমান স্বরূপং প্রকাশ্য সম্ভবামি । আত্মমায়য়া সমাগপ্রচ্যুত জ্ঞান বলবী-
র্যাদি শৈল্যেব ভবামীতি স্বামিচরণাঃ । আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন । মায়ী কথং জ্ঞান মिति
জ্ঞান পর্যায়েনোক্ত্রমায়্যশব্দঃ । তথাচাভিযুক্তপ্রয়োগঃ । মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভা-
শুভমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ । ময়ি ভগবতি বান্ধদেবে দেহদেহি ভাবশূন্তে ভক্তপেণ
প্রতীতিঃ মায়ামাত্র মिति শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ ॥ ৬ ॥

ভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্ম স্মৃতি থাকেনা।
জীবের কৰ্ম্মবশত লিঙ্গ শরীর বলিয়া যে শরীর আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া
পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেব তির্য্যগাদি রূপে আবির্ভাব সে কেবল
আমার স্বাধীন ইচ্ছা বশতই হইয়া থাকে। জীবের শ্রায় আমার বিস্তৃত
চিত্ত শরীর, লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ অবস্থায় আমার
যে নিত্য শরীর তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলা ক্রমে প্রকাশ
করি। যদি বল প্রপঞ্চকে চিন্তাশ্রয়ের বিরূপে প্রকাশ হইতে পারে, তবে শ্রবণ
কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সৈমন্ত চিন্তার অতীত। অতএব ভূদ্বারা

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰামি ভবতি ভারত ! ।

অভ্যুত্থান মধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

কদা সংভবামি ইত্যপেক্ষারামাহ যদেতি । ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰামির্হানিৰধৰ্ম্মস্ত অভ্যুত্থানং বুদ্ধিতে
যে সোচুমশরুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কৰ্ত্তুমিতি ভাবঃ । আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেব
তং সৃষ্টমিব দৰ্শয়ামি মায়য়েতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতী পাদাঃ ॥ ৭ ॥

যাহা যাহা হইতে পারে তাহা তোমরা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না ।
সহজ জ্ঞান দ্বারা এই মাত্র তোমাদের জানা কৰ্তব্য যে অবিচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন
ভগবান কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না । তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত
বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব অনায়াসে বিগুঢ় রূপে জড় জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা
সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন । সে স্থলে
আমার এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চ বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে
উদিত হইয়াও যে পূর্ণ রূপে শুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ কি ? যে মায়া দ্বারা জীব
চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে
চিৎ শক্তিকেই বুঝিতে হইবে । আমার শক্তি এক কিন্তু তাহা আমার নিকট
চিৎশক্তি এবং কৰ্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়া শক্তি এবং প্রকার নানা বিধ
প্রভাব যুক্ত ॥ ৬ ॥

আবার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে আমি ইচ্ছাময় । আমার ইচ্ছা
হইলেই আমি অবতীর্ণ হই । যখন যখন ধৰ্ম্মের গ্ৰামি ও অধৰ্ম্মের অভ্যুত্থান
হয় তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই । আমার জগদ্ব্যাপার
নির্বাহক বিধি সকল অজেয় । কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন
অনির্দেশ্য কারণ বশত বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কাল দোষ ক্রমে অধৰ্ম্ম
প্রবল হইয়া পড়ে । সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ
সমর্থ হয় না । অতএব আমি স্বীয় চিহ্নিত সহকারে প্রপঞ্চে উদয় হইয়া
ঐ ধৰ্ম্ম গ্ৰামি নিবৃত্তি করি । এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে
পাও তাহা নয় । আমি দেব তিৰ্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যক মত ইচ্ছা
পূর্বক উদয় হই, অতএব স্নেহ ও অন্ত্যজ দিগের রাজ্যে উদয় হই না তাহা
কহি কিংবা । সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধৰ্ম্মকে স্বধৰ্ম্ম বলিয়া
স্বীকার করে ততটুকু ধৰ্ম্মের গ্ৰামি হইলেও তাহাদের মধ্যে শতগুণাবশ্য অব-
তার রূপে আমি তাহাদের ধৰ্ম্ম রক্ষা করি । কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

নমু বৃন্দভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োহপি বা ধর্মহান্ত ধর্ম বৃদ্ধীকরীকর্তুং শক্যবন্ত্যেব এতাবদর্থ-
মেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎসত্যং । অন্তদপি অন্তহুকরং কর্ম কর্তুং সম্ভবামীত্যাহ
পরীতি । সাধুনাং পরিভ্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদর্শনোৎকণ্ঠাস্কূট চিন্তানাং যদৈয়গ্রারূপং
দুঃখং তস্মাৎভ্রাণায় । তথা দুষ্কৃতাং মন্তকলোক-দুঃখদায়িনাং মদন্তরবুধানাং রাবণ কংস
কেশাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্মসংস্থাপনার্থায় মদীয় ধ্যান যজ্ঞন পরিচর্যা সংকীর্ণন লক্ষণং
পরম ধর্মঃ মদন্ত্রেঃ প্রবর্তয়িতুং অশক্যং সম্যকপ্রকারেণ স্থাপয়িতুমিতিার্থঃ । যুগে যুগে প্রতি-
যুগং প্রতিকল্পং বা । ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অ-
রাণাং স্বকর্তৃক বধেন বিবিধদুষ্কৃত ফলান্নরক সহ প্রাপিপাতাং সংসারান্ন পরিভ্রাণতন্তুস্ত স খলু
নিগ্রহোহপ্যনুগ্রহএব নির্ণীতঃ ॥ ৮ ॥

ধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সৃষ্ট রূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদেধবাসী
আমার প্রজাসকলের ধর্ম সংস্থাপন করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি ।
অতএব যুগাবতার অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার তাহা ভারত
ভূমিতেই লক্ষ করিবে । যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই, সেখানে নিকাম কর্ম
যোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞান যোগ ও চরম ফল রূপ ভক্তি যোগ সৃষ্ট রূপে আচরিত
হয় না । তবে যে অন্ত্যজগণ মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা
যায় তাহা ভক্ত রূপা জনিত আকস্মিকী প্রথা সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত তাঁহাদের ন্যায় আমি
শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধু গণের
অভক্ত ব্যক্তিগণ হইতে সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা ।
অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে রক্ষা করি, অসাধু দিগকে পৃথক
করিয়া নাস্ত্র ধর্মে ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া
জীবের নিত্য স্বধর্ম সংস্থাপন করি । আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই এই কথা
দ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয় ইহা স্বীকার করিবে কলিকালের
অবতার কেবল কীর্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবে, তাহা নহে
অন্ত তাৎপর্য না থাকায়, সেই অবতার সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের
নিকট গোষ্ঠীয় । আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্তৃক
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমি ও তৎ সাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ! ॥৯॥

উক্তলক্ষণ শ্রদ্ধাভাবঃ তথা জন্মানন্তরং মৎকৰ্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেনৈব কৃতার্থঃ শ্রাদ্ধ-
ত্যাগ জন্মেতি । দিব্যং অপ্ৰাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ শ্রীমৎসুন্দর সরস্বতীপাদাশ্চ ।
দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ । লোকানাং প্রকৃতি সৃষ্ট্বাং অলৌকিকং শব্দস্তাপ্ৰাকৃতত্ব-
মেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্ৰেতঃ । অতএব অপ্ৰাকৃতত্বেন গুণাভীতত্বাদভগবজ্জন্ম কৰ্ম্মণো নীত্যং ।
তচ্চ ভগবৎ সন্দৰ্ভে “ন বিদ্যতে যন্ত চ জন্ম কৰ্ম্ম বেত্যত্র শ্লোকে শ্রীজীব গোশ্বামি চরণৈরুপ-
পাদিতং । যদ্বা যুক্ত্যা অনুপপন্নমপি শ্রুতি স্মৃতিবাচ্যবলাদতৰ্ক্যমেবেদং মন্তব্যং । তত্র পিঙ্গ-
লাদি শাখায়াং পুরুষ বোধনীশ্রুতিঃ । ‘একোদেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যা-
স্তরাস্থেতি’ । তথা জন্মকৰ্ম্মণো নীত্যং শ্রীভাগবতায়ুতে বহশ্চ এব প্রপকিতং । এবং যো
বেত্তি তত্ত্বত ইতি অজোহপি সরস্বায়াশ্চৈতি অগ্নিস্তথা জন্মকৰ্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যগ্নিশ্চ মদ্বা-
ক্যেবাস্তিক তঃ । মজ্জন্ম কৰ্ম্মণো নীত্যং মেব যো জানাতি নতু তয়ো নীত্যত্বে কাকিদয়ুক্তি-
মপ্যপেক্ষ মানো ভবতীত্যর্থঃ । যদ্বা তত্ত্বতঃ ও তৎসদিতি নির্দেশে ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ
ইত্যগ্নিনেত্যন্তচ্ছন্দেন ব্রহ্মোচ্যতে । তন্ত্ৰভাবস্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ ।
স বর্তমানং দেহং তাত্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু মামেবৈতি । অত্রদেহং তাত্ত্বা ইত্যন্ত আধিক্যা-
দেবং ব্যাচক্ষতে । স দেহং তাত্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু দেহমতাত্ত্বৈব মামেতি । মদীয়
দিব্যজন্মচেষ্টিত বাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্ত মৎসমাশ্রয়ণবিরোধি পাপা অগ্নিনেব জন্মনি
মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়োমামেব প্রাপ্নোতি ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ ॥ ৯ ॥

পাইবে । কলিজন নিস্তারকোবতার কর্তৃক হৃকৃত জনের হৃকৃতি বিনাশ ব্যতীত
অন্যর বিনাশ কার্য্য নাই ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য ॥ ৮ ॥

অচিন্ত্য চিৎশক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কৰ্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা
পূৰ্ব্বোক্ত মত তত্ত্ব বিচার ক্রমে যিনি অবগত হন তিনি দেহ ত্যাগ পূৰ্ব্বক
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না । কিন্তু আমার চিহ্নস্তি প্রকাশ রূপ হ্লাদিনী
শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্য সেবা প্রাপ্ত হন । যাহারা তত্ত্বজ্ঞান
অভাবে আমার জন্ম, কৰ্ম্ম ও প্রপঞ্চ প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক
বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যা বশত সংসার লভিকরে । কৰ্ম্মজড়
পুরুষেরা প্রায় ঐ রূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কৰ্ম্ম জড়তাতে আবদ্ধ থাকে । সাধু
রূপা ব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদ্ভিত হয় না ॥ ৯ ॥

আমার জন্ম কৰ্ম্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব ও বিশুদ্ধত্ব বিচারে সৰ্ব্বদে মূঢ়
যোকেই তিনটি প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়, যথা ইতররাগ, ভয় ও ক্রোধ ।

বীতরাগ ভয় ক্রোধা মন্যয়া মাযুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

ন কেবলমেকএব আধুনিকএব মজ্জকৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞানমাত্ৰেণৈব মাং প্রাপ্নোতি অপিতু
প্রাক্তনা অপি পূৰ্ব পূৰ্ব কল্লাবতীৰ্ণস্ত মম জন্মকৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞানবত্তো মাং আপুৰেব ইত্যাহ
বীতেতি । জ্ঞানং উক্তলক্ষণং মজ্জকৰ্ম্মগোন্তত্বতোহমুভবরূপমেব তপস্তেনপূতা ইতি
শ্রীমামুজাচার্য্যচরণাঃ । বহাজ্ঞানে মজ্জকৰ্ম্মগো নিত্যং নিশ্চয়ানুভবে যন্নানা কুমত
কৃতৰ্ক কুযুক্তি সৰ্পা-বিষদাহ সহনরূপং তপস্তেন পূতাঃ । তথাচ রামানুজভাষ্যাত্মশ্রুতিঃ—
“তত্ত্বধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিমিতি ॥” ধীরাঃ ধীমন্তএব তত্ত্বযোনিং জন্মপ্রকারং জানন্তী-
ত্যৰ্থঃ । বীতাত্মাক্তাঃ কুমত প্রজলিতেষু জনেশ্বরাগাদা যৈ স্তেন তেশ্বরাগঃ শ্রীতিনীপি
তেভ্যোভয়ং নাপি তেবু ক্রোধো মদন্তজ্ঞানামিত্যৰ্থঃ । কূতো মন্যয়া মজ্জকৰ্ম্মানুধান মনন-
শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি প্রচুরাঃ । মদভাবং ময়ি প্রেমানং ॥ ১০ ॥

যাহাদের বুদ্ধি নিত্যন্ত জড়-বদ্ধ তাহারা জড়তত্ত্বে এত দূর অনুরাগ প্রকাশ
করে যে চিন্তিত্ব বলিয়া কোন নিত্যবস্ত আছে তাহা স্বীকার করে না । ইহারা
স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে, ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্য কারণ
বলিয়া চিন্তিত্বের জনক রূপে নির্দিষ্ট করে । ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী
বা চৈতন্যহীন বিধিবাদীগণ ইতর রাগ দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্ব রূপ
চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয় । কোন কোন বিচারক চিন্তিত্বকে
একটি নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ
করত সৰ্ব্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন । তাহাতে, জড়ে যত প্রকাশ
শুণ ও কৰ্ম্ম দৃষ্টি করণ সে সকলকে সতর্কতার সহিত অতঃ বলিয়া পরিত্যাগ
করত, অক্ষুট, জড়বিপরীত বলিয়া কল্পিত একটি অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে কল্পনা
করেন । তাহা আর কিছুই নয় কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশ
মাত্র । তাহা আমার নিত্য স্বরূপ নয় । পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায়
কোন প্রকার জড় ধৰ্ম্ম আশ্রয় করে এই ভয়ে আমার স্বরূপ ধ্যান ও স্বরূপ
লিঙ্গ পূজা হইতে বিরত হন । সেই ভয় দ্বারা তাহারা পরম তত্ত্বের স্বরূপ
হইতে বঞ্চিত । কেহবা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধ-
বিষ্ট চিত্তে শূন্য ও নির্বাককেই পরম তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন । বৌদ্ধ জৈনাদি
মত তাহা হইতেই হয় । এই প্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া আমা-
কেই সৰ্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সত্যক আশ্রয় পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্বোক্ত জ্ঞান অঙ্গীকার

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহং ।

মম বন্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

নমু হৃদেকান্ততত্ত্বাঃ কিল ভজ্যন্ত কৰ্ম্মণো নির্ভাষ্যঃ মন্তস্তএব কেচিত্তু জ্ঞানাদি সিদ্ধার্থঃ
ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ভজ্যন্তকৰ্ম্মণোনির্ভাষ্যঃ নাপি মন্তস্তে ইতি তত্রাহ বে ইতি । যথা
যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাং স্তেনৈবপ্রকারেণ ভজ্যামি ভজনকলং
দদামি । অরমর্থঃ—যে মৎপ্রভৌজ্যন্তকৰ্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্য্যণাস্তত্ত্বমীলায়া
মেব কৃতমনোরথ বিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎকৰ্ত্তৃমকৰ্ত্তৃমন্তথা কৰ্ত্তৃ-
মপি সমর্থন্তেষামপি জন্মকৰ্ম্মণো নির্ভাষ্যঃ কৰ্ত্তৃঃ তান্ স্বপার্বদীকৃত্য তৈঃ সাক্ষং এব যথা-
সময় মবতরন্তদর্ধানশ্চতান্ প্রতিক্ষণ মনুগৃহ্নেব তদভজনকলং প্রেমাগমেব দদামি । যে
জ্ঞানি প্রভৃতয়ো মজ্জন্তকৰ্ম্মণো নবরত্নঃ মহিগ্রহস্ত মায়াময়ত্বক মন্তমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহ-
মপি তান্ পুনঃ পুনর্নবরত্নজন্মকৰ্ম্মবতো মায়াপাশ পতিতানৈব কুর্য্যণঃ তৎপ্রতিকলং জন্মমৃত্যু-
দুঃখমেব দদামি । যে তু মজ্জন্তকৰ্ম্মণো নির্ভাষ্যঃ মহিগ্রহস্ত চ সচ্চিদানন্দত্বং মন্তমানা জ্ঞানিনঃ
স্বজ্ঞানসিদ্ধার্থঃ মাং প্রপদ্যন্তে তেবাং স্বদেহস্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্শুণাং অনবরং ব্রহ্মানন্দ-
মেব সংপাদয়ন্ ভজনকলমাবিদ্যাক জন্মমৃত্যুধ্বংসং এব দদামি । তস্মান্নকেবলং মন্তস্তএব
মাং প্রপদ্যন্তে, অপিতু সর্বশঃ সৰ্ব্বৈহপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতাস্তরো-
পাসকান্ মম বন্ধানুবর্তন্তে । মম সর্ববন্ধপত্যাং জ্ঞান কৰ্ম্মাদিকং সৰ্বং মামকমেব বস্ত্রেতি-
ভাবঃ ॥ ১১ ॥

করত এবং পূৰ্ব্বোক্ত কুযুক্তি বিষদাহ সহনরূপ তাপ দ্বারা পূত হইয়া আমার
পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাহাকে
সেই ভাবেই ভজন করি । সকল মতেরই চরম উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলে-
রই প্রাপ্য । যাহারা শুদ্ধ ভক্ত তাঁহারা পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্র-
হকে নিত্য কাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ কয়েন । যাহারা নির্কিংশেব
বাদী তাহাদের আত্ম বিনাশ দ্বারা নির্কিংশেব ব্রহ্ম স্বরূপ আমি নির্কারণ মুক্তি
প্রদান করি । আমার সচ্চিদানন্দ মূর্তির নিত্য স্বীকার না করায়, তাঁহাদের
চিদানন্দ স্বরূপের লোপ হয় । তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাহাদিগের মধ্যে
কাহাকেও বন্ধন জন্ম প্রদান করি । যাহারা শূন্যবাদী আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া
তাহাদের সত্যকে শূন্যগত করিয়া ফেলি । যাহারা জড়, জড়কৰ্ম্ম বা জড়বিধি
বাদী তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে
আমি তাহাদের প্রাপ্য হই । যাহারা কৰ্ম্মী তাহাদিগের নিকট কৰ্ম্ম ফল দাতা

কাজ্জলন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥১২॥

চাতুৰ্বৰ্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকৰ্ম্ম বিভাগশঃ ।

তত্ত্ব কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তত্রাপি মনুষ্যেহু মধ্যে কামিনস্ত মম সাক্ষাদ্ভূতমপি ভক্তিমার্গং পরিহার শীঘ্রকলসাধকং
কৰ্ম্মবন্ধ এবানুবর্তন্তে ইত্যাহ কাজ্জলন্ত ইতি । কৰ্ম্মজাসিদ্ধিঃ স্বর্গাদিময়ী ॥ ১২ ॥

নহু ভক্তিজ্ঞান মার্গো মোচকো কৰ্ম্মমার্গস্ত বন্ধক ইতি সৰ্বমার্গশ্রেষ্ঠির হ্ময় পরমেশ্বরে
বৈষমাং প্রসক্তং তত্র নহি নহীতাহ চাতুৰ্বৰ্ণ্যমিতি । চহ্মারো বর্ণাএব চাতুৰ্বৰ্ণ্যং স্বার্থেব্যঞ্ ।
অত্র সত্বপ্রধানাঃত্রাক্ষণী স্তেবাং শমদমাদীনি কৰ্ম্মাণি । রজঃ সত্বপ্রধানাঃ ক্রত্বিয়া স্তেবাং

ঈশ্বর রূপে প্রাপ্য হই। বাহারা যোগী তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বর রূপে
বিভূতি প্রদান করি অথবা কৈবল্য দান করি। এই প্রকার সৰ্বস্বরূপ হইয়া
আমি সৰ্ববাদীর পক্ষে প্রাপ্য হইয়া থাকি। এই সমুদায় প্রাপ্তির মধ্যে
আমার সেবা প্রাপ্তিই সৰ্ব প্রধান বলিয়া জানিবে। সমস্ত মনুষ্যই আমার
বিবিধ বস্ত্রের অন্তর্ভুক্তমান ॥ ১১ ॥

অৰ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাংখ্যিক তত্ত্ব স্পষ্ট রূপে বলিয়া
ভগবান পুনরায় পূৰ্ব প্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কৰ্ম্ম তত্ত্বের বিচার উপদেশ
করিতে লাগিলেন। হে অৰ্জুন! আমি পূৰ্বেই বলিয়াছি যে কৰ্ম্ম তত্ত্ব ভাল
রূপে বুঝিতে পারিলে কৰ্ম্ম বন্ধ দূর হয়। পূৰ্বেই বলিয়াছি যে বিকৰ্ম্ম ও
অকৰ্ম্ম পরিত্যজ্য। কৰ্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কৰ্ম্ম তিন
প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকৰ্ম্মও
ভাল। তাহাতে কৰ্ম্ম সিদ্ধির জন্ত মানবগণ ফলকামী হইয়া বহু দেবতা
উপাসনা করেন। তদ্বারা মনুষ্য লোকে কৰ্ম্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়।
এই নশ্বর সংসারের উন্নতি কামনার মনুষ্যাগণ যে সকল কৰ্ম্ম করেন তাহাতে
সেই সেই কৰ্ম্ম ফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান
করেন। সে সকল দেবতা কে তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

গুণ কৰ্ম্ম বিভাগ পূৰ্ব্বক বর্ণ চতুষ্টয় আমিই সৃজন করিয়াছি। জগতে
আমি বই আর কেহ কৰ্ত্তা নাই অভএব বর্ণ ধর্মের ও বর্ণ সকলের কৰ্ত্তা আমি
বই আর কেহই নয়। — কিন্তু আমাকে বর্ণধর্মের কৰ্ত্তা বলিয়াও অকৰ্ত্তা ও

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পস্বি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন'স বধ্যতে ॥১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাদ্ভং পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

শৌৰ্য্যবুদ্ধাদীনি কৰ্ম্মাণি । তমোরজঃ প্রধানাঃ বৈশ্ণাৱ্যস্তেবাং কৃষি গো রক্ষাদীনি কৰ্ম্মাণি । তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রা স্তেবাং পৰিচর্য্যাস্থকং কৰ্ম্ম ইত্যেবাং গুণকৰ্ম্ম-বিভাগশঃ গুণানাং কৰ্ম্মণাং বিভাগৈশ্চদ্বাৰো বর্ণাঃ ময়া কৰ্ম্মমার্গাপ্রিতদ্বেন সৃষ্টাঃ । কিন্তু তেবাং কৰ্ত্তারংপ্রষ্টারমপি মাং অকৰ্ত্তারং অপ্রষ্টারং এব বিদ্ধি । তেবাং প্রকৃতি গুণ সৃষ্টহাং প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিহাং প্রষ্টার-মপি মাং বস্ত্তত্বপ্রষ্টারং নমপ্রকৃতি গুণাভীত স্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ । অতএব অব্যয়ং প্রষ্ট-ত্বে-হপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদেভীতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

নশ্চেতস্তাবদাস্তাং সম্প্রতি ত্বং ক্ষত্রিয়কুলেহবতীর্ণঃ ক্ষত্রিয়জাত্যুচিতানি কৰ্ম্মাণি প্রত্যহং কৰোম্যেব তত্র কা বার্ভেত্যত আহ ন মামিতি । ন লিম্পস্বি জীবমিব ন লিপ্তী কুৰ্ব্বস্বি । নাপি জীবস্যেব কৰ্ম্মফলে স্বৰ্গাদৌ স্পৃহা । পরমেশ্বরদ্বেন স্বানন্দ পূৰ্ণত্বেপি লোকপ্রবৰ্ত্ত-নার্থমেব মে কৰ্ম্মাদি করণমিতিভাবঃ । ইতি মামিতি যন্ত ন জানাতি স কৰ্ম্মভি ৰধ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

এবং এবস্ত্ততমেব মাং জ্ঞাত্বা পূৰ্বে জনকাদিভিরপি লোক প্রবৰ্ত্তনার্থমেব কৰ্ম্মকৃতং ॥ ১৫

কিঞ্চ কৰ্ম্মাণি ন গতানুগতিকত্বায়েনৈব কেবলং বিবেকিনা কৰ্ত্তব্যং কিন্তু তস্য প্রকার বিশেষঃ জ্ঞাত্বৈব ইত্যতন্তস্য প্রথমং দুষ্কেষরহমাহ ॥ ১৬ ॥

অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে । জীবের অদৃষ্ট বশত আমার মায়ী শক্তি দ্বারা আমি এই বর্ণধৰ্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি । বস্ত্ততঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর যে আমি আমার কৰ্ম্ম মার্গ সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না । জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য ধৰ্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ ॥ ১৩ ॥

জীবের অদৃষ্ট বশত যে কৰ্ম্ম তত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না । কৰ্ম্ম ফলেও আমার স্পৃহা নাই, যেহেতু অতি তুচ্ছ কৰ্ম্ম ফল আমি যে ষড়ৈশ্বৰ্য্য পূৰ্ণ ভগবান আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর । জীবের কৰ্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূৰ্ব্বক যিনি আমার অব্যয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন তিনি কখনই কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হননা । শুদ্ধ তত্ত্ব আচরণ করত আমাকেই লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

পূৰ্ব পূৰ্ব মুমুক্শুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইবার সকাম কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক

কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্রমোহিতাঃ ।

তত্ত্বে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ ।

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্মণ্য কৰ্ম্ম যঃ পশ্চেদকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

নিষিদ্ধাচরণং দুৰ্গতিপ্রাপকং ইতি তৎ । তথা অকৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মাকরণস্তাপি সন্ন্যাসিনঃ কীদৃশং কৰ্ম্মাকরণং শুভদমিতি অন্তথা বিশেষয়ঃ কথং হস্তগতং স্তাদিতি ভাবঃ । কৰ্ম্মণ ইতুপলক্ষণং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণাং গতিতত্ত্বং গহনা দুৰ্গমা ॥ ১৭ ॥

তত্র কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোন্তত্ত্ববোধমাহ কৰ্ম্মীতি । শুদ্ধাস্তঃকরণশ্চ জ্ঞানবত্বেহপি জনকাদেবিকৃত সন্ন্যাসস্ত কৰ্ম্মানুজীয়মানে নিকাম কৰ্ম্মযোগে অকৰ্ম্ম, কৰ্ম্মেণং ন ভবতীতি যুগপ্তেৎ তৎকৰ্ম্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । তথা অশুদ্ধাস্তঃকরণশ্চ জ্ঞানাভাবেহপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ জ্ঞানবাবদুস্ত সন্ন্যাসিনোহকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাকরণে কৰ্ম্মপণ্ডেৎ দুৰ্গতিপ্রাপকং কৰ্ম্মবন্ধমেবোপলভতে স এব বুদ্ধিমান্ স তু কৃৎস্ন কৰ্ম্মাণ্যেব करोति । নতু তত্ত্বজ্ঞানবাবদুস্ত জ্ঞানিমানিনঃ সন্নেনাপি তদুচসাপি সন্ন্যাসং करोतीति ভাবঃ । তথাচ ভগবদ্বাক্যং—“যত্নসংযত যত্নবর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয় সারথিঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত শ্রিদগুমুপজীবতি । হরানান্নানমায়হং নিরুতে মাক ধর্মহা । অবিপক্ব কবায়োহস্মাদমুখ্যচ্চ বিহীয়ত ইতি ” ॥ ১৮

নিকাম মদর্পিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন । অতএব তুমিও জনকাদি পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব মহাজন অনুষ্ঠিত নিকাম কৰ্ম্ম যোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

কাহাকে কৰ্ম্ম ও কাহাকে অকৰ্ম্ম বলে তাহা স্থির করণ সম্বন্ধে কবিদিগেরাও মোহ হয় । আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি । তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অন্তত হইতে মোক্ষলাভ কর ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মের গতি, বিকৰ্ম্মের গতি ও অকৰ্ম্মের গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জ্ঞান কর্তব্য । কৰ্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুৰ্গম । কর্তব্য্যাচরণই কৰ্ম্ম । নিষিদ্ধাচরণই বিকৰ্ম্ম এবং তাহা দুৰ্গতি প্রাপক । কৰ্ম্মের অকরণই অকৰ্ম্ম । কৰ্ম্মই শুভদ । তাহার অকরণ দ্বারা সন্ন্যাসীদিগের ক্লিরূপ বিশেষয় লাভ হয়, ইহার তত্ত্ব জ্ঞান উচিত ॥ ১৭ ॥

যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুয্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত-এং সম্পূর্ণ কৰ্ম্মানুষ্ঠাতা । তাৎপর্য্য এই যে নিকাম কৰ্ম্ম

যন্ত সৰ্ব্ব সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানায়ি দদ্ধ কৰ্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

তাত্ত্ব। কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যভূণ্ডো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিংকরোতি সঃ ॥ ২০ ॥

নিরাশীৰ্যত চিত্তাত্মা তাত্ত্বসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাম্নোতি কিম্বিষং ॥ ২১ ॥

উক্তস্বৰ্ণং বিবৃণোতি বস্ত্তেতি পঞ্চতিঃ । সমাগারভাস্ত্বইতি সমারম্ভাঃ কৰ্ম্মাণি । কামঃ কল্পং তৎ সংকল্পেন বর্জিতাঃ । জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দধানি কৰ্ম্মাণি ত্রিষমানানি বিহিতানি নিষিদ্ধানি চ যন্ত সঃ । এতেন বিকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্য মিহাপি বিবৃতং । এতাদৃশাধিকারিণি কৰ্ম্ম যথা অকৰ্ম্ম পণ্ডেৎ তথৈব বিকৰ্ম্মাণি অকৰ্ম্মেব বস্ত্তেতি পূৰ্ব্বলোকসৌব সঙ্গতিঃ । যদগ্রে বক্ষ্যতে । “অপি বেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্কেভ্যঃ পাপকৃতমঃ । সৰ্কে জ্ঞানপ্রবেশেনৈব বৃজিনঃ সংভরিষসি । বৈধেয়াংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে হর্জুন ! জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথেষতি” ॥ ১৯ ॥

নিভাতৃপুঃ নিভাং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ । নিরাশ্রয়ঃ স্বযোগক্ষেমাণং ম কমপাশ্রয়েতে ॥ ২০ ॥

আত্মা হুলদেহঃ । শারীরং শরীর নিকাহার্থঃ কৰ্ম্ম অসৎ প্রতিগ্রহাদিকং । কুৰ্ব্বন্নপি ক্লিষিৎ পাপং নাম্নোতি ইত্যেতদপি বিকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যঃ ইত্যাসা বিবরণং ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

বোহীর সমস্ত কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম সন্ন্যাস রূপ অকৰ্ম্ম । এবং কৰ্ম্মত্যাগই তাঁহার নিকাম কৰ্ম্মাহুষ্ঠান । অর্থাৎ সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও তিনি কৰ্ম্মী নন । অকৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

বাহার কাম সংকল্প শূন্য সমস্ত কৰ্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হয় তিনি জ্ঞানায়ি দ্বারা দদ্ধ কৰ্ম্মা ও পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন । বিহিত ও নিষিদ্ধ যে কিছু কৰ্ম্ম তিনি করিয়াছেন, তাহা সমুদায় নিকাম কৰ্ম্ম যোগ লব্ধ জ্ঞানায়ি দ্বারা দদ্ধ হয় ॥ ১৯ ॥

যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয় শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কৰ্ম্ম-ফলাসঙ্গ ত্যাগ পূর্বক সমস্ত কৰ্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন তিনি সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কৰ্ম্ম ফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করত কেবল শরীর বাত্মা নিকাহের জন্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে কৰ্ম্ম ক্রান্ত পাপ বা পুণ্য তাঁহার কিছুই হয় না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসম্ভবো হন্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কুত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্রাক্ষাণৌ ব্রহ্মণাহতং ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞো বক্ষ্যমাণ লক্ষণস্তুদৰ্শং কৰ্ম্মাচরতন্তং কৰ্ম্ম প্রবিলীয়তে । অকৰ্ম্মভাব মাপদাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞায়াচরত ইত্যুক্তং স যজ্ঞ এব কীদৃশ ইত্যপেক্ষ্যামাহ ব্রহ্মেতি । অর্প্যতে অনেক ইত্য-
পণং । জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমানং হবিরপি ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মাণ্মাবিতি হবনাধিকরণমগ্নি-
রপি ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মণেতি হবনকর্ত্তাপি ব্রহ্মৈব । এবং বিবেক বতা পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং
প্রাপ্তবাং নতু ফলান্তরং । কৃতং ব্রহ্মাক্ষকং যৎকৰ্ম্ম তত্রৈব সমাধি শিষ্টৈবাক্রাং যস্য তেন । ২৪ ।

যজ্ঞাঃ থনু ভেদেনাশ্চেহপি বহবো বর্ত্তন্তে তাংস্বশৃণুতাহ দৈবমেবেতাষ্টভিঃ । দেবা ইন্দ্র
বরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন তাদৈবমিতি । ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিতাং দর্শিতং । সাস্য দেবতেতি
তৃণ । যোগিনঃ কৰ্ম্মযোগিনঃ । অপরে জ্ঞানযোগিনস্ত ব্রহ্ম পরমাত্মৈবাগ্নিস্তম্নিঃসৃতংপদার্থে
যজ্ঞঃ হবিঃ স্থানীয়ঃ হং পদার্থঃ জীবঃ যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্ত্ৰেনৈব জুহ্বতি । অন্নমেব জ্ঞান-
যজ্ঞোহগ্রে ত্তোব্যতে । অত্র যজ্ঞঃ যজ্ঞেন ইতি শব্দৌ কৰ্ম্মকরণ সাধনৌ প্রথমাত্মিকয়োক্ত্যা
শুদ্ধজীব প্রণবা বাহতুঃ ॥ ২৫ ॥

অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতে সন্তুষ্ট হন । সুখ দুঃখ, রাগ ধেব
ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না । মাৎসর্য্যকে দূর করেন । কার্য্য সিদ্ধি
ও কার্য্য অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন । অতএব যে কৰ্ম্মই করুন তাহাতে
স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কৰ্ম্ম আচরিত
হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায় । কৰ্ম্ম মীমাংসকেরা যাহাকে অপূৰ্ণ
বলেন, নিকাম কৰ্ম্ম যোগীর কৰ্ম্ম সকল সেই অপূৰ্ণতা লাভ করে না । কৰ্ম্ম
মীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃত কৰ্ম্ম অপূৰ্ণ স্বরূপ লাভ করত
জন্ম জন্মান্তরে ফলদান করে । নিকাম যোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞ রূপী কৰ্ম্ম বিকল্পে জ্ঞানোৎপত্তি করে তাহা ভ্রাবণ কর । যজ্ঞ বৃত্ত
প্রকার হয় তাহা পরে বলিতেছি । সম্প্রতি যজ্ঞের মূল তত্ত্ব বলি শুন । সমস্ত

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পরম্যুপাসতে ।

ব্রহ্মায়োবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমায়িষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াণিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্তে নৈষ্ঠিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ানি, সংযমঃ সংযতঃ মনএব, অগ্রয়ন্তেযু জুহ্বতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়ানি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্তে ততো নূনাত্রকচারিণঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াণিষু ইন্দ্রিয়ান্তেবাগ্রয়ন্তেযু জুহ্বতি। শব্দাদীনীন্দ্রিয়েষু প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অপরে শুদ্ধহংপদার্থবিজ্ঞাঃ। সর্দাগীন্দ্রিয়াণি তৎ কর্ম্মাণি ভ্রবণ দর্শনাদীনিচ। প্রাণ-কর্মাণি দশপ্রাণাঃ। তৎকর্ম্মাণিচ; প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাদোগমনং, সমানস্য ভূক্ত-পীতাদীনাম্ সর্বাধিকরণং, উদানসোচ্চৈর্নয়নং, বানস্য বিতকনয়নং।—“উল্গারে নাগ আখাতঃ কুর্ধ্ব উন্নয়নে শ্বতঃ। ত্রকরস্ত কুতিজ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজ্ঞস্তপে। ন জহতি মৃতকপি সর্ক-ব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ তৎ কর্ম্মাণি। আয়নন্তং পদার্থস্য সংযমঃ শুদ্ধি-রেবায়িত্ত্বমিন জুহ্বতি। মনো বুদ্ধাদীন্দ্রিয়াণি দশপ্রাণাণ্ড প্রবিলাপয়ন্তি। একঃ প্রত্যগা-ত্মৈবান্তি নান্তে মন আদয় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জড় জগৎ ইহাতে চিত্তস্থ বিলক্ষণ। জড়বদ্ধ জীবের জড় কার্য্য অনিবার্য্য। সেই জড় কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা ইহাতে পারে, তাহা অর্জু রূপে করার নাম যজ্ঞ। চিদাব জড়ে আবির্ভূত ইহিলে তাহাকে ব্রহ্ম বলি। সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতি বা কিরণ। অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল এই পাঁচটা যজ্ঞের অঙ্গ। এই পাঁচটা যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ যজ্ঞ হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্মা-ঙ্গক করত তাহাতে যাহার চিত্তেকাগ্র রূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞ রূপে অর্জুষ্ঠান করেন। তাহার অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা সমুদায় ব্রহ্মাঙ্গক। অতএব তাহার গতিও ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

যিনি এবস্থত যজ্ঞে ব্রতী হন তিনি যোগী। যজ্ঞ সকলের প্রকার ভেদে যোগী সকলেরও প্রকার ভেদ আছে। অতএব যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও ততপ্রকার। একরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেক প্রকার হয়। বিজ্ঞান সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্ম যজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞ এবং জ্ঞান যজ্ঞ বা চিদালোচন রূপ যজ্ঞ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতকগুলি যজ্ঞের প্রকার বলি শুন। কর্ম্ম যোগীরা দৈব যজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র বরুণাদি রূপ

সর্বগীন্দ্রিয় কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাঘ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেবাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । তপঃ কৃচ্ছ্ চান্দ্ৰায়ণাদি এব যজ্ঞোযেবাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগোহষ্টাঙ্গএব যজ্ঞো যেবাং তে যোগযজ্ঞাঃ । স্বাধ্যায়ো বেদমাপাঠঃ তদ্ব্যসনা জ্ঞানক যজ্ঞো যেবাং তে । যতনো যত্নপরাঃ ; সৰ্ব্বএতে সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণকৃতং ব্রতং যেবাং তে ॥ ২৮ ॥

অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ । অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণঃ উর্দ্ধবৃত্তং জুহ্বতি । পূরককালে প্রাণ-মপানে নৈকী কুর্ষ্বন্তি । তথা রেচক কালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি । কুস্তককালে প্রাণ-পানরোগভী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণা ভবন্তি । অপরে ইন্দ্রিয় জয়কামাঃ । নিয়তাহারাঃ অপ্রা-হারাঃ । প্রাণেবু আহার সংকোচনেনৈব জীৰ্য্যমানেষু প্রাণান্ ইন্দ্রিয়ানি জুহ্বতি । ইন্দ্রিয়ানাং প্রাণাধীন বৃত্তিভ্যাং প্রাণদৌৰ্ব্বলে সতি স্বয়মেব স্বস্ববিষয় গ্রহণসমর্থানীন্দ্রিয়ানি প্রানেষেবলুপী-রন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

আমার মায়িক সামর্থ্য বিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে । তদ্বারাও তাহারা ক্রমশঃ নিজাম কৰ্ম্ম যোগ প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান যোগী সকল তত্ত্বমসি মহাবাক্য অবলম্বন পূর্বক ত্বংপদার্থ যে জীব প্রাণব রূপ মস্ত্বেয় দ্বারা ত্বংপদার্থ যে ব্রহ্ম তাহাতে হোম করেন । ইহার শ্রেষ্ঠতা পূরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

নৈষ্ঠিক গণ মনঃসংযম রূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন । ব্রহ্মচারী সকল শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধান কারী কৈবল্যবাদি পাতঞ্জল যোগী সকল সমস্ত ইন্দ্রিয় কৰ্ম্ম ও দশবিধ প্রাণের কৰ্ম্ম সমূহ ত্বংপদার্থ স্বরূপ শুদ্ধ জীবাশ্মা রূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন । বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম পরাগাত্মা । বিষয় ত্যাগী আত্মার নাম প্রত্যগাত্মা । তাহারা এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন প্রভৃতি কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

এই সকল যজ্ঞকে দ্রব্য যজ্ঞ, তপো যজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ, স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞ বলিয়া চারিভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে । দ্রব্য ময় যজ্ঞকে দ্রব্য

অপানে জুহ্বতিপ্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণাঃ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকরিতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিক্ষামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞশ্চ কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ উত্তলকণান্ যজ্ঞান্ বিলম্বানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মযান্তি । অত্রা-
নমুসংহিতং কলমাহ যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞাবশিষ্টং বদমৃতং ভোগৈবর্ধা সিদ্ধাদিকং তদুভূজীত ইতি ।
তথা অনুসংহিতং কলমাহ ব্রহ্মযান্তীতি ॥ ৩০ ॥

তদকরণে প্রত্যাবারমাহ নারমিতি । অরমল্পহণো মহুষ্য লোকোহপি নান্তি কুতোহন্ত্যে
দেবাদিলোকন্তেন প্রাপ্তবা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র, চাক্রায়ণ, চাতুর্ধাসা প্রভৃতি তপো যজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ যোগকে যোগ যজ্ঞ,
বেদার্থ বিচার পূর্ব চিদচিং বিচারকে জ্ঞান যজ্ঞ বলা যায় । এই চারি
প্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে তীক্ষ্ণ ব্রত যতি বলা যায় ॥ ২৮ ॥

বেদ শাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি শাস্ত্রে এই চারি প্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয় ।
এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থ বিস্তৃতি রূপ তত্ত্বাদি শাস্ত্রে হঠযোগ ও
নানাবিধ সংযম ব্রতরূপ যজ্ঞ সকল উপদিষ্ট হইয়াছে । তদনুগত ব্যক্তিগণ
প্রাণায়াম নিষ্ঠ হইয়া অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুকে এবং প্রাণ বায়ুতে অপান
বায়ুকে রুদ্ধ এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান গতিরোধ দ্বারা কুণ্ডল অভ্যাস করেন ।
কেহ কেহ আহার খর্ব্ব করত প্রাণ সকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥ ২৯ ॥

ইহারা সকলেই যজ্ঞ তত্ত্ববিৎ । যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণ পাপ হইয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট
অমৃত ভোজন করত অবশেষে পূর্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

অতএব হে কুরুসত্তম অর্জুন ! অযজ্ঞ কৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই
সম্ভব হয় না, তখন পর লোক কি রূপে সম্ভব হইবে ? অতএব যজ্ঞই কর্তব্য
কর্ম । ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে স্মার্ত বর্ণাশ্রমধর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ
বৈদিক যোগাদি সমস্তই যজ্ঞ । ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞ বিশেষ । যজ্ঞ ব্যতীত
অপারে অন্য কর্ম নাই । হা হা আছে, তাহা বিকর্ম ॥ ৩১ ॥

এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত । ইহারা

এবং বহুবিধাযজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে ।

কৰ্মজান্ বিদ্ধিতান্ সৰ্ব্বানেবং জ্ঞানাবিমোক্ষসে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যাময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ । ।

সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলংপার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণো বেদসামুখেঃবেদেন অমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তাহিতার্থঃ । কৰ্মজান্ বাহ্মনঃ কার্যকৰ্ম্ম-জনিতান্ ॥ ৩২ ॥

তেষামিধ্যে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি রিতি লক্ষণাদপি দ্রব্য ময়াদ্ যজ্ঞাৎ ব্রহ্মাণ্যবিতানেনোক্তঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ । কৃতঃ জ্ঞানে সতি সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং অব্যর্থং সংপরিসমাপ্যতে সমাপ্তী-ভবতি জ্ঞানানন্তরং কৰ্ম্মণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ তদ্বিতি । প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি স্তরৌ দণ্ডবরমস্বাক্ষরেণ "ভগবন্ ! কুতোহয়ং মে সংসারঃ কথং নিবর্তিষ্যত ইতি" পরিপ্রশ্নেন চ সেবয়া তৎ পরিচর্য্যয়াচ তদ্বিজ্ঞানার্থং স্বগুরুমেষাভিগচ্ছৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি ক্রতেঃ ॥ ৩৪ ॥

সকলেই বাক্য মন কার্য কৰ্ম্মজনিত । অতএব কৰ্ম্মজ । এইরূপে কৰ্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

যদিও এই সকল যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মত্তুক্তিলাভ রূপ জীবের মঙ্গল উদয় হয়, তথাপি এই যজ্ঞ সমুদায় সম্বন্ধে একটা নিগূঢ় বিচার আছে তাহা জ্ঞাতব্য । নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল দ্রব্যাময় যজ্ঞ হয় কখন জ্ঞানময় যজ্ঞ হয় । দ্রব্য-ময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ । হে পার্থ ! সমস্ত কৰ্ম্মই জ্ঞানে পরি সমাপ্তি লাভ করে । যজ্ঞ সকল অমুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন রহিত হয়, তখনই ব্যাপার সমুদায় কেবল দ্রব্যাময় হয় । যখন চিদালোচন ক্রম চলিতে থাকে তখন বস্তুত দ্রব্যাময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে । যজ্ঞের কেবল দ্রব্যাময় অবস্থাকে কার্য্যকাণ্ড বলে । জ্ঞানময় অবস্থাকে জ্ঞান কাণ্ড বলে । যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ মতক হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥

যদি বল এই দ্রব্যাময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ বিচার, জ্ঞানদ্বার, শাস্ত্র

যজ্ঞজ্ঞান ন পুনর্মোহমেবং বাস্যসি পাণ্ডব ! ।

যেন ভূতান্বেষণেণ দ্রক্ষ্যস্যাভ্যন্তরো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপিত্যঃ সর্বৈভ্যঃপাপকৃতমঃ ।

সর্বং জ্ঞানপ্লেবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যথেষাংসি সন্নিহ্নোহগ্নির্ভস্মাৎ কুরুতেহর্জুন ! ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মমাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানস্য বলমাহ যজ্ঞজ্ঞানং সাত্বিকব্রিতিঃ । যজ্ঞজ্ঞানং দেহাদতিরিক্ত এবান্তেতি লক্ষণং জ্ঞানং এবং মোহমন্তঃকরণধর্মং ন প্রাপ্যসি । যেন চ মোহবিগমেন স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধজ্ঞান লাভাৎ অশেষাদি ভূতানি মনুষ্য তির্থাগাদীনি আত্মনি জীবাত্মনি উপাধিভেদে হিতানি পৃথক্ দ্রক্ষ্যসি । অথোময়ি পরম কারণে চ কার্যভেদে হিতাণি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমাহ অপিচেদিতি । পাপেভ্যঃ পাপকৃতমঃ অপি সকাশাৎ যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী হমসি, তথাপি অত্রৈতাবৎ পাপসহে কথমন্তঃকরণভুক্তিঃ ? তদন্তাবেচ কথং জানোৎপত্তিঃ ? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানসৌতদ্দুরাচারঃ সংভবেদতোহত্রবাখ্যা শ্রীমদুদ্ভদ্র ন সরস্বতী-পাদান্নাং । অপি চেদিত্যসংভাবিতাত্ত্বাপগম প্রদর্শনাথো নিপাতো বদ্যপ্যয়মর্থো ন সম্ভব-তোব তথাপি জ্ঞানকল কখনায়াভূপেত্যোচ্যতে ইত্যোবা ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধান্তঃকরণসোৎপন্নং জ্ঞানং তু প্রারব্ধভিন্নং কর্মমাত্রং বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ বথেনি । সন্নিহ্নঃ প্রজ্বলিতঃ ॥ ৩৭ ॥

কঠিন, অতএব আমার উপদেশ এই যে তুমি এই ভেদ বিচারপূর্বক জ্ঞানলাভ জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর । তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত পূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর । তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অন্য তুমি মোহ বশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ । এরূপ মোহ গুরুপদটি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আর তোমাকে আশ্রয় করিবে না । সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে মনুষ্য তির্থাগাদি ভূত সকল এক জীবাত্মা রূপ তত্ত্বে অবস্থিত । উপাধি দ্বারা লভ্য তত্ত্বের ভিন্নতম্য ঘটিয়াছে । এ সমুদায়ই পরম কারণ রূপ ভগবৎ স্বরূপ আমাতে শক্তি কার্যরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

যদিও তুমি অভ্যন্তরীণ পাপাচার করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত আরোহণ পূর্বক সর্বদা হংস সত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাইবে ॥ ৩৬ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে ।

তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানংলব্ধা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্মৃৎসংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

ইহ তপোযোগাদিষু ক্তেযু মধ্যো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নাস্তি । তজ্জ্ঞানং ন সৰ্ব্বহুলভং, কিন্তু যোগেন নিকাম কৰ্ম্মযোগেন সমাক্ সিদ্ধএব, নহুপরিপক্কঃ; সোহপি কালেনৈব, নতু সদাঃ । আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ং প্রাপ্তং বিন্দতি । নতু সন্ন্যাস এহণমাত্রে নৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

তর্হি কৌদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ । শ্রদ্ধা, নিকাম কৰ্ম্মণৈবাস্তঃকরণশুদ্ধিব-জ্ঞানং স্তাদিতি শাস্ত্যৰ্থে আত্মিক্যবুদ্ধিস্তদ্বান্এব । তৎপরস্তদমুঠাননিষ্ঠঃ । • তাদৃশোহপি যদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ স্তাতদা পরাং শাস্তিং সংসার-নাশং ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানাধিকারিণমুজ্জ্বল । তদ্বিপরীতাধিকারিণমাহ । অজ্ঞঃ পষাদিবদুচুঃ । অশ্রদ্ধাধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবহেতি নানাবাদিনাং পরম্পরা বিপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা । ন কাপি বিবস্তঃ । শ্রদ্ধাবশ্বেহপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধোন্নবেতি সলোহাক্রান্তমতিঃ । তেষপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষভেদা বিন্দতি নারয়িতি ॥ ৪০ ॥

প্রবল রূপে জালিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে ; হে অর্জুন ! সেই রূপ সমস্ত কৰ্ম্মকে জ্ঞানায় দগ্ধ করিয়া ফেলি ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময় তত্ত্বের ন্যায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই । তুমি স্বীয় আত্মায় নিকাম কৰ্ম্মযোগ ফল স্বরূপ সেই জ্ঞানকে কাল ক্রমে লাভ করিবে । এই বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে শাস্তি তাহাই জ্ঞানের ফল । জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই বলিলেই জ্ঞানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তত্ত্ব নাই একথা বলা হইল না ॥ ৩৮ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন । নিকাম কৰ্ম্ম যোগে বাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয় । শ্রদ্ধা সহকারে নিকাম কৰ্ম্ম-যোগ অমুঠান পূর্বক অতি শীঘ্রই পরা শাস্তি লাভ করেন । পরা কাহাকে বলে তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩৯ ॥

কৰ্ম্ম তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তি সর্বদাই সংশয় আত্মা । সে প্রকার লোকের মঙ্গল হয় না । তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে

যোগসংন্যস্ত কৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ং ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্ম্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ! ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসঙ্কৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

হিহৈব সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নৈকর্য্যং হেতাদৃশস্ত ত্বাদিত্যাহ । যোগান্নিকামকৰ্ম্মযোগানন্তর মেব সংস্কৃতকৰ্ম্মাণং
সংজ্ঞাসেন তত্তকৰ্ম্মাণং । ততশ্চ জ্ঞানাত্মাসানন্তরং ছিন্নসংশয়ং । সংশয়চ্ছেদানন্তরং
আত্মবস্তুং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কৰ্ম্মাণি ন নিবধন্তি ॥ ৪১ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি । হৃৎস্থং হৃদগতং সংশয়ং হিহা যোগঃ নিকামকৰ্ম্মযোগঃ আতিষ্ঠ
আশ্রয়, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কৰ্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

উক্তেষু মুক্ত্যপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশস্যতে ।

জ্ঞানোপায়স্ত কৰ্ম্মৈবেত্যধ্যায়ার্থে নিরূপিতঃ ॥

ইতি সারার্থবৰ্ণিণ্যাং হৰ্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাশ্রয়ং চতুর্থোহি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

মুখ লাভ হয়না, যেহেতু সংশয় রূপ দুঃখই তাহাদিগের শাস্তি নাশ
করে ॥ ৪০ ॥

অতএব, হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিকাম কৰ্ম্ম যোগ দ্বারা কৰ্ম্ম সন্মাস করেন,
জ্ঞান দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে
কোন কৰ্ম্মই বন্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

অতএব, হে ভারত ! তোমার এই যে নিকাম কৰ্ম্ম যোগ বিষয়ে সংশয়
হইয়াছে, তাহা অজ্ঞান সঙ্কৃত ; তাহাকে জ্ঞান খড়্গ দ্বারা ছেদন কর এবং
নিকাম কৰ্ম্ম যোগাশ্রয় পূৰ্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

এই অধ্যায়ে মুক্তির উপায় সকলের মধ্যে জ্ঞানের প্রেষ্ঠতা এবং কৰ্ম্মই
যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নিরূপিত হইল ।

ইতি চতুর্থ সূচ্যায় ।

পঞ্চমোহন্যায়ঃ ।

—:—

অৰ্জুন উবাচ ॥

সংশ্রাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ ! পুনর্যোগঞ্চ শংসমি ।

যচ্ছৈয় এতয়োরেকং তস্মৈ ক্রাহি স্থনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিশ্চেষ্টয়স করা বুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্মসংশ্রাস্তাং কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

প্রোক্তং জ্ঞানাদপি শ্রেষ্ঠং কৰ্ম তদাচ্যসিদ্ধয়ে ।

তৎপদার্থস্ত চ জ্ঞানং সামান্যাদপি পঞ্চমে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে ঐতেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি সংশ্রাসবিতি । “যোগ-
সংশ্রান্তকৰ্মণাং জ্ঞানসংহ্রিসংশয়ঃ । আশ্রবন্তঃ ন কৰ্ম্মাণি নিবধুস্তি ধনঞ্জয় ।” ইতি বাক্যে
হং কৰ্ম্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্ত কৰ্ম্ম সংশ্রাসঃক্রবে । “তন্মাদজ্ঞান সত্ত্বতঃ সংহং জ্ঞানাসিনা-
জ্ঞনঃ । হিৰৈবং সংশয়ঃ যোগমতিঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥” ইত্যনেন পুনন্তজৈব কৰ্ম্মযোগঞ্চ
ক্রবে । নচ কৰ্ম্মসংশ্রাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ একশ্চৈকদৈব সম্ভবতঃ, হিতিগতি বহিষ্কৃত্য যক্ষপদ্যাং ।
তন্মাদজ্ঞানী কৰ্ম্মসংশ্রাসং কুৰ্য্যাৎ কৰ্ম্মযোগং বা কুৰ্যাদিতি যদভিপ্রায়ানবগতো, হং পৃচ্ছামি
—এতয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়স্বরা স্থনিশ্চিতং তস্মৈক্রাহি ॥ ১ ॥

কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মকরণে ন কোহপিদোষঃ । প্রত্যুত নিকামকৰ্ম্মণা
চিত্তশুদ্ধি দাচ্যাত্ জ্ঞানাদাচ্যমেব স্তাৎ । সন্ন্যাসিনস্ত কদাচিচ্চিত্ত বৈগুণ্যে সতি তদুপশম-
নার্থং কিং কৰ্ম্মনিষিদ্ধং জ্ঞানাত্যাস প্রতিবন্ধকস্ত চিত্ত বৈগুণ্যমেব বিষয় গ্রহণেতু বাস্তবিক-
মেব স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কহিলে যে যোগ দ্বারা কৰ্ম্মত্যাগ করা
এবং পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদ পূৰ্বক যুদ্ধ রূপ কৰ্ম্ম করিতে বলিলে ।
অতএব আমাকে নিশ্চয় রূপে বল কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্ম যোগের মধ্যে কি
করিব ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কৰ্ম্ম যোগ উভয়ই মঙ্গল জনক । উভয়ে
কৰ্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা নিকাম কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । কৰ্ম্মে আসক্তি ত্যাগকেই সন্ন্যাস
বলা যায় । প্রকৃত প্রস্তাবে কৰ্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ সনিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন হেষ্টি ন কাঙ্কতি ।
 নিব্বন্ধো হি মহাবাহো ! হৃৎকং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 সাংখ্যযোগৌ পৃথক্চালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
 একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়ো বিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥
 যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপিগম্যতে ।
 একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

নচ সন্ন্যাস প্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃত সন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি বাচ্যং ইত্যাহ জ্ঞেয় ইতি । স তু শুদ্ধচিত্তঃ কল্পী নিত্য সন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ । হে মহাবাহো ! ইতি মুক্তিনগরীঃ জেতুং সএব মহাবীর ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তন্মাৎ যচ্ছেয় এতরোরিতি ভূতুতমপি বস্তুতো ন ঘটতে ; বিবেকিতরুভয়োঃ পার্থক্য-
 ভাবতদ্ব্যুৎপাদ্য ইতাহ সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদ্ব্যঃ সন্ন্যাসো
 লক্ষ্যতে । সন্ন্যাস কর্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা বদন্তি, নহু বিজ্ঞাঃ । জ্ঞেয়ঃ স
 নিত্যসন্ন্যাসীতি পূর্বোক্তেঃ । অত একমপীত্যাদি ॥ ৪ ॥

এতদেব স্পষ্টরূপে বদিতি । সাংখ্যৈঃ সন্ন্যাসেনযোগৈর্ নিক্রাম কর্মণা বহুবচনং গৌরবেণ ।
 অতএব তদ্ব্যঃ পৃথক্ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব পশ্যতি সপশ্যতি ; চক্ষুর্মান পণ্ডিত
 ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কিন্তু সম্যক চিত্ত শুদ্ধি মনিকারয়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ কর্ম যোগস্ত হৃৎকং এবতি
 পূর্ব ব্যঞ্জিত মর্থঃ স্পষ্টমেবাহসন্ন্যাসস্থিতি । চিত্ত বৈগুণ্যে সতীতি শেষঃ । অযোগতঃ কর্ম-
 যোগাভাবাৎ চিত্ত বৈগুণ্য প্রশমক কর্মযোগস্য সন্ন্যাসিস্তত্বাৎ তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ ।
 সন্ন্যাসো দুঃখমেব প্রাপ্তুংভবতি । তদ্ব্যঃ বার্ত্বিককৃতিঃ ।—“প্রমাদিনো বহিষ্কৃতাঃ পণ্ডিতাঃ

যিনি নিব্বন্ধ এবং কর্ম ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা ঘেব করেন না
 তিনি নিত্য সন্ন্যাসী । তিনিই পরম স্থখে কর্ম বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ
 করেন ॥ ৩ ॥

তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি শ্রবণ কর । অপণ্ডিত
 মুখ বীম্বসিকেরাই সাংখ্য যোগ ও কর্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া
 প্রকাশ করে, পণ্ডিতগণ তাহা বলিবেন না । সাংখ্যযোগ বা কর্মযোগ যাহা
 হইত রূপে আচরণ কর তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে, যেহেতু উভয়
 পদ্ধতিই এক । কেবল নাম দুইটা পৃথক্ । যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক
 জানিয়া জানেন তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সংশ্যাসন্ত মহাবাহো ! হৃঃখমাণু মযোগতঃ ।

যোগ যুক্তো যুনির্জ্ঞান ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তোত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণুন্ জিহ্মন্নশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥

প্রলপন্ বিস্মজন্ গৃহ্নন্ মুম্বিম্মিমিবন্নপি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৮ ॥

কলহোংহকাঃ । সন্ন্যাসিনোহপি দৃশ্যস্তে দৈবসংদ্বিভাশয়াঃ ॥” ইতি প্রতিরপি ।—‘বহি ন সমুদ্বয়ন্তি যত্রো হৃদি কামজটা’ ইতি । ভগবতাপি ।—বস্তু সংবত যড় বর্গ ইত্যাদুঃকৃতঃ । তন্মাৎ যোগযুক্তঃ নিকাম কর্ণবান্ যুনির্জ্ঞানী সন্ ব্রহ্ম শীত্রং প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

কৃতেনাপি কর্ণণা জ্ঞানিন স্তস্য ন লেপ ইত্যাহ যোগেতি যোগযুক্তো জ্ঞানী ত্রিবিধঃ ।—বিশুদ্ধাত্মা বিজিত বুদ্ধিরেকঃ, বিজিতাত্মা বিশুদ্ধচিত্তো দ্বিতীয়ঃ, জিতেন্দ্রিয় তৃতীয়ঃ । ইতি পূর্বে শ্লোকেষাং সাধন তারতম্যাদুঃকর্ব্বঃ । এতাদৃশে গৃহস্থে তু সর্ব্বেষুপি জীবা অমরজ্যস্তী-ত্যাহ । সর্ব্বেষামপি ভূতানাং আশ্রভূতঃ প্রেমান্দীভূত আত্মা দেহো যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

যেন কর্ণণা লেপ স্তং প্রকারং শিক্যতি নৈবেতি । যুক্তঃ কর্ণযোগী দর্শনাদীনী কুর্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিনন্ নিরতিমানঃ কিঞ্চিদপ্যহং নৈব করোমীতি মন্তোত ॥ ৮ ॥

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস হৃঃখ জনক । যোগ যুক্ত যুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ৬ ॥

যোগ যুক্ত জ্ঞানী ত্রিবিধ । বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় । ইহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট । ইহারা সর্ব্বজীবের অমরাগ ভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হননা ॥ ৭ ॥

কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, জ্ঞান, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও স্বাসাদি স্রীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ আমি কিছুই করি নাই এরূপ মনে করেন । প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্য গ্রহণ, উন্নিবণ ও নিমিষণ কার্য্য কালে মনে করেন যে আমি যে জড় দেহে আছি, তাহাই এ সকল করিতেছে । আমি কিছু করি না ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মণ্যধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা । করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাভুসা ॥ ৯ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঙ্গশুদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥

যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্বা । শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীং ।

অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১১ ॥

সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি মনসা সংযত্যাশ্তে স্থখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মণি পরমেস্বরে ময়ি কৰ্ম্মাণি সৰ্গ্য সঙ্গং ত্যক্ত্বা । সান্তিমাত্মনোহপি কৰ্ম্মাসক্তিং বিহার
যঃ কৰ্ম্মাণি করোতি । পাপেনেতুপলক্ষণং । সোহপি কৰ্ম্মমাত্রেনৈব ন লিপ্যতে ॥ ৯ ॥

কেবলৈরপি ইন্দ্রিয়ৈরিতি । ইন্দ্রিয়বাহেত্যাदिना हविर्माद्यार्पणकाले, यद्यपि मनः
ज्ञानप्राप्तये तदपीत्यर्थः । आङ्गशुद्धये मनः शुद्धयर्थः ॥ ১০ ॥

কৰ্ম্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তীএব মোক্ষবদ্ধ হেতু ইত্যাহ যুক্তো যোগী নিষ্কাম কৰ্ম্মার্থঃ ।
নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠাপ্রাপ্তাং শান্তিঃ মোক্ষমিত্যর্থঃ । অযুক্তঃ স কামকৰ্ম্মার্থঃ । কামকারেণ
কামপ্রযুক্তা ॥ ১১ ॥

অতোহনাসক্তঃ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসীতি পূৰ্ব্বোক্ত বৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী
এবোচ্যতে ইত্যাহ । সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি মনসা সংযত্যা কাৰ্যাদি ব্যাপারেণ বহির্কুৰ্ব্বন্নপি বশী
জিভেভ্যঃ স্বৰ্গমাশ্তে । কৃত্ব নবদ্বারে পুরে পুরবদং ভাবশূন্তে দেহে দেহী উৎপন্ন জ্ঞানো-
জীবঃ নৈব কুৰ্ব্বন্নিতি কৰ্ম্মমুখ্য্য বস্তুতঃ কৰ্ত্তৃত্বং নৈবাশ্বীতি জানান । ন কারয়ন্নিতি নাপি
তেষু বস্যা প্রয়োজন কল্পমিত্যপি জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মে কৰ্ম্মার্পণ পূৰ্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কৰ্ম্ম করেন, পদ্ম পত্র
বেশত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয়না, তিনি তদ্রূপ কৰ্ম্ম পাশে ক্ষিপ্ত হন না ॥৯॥

চিন্তা তদ্ধির জন্য যোগী সকল, কৰ্ম্ম ফলাসক্তি ত্যাগ করত কার মন
বুদ্ধি দ্বারা কখন কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কৰ্ম্মাচরণ করেন ॥ ১০ ॥

যোগী কৰ্ম্ম ফলত্যাগ পূৰ্ব্বক নৈষ্ঠিকীশান্তি অর্থাৎ কৰ্ম্মমোক্ষ লাভ করেন ।
স্বকাঙ্ক্ষে অযুক্ত পূৰ্ব্বক অর্থাৎ সকাম কৰ্ম্ম কাম প্রযুক্তি দ্বারা ফলাসক্তি
সহকারে কৰ্ম্মবদ্ধ হন ॥ ১১ ॥

বাহে সমস্ত কার্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বোক্ত রীতি
করেন সন্ন্যাস করত নবদ্বার খিটি দেহ রূপ গৃহে জীব পরম স্থখে বাস

ন কর্তৃহং ন কর্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।
 ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৩ ॥
 না দত্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্নকৃতং বিভুঃ ।
 অজ্ঞানেনারূতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ ॥ ১৪ ॥
 জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নার্মিত মাত্মনঃ ।
 তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৫ ॥

মহু চ যদি জীবস্য বস্ততঃ কর্তৃবাদিকং নৈবাস্তি, তর্হি পরমেশ্বর সৃষ্টে জগতি সর্বত্র জীবস্য কর্তৃক ভোক্তৃবাদি দর্শনায়ত্তে পরমেশ্বরেণৈব বলাত্তস্য কর্তৃবাদিকং সৃষ্টং । তথাসতি তস্মিন্ বৈবশ্য নৈবুণ্যে প্রসঙ্গে তত্র নহি নহীত্যাহ ন কর্তৃবসিতি । নাপি তৎ কর্তব্যম্বেন কর্ম্মাণ্যপি । নচকর্ম্ম কলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি । কিন্তু জীবস্য স্বভাবোহনাদ্যবিদ্যেব প্রবর্ততে । তং জীবঃ কর্তৃবাদ্যভিমান মারোহরি তু মিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

বশ্মাদসাধু সাধুকর্ম্মণাঃ ঈশরো ন কারয়িতা, তস্মাদেব ন তস্য পাপপুণ্যভাগিস্বমিত্যাহ । নাদত্তে ন গৃহ্ণতি । কিন্তু তদীয় খলু বা শক্তি রবিদ্যা সৈব জীবজ্ঞানমাবুণোভীত্যাহ । অজ্ঞানেনাবিদ্যার । জ্ঞানং জীবস্য স্বাভাবিকং ; তেন হেতুনা ॥ ১৪ ॥

যথা অবিদ্যা তস্যজ্ঞানমাবুণোতি, তথৈবাপরা তস্য বিদ্যা শক্তিরবিদ্যাঃ বিনাশ্ত জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । জ্ঞানেন বিদ্যাশক্ত্যা অজ্ঞানমবিদ্যাঃ তেষাং জীবানাং জ্ঞানমেব কর্তৃ, আদিত্যবসিতি । আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্ত ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যা বা দিদ্যাং বিনাশ্ত তজ্জীব নিষ্ঠং জ্ঞানং পরং অপ্ৰাকৃতং প্রকাশয়তি । তেন পরমেশ্বরেণ ন কর্ম্মপি বধাতি, নাপি কর্ম্মপি স্কোচয়তি । কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্মে ক্রমেণ

করিতে থাকেন । তিনি নিজের কিছু করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ১২ ॥

জীবের কর্তৃক নাই বলিলে এমত মনে করিও না যে পরমেশ্বর কর্তৃক সমস্ত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতেছে । লোকের কর্তৃত্বও কর্ম্ম পরমেশ্বর কর্তৃক বলিলে তাঁহার বৈবশ্য ও নিব্বশ্য স্বীকার করিতে হয় । কর্ম্ম ফল সংযোগও তৎ কর্তৃক নয় । এসকল জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয় ॥ ১৩ ॥

জীবের সৃষ্টি হুষ্টি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না । জীব স্বাভাবিক জ্ঞান-রূপ, অবিদ্যাশক্তি কর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ার জীবের বদ্ধ দশা প্রকৃতই জীব দেহাভ্যভিমান রূপ মোহ লাভ করত আপনাকে কর্তৃকর্তা বলিয়া অভিমান করে ॥ ১৪ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাঙ্গনস্তম্ভিত্ত্বংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারুতিং জ্ঞান নির্দ্ধূত কল্মষাঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৭ ॥

বধাতি মোচয়তি চ ; কর্তৃৎ ভৌত্ব তৎপ্রয়োজকবাদয়ো বন্ধকাঃ ; অনাসক্তি শাস্ত্যাদয়ো-
মোচকাক প্রকৃতেষেব ধর্ম্মাঃ । কিন্তু পরমেধরসাস্তবামিষে এব প্রকৃতে স্তে তে ধর্ম্মা উদ্ভূধ্যস্তে
ইত্যোতদংশেনৈব তস্য প্রয়োজকত্বমিতি ন তস্য বৈষম্য নৈযুগ্যে ॥ ১৫ ॥

কিন্তু বিদ্যা জীবাস্ত জ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, নতু পরমাস্তজ্ঞানং, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যইতি
ভগবদ্বক্তেঃ । তন্মাং পরমাস্তজ্ঞানার্থং জানিতিরপি পুনর্কিংশেষতো ভক্তিঃ কার্ধ্যা । ইত্যতআহ
তদ্বুদ্ধয় ইতি । তৎপদেন পূর্বপ্রজ্ঞাতো বিভূঃ পরায়ুজ্যতে । তস্মিন্ পরমেধর এব বুদ্ধি-
র্থেবাং তে, তদ্বননপরা ইত্যর্থঃ । তদাস্তানস্তদ্বননকাস্তমেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ । তস্মিষ্ঠাঃ “জ্ঞানক-
মরি সংস্তসেদিতি” ভগবদ্বক্তেঃ । দেহাদতিরিক্তাস্ত জ্ঞানেহপি সাহিত্যে নিষ্ঠাং পরিত্যজ্যা
তদেকনিষ্ঠাস্তংপরায়ণা স্তদীয়প্রবণ কীর্তন পরাঃ । বহুক্ষতে,—“ভক্ত্যামামতিজ্ঞানতি যাবান্
বচাস্মি তদ্বতঃ । ততো মাং তদ্বতোজ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরমিতি” । জ্ঞাননির্দ্ধূত কল্মষাঃ
জ্ঞানেন বিদ্যায়ৈব পূর্বমেব ক্ষন্ত সমস্তাবিদ্যাঃ ॥ ১৬ ॥

ততস্ত গুণাভীতানাং তেবাং গুণময়ে বস্তুমাত্র এব তারতম্যময় বিশেষমজ্জিযুক্তৃণাং সম-
বুদ্ধিরেব সাদিত্যাহ বিদ্যেতি । ব্রাহ্মণে গবি ইতি সাহিত্যজ্ঞাতিত্বাং হস্তিনি মধ্যমে শুনি চ
স্বপাকেচেতি তামসজ্ঞাতিত্বাদধমেহপি তত্বিশেষবাগ্রহণাং সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ গুণাভীতাঃ
বিশেষবাগ্রহণ মেব সমং গুণাভীতাং ব্রহ্ম, তদ্বদ্বীং শীলং যোবাং তে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান দুই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত । যাহাকে প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি
স্বকীয় জ্ঞান বলি তাহাই জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা । অপ্রাকৃত জ্ঞানই
বিদ্যা । যে সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহা-
দের নিকট পরম জ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া, অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে
প্রকাশ করে ॥ ১৫ ॥

সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ বিশিষ্ট পরমেধরে যাহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি
লাভ করে, তাঁহারা অবিদ্যারূপ কল্মষ বিদ্যার দ্বারা ধোঁত করত অপুনরা-
হুতি রূপ মোক্ষ লাভ করেন । আমাতে যাহাদের অপ্রাকৃত রতি তাহা-
দের আর জড়রতি হয়না । তখন তাহারা আমারই প্রবণকীর্তনের প্রিয়
হইয়া পড়ে ॥ ১৬ ॥

অপ্রাকৃত গুণ লব্ধ জ্ঞানী সকল প্রাকৃত গুণ দ্বারা উত্তম মধ্যমরূপ

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেমাং সামোহ্নিতঃ মনঃ ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রাজি তে স্থিতাঃ ॥ ১৮ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ং ।

স্থির বুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদব্রহ্মজি স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

বাহুস্পর্শেষসস্তাত্মা বিন্দত্যাভ্রুনি যৎ সুখং ।

স ব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২০ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয়এব তে ।

আদ্যন্তবস্তুঃ কোন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২১ ॥

সমদৃষ্টিঃ স্তোতি । ইহৈব ইহলোকএব স্বজাত ইতি স্বর্গঃ । সংসারোজিতঃ পরা-
কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

এবং লৌকিক প্রিয়াপ্রিয়াদোরপি তেবাং সাম্যমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি । ন প্রহৃষ্যেৎ
ন প্রহৃষ্যতি, নোদ্বিজেৎ নোদ্বিজতে । সাধন দশায়ামেব মন্ত্যসেদিতি বিবক্ষয়া বা লিপ্ত্ ।
অসংমূঢ়ঃ হর্ষশোকানীনাং অভিমান নিবন্ধনহেন সংমোহমাত্রত্বাৎ : স চ বাহুস্পর্শে
বিষয়সুখেণু অসস্তাত্মা অনাসক্তমনাঃ । তত্র হেতুঃ আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি
সতি প্রাপ্তে যৎসুখং তৎ অক্ষয়ং সুখং । সএব অশ্নুতে প্রাপ্নোতি । নহি নিরন্তর মনস্তা-
বাদিনে মৃত্তিকা রোচতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

বিবেকবান্বেব বস্তুতো বিষয় সুখেনৈব সজ্জতীত্যাহ যে হীতি ॥ ২১ ॥

রূপ যে বৈষম্য তাহা পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু,
হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সম দর্শনপ্রযুক্ত পণ্ডিত সজ্জালাভ
করেন ॥ ১৭ ॥

বীহাদের মনু সামোহ্নিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহ লোকেই স্বর্গ অর্থাৎ সং-
সার জয় করিয়াছেন । ব্রহ্ম সমস্ত প্রযুক্ত নির্দোষ । অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই
অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাসক্ত মন হইয়া স্থির
বুদ্ধি হন । জড় জগতের প্রিয় বস্তু লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয় লাভে উবেগ স্বী-
কার করেন না । তিনি চিদগত সুখ লাভ করেন । তিনি ব্রহ্ম যোগ যুক্ত
হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

এরূপ বিবেকবান পুরুষ ইঞ্জিরার্থরূপ বিষয় সুখে আসক্ত হননা ।
• ইঞ্জিরার্থ জনিত সুখ সকল দুঃখকে প্রসব করে । তাহারা কেবল সংস্পর্শ

শক্ৰোত্তীহৈব যঃ সোহুং প্রাক্ষরীর বিমোক্ষণাৎ ।

কাম ক্রোধোত্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখী নরঃ ॥ ২২ ॥

যোহন্তঃ স্থখোহন্তরান্নন্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্ঝাণং ব্রহ্মভূতোহধি গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ঝাণ মুময়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ ।

ছিন্ন বৈধা যতাত্মানঃ সৰ্ব্ব ভূত হিতেরতাঃ ॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাং ।

অভিতো ব্রহ্মনির্ঝাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৫ ॥

সংসারসিদ্ধো পতিতোহপ্যেব এষ যোগী এষএব স্থখীত্যাহ শক্ৰোত্তীতি ॥ ২২ ॥

বস্ত সংসারান্তীত স্তস্ত তু ব্রহ্মভূতব এষ স্থখমিত্যাহ য ইতি । অন্তরান্নন্তেব স্থখংবস্ত
সঃ । যতোহন্তরান্নন্তেবরমতে, অতোহন্তরান্নন্তেব জ্যোতির্দৃষ্টি র্ত্ত সঃ ॥ ২৩ ॥

এবং রহবএব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহলভন্ত ইতি ॥ ২৪ ॥

জাতং পদার্থানাং অপ্রাপ্ত পরমাত্মজ্ঞানানাং কিমত্যকালেন ব্রহ্ম নির্ঝাণ স্থখং স্তাদিত্য-
পেক্ষান্নামাহ কামেতি । যতচেতসাং উপরত মনসাং ক্ষীণলিঙ্গশরীরগামিতি যাবৎ । অভিতঃ
সৰ্ব্বতোভাবেনৈব বর্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্ঝাণে তস্ত নৈবাতিবিলম্ব ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্ত বিশিষ্ট বলিয়া নিত্য নয় । হে
কৌন্তেয় ! সেই সকল অনিত্য স্থখে পূৰ্ব্বোক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি কোন ক্রমেই
প্রতি লাভ করেন না । দেহ যাত্রার জন্ত কেবল তৎ সম্বন্ধীয় কৰ্ম্ম সকল
নিষ্কাম রূপে স্বীকার করেন ॥ ২১ ॥

জড় শরীর ত্যাগ পর্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া, যিনি
নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহন করিতে সক্ষম হন, তিনিই
প্রকৃত স্থখী ॥ ২২ ॥

যিনি বাহ্য জগতের স্থখ, আরাম ও জ্যোতিকে অনিত্য জানিয়া অন্তর্জ-
গতের স্থখ আরাম ও জ্যোতিরূপ সাবিদ্যক জ্ঞানকে স্বীকার করত ব্রহ্ম
ভূত হন, তিনি যোগী এবং তিনি ব্রহ্ম নির্ঝাণ লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

যতচিত্ত, সৰ্ব্ব ভূত হিত কার্যেরত, এবং সংশয় রহিত ক্ষীণ পাপ ঋষি স-
কল ব্রহ্ম নির্ঝাণ লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধ হীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্টের সম্বন্ধে ব্রহ্ম নির্ঝাণ সৰ্ব্ব-
তোভাবে অদতিবিলম্বে উপস্থিত হয় । সংসার হিত নিষ্কাম কৰ্ম্ম যোগী সৰ্ব্ব

স্পর্শান্ কৃৎস্না বহির্কাহ্যাং চক্ষুঃশ্চবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসাত্যন্তর চারিণৌ ॥ ২৬ ॥

যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি মূর্নির্মোক্ষ পরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাতরক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭ ॥

তদেবমীশ্বর্যপিত নিকাম কর্মযোগেনাস্তঃকরণ শুদ্ধিঃ । ততোজ্ঞানং ত্বং পদার্থবিষয়কং ।
তত শুৎপদার্থ জ্ঞানার্থ ভক্তিঃ । তদ্ব্যবস্থানেন শুণাতীতেন ব্রহ্মাহুতব ইত্যুক্তং । ইদানীং
নিকাম কর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃ করণশ্রাষ্টাঙ্গ যোগঃ ব্রহ্মাহুতব সাধনঃ জ্ঞানযোগাদপ্যুৎকৃষ্টত্বেন
বঠাধ্যায়ের বক্তৃৎ তৎ সূত্ররূপঃ শ্লোকত্রয়মাহ স্পর্শানিতি । বাহ্যএব শব্দ স্পর্শরূপ রসগন্ধাঃ
স্পর্শশব্দ বাচ্যাঃ । মনসি প্রবিষ্ট যে বর্তন্তে তান্ তন্মাননসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্য বিবরেভ্যো
মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ । চক্ষুঃশ্চ ক্রবোরস্তরে মধ্যেকৃৎস্না নেত্রয়োঃসংপূর্ণ নিমীলনে নিত্রয়ো
মনোলীয়েতে উন্মীলনে বহিঃ প্রসরতি । তদ্ব্যবস্থায় দোষ পরিহারার্থং অর্দ্ধনিমীলনে ক্রমধ্যে
দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাস নিধাস রূপেণ নাসিকায়োরত্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানৌ উচ্ছ্বাধোগতি
নিরোধেন সমোকৃৎস্না যতা বশীকৃত্য ইল্লিন্নাদয়ো যেন সঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সং বিচার পূর্বক সমস্ত যে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম, তাহাতে অবস্থান করেন ।
তাহাতে জড় হুঃখ রূপ ক্লেশ নির্মাণ হয় । ইহাকেই ব্রহ্ম নির্মাণ বলে ॥ ২৫

হে অর্জুন ! ঈশ্বর্যপিত কর্ম যোগ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি । অন্তঃকরণ
শুদ্ধি হইতে ত্বং পদার্থ নিরূপক জ্ঞান । সেই জ্ঞান জনিত তৎ পদার্থ জ্ঞান
স্বরূপ ভক্তি । ভক্তি জনিত শুণাতীত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাহুতব । এই সকল ক্রম
তোমাকে বলিলাম । সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মাহুতব সাধন রূপ
অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব । তাহার আভাস রূপ কএকটি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শ সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করত চক্ষুকে ক্রবোরের মধ্যবর্তী রাখিয়া
নাসিকার মধ্যভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে । সম্পূর্ণ নিমীলন দ্বারা নিত্রায়
আশ্রিত্য এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন দ্বারা বহিঃদৃষ্টির আশ্রিত্য থাকায় অর্দ্ধ নিমীলন
পূর্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে যে, ক্রমধ্যে দৃষ্টিপাত হয় । উচ্ছ্বাস
নিধাস রূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুচারিত করিয়া
উচ্ছ্বাধোগতি নিরোধ পূর্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে । এই
প্রকারে আসীন ও মুদ্রাহুক্ত হইয়া, ভিত্তেভিন্ন, ভিত মন ও ভিত বুদ্ধি মোক্ষ
পরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মাহুতব অভ্যাস করিলে,

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরং ।

স্বহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং যাস্তি মূচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পৰ্বণি শ্রীভগবদগীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সংন্যাস যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

এবমুত্তম যোগিনোহপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যুত্থেন পরমাত্ম জ্ঞানেনৈব মোক্ষইত্যাহ ভোক্তার-মিতি । যজ্ঞানাং কৰ্ম্মকৃতানাং, তপসাঞ্চ জ্ঞানিকৃতানাং, ভোক্তারঃ পালয়িতারমিতি কৰ্ম্মিণাং-জ্ঞানিনাং চোপাস্তং, সৰ্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিয়ন্তারং অন্তৰ্ধামিনং যোগিনামুপাস্তং, সৰ্বভূতানাং স্বহৃদং কৃপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন হিতকারিণমিতি ভক্তানাং উপাস্তং মাং জ্ঞায়েতি স্বভক্তগণময় জ্ঞানেন নিগুণস্ত মমামুভবাসম্ভবাৎ “ভক্ত্যাহ মেকয়াগ্রাহ” ইতি মন্ত্ৰভেদে । নিগুণসাত্ত্বৈক্যব যোগী যোপাস্তং পরমাত্মানং মাং অপরোক্তানুভব গোচরী কৃত্য শাস্তিঃ মোক্ষমূচ্ছতি প্রাপ্নোতি । ২৮ ॥

নিকাম কৰ্ম্মণাজ্ঞানী যোগী চাত্র বিমুচ্যতে ।

জ্ঞাত্বাত্ম পরমাত্মানা বিত্যাধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

ইতি সারার্থ বৰ্ণিণ্যাং হৰ্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাসু পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ২ ॥

শুণাতীত ধৰ্ম্ম রূপ জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন । অতএব নিকামকৰ্ম্মযোগ সাধনকালে অর্থাভযোগকেও তদঙ্গ বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

এবমুত্তম যোগীগণও ভক্তিজ্ঞানিত পরমাত্মজ্ঞান দ্বরাই মোক্ষ লাভ করেন । কৰ্ম্মাদিগের কৃত যজ্ঞ এবং জ্ঞানীদিগের কৃত তপস্তা সমূহের ভোক্তা অর্থাৎ পালয়িতা বলিয়া আমাকেই জানিবে । যোগীদিগের উপাস্ত অন্তৰ্ধামী পুরুষ রূপ আমি সৰ্বভূতের স্বহৃৎ । আমিই রূপা করিয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্তি উপদেশ পূৰ্ব্বক জীবের হিত সাধন করি । যোগীগণ যোপাস্ত পরমাত্মাচিন্তা দ্বারা নিগুণতা লাভ করিলে ভগবৎ স্বরূপ আমাকে জানিতে পারেন । আমি সৰ্ব লোক মহেশ্বর । আমাকে ভগবৎ স্বরূপে জানিতে পারিলে, যোগীগণ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানী ও যোগী নিকাম কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব অবগত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

বর্ত্তোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।
ন সংশ্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি নচাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
যং সন্ন্যাসামিতি প্রাহুৰ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব !!
নহ্যসংশ্যস্ত সংকল্পো যোগীভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

যঠেষু যোগিনোযোগ প্রকার বিজিতাঙ্গনঃ ।

মনসশ্চক্ৰল স্থাপি নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে ॥

অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিকামকৰ্ম্মসহসা ন ত্যাজ্যমিত্যাহ ।
কৰ্ম্মফলসনাশ্রিতঃ অনপেক্ষ্যমাণঃ কাৰ্য্যং অবশ্য কৰ্ত্তব্যাত্মেন শাস্ত্রবিহিতং কৰ্ম্ম যঃ কৰোতি,
সএব কৰ্ম্মফলসংশ্যাসাং সন্ন্যাসী, সএব বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ যোগীচোচ্যতে । নচ
নিরগ্নিঃ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মমাত্র ত্যাগবানেব সন্ন্যাস্যচ্যতে । নচাক্রিয়ঃ দৈহিকচেষ্টাশূন্তঃ
অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্রএব যোগীচোচ্যতে ॥ ১ ॥

কৰ্ম্মফলত্যাগএব সন্ন্যাস শব্দার্থো । বস্তুত স্তথা বিষয়েভাশ্চিত্ত নৈশ্চল্যমেব যোগ-
শব্দার্থঃ । তন্মাৎ সন্ন্যাস যোগশব্দরোরৈকার্থ্যমেবাংগত মিথ্যাহ য় মিতি । *অসংশ্যস্ত ন
সংশ্যস্তত্যক্তঃ সংকল্পঃ কলাকাজ্জা বিষয়ভোগস্পৃহা যেন সঃ ॥ ২ ॥

নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ
মনে করিবেনা এবং অৰ্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টা শূন্ত হইলেই যে
অষ্টাঙ্গ যোগী হয় তাহাও নয় । কিন্তু কৰ্ম্মফল ত্যাগ পূৰ্ব্বক যিনিকৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম
সকল আচরণ করেন, তাহাকেই সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয় নাম প্রয়োগ করা
যাইতে পারে ॥ ১ ॥

হে পাণ্ডব ! যাহাকে সন্ন্যাস বলা যায়, তাহাকেই যোগ বলা যায় । কাম
সকল পরিত্যাগ না করিলে জীব কখন যোগী পদ বাচ্য হইয়না । পূৰ্বে আমি
তোমাকে সাংখ্য ও কৰ্ম্ম যোগের যে রূপ একতা দেখাইয়াছি সেইরূপ অষ্টাঙ্গ
যোগ ও কৰ্ম্মযোগের একতা এখন দেখাইব । বাস্তব বিচারে সাংখ্য, কৰ্ম্ম

আরুণকোমুনৈবোপঃ কৰ্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুণক্য তন্ত্ৰৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বশুভজ্ঞতে ।

সৰ্ব্ব সংকল্প সংশ্যাসী যোগারুণক্যদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুর্নাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

নহু তর্হ্যষ্টাকযোগিনো বাবজীবমেব নিকাম কৰ্ম্মযোগঃ প্রাপ্ত ইত্যশক্য তস্তাবধিমাহ আরুণকোব্রিতি । মুনৈবোপাত্যাসিনো যোগঃ নিশ্চলধ্যানযোগঃ আরোচুমিচ্ছোঃ তদা-
রোহে কারণঃ কৰ্ম্মচোচ্যতে, চিত্তশুদ্ধিকরতঃ । ততস্তত্ত্বযোগঃ ধ্যানযোগমারুণক্য ধ্যান-
নিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিবেকক সৰ্ব্বকর্মেপরমঃ কারণঃ ॥ ৩ ॥

তদেবং সম্যক্ চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগারুণক্যঃ । সম্যক্ শুদ্ধচিত্তস্ত যোগারুণক্যজ্ঞাপকং
লক্ষণমাহ বদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু । কৰ্ম্মহু তৎসাধনেষু ॥ ৪ ॥

যশ্রাদিল্লিয়ার্থসন্ত্যা এবান্না সংসারকূপে পাতিত স্তং যত্নেনোদ্ধরেদিতি । আত্মনা
বিষয়াসক্তি রহিতেন মনসা । আত্মানং জীবঃ উদ্ধরেৎ । বিষয়াসক্তি সহিতেন মনসাত্ম
আত্মানং নাবসাদয়েৎ ন সংসারকূপে পাতয়েৎ । তন্মাদান্না মনএব বন্ধুর্মনএব রিপুঃ ॥ ৫ ॥

যোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ ইহারা কেহ পৃথক্ নয় । মূৰ্ত্তেরাই ইহাদিগকে পৃথক্
পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥ ২ ॥

যোগ একটি সোপান বিশেষ । জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থা অর্থাৎ
জড় ভূল্য জড় বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা ইহাতে বিগুহ্ব চিদাবস্থা পর্য্যন্ত একটি
সোপান আছে । সেই সোপানের কোন অংশের কোন একটি নাম আছে ।
কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম । যোগ সোপানের দুইটি স্থল বিভাগ ।
যোগারুণক্য হুনি সকল অর্থাৎ বাহারা আরোহণ কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়া-
ছেন, তাঁহাদের কৰ্ম্মই কারণ বা লক্ষ্য । আরুণ পুরুষদিগের শম বা শান্তিই
কারণ বা লক্ষ্য । ঐ দুইটি স্থল বিভাগের নাম কৰ্ম্ম ও শান্তি ॥ ৩ ॥

সেই সময়েই জীবকে যোগারুণক বলা যায়, যে সময় ইন্দ্রিয়ার্থ সকলে
এবং কৰ্ম্মে আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণ রূপে মনঃ পরায়ণ আচরণ
করেন ॥ ৪ ॥

বিষয়াসক্তি রহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত জীবকে
উদ্ধার করিবে । আত্মাকে সংসার সর্পিণ দ্বারা অবসর করিবেনা । মনই
জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধ ও পক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মান্ননন্তস্ত যেনৈবাত্মান্ননাজিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বর্তেতাশ্চৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাব মানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইতু্যচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্রংকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রায়ুদ্দাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্য বন্ধুযু ।

কস্য স বন্ধুঃ কস্য স রিপুৰিতাপেক্ষারামাহ বন্ধুরিতি । যেনাত্মনা জীবেন আত্মা মনো-
জিতঃ তস্যজীবসা স আত্মা মনোবন্ধুঃ । অনাত্মনো অজিত মনসস্ত আশ্চৈব মনএব শত্রুবৎ
শত্রুত্বে অপকারকত্বে বর্ততে ॥ ৬ ॥

অথ যোগারূঢ়স্য চিহ্নানি দর্শয়তি ত্রিভিঃ । জিতাত্মনোজিতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদি
রহিতস্য যোগিনঃ পরমতিশয়েন সমাহিতঃ সমাধিস্থ আত্মা ভবেৎ । শীতাদিষু সংযপি
মানাপমানয়োঃ প্রাপ্তরোরপি ॥ ৭ ॥

জ্ঞানমোপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষাত্মভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাজ্ঞ আত্মাচিত্তং যস্য
সঃ । কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্বকালং বাধ্যাহিতঃ, সর্ববস্তুবাসক্তত্বাৎ । সমানি
লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ । লোষ্ট্রঃ সূত্ৰপিত্তঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃৎ স্বভাবেন হিতাসংগী ॥ মিত্রঃ কেনাপি স্নেহেন হিতকারী । অরির্ঘাতকঃ । উদা-
সীনঃ বিবদমানরোরূপেককঃ । মধ্যস্থঃ বিবদমানয়ো বিবাদাপহারার্থী । দ্বেষ্যঃ অপকারক
ত্বাৎ দ্বেষ্যঃ । বন্ধুঃ সম্বন্ধী সাধবো ধার্মিকঃ । পাপাঃ অধার্মিকঃ । এতেষু সমবুদ্ধিত
বিশিষ্যতে । সমলোষ্ট্রাশ্রংকাঞ্চনাং সকাশাদপি শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥

যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মন তাঁহার বন্ধু । অজিত মনা ব্যক্তির
শত্রু মনই তাঁহার শত্রু ॥ ৬ ॥

যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে । তিনি মনকে জয় করিয়া-
ছেন । তিনি রাগাদি রহিত । তিনি সমাধিস্থ । শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখ ও
মানাপমান, প্রাপ্ত হইয়াও অবিচালিত ॥ ৭ ॥

তিনি উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষাত্মভূতি রূপ বিজ্ঞান দ্বারা পরিভূক্ত
চিত্ত স্বভাবেস্থিত । জিতেন্দ্রিয় । লোষ্ট্র, সূত্ৰপিত্ত, প্রস্রাব ও মূত্র সমুদায়ই
যে অঙ্গ পরিগণিত এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্ত ॥ ৮ ॥

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্মিক ও পাপাচারী এ
সকলের প্রতি সমবুদ্ধি দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥

সাধুযপি চ পাপেবু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
 যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ ।
 একাকী শ্বতচিন্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
 শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাভ্যুচ্ছিতং নাতি নীচং চেলাজিন কুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
 তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিশ্বাসনে যুজ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
 সমংকায়শিরোদ্রীং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
 প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্বক্কাচারিব্রতেস্থিতঃ ।
 মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তোযুক্তআসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অথ সাঙ্গং যোগং বিধন্তে যোগীতাদিনা স যোগী পরমোমত ইত্যন্তেন । যোগী যোগা-
 রুচ আত্মানং মনোযুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্ধ্যাৎ ॥ ১০ ॥

প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা! চেলাজিন কুশোত্তর মতি। কুশাসনোপরি যুগচন্দ্রাসনং,
 তদুপরি বস্ত্রাসনং নিধায়েতঃ। আত্মনোহস্তঃ করণস্য বিশুদ্ধয়ে বিবেকপ শূন্তত্বেনাতি
 হৃদয়তর্য্যাক্রমাক্ষাৎকার যোগ্যতায়ৈ । “দৃশ্যতে স্বগ্রামা বুদ্ধ্যতি শ্রুতেঃ” ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

কারো দেহমধ্যভাগঃ । সমং অবক্রং, অচলং নিশ্চলং । ধারয়ন্ কুর্স্বন্ । মনঃ সংযম্য প্রত্যা-
 ক্ষত্য মচ্ছিত্তো মাংচতুর্ভুজং হৃদয়াকারং চিন্তয়ন্ । মৎপরঃ মন্তজি পরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

যোগারুচ ব্যক্তি সর্বদা একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ।
 তিনি দেহযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে অপক্লিষ্ট-
 অর্থাৎ অসং পরিগ্রহ বর্জন করিবেন ও ফল কামনা শূন্ত হইবেন ॥ ১০ ॥

একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে কুশাসনোপরি যুগচন্দ্রাসন, তদুপরি
 বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ
 ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক, তাহাতে আসীন হইবেন । তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত,
 ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া
 যোগাভ্যাস করিবেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শরীর মন্তক ও ঐবাকে সমান ভাবে রাখিয়া অন্য দিকে দুই নিঃক্ষেপ না
 হয় তৎকর্ত্ত নাসিকাগ্রভাগ দুই করত প্রশান্তাত্মা তন্ন শূন্ত, ও ব্রহ্মচারী ব্রতে-

যুগ্মমেবং সদাঙ্গানং যোগী নিয়ত মানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি নচৈকান্তমনগ্নতঃ ।

ন চাতি স্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতোনৈব চার্জুন ! ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহার বিহারস্ত যুক্তচেচ্ছস্ত কৰ্ম্মস্ত ।

যুক্ত স্বপ্নাববোধস্ত যোগভবতি হুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।

নিম্প্রহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

আঙ্গানং মনোযুগ্মং ধ্যানযোগ যুক্তং কুর্শ্বন্ । যতো নিয়ত মানসঃ বিষয়োপরতচিন্তঃ ।
নির্বাণো মোক্ষএব পরমঃ প্রাপ্যো যসাং । ময়োব নির্বিশেষ ব্রহ্মণি সম্যক স্থা স্থিতির্বিস্যাং
তাং শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ দ্বাভ্যাং । অতঃপ্ততঃ অধিকঃ ভূজ্ঞানস্যা । যদুক্তং—
“পুরোদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু । বায়োঃ সঞ্চরণার্থস্ত চতুর্থমবশেষয়েৎ ইতি ।” ॥ ১৬ ॥

যুক্তো নিয়তএব আহারো ভোজনঃ বিহারো গমনঞ্চ যস্য তস্যাকৰ্ম্মহ ব্যবহারিক পায়-
মার্খিক কৃতোযু যুক্তা নিয়তাএব চেষ্টা বাণ্ণ্যপারাদ্যা যসা তসা ॥ ১৭ ॥

যোগী নিম্প্র যোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদেতি । বিনিয়তঃ নিরুদ্ধঃ চিত্তং
আত্মনি শাস্ত্রিমেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন পূর্বক চতুর্ভূজ স্বরূপ
আমার বিষু মূর্তিতে পরমাত্ম পরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন । ১৩ । ১৪ ॥

এই রূপ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড় সম্বন্ধীয় চিন্তবৃত্তি নি-
রুদ্ধ হয় । যদি ভক্তি-পরায়ণতার অভাব নাহয় তবে ক্রমে মৎসংস্থ নির্বাণ
পরশান্তি অর্থাৎ জড় মোক্ষ ও চিং প্রকৃতিকে যোগী লাভ করেন । ১৫ ॥

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয়, এবং নিতান্ত
নিদ্রাপৃষ্ঠ ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, কৰ্ম্ম সকলে যুক্ত চেষ্টা, যুক্ত নিদ্রা, যুক্ত জাগ্রত
ব্যক্তিদিগেরই ক্রম চেষ্টা দ্বারা জড় হুঃখ নাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

যখন যোগীর চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্ঠতা
পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত ক্রিয়ের সমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত
হয় তখন সমস্ত জড় কৰ্ম্ম শূন্য হইয়া পুরুষ যোগ যুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেদ্রতে সোপমান্বতা ।
 যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
 যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
 যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশুন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিবাতস্থো নিরবাত দেশস্থিতো দীপো নেদ্রতে ন চলতি যঃ সএব দীপ উপমা যথা যথা-
 বদিতার্থঃ । সোহচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সন্ধিঃ কস্যোপমা ইত্যত আহ যোগিন
 ইতি ॥ ১৯ ॥

নাত্মনন্ত যোগোহন্তীত্যাদৌ যোগশব্দেন সমাধিরুক্তঃ । সচ সংপ্রজ্ঞাতঃ অসংপ্রজ্ঞা-
 তন্তঃ । সবিতর্ক সবিচারাদি ভেদাৎ সংপ্রজ্ঞাতো বহুবিধঃ । অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরূপো
 যোগঃ কীদৃশঃ ইত্যপেক্ষারামাহ যত্রোপাদি সাদৈক্যমিতি । যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে
 বস্তুমাত্রমেব ন স্পৃশ্যতীত্যর্থঃ । তত্রহেতুর্নিরুদ্ধমিতি । তথাচ পাতঞ্জলি সূত্রং—“যোগশ্চিত্ত-
 বৃত্তি নিরোধ ইতি ।” যত্রোপাদিপদানং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনাশ্রয়ঃ । আত্মনা
 পরমাত্মাকারান্তঃকরণেন আত্মানং পরমাত্মানং পশুন্ তস্মিন্ তুষ্যতি তত্রত্যং স্ত্বং
 প্রাপ্নোতি । ২০ ॥

বায়ু শূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্ত
 তজ্জপ ॥ ১৯ ॥

এই রূপ যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতি ক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়
 বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয় । তখন সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় । সেই
 অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করত তজ্জনিত স্ত্ব
 লাভ করেন । পতঞ্জলি মুনি যে দর্শন শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ
 অষ্টাঙ্গ যোগ বিষয়ক শাস্ত্র । তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে নাপারিয়া তাঁহার
 টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদীগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে
 মোক্ষ বলেন, তাহা অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্য অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে
 সংবেদ্য সংবেদন স্বীকার রূপ দ্বৈতভাব দ্বারা কৈবল্য হানি হইবে । পতঞ্জলি
 মুনি তাহা বলেননা । তিনি তাঁহার কৃত শেষসূত্রে এই মাত্র বলিয়াছেন,—

“পুরুষার্থ শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ

প্রতিষ্ঠা বা চিত্ত শক্তিরিতি ॥”

সকল ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ শূন্য হইলে কণিক বিকার

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ততঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যদাত্যন্তিকং সুখং প্রসিদ্ধং তদেব যত্র সমাধৌ সতিবেত্তি । বুদ্ধ্যা আত্মাকারয়েব গ্রাহ্যং । অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিতং । অতএব যত্রস্থিতঃসন্ তত্ততঃ আত্ম স্বরূপায়ৈব চলতি । ২১ ॥

অতএব যং লাভং লব্ধ্বা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মন্যতে ॥ ২২ ॥

উদ্ভব করিবে না । তখন চিত্তশ্রমের কৈবল্য হয় । তদ্বারা তাহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয় । তাহাকে চিতি শক্তি বলে । গাঢ় রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংশ স্বীকার করিলেননা । কেবল গুণ স-কলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন । চিতিশক্তি শব্দে চিত্তশ্রম বুঝিতে হয় । অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ ধর্মোদয় হইয়া থাকে । প্রাকৃত সম্বন্ধ যোগে আত্মার দে দশা তাহারই নাম আত্ম গুণবিকার । তাহা গেলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম যে আনন্দ তাহা লোপ হইবে এরূপ পতঞ্জলির শিক্ষা নয় ! প্রকৃতি বিকার শূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে । সেই আনন্দই সুখ স্বরূপ । তাহাই যোগের চরম ফল । তাহাকেই ভক্তি বলে, ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ২০ ॥

সমাধি দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসবিতর্ক, সবিচারাদি ভেদে বহুবিধ । অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি একই প্রকার । সেই অসম্প্র-
~~জ্ঞাত সমাধিতে~~ বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিত, আত্মাকারাবুদ্ধি গ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ লাভ হয় । সেই বিমুক্ত আত্ম সুখে অবস্থিত যোগী—চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয়না । এই অবস্থা না লাভ করিতে পারিলে অষ্টাঙ্গ যোগে জীবের মঙ্গল হয় না, যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতি রূপ অবাস্তর লাভ আছে, তাহাতে আকর্ষিত হইলে যোগীর চিত্ত চরম উদ্দেশ্য রূপ সমাধি সুখ হইতে বিচা-লিত হয় । এই সকল অন্তরায় হইতে যোগ সাধন সময়ে অনেক অমঙ্গল উৎপন্ন আছে । তীক্ষ্ণযোগে যে সেরূপ আশঙ্কানাই, তাহা পরে কথিত হইবে ॥ ২১ ॥
 সমাধিতে যে সুখলাভ হয় তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার সুখকে যোগী

তং বিদ্যাদ্ধুঃখ সংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতং ।

সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিগ্ন চেতসা ॥ ২৩ ॥

দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রোপাধি বিরোগো বস্তুতঃ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাপ্রাপ্তং সমাধিং বিদ্যাং । যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপ্যয়ং মে যোগঃ সংসংস্যাভ্যোবেতি যো নিশ্চয়ঃ তেন । অনির্ব্বিগ্নচেতসা 'এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমতঃপরং কষ্টে নেত্যনুতাপো নির্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা । ইহজন্মনি জন্মান্তরে বা সিধ্যতু, কিং মে দ্বরয়া ইতি ধৈর্য্যযুক্তেন মনসা ইত্যর্থঃ । তদেতদগোড়পাদা উদাহর্ষঃ,—“উৎসেক উদধের্ব্বষৎ কুশাগ্রৈগৈক বিল্লুনা । মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিগেদতঃ, ইতি । উৎসেক উৎসেচনং ; শোষণাধ্যবসারেন জলোদ্ধরণমিতি বাবৎ । অত্র কাচিৎকাথ্যিকান্তিঃ—কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোহুগানি ভীরুত্বানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোজ্জহার । সচ সমুদ্রং শোষণিবাম্যোবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈককং জনবিল্লুযুপরি প্রচিক্ষেপ । ততশ্চ স বহতিঃপক্ষিভির্ব্বজ্জুতি-যুক্ত্য। বার্ষ্যমানোহপি নৈবোপররাম । যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোহপি অগ্নিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষণিবাম্যোবেতি তদগ্রেহপি পুনঃ প্রতিজ্ঞজে । ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালু নারদঃ গরুড়ং তৎ সাহায্যায় প্রেরয়ামাস । সমুদ্রস্বদীর্ঘ জাতিদ্রোহেন দ্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন ততো গরুড় পক্ষ বাতেন শুধ্যন্ সমুদ্রোহতিভীতস্তান্যুগানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি । এবমেব শাস্ত্রবচনান্তিকোন যোগে জ্ঞানে ভক্তো বা প্রবর্তমান যুগসাহ বস্তুং অধ্যবসারিনঃ জনঃ ভগবান্বেবানুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যং ॥ ২৩ ॥

শ্রেষ্ঠ মনে করেন না অর্থাৎ দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ দ্বারা যে সকল ক্লমিক স্মৃথোৎপত্তি হয় সে সকল স্মৃথকে তুচ্ছ বলিয়াই, দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করেন । দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণপর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখ সকলকে সহ্য করিয়া নিজের অধেষণীয় সমাধি স্মৃথ সম্ভোগ করেন । সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম স্মৃথ পরিত্যাগ করেন না । ২২ ॥

দুঃখ সকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহার অধিকক্লম থাকে না, ইহাদের বিরোগ শীঘ্রই হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগানুষ্ঠান করিবেন । যোগকল লাভ সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্বেদ সহকারে যোগাত্যাস পরিত্যক্ত করিবেন না । অর্থাৎ যোগকল লাভ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে অধ্যবসায় করিবেন । ২৩ ॥

সংকল্প প্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বাসর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেজিয় গ্রামং বিনিষম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা স কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং ।

ততস্ততো নিযমৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হেন যোগিনং স্তথমুভয়ং ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকলুষং ॥ ২৭ ॥

এতাদৃশ যোগভ্যাসে প্রবৃত্তস্য প্রাথমিকং কৃত্যং । অন্ত্যঞ্চ কৃত্যমাহ সংকল্পেতি দ্বাভ্যাং ।
কামাংস্ত্যক্ত্বা ইতি প্রাথমিকং কৃত্যং । ২৪ ॥

নকিঞ্চিদপি চিন্তয়েদিত্যন্ত্যং কৃত্যং । ২৫ ॥

যসিচ প্রাক্তন দোষোদগমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টং মনশ্চঞ্চলং স্যাৎ, তদাপুনর্বোগ-
মভ্যাসেদিত্যাহ যতো যত ইতি ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ পূর্ববদেব তস্য সমাধিস্থং স্যাদিত্যাহ প্রশান্তেতি । স্তথং কর্ত্ব, যোগিনমুপৈতি
প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

যোগ সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামসিদ্ধ
ফল সঙ্কল্প জনিত কাম সমূহ সর্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইঞ্জিয়
সকলকে সম্যক্ৰূপে নিয়মিত করিবে। ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধি
দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার। মনকে
ধ্যান ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্ম সমাধি
করিবে। তখন আর জড়বিষয়ের চিন্তা করিবেনা। দেহযাত্রার জন্য বিষ্-
য়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবেন না, ইহাই উপদিষ্ট হইল।
ইহাই যোগের অত্যন্ত কৃত্য। ২৪ ॥ ২৫ ॥

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির। কখন কখন বিচলিত হইলেও তাহাকে
ব্রহ্মপূর্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। ২৬ ॥

এইরূপ অভ্যাস ও বিয় বিনাশ পূর্বক বাহ্যিক-মন প্রশান্ত হয় সেই ব্রহ্ম-
ভূত, পাপশূন্য, প্রশান্তরজঃ যোগী-পূর্বকোক্ত উত্তম স্তথ লাভ করেন। ২৭ ॥

যুঞ্জস্বৈবং সদাঙ্গানং যোগী বিগতকল্মষং ।
 অথেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
 সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
 ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
 যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
 তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ কৃতার্থ এব ভবতীত্যাহ যুঞ্জমিতি সুখমশ্নুতে । জীবন্তু এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

জীবন্তুতস্য তস্য ব্রহ্ম সাংস্পর্শকারণং দর্শয়তি সর্বভূতস্ব মাত্মানমিতি । পরমাত্মনঃ সর্ব-
 ভূতাদিষ্ঠাতৃত্বং । আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সর্বভূতাদিষ্ঠানঞ্চ । ইক্ষতে অপরোক্ততয়া অনুভবতি
 যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণঃ । সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

এবমপরোক্তানুভবিনঃ কলমাহ যোগ্যমিতি । তস্যাহং ব্রহ্ম ন প্রণশ্যামি নাপ্রত্যক্ষী ভবামি ।
 তথা মে প্রত্যক্ষতয়া, শাবিতিকাং সত্যং স যোগী মে মহুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি, ন কদাচিদপি
 ব্রশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগত কল্মষ ইহয়া ব্রহ্ম সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত
 সুখভোগ করেন । অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দ লাভ
 করেন । ইহাই ভক্তি । ২৮ ॥

সেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ সুখ কিরূপ তাহা সংক্ষেপতঃ বলি । সমাধি প্রাপ্ত
 যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া । তাঁহার ভাব ব্যবহার
 এইরূপ হয় । আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন ।
 ক্রিয়া ব্যবহারে তিনি সর্বত্র সমদর্শী । পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও এক
 শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি । ২৯ ॥

‘‘তিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন
 আমি তাঁহার হই,’’ অর্থাৎ শাস্ত্ররূপে অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে আমি
 তাহার সে আমার এইরূপ একটা সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয় । সে সম্বন্ধ
 করিলে আর আমি তাহাকে শুদ্ধ নির্ধারণরূপ সর্বনাশ প্রদান করি না । সে
 আমার দাস হয় বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারে না । ৩০ ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি সযোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহজ্জুন ! ।

স্বখংবা যদিবা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২ ॥

এবং মদপরোক্ষানুভবাৎ পূর্বদশায়ামপি সর্বত্র পরাস্থ ভাবনয়া ভজ্যতো যোগিনো ন বিধি কৈৰ্ব্যং ইত্যাহ সৰ্বেতি । পরমাত্মৈব সৰ্কারণবাদ্যোহতীত্যেকত্বমাস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণ শ্রবণাদি ভজন যুক্তো ভবতি । স সর্বথা শাস্ত্রোক্তং কৰ্ম কুর্কর কুর্কর বা বর্তমানো ময়ি বর্ততে, নতু সংসারে ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ সাধন দশায়াং যোগী সর্বত্র সমঃসাদিত্যুক্তং । তত্র মুখ্যং সাম্যং ব্যাচষ্টে আত্মো-
পম্যেনেতি । স্বখং বা দুঃখং বেতি । যথা মম স্বখং প্রিয়ং দুঃখমপ্রিয়ং, তথৈবান্যোষামপীতি
সর্বত্র সমং পশ্যন্ স্বখমেব সৰ্বেষাং যো বাঞ্ছতি, নতু কন্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো
মমাস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

যোগীর সাধন কালে যে চতুর্ভূজাকার দৈব ধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহা
সমাধিকালে নির্বিকল্প অবস্থায় পরমেশ্বরের সাধনও সিদ্ধ কাল গত হৈত বুদ্ধি
রহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যাম সুন্দর মূর্তিতে একত্ব বুদ্ধি হয় । সর্ব-
ভূতস্থিত আমাকে যে যোগী-ভজন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীৰ্তন দ্বারা ভক্তি
করেন, তিনি কার্যকালে কৰ্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি
করিয়াও আমাতে বর্তমান থাকেন । শ্রীনারদ পুঙ্খরাব্রো যোগ উপদেশ
স্থলে কথিত আছে:—

দিক্ কালাদ্যনবচ্ছিন্নে ক্লেশে চেতো বিধায়চ ।

তন্ময়োভবতি ক্ষিপ্ৰং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥

দিক্ ও কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি তাহাতে চিত্ত বিধান
করিলে তন্ময়তা দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্ম সংস্পর্শ স্থখ উদ্ভিত হয় ।
কৃষ্ণভক্তিই যোগ সমাধির চরমতা । ৩১ ॥

যোগীর ক্রিয়া ব্যবহার কিরূপ তাহা বলি শুন । তিনিই পরমযোগী যিনি
সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন । সমদৃষ্টির অর্থ এই যে অন্য সুমন্ত জীবকে ব্যব-
হার স্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ অন্য জীবের স্বখ নিজ স্বখের
তায় স্বখকর এবং অন্য জীবের দুঃখ নিজ দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক একরূপ
জানেন । অতএব সমস্ত জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ
কার্য করেন । ইহাকেই সমদর্শন বলে । ৩২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগন্তুয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ! ।

এতস্যাংনপশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃকৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদৃঢ়ং ।

তস্যাং নিগ্রহংমন্যো বায়োরিব স্নুহুক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

ভগবন্তু লক্ষণসা সাম্যসা দুক্ষরত্ব মালক্ষ্যং যোহয়মিতি । এতসা সাম্যেন প্রাপ্তসা যোগসাহিত্যঃ সার্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি । যে যোগঃ সৰ্বদা ন তিষ্ঠতি । কিন্তু ত্রিচ-
তুর দিনানোবেতঃকঃ, কৃতচঞ্চলত্বাৎ । তথাহি আত্মহৃৎকঃসমমেব সৰ্বজগৎস্থিজনানাং
হৃৎ হৃৎ পশোদিতসাম-মুতঃ । তত্র যে বন্ধবন্তুটহাৎ, তেবু সাম্য-ভবেদপি । যে রিপবো
যাতকাঃ ষেটোরো নিলক্ষাৎ তেবু ন সম্ভবেদেব । নহি ময়া স্বসা যুধিষ্ঠিরসা দুৰ্যোধনসা চ
ত্বৎকঃপে সৰ্বথা তুলো ব্রহ্মঃ শকোতে । যদি চ স্বসা স্বরিপুণাং জীবাস্ত পরমাস্ত প্রাণে-
ল্লিয় দৈহিক ভূতানি সসানোবেতি বিবেকেন পশোত, তদাতংগনু দ্বিত্বি দিনানোব
স্যাৎ । বিবেকেনাতি প্রবলসাতি চঞ্চলসা মনসা নিগ্রহনাশকত্বাৎ । প্রত্নাত বিষয়া
সন্তেন তেন মনসৈব বিবেকসা প্রসামানত্ব দৰ্শনাদিতি ॥ ৩৩ ॥

এত দেবাহ চঞ্চলমিতি । নবাস্তানঃ রথিনঃ বিদ্ধি শরীরং রথ মেব চ ইত্যাদি
কৃতঃ । “ প্রাতঃ—শরীরং রথমিল্লিয়াপি হয় ন ভীষন মন ইল্লিযেশঃ । বন্ধ্যতি মাত্ৰা-
ধিরণাৎ সূতমিতি স্পৃতেচ বুদ্ধেমনোনিয়ন্তুত্ব দৰ্শনাদিবেকবতা বুদ্ধা মনোবশীকর্তৃৎ
শক্যমেবেতি চেদ্রত আহ । প্রমাথি বুদ্ধিমপি প্রকর্ষণে মণ্ডাটীতি, তৎ কৃত ইতি চেদ্রত
আহ বলবৎ । স্বপ্রশমক মোষধমপি বলবান্ রোগো যথা নগণয়তি, তথৈব স্বভাবাদেব
বলিষ্ঠ মনোবিবেকবতীমপি বুদ্ধিং । কিঞ্চ দৃঢ়ং অতি স্তম্ভবুদ্ধিস্তচাপি লোহমিব সহসা
ভেদুশলকঃ । বায়োরিতি আকাশে দৌধ্যমানস্য বায়োরনিগ্রহ কুন্তকাদিনানিরোধমিব
যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোংপি নিরোধঃ দুক্ষরঃ মন্যো ॥ ৩৪ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা
সাম্যবুদ্ধি সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে । তাহা আমি বুঝিতে
পারি না । হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিয়াছ যে বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে
নিয়মিত করিতে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি যে বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রক-
টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনের আছে, অতএব সেই বায়ুরূপ্যায় নিতান্ত
চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুক্ষর বোধ হইতেছে ।
বিবেকবতঃ শত্রু মিত্র প্রতি সমবুদ্ধি কেবল হই চারি জিন থাক। সম্ভব । তত্কা-

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনোহুনিগ্রহংচলং ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অসংযতান্না যোগো দুপ্রাপইতিমে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহবাণ্ডুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

উক্তমর্থমঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি অসংশয়মিতি । তন্নোক্তং সঁতামেব । কিন্তু বলবানপি যোগঃ তৎপ্রশমকৌবধ সেবয়া সধৈর্যা প্রযুক্ত প্রকারয়া মুহুরভ্যাস্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা হুনিগ্রহমপি মনঃ অভ্যাসেন সদগুরুপদিষ্ট প্রকারেণ পরমেশ্বর ধ্যান যোগস্য মুহুরমুশীলনেন বৈরাগ্যেণ বিষয়েষনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্তৃঃ শক্যত ইত্যর্থঃ । তথাচ পাতঞ্জল সূত্রং । “অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ ইতি ।” মহাবাহো ইতি সংগ্রামে দ্বয়া যম্মহাবীরা অপি বিজীয়ন্তে । সচ পিণাকপাণিরপি বশীকৃতন্তেনাপি কিং যদি মহাবীর শিরোমণি মনোনাশা প্রাধানিকোভটো মহাযোগাত্ম প্রয়োগেন জেতুং শক্যতে, তদৈব মহাবাহতেতি ভাবঃ । হে কৌন্তেয়! ইতি তত্র স্ব মাভৈবীঃ । মংপিভুঃ স্বহঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রোহয়ি নয়্যাসাহায্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্রায়ং পরামর্শ ইত্যত আহ । অসংযতান্না অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনোবশ্য তেন । তাভ্যাং তু বশ্যান্না বশীভূত মনসাপি পুংসা যততা চিরং যত্নবতৈব যোগো মনো নিরোধ লক্ষণঃ সমাধিরূপায়তঃ সাধনভূয়স্ত্বাং প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বান্ধিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুদ্ধিতে অক্ষম ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান কহিলেন হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে । কিন্তু যোগ শাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে হুনিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

আমার উপদেশ এই যে যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না । কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন তিনি যোগ সিদ্ধ অবশ্যই হইয়া থাকেন । যথার্থ উপায় সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে যিনি ভগবদর্পিত নিকাম কৰ্ম্মযোগ দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আচার ধ্যানাদি দ্বারা নিয়ত চিন্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহ বাজা নির্বাহের জন্য বৈরাগ্য সহকারে বিষয় স্বীকার করেন তিনি যোগ সিদ্ধি ক্রমশঃ লাভ করিতে থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অর্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাংগতিংকৃষ্ণ ! গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশিহ্নান্নমিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো ! বিমূঢ়ো বুদ্ধগঃপথি ॥ ৩৮ ॥

নহু অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং প্রবৃত্তবতৈব পুংসা যোগোলভ্যত ইতি দুরোচ্যতে । যস্য এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তস্য কাংগতিরिति পৃচ্ছতি । অযতিঃ অলংঘ্যঃ । অনবর্ণার বাগুরিতি বদল্পার্থে নঞ । অথচ শ্রদ্ধয়োপেতঃ যোগশাস্ত্রান্তিক্যেন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, নহু লোকবৎকণ্ডেন মিথ্যচারঃ । কিন্তু, অভ্যাস বৈরাগ্যয়োরাভাবেন যোগাচ্চলিতঃ বিবর প্রবণীভূতঃ মানসঃ যস্য সং । অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্ সিদ্ধিং অপ্রাপ্যতি যৎ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিত্ব প্রাপ্ত এবতি যোগাকরুণাকৃতমিকাতোহগ্রিমাং যোগারোহ ভূমিকারাঃ প্রথমাং কক্ষাং গত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

কুচিং ইতি প্রপ্নে উভয় বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাক্ষুতঃ । যোগমার্গক্ সমাগপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । শিহ্নান্নমিবেতি । যথা শিহ্নং অত্রঃ মেঘঃ পূৰ্ণস্নাদজারিগ্নিষ্ট মভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তঃ সৎ মধ্যো বিলীরতে । তেনাস্য ইহলোকে যোগমার্গেহপ্রবেশাদিবয় ভোগত্যাগেচ্ছা সম্যথৈরাগ্যা ভাবাদিবয় ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টং । পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্য কৰ্ম্মণোহভাবাৎ মোক্ষসাধনস্য যোগসাপ্যপরিপাকাত্ ন স্বর্গমোক্ষাবিত্যভয় লোকে এবাস্য বিনাশ ইতিদ্যোতির্ভং । অতো ব্রহ্ম পাণ্ডুপায়ে পৃথিমার্গে বিমূঢ়োহয়ঃ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামান্দমপ্রাপ্তঃ সন্ কুচিং কিং নশ্যতি ন নশ্যতি বেতি ত্বং পৃচ্ছাসে ॥ ৩৮ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! তুমি কহিলে সম্যক্ বদ্ব সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয় কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যোগ উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎপরমাণে ~~শ্রদ্ধা~~ ~~করেন~~ কিন্তু যতি হইতে পারেন না অর্থাৎ স্বল্পমাত্র বদ্ব করেন । সেই সকল ব্যক্তির অন অভ্যাস ও বৈরাগ্য অভাবে বিবর-প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচালিত হয় । তাহাদের কি গতি হয় ? ॥ ৩৭ ॥

সকাম কৰ্ম্ম ভাগ স্নাতীত যোগ চেষ্টা হয় না । সকাম কৰ্ম্মই মূঢ় লোকের পক্ষে হিতকর, বেহেতু তদ্বারা ইহলোকে সুখ, ও পুণ্য দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয় । বোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন্ত সেই সকাম কৰ্ম্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণ প্রযুক্ত তাহার যোগ সংসিদ্ধি হইল না । অতএব

এতন্মে সংশয়ংকৃৎ ! ছেতুর্মহস্যশেষতঃ ।

হৃদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্মৈ বিদ্যতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যংকৃতাং লোকানুষ্টিয়া শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

এতৎ এতং ॥ ৩৯ ॥

ইহলোকে অমৃত পরলোকেহপি কল্যাণং কল্যাণপ্রাপকং যোগং করোতীতি সং ॥ ৪০ ॥

তর্হি কংগতিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যত আহ প্রাপ্যেতি । পুণ্যকৃতাঃ অশ্রমেধাদিবাঞ্ছিনাং লোকামিতি যোগশ্রুতং নোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি । তত্রপক্ যোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যং যোগভ্রংশেষতি ভোগএব । পরিপক্ যোগিনস্ত ভোগেচ্ছায়াং অসন্তবান্যোকএব । কেচিত্তু পরিপক্ যোগিনোহপি দৈবাভোগেচ্ছায়াং সত্যং কৰ্ম্ম সৌভাগ্যাদি দৃষ্ট্য ভোগমপ্যা-
হরতি । শুচীনাং সদাচারিণাং শ্রীমতাং ধনিক বণিগাদীনাং রাজ্ঞাং বা ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মলাভের যে পথ তাহাতে বিমূঢ় হইয়া অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িল । সে উভয় মার্গে ভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ত্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে ? ॥ ৩৮ ॥

শাস্ত্রকারেরা সর্বজ্ঞ নন, তুমি পরমেশ্বর অতএব সর্বজ্ঞ । তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদ করিতে ক্ষমবান হইবে না । অতএব কৃপাপূর্বক আমার এই সংশয়টা সম্পূর্ণ রূপে ছেদন কর ॥ ৩৯ ॥

হে পার্থ ! ইহকালে বা পরকালে কখনই যোগানুষ্ঠান কর্তার বিনাশ হইবে না । কল্যাণ প্রাপক যোগ অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না । মূল কথা এই যে মানব সকল দুই ভাগে বিভাজ্য, অবৈধ ও বৈধ । যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় মাত্র তৃপ্তি করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ত্রায় বিধি শূন্য । সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, মূর্থই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্বল হউক বা বলবান হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্বদাই পশু তুল্য । তাহাদের কার্য্যে কোন প্রকার কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই । বৈধ নীরগগণকে কর্ম্মী ক্রানী ও ভক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । কর্ম্মীগণকে সাকর্ম্মী ও নিকার্ম্মী এই দুই ভাগে বিভাজ্য

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং ।

এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥ ৪২ ॥

অল্পকালান্তান্ত যোগব্রংশে গতিরিয়মুক্তা । চিরকালান্তান্ত যোগব্রংশেতু পক্ষান্তরমাহ
অথবেতি । যোগিনাং নিমি প্রভৃতীনামিতার্থঃ ॥ ৪২ ॥

করা যায় । সকামকর্ম্ম সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখার্থেবী অর্থাৎ অনিত্য
সুখাভিলাষী । তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে,
কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য, অতএব বাহাকে জীবের পক্ষে কল্যাণ বলা
যায় তাহাদের প্রাপ্য নয় । জীবের জড়-মোচনানন্তর নিত্যানন্দ লাভই
কল্যাণ । সেই নিত্যানন্দ লাভ যে পক্ষে নাই সে পক্ষেই নিরর্থক । কর্ম্ম-
কাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ লাভের উদ্দেশ সংযুক্ত হয় তখনই কর্ম্মকে কর্ম্ম-
যোগ বলা যায় । সেই কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর
ধ্যান-যোগ ও চরমে ভক্তিরযোগ লব্ধ হয় । সকাম কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ
পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ স্বীকারের বিধান আছে তাহা দ্বারা কর্ম্মীকেও তপস্বী
বলা যায় । তপস্যা যতই হউক সে সকলের অবধি ইন্দ্রিয় সুখ বই আর
কিছুই নাই । অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভ করত ইন্দ্রিয় তপস্বী
করিয়া থাকে । ইন্দ্রিয় তপ্পণ রূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের
কল্যাণ উদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে । সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যান-
যোগী বা জ্ঞানযোগী অধিকতর কল্যাণ কারী । সকাম কর্ম্ম দ্বারা জীবের
যাহা কিছু লভ্য হয় তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল অবস্থার ফলই
ভাল ॥ ৪০ ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ হইতে বাঁহারা ভ্রষ্ট হন তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া
থাকেন অর্থাৎ অল্পকালান্তান্ত-যোগভ্রষ্ট ও চিরকালান্তান্ত-যোগভ্রষ্ট । অল্প-
ভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন তিনি সকাম পুণ্যবানদিগের প্রাপ্য
স্বর্গলোকাদিলোক সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে
অথবা শ্রীমান ধনিক বর্ণিকাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

চিরভ্যাসের পর বাঁহারা যোগভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানী যোগীদিগের গৃহে
জন্মগ্রহণ করেন । এই প্রকার সংকুলে জন্মলাভ করা দুর্লভতর বলিয়া

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌৰ্ব্বদেহিকং ।

যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিক্তৌ কুরুনন্দন ! ॥ ৪৩ ॥

পূৰ্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহুবশোহপি সং ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধ কিলিষঃ ।

অনেক জন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

তত্র বিবিধেহপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমান্বনিষ্ঠয়া সহ সংযোগং পৌৰ্ব্বদেহিকং পূৰ্ব্বজন্মভবং ॥ ৪৩ ॥

ক্রিয়তে আকৃষ্যতো যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি । অতঃ শব্দ ব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতি বর্ততে বেদোক্তকৰ্ম্মমার্গমতিক্রম্য বর্ততে । কিন্তু যোগমার্গ এবতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

এবং যোগব্রংশে কারণং যত্নশৈথিল্যম্বেব । “অযতিঃ শ্রদ্ধারোপেত ইত্যাভ্যন্তেঃ ।” তন্ত্ৰচ যত্ন শৈথিল্যবতো যোগব্রহ্ম জন্মান্তরে পুনর্যোগপ্রাপ্তিরেবোক্তা, নতু সংসিক্তিঃ । সংসিক্তিত্ব বাবত্তিৰ্জন্মভিত্তিক্তযোগস্য পরিণাকঃস্তাৎ, তাবত্তিরেবেত্যবসীয়তে । যন্ত ন কদাচিদপি যোগে শৈথিল্য প্রযত্নস্ত সন্ যোগব্রহ্ম শব্দবাচ্যঃ । কিন্তু বহুজন্ম বিপকৃষ্ট সমাগ্যোগসমাধিত্তিঃ । ‘ব্রহ্মং যতন্তে যতয়ঃ শৃঙ্গাগারেষু যৎপদমিতিকর্দমোভ্যন্তেঃ । সোহপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতী-
ত্যা’হ প্রযত্নাদ্যতমানঃ প্রকৃষ্ট যত্নাদপি যত্নবানিত্যর্থঃ । তুকারঃ পূৰ্ব্বোক্তাং যোগব্রহ্মাদস্ত ভেদং বোধয়তি । সংশুদ্ধকিলিষঃ সম্যক্ পরিপক্ক, কষায়ঃ । সোহপি নৈকেনজন্মনা সিধ্যতীতি
সঃ । পরাং গতিং মোক্ষং ॥ ৪৫ ॥

জানিবে । যেহেতু তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ বশত জীবের অধিক উন্নতির সম্ভব ॥ ৪২ ॥

— হে কুরুনন্দন ! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌৰ্ব্বদেহিক বুদ্ধি সংযোগ লাভ করেন । অতএব নৈসর্গিক ক্রটিক্রমে যোগ সংসিক্তির, জন্ত পুনরায় যত্নবান থাকেন ॥ ৪৩ ॥

নিসর্গ বশতঃ পূৰ্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগ শাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম কৰ্ম্ম মার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন । অর্থাৎ সকাম কৰ্ম্মমার্গে বে কল নির্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

জন্ম প্রকৃষ্ট রূপ যত্ন সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ক হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে । অনেক জন্ম পর্যন্ত

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিক ।
কর্ষিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাজ্জুন ! ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনাস্তুরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রী মহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

কর্ষজ্ঞানতপো যোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ । তপস্বিত্যঃ কৃচ্ছ্রচাল্লারণাদি
তপোনিষ্ঠৈস্তো জ্ঞানিতো ব্রহ্মোপাসকেত্যোহপি যোগী পরমাত্মোপাসকোহধিকোমতঃ
ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ । যদি জ্ঞানিত্যোহপ্যধিকন্তুনা কিং ; উত কর্ষিত্য ইত্যাহ
কর্ষিত্যশ্চৈতি ॥ ৪৬ ॥

তর্হি যোগিনঃ সকাশাশ্রিত্যধিকঃ কোহপীত্যবসীয়তে ; তত্র মৈবংবাচ্যমিত্যাহ যোগি-
নামিতি । পঞ্চমার্গে ষষ্ঠী নির্দ্ধারণা যোগাৎ । তপস্বিত্যো জ্ঞানিত্যোহধিক ইতি পঞ্চমার্থক্র-
মাচ্চযোগীভ্যঃ সকাশাশ্রিত্যর্থঃ । ন কেবলং যোগিত্য একবিধেভ্যঃ সকাশাং অপিতু
যোগিত্যঃ সর্বেভ্যঃ নানাবিধেভ্যো যোগাঃ সর্বেভ্যঃ সংপ্রজ্ঞাত সমাধ্যাসংপ্রজ্ঞাত সমাধিমন্তো-
হপীতি । যত্র যোগাঃ উপায়াঃ কর্ষজ্ঞানতপো যোগভক্তাদয়স্তত্ত্বতাং মধ্যে যো মাং ভজতে,
মন্তন্তো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বত্তমঃ । কর্ষা তপস্বী জ্ঞানীচ যোগীমতঃ । অষ্টাঙ্গযোগী
যোগিতরঃ । শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তিমাংস্ত্ব যোগিতম ইত্যর্থঃ । যদ্বক্তং শ্রীভাগবতে—“মুক্তা-
নামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ । হৃদয়ভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিবপি মহামুনে ইতি ॥” ৪৭ ॥

অগ্রিমাধ্যায়ষ্টকং যদভক্তি যোগনিরূপকং ।

তস্ত সূত্রময়ং শ্লোকো ভক্তকণ্ঠবিভূষণঃ ॥

প্রথমে ন কথা সূত্রং গীতাশাস্ত্রশিরোমণিঃ ।

ষিড়ীয়েন তুতীয়েন তুর্ধ্যোনাকাম কর্ষচ ॥

যোগাত্ম্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিণ্বি শূন্ত হইলে যোগী পরম গতি
রূপ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

উক্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে সকাম কর্ষ-গত তপস্বী অপেক্ষা
কর্ষযোগী শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সমীক্ষ কর্ষী অপেক্ষা
যোগীই শ্রেষ্ঠ । অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

জ্ঞানক পদমেনোক্তং যোগঃ যঠেন কীর্তিতঃ ।

প্রাধান্যেন তদপোতং বটকং কৰ্ম্ম নিরূপকং ।

ইতি সারার্থবর্ষণ্যঃ হর্ষণ্যঃ ভক্তচেষ্টসাং ।

গীতাহুযটোহুধায়োহুয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

যত প্রকার যোগী আছে সৰ্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগীহুঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ । যিনি প্রজ্ঞাবান হইয়া আমাকে ভজনা করেন তিনি সৰ্ব্ব যোগীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কৰ্ম্মীকে যোগী বলা যায় না । নিকাম কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিযোগীহুঠাতা ইহারা যোগী । বস্তুতঃ যোগ এক বই ছই নয় । যোগ একটা সোপান ময় মার্গ বিশেষ । সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্ম-পথারুঢ় হন । নিকাম কৰ্ম্ম যোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম । তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রম রূপ জ্ঞানযোগ হয় । তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগ রূপ তৃতীয় ক্রম হয় । তাহাতে ভগবৎ প্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তি-যোগ রূপ চতুর্থ ক্রম হয় । ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান তাহারই নাম যোগ । সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয় । ঐহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন । কিন্তু প্রতি ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠালাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ-পূর্বক তাহার উপরস্থ ক্রম গমনের জন্ত পূর্ব ক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয় । যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না । অতএব যেখানে আবদ্ধ থাকেন সেই ক্রমের নাম সংযুক্ত একটা খণ্ড যোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা । এই জন্যই কেহ কৰ্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী কেহ বা ভক্তি-যোগী বলিয়া পরিচিত হন । অতএব হে পার্থ ! ঐহাচরম উদ্দেশ্য কেবল আমাতে ভক্তিকরা তিনি ঐ সমস্ত যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তুমি সেই প্রকার যোগী হও ॥ ৪৭ ॥

নিকাম কৰ্ম্ম দ্বারা জ্ঞান, তদ্বারা ধ্যান যোগ ও অবশেষে ভক্তি

যোগই জীবের লভ্য, ইহা এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি বর্দ্ধ অধ্যায় ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ ! যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তস্মৈ ॥ ১ ॥

কদা সদানন্দ-ভূষণে মহাপ্রভোঃ

কৃপাস্নাতকে শরণৌ প্রয়ামহে ।

যথা তথা প্রোজ্জ্বলিত মুক্তিভংগা

ভক্তাধনা প্রেমধাময়া মহে ॥

সপ্তমে ভজনীরন্ত শ্রীকৃষ্ণৈর্বাচ মুচ্যতে ।

ন ভজন্তে ভজন্তে যে তেচাপুস্তোভশ্চবিধাঃ ॥

প্রথমোদ্যায় ষট্‌কেনাস্ত'করণ শুদ্ধার্থক নিকাম কর্ম সাপেক্ষৌ মোক্ষফলসাধকৌ জ্ঞান-
যোগাবুক্তৌ । ইদানীমনেন দ্বিতীয়াধ্যায় ষট্‌কেন কর্মজ্ঞানাদি মিশ্রশ্রবণাৎ নিকামত্ব সন্ধ্যা-
ভ্যাসঃ চ সীলোকাদি সাধকঃ, তথা সর্বমুখাঃ কর্মজ্ঞানাদি নিরপেক্ষএব প্রেমবৎ পার্শ্বদৃ-
শকণমুক্তিফল সাধকঃ, তথা “যৎকর্মভি যত্নপসা জ্ঞান বৈরাগ্যায়োচ্চযৎ” ইত্যাদৌ “সর্বং

হে পার্থ ! অন্তঃকরণ শোধক নিকাম কর্মযোগ সাপেক্ষ মোক্ষ ফল
সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে বলিলাম । দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে
ভক্তিযোগ বলিতেছি শ্রবণ কর । আমাতে আসক্ত চিত্ত ~~হইয়া~~ ~~সদাশ্রয়~~
যোগ অভ্যাস করিলে মৎ সম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবে ইহাতে কিছু
মাত্র সন্দেহ নাই । ব্রহ্মজ্ঞান রূপ যে জ্ঞান তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা
সবিশেষ জ্ঞান নয় । জড়ীয় বিশেষ পরিত্যাগ পূর্বক যে একটা নির্বিশেষ
চিন্তালাভ করা যায় তাহাতেই নির্বিশেষ চিন্তার বিষয় রূপ আমার নির্বি-
শেষ আবির্ভাব রূপ ব্রহ্ম উদয় হয় । তাহা নিশ্চয় নয়, কেন না তাহা
দেহাদির অতিরিক্ত যে সীমিত জ্ঞান তাহাই মাত্র । ভক্তি নিশ্চয় বৃত্তি
যিহা, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নিশ্চয় স্বরূপ যে আমি, জীবের নিশ্চয়
চক্রে পরিলক্ষিত হইবে ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

মদভক্তিযোগেন মন্ত্ৰো লভতেহংগমা । স্বর্গাপবর্গং মক্ষ্যম" ইত্যাহ্ব্যক্তে বিনাপি সাধনান্তরং স্বর্গাপবর্গাদি নিখিল সাধকশ্চ পরমঃ স্বতন্ত্রঃ সর্বদ্বন্দ্বরোহপি সর্বদ্বন্দ্বরঃ শ্রীমত্তক্তি যোগ উচ্যতে । নমু 'তমেব বিদিত্বা অতি সুখা মেতীতি' শ্রুতেঃ, জ্ঞানং বিনা কেবলয়া ভক্ত্যবকীর্ণং মোক্ষং ক্রবে । 'মৈব', তমেব তৎপদার্থং পরমাত্মানমেব বিদিত্বা সাক্ষাদ-মুভূয়, নতু হং পদার্থ মাত্মানং নাপি প্রকৃতিং নাপি প্রাকৃতিং বস্তুমাত্রং বিদিত্বা মৃত্যুমত্যোতীতি অন্তাঃ শ্রুতেরর্থঃ । তদ্বসিত শর্করা রসগ্রহণে যথা রসনৈব কারণং, নতু চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকং ; তথৈব পরব্রহ্মাসাদে ভক্তিরেব কারণঃ । ভক্তেণ্ডগাতীত-ভাত্যৈব গুণাতীতস্ত ব্রহ্মণো গ্রহণং সম্ভবেৎ ; নতু দেহাদতিরিক্তায়জ্ঞানেন সাক্ষিকেন । ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ ইতি ভগবদুক্তেরিতি । "ভক্ত্যা মানভিজ্ঞানীতি যাবান্ মশ্যামি তত্ত্বতঃ" ইত্যত্রনবিশেষং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ । জ্ঞান যোগয়ো মুক্তিসাধনদ্বয়প্রসিক্তিত্ব তত্র গুণীভূত ভক্তি প্রভাবাদেব ; তয়া বিনা তয়োরকিঞ্চৎকরদ্বয় বহশঃ অবগাৎ । *কিঞ্চাত্মাং শ্রুতৌ বিদিত্বা ইত্যনন্তরং এবকারন্তাপ্রয়োগাদেবা যোগব্যবচ্ছেদাভাবে জাপিতে সতি, তন্মাদেব পরমাত্মনো বিনিতাৎ কৃচিদবিদিতাদপি মোক্ষ ইত্যর্থো লভাতে । ততশ্চ ভক্ত্যাথেন নিষ্ঠাণেন পরমাত্মজ্ঞানেন মোক্ষঃ । কৃচিৎ ভক্ত্যাথং তজ্জ্ঞানং বিনাপি কেবলেন ভক্তি-মাত্রাণ মোক্ষ ইত্যর্থঃ পর্যাবস্তুতি । যথা মৎস্তগুণিকা পিণ্ডাহ্রসনা দোষণালক স্বাদাদপি ভুক্তান্তদেক নাশ্চো ব্যাধি ন'শ্রুতোবাত্র ন সন্দেহঃ । মৎস্তগুণিকানিতে খণ্ড বিকারে শর্করাসিতে ইত্যমরঃ । শ্রীমদ্বাক্বেনাপুংস্তং,—“নখীধরোহপি ভজতোহবিহৃষোহপি সাক্ষাচ্ছেদন্তোনা-গদরাজ ইবোপযুক্তঃ 'ইতি । মোক্ষধর্মে নারারণেহপুংস্তং,—“যাঠৈব সাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুঠয়ে । তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ' ইতি । একাদশেহপুংস্তং,—“বৎকর্ম-ভির্দ্বিপদা জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চ বৎ' ইত্যাদৌ "সর্বংমত্তক্তিযোগেন মন্ত্ৰোলভতেহংগমা" ইতি । অতএব "ঘনান স কৃৎশ্রবণাং পুঙ্কসোহপি বিমুচ্যতে স'সারাৎ" ইত্যাদি বহশো বাঠৈকা ভক্ত্যেব মোক্ষঃ প্রতি পাদ্যতে ইতি । অথ প্রকৃত মনুসরামঃ । "যোগিনামপি সর্বেষাং মল্যন্তেনান্তরায়না । শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমেবুত্তমমোমতঃ "ইতি তদ্বাকোন ঘনন-ক্বেসতি তদ্বজন বিষয়ক শ্রদ্ধাবত্মনিতি হয় স্বতন্ত বিশেষ লক্ষণ মেব কৃতমতিব গম্যতে । কিন্তু স চ কীদৃশোভন্তস্বদীয়জ্ঞান বিজ্ঞানয়োরধিকারী ভবতীত্যপকায়মিহ ময্যাসক্তেতি স্বাভ্যাং । যদ্যপি "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি রেকত্র চেষ ত্রিকএককালঃ । প্রপদ্যমানস্য যথাক্রমতঃ হ্য স্তুটিঃ পুঠিঃ ক্ষুদ্রপায়োহুঘাসং" ইত্যুক্তে মদ্বজন প্রকৃত্ত্বতএব মদনুভব পক্-মোহপি ভবতি । তদপোক প্রাস মাত্র ভোজিনো যথা তুষ্টিপুষ্টি-স্পষ্টে ভবতঃ । কিন্তু বহতর

আমার ভক্তসকল আমাতে আসক্ত হওয়ার পূর্বেই মৎ সূচকে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা ঐশ্বর্যময়, অতএব তাহাকে জ্ঞান বলা যায় । আসক্তি

যজ্ঞাত্মা নেহ ভূয়োহন্যজ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্ততঃ ॥ ৩ ॥

গ্রাসে ভোজিন এব । তথৈব ময়ি শ্রাম হৃন্দরে পীতাঘরে আসক্তঃ আসক্তি ভূমিকারূঢ়ঃ মনো
বস্যা তথাভূত এব হং মাং জ্ঞাসামি ; যথাম্পষ্ট মহুভবিষাসি, তৎশৃণু । কীদৃশঃ যোগঃ মমাসহ-
সংযোগঃ যুগ্মন শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্নুবন্ মদাশ্রয়ঃ মামেব ; নতু জ্ঞানকর্মাদিকং আশ্রয়মাণঃ অননা-
ভক্ত ইত্যর্থঃ । অত্র অসংশয়ঃ সমগ্রমিতি পাদাভাঃ মদীয় নির্দিশেষ ব্রহ্মরূপজ্ঞানং । ‘ক্লেশো-
হধিকতরন্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাং । অবাক্রাহি গতি দুঃখং দেহবস্তিরবাপাতে ।’ ইত্যগ্নি-
মোক্তেঃ সংশয়মেব । তথা জ্ঞানিনা মুপাসাং তদ্ব্যক্ত পরম মহতো মম মহিম স্বরূপমেব ।
যদ্ব্যক্তং ময়েব সত্যতঃ প্রতি মৎসাক্ষপেণ ।—‘মদীয় মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শক্তিং ।
বেৎসাসানুগৃহীতং মে ইতি ।’ অত্রাপি ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি । অতো মজ্ঞানাপেক্ষয়াত
জ্ঞানমসমগ্রমিতি দোষিতং ॥ ১ ॥

তত্র মদন্তেরাসক্তি ভূমিকারূঢ়ঃ পূর্বমপি মে জ্ঞানমৈবধ্যময় ভবেৎ । তদ্ব্যক্তং বিজ্ঞানং
মাধুর্য্যমুভবময়ং ভবেৎ । তদ্ব্যক্তমপি হং শৃণুতাহ জ্ঞানমিতি । অমুজ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যত
ইতি মন্বিক্রিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানে অপোতদন্তভূতে এবৈত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতচ্চ সবিজ্ঞানং মজ্ঞানং পূর্বমধ্যায় ষট্কে প্রোক্ত লক্ষণে জ্ঞানিতি যোগিভিরপি
ভ্রমভ্রমিতি বদন্ প্রথমং বিজ্ঞানমাহ মনুষ্যাণামিতি । অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চি
দেব মনুষ্যোভবতি । মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব শ্রেয়সি যততে । তাদৃশানামপি
মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদেব মাং শ্রামহৃন্দরাকারং তত্ততো বেত্তি সাক্ষাদমুভবতীতি নির্দিশেষ
ব্রহ্মামুভবাননাং সহস্র গুণাধিকঃ সবিশেষ ব্রহ্মামুভবানন্দঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

লাভের পর আমার যে নিগূঢ় জ্ঞান লাভ করেন, তাহা মাধুর্য্যময় । তাহার
নাম বিজ্ঞান । আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ
করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । যাহা অবগত হইলে জগতে ~~আমার~~ কিছু
জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

পূর্ব ছয় অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগী সকল চিন্তাধারা ব্রহ্মজ্ঞান
সহজে লাভ করিতে পারেন । কিন্তু চিন্তার বিষয় বিলক্ষণ রূপ ভগবজ্ জ্ঞান
তাহাদের পক্ষে ছল ৩ । অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎকেহই মনুষ্য হয় ।
সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ সিদ্ধির জন্ত যত্ন পায় । সহস্র
সহস্র যত্নসিদ্ধিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ স্বরূ-
পকে উদ্ভূতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবচ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষধা ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্তুত্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং ।

জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অথ ভক্তিমতে জ্ঞানঃ নাম ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমেব ; নতু দেহাদ্যতিরিক্তাজ্ঞান মেবেতি ।
অতঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যজ্ঞানং নিরূপয়ন্ পরাপর ভেদেন স্বীয়প্রকৃতি স্বয়মাহ ভূমিরিতি
স্বাভাঃ । ভূমাদি শব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি স্পষ্টভূতৈর্গন্ধাদিভিঃ সহৈকী কৃত্য সংগৃহ্যন্তে
অহঙ্কার শব্দেন তৎকার্য্যভূতানীন্দ্রিয়াণি । তৎকারণভূত মহত্ত্বমপি গৃহ্যতে ; বুদ্ধিমনসোঃ
পৃথগুক্তিস্বৰূপ তয়োঃ প্রধাত্যাং । ইয়ং প্রকৃতিবহিরঙ্গপাশক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা ; জড়-
ভাঃ । ইতোহত্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরানুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যভাঃ । অন্তা-
উৎকৃষ্টে হেতুঃ যয়া চৈতনয়া ইদং জগৎ চৈতনং ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভগবৎ স্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানের নাম ভগবজ্ জ্ঞান । তাহার
বিবৃতি এই । আমি সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত শক্তি সম্পন্ন তত্ত্ব বিশেষ । ব্রহ্ম
আমার শক্তিগত একটা নির্কিংশেষ ভাব মাত্র । তাহার স্বরূপ নাই । সৃষ্ট
জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সম্বন্ধিক অবস্থিতি । পরমাত্মা ও আমার
শক্তি-গত জগন্মধ্যে আবির্ভাব বিশেষ । তাহাও ফলতঃ অনিত্য জগৎ
সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ । তাহারও নিত্য স্বরূপ নাই । আমার ভগবৎ স্বরূপই
নিত্য । তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে । শক্তির
একটা পরিচয়ের নাম বহিরঙ্গ বা মায়া শক্তি । তাহাকে জড় জননী বলিয়া
অপরা শক্তিও বলা যায় । আমার অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তি মধ্যে
আটটা তত্ত্ব সংখ্যা লক্ষ্য করিবে । ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই
পাঁচটিতে পঞ্চ মহাভূত ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটা তন্মাত্র এই
প্রকার দশটা তত্ত্ব গৃহীত হয় । অহঙ্কার তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয় সকল
ও কারণ ভূত মহত্ত্ব গৃহীত হইবে । বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি কেবল তত্ত্ব সমু-
হের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা প্রযুক্ত, ফলতঃ
তাহারা এক তত্ত্ব । এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গ শক্তিগত । এতদ্ব্যতীত
আমার একটা তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা যায় ।
সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা । সেই শক্তি হইতে জীব সমস্ত

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীভ্যুপধায় ।

অহং কৃৎস্নজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ! ।

ময়িসৰ্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় ! প্রভাস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ ।

এতচ্ছক্তিদ্বয় স্বাইবৈব স্বজগৎ কারণমাহ এতদেতি । এতে মায়াশক্তি জীবশক্তি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজরূপে যোনী কারণভূতে যেবাং তানি স্বাবর জগন্মায়াকানি ভূতানি জানীহি । অতঃ-
কৃৎস্ন সৰ্ব্বসাংসা জগতঃ প্রভবঃ মচ্ছক্তিদ্বয় প্রভূতহাং অহমেব ব্রহ্ম । প্রলয় তচ্ছক্তিমতি
মযেব প্রলীনভাবিহাদহমেবাসা সংহর্তা ॥ ৬ ॥

স্বাদেবং তন্মাদহমেব সৰ্ব্বমিত্যাহ । মন্তঃ পরতরমনঃ কিঞ্চিদপি নাস্তি কার্যাকারণ-
য়োরৈক্যাং শক্তি শক্তিমতোরৈক্যাচ্চ । তথাচশ্রুতিঃ—“একমেবাদয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি
কিঞ্চনেতি ।” এবং স্বম্য সর্গায়কত্বমুক্তা সৰ্ব্বাস্ত্রয়ামিহকাহ ময়ীতি । সৰ্ব্বমিদং চিজ্জড়া-
জকঃ জগৎ মৎকার্যহাং মদায়কমপি পুনম যাতুর্য়ামিনি প্রোতং গ্রথিতং যথা সূত্রে মণিগণাঃ
প্রোতাঃ । মধুহৃদন সরস্বতী পাদান্ত সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্ত গ্রথিতমাত্রায়ে নতু
কারণত্বে । কনকে কণ্ডলাদি বদিতি তু যোগোদৃষ্টান্তঃ ইত্যাহঃ ॥ ৭ ॥

স্বকারো জগতঃ যথাহমন্ত্রয়ামিকপেণ প্রবিষ্টোবর্তে, তথা কুচিং কারণকপেণ, কুচিং
কাযেবু মদুনাদিবু সাররূপেণাপ-হঃ বর্তে ইতাহ রসোহমিতি চতুর্ভিঃ । অঙ্গুরসন্তৎকারণ
ভূতো মদ্বিভূতি রিতার্থঃ । এব' সর্দহাগ্রেহপি প্রভাকপ প্রণবঃ ও'কারঃ সর্গবেদকারণঃ ।
বে আকাশে শব্দন্তৎকারণঃ নৃপৌরুস' সফল উদগম বিশেষ এব মনুয্যসারঃ ॥ ৮ ॥

নিঃসৃত হইয়া এই জড় জগৎকে চৈতন্য বিশিষ্ট করিয়াছে । আমার অন্ত-
রঙ্গা শক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি নিঃসৃত এই জড় জগৎ, উভয়
জগতের উপযোগী বলিয়া জীব শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায় ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

চিদচিং সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত ।
অতএব ভগবৎ স্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল
হেতু ॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই । সূত্রে যেমত মণি-
গণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ আমাতে প্রোত রূপে অবস্থান
করে ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয় ! আমি জলের রস, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, সর্গবেদের প্রণব,

প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ ! সনাতনং ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবৰ্জিতং ।

ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোহস্মি ভরতবৰ্ভ ! ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্বিকাভাবা রাজসাত্ত্বামসাশ্চ যে ।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

পুণ্যোগন্ধঃ পুণ্যস্ত চার্বপীতামরঃ । চকারো রসাদীনামপি পুণ্যস্বসমুচ্চরার্থঃ ।
তেজঃ সৰ্ববস্ত্র পাচন প্রকাশন শীতত্ৰাণাদিসামর্থ্যরূপঃ সারঃ । জীবনমায়ুরেব সারঃ তপোহস্ত
সহনাদিকমেব সারঃ ॥ ৯ ॥

বীজমবিকৃতং কারণং প্রধানাপ্যামিতার্থঃ । সনাতনং নিত্যং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেবসারঃ ॥ ১০ ॥

কামঃ স্বজীবিকাভাবাভিলাষঃ, রাগঃ ক্রোধস্তদ্বিবৰ্জিতং, নতদুয়োখমিতার্থঃ । ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধঃ
অভ্যর্থ্যায়ঃ পুণ্যোৎপত্তি মাত্ৰোপযোগী ॥ ১১ ॥

এবং বস্ত্র কারণভূতাঃ বস্ত্রসারভূতাশ্চ রাক্ষসাদ্যাশ্চ বিভূতয়ঃ কাশ্চিদুত্তাঃ । কিঙ্কলমতি
বিস্তরেণ । মদধীনং বস্ত্রমাত্রমেব মদ্বিভূতি রিত্যাহ যে চৈবেতি, সাত্বিকাভাবাঃ শম দমাদয়ঃ
দেবাদ্যাশ্চ রাজসা হর্ষদর্পাদয়োহহরাদ্যাশ্চ তামসাঃ শোকমোহাদয়ো রাক্ষসাদ্যাশ্চ । তান
মত্ত এবেতি মদীয় প্রকৃতি গুণাকার্য্যত্বাৎ । তেষুহং ন বৰ্ভে, জীববস্ত্রদধীনোহহং নভবামীত্যর্থঃ ।
তেতু ময়ি মদধীনাঃ সমুত্ত এবৰ্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ, পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ, সৰ্ব-
ভূতের জীবন, তপস্বীর তপ, সৰ্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধি-মানের বুদ্ধি,
তেজস্বীর তেজ, বলবানের বল, ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, এবং কাম রাগ বিবৰ্জিত
তত্ত্ব স্বরূপ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত প্রকার ভাব আছে, সে সমুদায়ই
আমার প্রকৃতির গুণ কার্য্য । আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, তাহারা
সমুদায় আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

ত্রিভিগুণময়ৈভাবৈরেভিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেযা গুণময়ী মম মায়া হুরত্যায়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

নদেবং ভূতং দ্বাং পরমেশ্বরং কথময়ং জনো নজানাভীত্যত আহ ত্রিভিরিতি । গুণময়ৈঃ শব্দমাদি হর্ষাদিশোকাদ্যোঃ ভাবৈঃ স্বাভাবীভূতৈর্জগৎ জগজ্জাত জীববৃন্দং মোহিতং সৎ মাং নিগুণদ্বাদেভ্যঃ পরং অবায়ং নিষিকারং ॥ ১৩ ॥

নমু তর্হি ত্রিগুণময় মোহাৎ কথমুত্তীর্ণাভবন্তি, তত্রাহ দৈবী । বিষয়ানন্দেন দীবাভীতি দেবা জীবান্তদীয়া তেযাং মোহয়িত্রীতার্থঃ । গুণময়ী স্নেহেণত্রিবেষ্টন মহাপাশরূপা । মম পরমেশ্বরস্য মায়া বহিরঙ্গাশক্তি হুরত্যায়া হুরতিক্রমা । পাশ পক্ষে ছেতুঃ উদগ্রহয়িতুং বা কেনাংপাশকোত্যাঃ । কিন্তু, মহাচি বিধসিহি ইতি স্ববক্ষঃ স্পষ্টাহ মাং শ্রামহুন্দরা-কারমেব ॥ ১৪ ॥

নমু তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতিদ্বাং নপ্রপদ্যন্তে । তত্র যে পণ্ডিতান্তেমাং প্রপদ্যন্ত এব ; পণ্ডিত মানিন এব নমাং প্রপদ্যন্ত ইতাহ ন মামিতি । দুষ্কৃতিনঃ দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ পণ্ডিতাশ্চেতি তে কুপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ । তেচ চতুর্দিশাঃ ।—একে মূঢ়াঃ পশুতুল্যাঃ কদ্বিধাঃ । যদুক্তং—“নুনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুত কথাস্বধাঃ । হিহা শৃমন্ত্যসদগাথাঃ পুরীষ নিব বিদ্ভূজঃ ইতি ।” মুকুন্দঃ কো ঠৈ ন সেবেত বিনা নরেন্তর নিতিচ । অপরে নরাধমাঃ ককিৎকারিণঃ ভক্তিমহেন প্রাপ্ত নরাহাঃ অপদ্যে ফলপ্রাপ্তৌ ন

আমার অপরা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটা গুণ । সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে । তদ্ব্যতীত ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ হুরত্যায়া অর্থাৎ হুরতি-ক্রমা । যাহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা এই মায়া সমুদ্র পার হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

অমুর ভাব আশ্রয় করত দুষ্কৃতি, মূঢ়, নরাধমও মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান মনুষ্যগণ আমার প্রপত্তি স্বীকার করে না । নিতান্ত অবৈধ-জীবন ব্যক্তিই দুষ্কৃতি । নিরীশ্বর নৈতিক লোকেরা মূঢ়, যেহেতু তাহারা নীতির অঙ্গ বলিয়া

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাপ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহজ্জুন ! ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাস্বরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

সাধনোপযোগঃ ইতিমহা পেচ্ছয়েব ভক্তিত্যাগিনঃ । স্ব কর্তৃক ভক্তিত্যাগলক্ষণমেব তেবা-
মধমম্ব মতিভাবঃ । অপরে শাস্ত্রাধায়নধাপনাদিমধ্যেপি মায়য়া অপহৃত জ্ঞানং যেষাং
তে । বৈকুণ্ঠ বিরাজিনী নারায়ণ মূর্ত্তিরেব সার্পী কালিকী ভক্তি প্রাপা ; নতু কৃষ্ণরামাদি
মূর্ত্তি মায়াযুতি মন্ত্যমানা ইত্যর্থঃ । যদ্ব্যক্যতে,—“অবজানিত্রিমাং মুঢ়া মামুযীং তনুমাপ্রিত
মিত’ । তে পুন মাং প্রপদামানা অপি ন মাং প্রপদান্তে ইতি ভাবঃ । অপরে অহরং ভাব
মাপ্রিতাঃ । আত্মাঃ জরা- সন্ধাদয়ঃ ; মদিগ্রহং লক্ষ্যীকৃতঃ শরৈঃ নির্দ্ধতি । তথৈব দৃশ্যবাদি
হেতুমং কৃতঃ মদ্বিগ্রহং বৈকুণ্ঠমপি পণ্ডরোহাব নতু প্রপদান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তর্হিকে ষাং ভজন্তে ইত্যত আহ চতুর্বিধা ইতি । চতুস্তং বর্ণাশ্রমাচার লক্ষণোপধ্বন্যবস্তঃ
সন্তো মাং ভজন্তে তত্রার্থঃ রোগাদাপদগ্রস্তস্তম্ভিতিকামঃ । জিজ্ঞাসুঃ আশ্রয়জ্ঞানার্থী
ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থীবা । অর্থার্থী ক্ষিতি গজতুরগ কামিনী কনকাদৈহিক পার-
ত্রিক ভোগার্থীতি এতেত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থাঃ । জ্ঞানী বিশুদ্ধাত্মঃ করণঃ সন্ন্যাসীতি চতুর্থো-
হয়ঃ নিকামঃ । ইত্যেতে প্রাধানীভূত ভক্তাধিকারিণশ্চহারা নিরুপিতাঃ । তত্রাদি মেঘ ত্রিষু
কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিঃ । অস্তিমে চতুর্থ্যে জ্ঞানমিশ্রাঃ । সর্ব্বদ্বারানি সংযমা ইত্যগ্রিম গ্রন্থে যোগ-
মিশ্রাপি বধ্যতে । জ্ঞান কর্ম্মদামিশ্রা কেবলা ভক্তির্জি, সাহু সপ্তমাধারায়ন্তে এব মযাসক্ত-
মনাঃ পার্থ ইত্যনেন উক্তা । পুনশ্চাস্তিমেংপাধ্যায়ে অনন্তচেতাঃ সতত মিতানেন নবমে মহাস্ব-
নস্ত মাংপার্থেতি শ্লোকদ্বয়েন, অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তোমাং ইত্যনেন চ । নিরুপয়িত ব্যোতি প্রাধানী
ভূতা কেবলেতি দ্বিবিধেব ভক্তি মধ্যমেংগ্নিরধায় যটকে ভগবতোক্তা । বা তু তৃতীয়া গুণী-
ভূতা ভক্তিঃ, কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানিনি যোগিনি চ কর্ম্মাদি ফলসিদ্ধার্থী দৃশ্যতে । তস্যাঃ প্রাধানী-
ভাবাং ন ভক্তিহ ব্যাপদেশঃ ; কিন্তু তত্র তত্র কর্ম্মাদীনা মেব প্রাধানীভাঃ । প্রাধান্যেন ব্যাপ-
দেশা ভবন্তীতি স্থায়েন কর্ম্মহ জ্ঞানহ যোগহ ব্যাপদেশঃ তদ্ব্যতীতমপি কর্ম্মিত্ত জ্ঞানিত্ত যোগিত্ত
ব্যাপদেশো নতু ভক্তহ ব্যাপদেশঃ । ফলক সকামকর্ম্মণঃ স্বর্গঃ, মিকাম কর্ম্মণো জ্ঞানযোগো
জ্ঞানযোগয়ো নির্বাণ মোক্ষ ইতি । অথ দ্বিধায়াঃ ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে । তত্র প্রাধানীভূতাহ-
ভক্তিষু মধ্যে আর্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রা নাঃ কর্ম্মমিশ্রা প্তিস্তঃ সকামাঃ ভক্তয়ঃ, তাসাং ফলঃ

আমাকে মানে কিন্তু নীতির ঈশ্বর বলিয়া মানে না, তাহার। নরাধম ।
যাহারা ঈশ ব্রহ্মাদির উপাসনা করে কিন্তু আমার শক্তিমৎ স্বরূপ জীবের
নিত্য চিৎস্বরূপ, অচিদ্বস্তুর সহিত তাহাদের অনিত্য সম্বন্ধ স্বরূপ ও আমার
নিত্য দাস্য রূপ তাহাদের সম্বন্ধ স্বরূপ জানে না তাহার। বেদান্তাদি শাস্ত্র
পাঠ করিয়াও মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান থাকে ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজনা প্রায়ই হৃষ্যতি, যেহেতু তাহাদের
ক্রমোন্নতি প্রথা নাই । তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহার আকস্মিকী প্রথা দ্বারা
মত্তজন লাভ হইয়াছে । বৈদ্য জীবনাবস্থিত স্কৃতি ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারি
প্রকার লোকে আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয় । যাহারা কাম্য কর্ম্ম
পরায়ণ তাহার। প্রাপ্ত ক্লেশ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে মনে করে । ইহা-
[রাই আর্ত । স্কৃতি ব্যক্তিও আর্ত হইয়া আমাকে কখন কখন মনে করে ।

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকাম প্রাপ্তিঃ । বিষয়সাদৃশ্যাৎ তদন্তে হৃদৈবর্ষা প্রধান সালোকা মোক্ষপ্রাপ্তিঞ্চ । নতু কর্মফল স্বর্গভোগান্ত ইব পাতিঃ । যদ্বক্ষ্যতে,—‘বাস্তি মদ্ব্যজিনোঃসামিতি চতুর্থাঃ জ্ঞান-
মিশ্রায়ান্তত উৎকৃষ্টায়ান্ত ফলঃ শান্তিরতিঃ সনকাদিধিব । ভক্তভগবৎ কারুণ্যাধিকাবশাৎ
কসাক্ষিৎ তস্যাঃ ফলঃ প্রেমোৎকর্ষাৎ শ্রীশুকাদিধিব । কর্মমিশ্রভক্তিধি নিষ্কামাসাৎ,
তদা তস্যাঃ ফলঃ জ্ঞানমিশ্রভক্তিঃ ; তস্যাঃ ফলমুক্তমেব । কুচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদি ভক্ত
সঙ্কোচবাসনা বশাদ্বা জ্ঞানকর্মাদি মিশ্র ভক্তিমতামপি দাসাদি প্রেমসাৎ । কিন্তু ঐবর্ষা
প্রধানমেবেতি । অথ জ্ঞানকর্মা দ্বা মিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্ত্যাকিকনোত্তমাদি পর্যায়ঃ ভক্তে
বর্ত্তপ্রভেদায়াঃ দাস্ত সখা দি প্রেমবৎ পার্শ্বদৃশমেব কন’ ইত্যাদিক’ শ্রীভগবত টীকায়াঃ বহুশঃ
প্রতিপাদিত’ অবাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধাভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপা দর্শিতঃ ॥ ১৬ ॥

চতুর্থাঃ ভক্তাধিকারিণাঃ মধোঃ কঃ শ্রেষ্ঠঃ, ইতপেক্ষায়া মাহ । তেবাং মধো জ্ঞানী
বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠঃ । নিত্যযুক্তঃ নিতা ময়ি যজ্ঞাতে ইতি সঃ । জ্ঞানাত্ম্যস বশীকৃত চিত্তস্থান-
সোকাগ্রচিহ্ন ইত্যর্থঃ । আর্তীদাদ্যন্ত নৈবঃ ভূতা ইতি ভাবঃ । ননু সঙ্কোচপি জ্ঞানী
জ্ঞান বৈষম্যভয়াৎ ভজতে এব । ততাহ, একা মুখা প্রধানীভূতা ভক্তির্বেব ; নতু
অন্তেবাং জ্ঞানিনামিব জ্ঞানমেব প্রধানীভূত’ যস্মা সঃ । যদ্বা একাভক্তির্বেব তদ্রৈবাসক্তি
মহাৎ যস্মাঃ ; নামমাত্রৈণৈব জ্ঞানীতিভাবঃ । এবমুতনঃ জ্ঞানিনোহহং শ্রামহ্মস্বাকারো-
হত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ । সাধন সাধ-দণয়োঃ পরিহাভূমশকাঃ । “যে যথা মাংপ্রপদ্যতে”
ইতি জ্ঞানেন মমাপি সঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনতা
বোধ করে তখন জিজ্ঞাসাত্মরূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে । পূর্বোক্ত
নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে
পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া অর্থার্থীরূপে আমাকে স্মরণ
করে । যখন ব্রহ্ম পরমাত্ম জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া, আমার শুদ্ধ ভগবজ্
জ্ঞানকে আশ্রয় করে তখন মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান পুরুষের মায়াচ্ছাদন
দূর হইলে, জীব ভগবৎ স্বরূপের নিত্য দাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার
করে । ফলতঃ আর্তিদিগের কামরূপ কথায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক-
জ্ঞানাবদ্ধতা রূপ কথায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তি
আশারূপ কথায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় এবং ভগবতস্বৈ অনিত্যত্ব বুদ্ধিরূপ
কথায় দূর হইলে ঐ চারি প্রকার জীবভক্ত্যাধিকারী হইতে পারে । যে পর্য্যন্ত
কথায় থাকে, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি প্রধানীভূত ।] কথায় দূর
হইলে, কেবলা, অক্লিষ্ট বা উত্তমা ভক্তিনাভ করে ॥ ১৬ ॥

কথায় শূন্য আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া ভক্ত হয় ।

উদারাঃ সৰ্ব্বএবৈতে জ্ঞানীহ্যৈব মে মতং ।

আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাংগতিং ॥ ১৮ ॥

বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে ।

তর্হি কি মার্ভাদ্যন্তর্যন্তব ন প্রিয়ান্তত্র নহি নহীতাঃ উদারা ইতি । যে মাং ভজন্তে, মন্তঃ কিঞ্চিৎ কামিতং ময়াপি দিৎসিতং গৃহ্ণন্তি তে ভক্তবৎসলায় মহাং বহুপ্রদারিনঃ প্রিয়া এবৈতি ভাবঃ । জ্ঞানীহ্যৈবেতি সবহি ভজন্ত চ মন্তঃ কিমপি স্বর্গাপবর্গাদিকং নাকাজ্ঞতে ইতি অতন্তদধীনস্ত মম স আত্মবেহি ময় মতং মতিঃ । যতঃ স মাংস্তাম হুন্দরা কার মেবানুত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্য আস্থিতঃ নিশ্চিতবান্ ; নতু মম নির্কিংশেষ স্বরূপ ব্রহ্মনির্মাণমিতি ভাবঃ । এবঞ্চ নিকাম প্রধানীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানীভক্তবৎসলেন ভগবতা স্বাস্থ্যেনাভিমন্ততে । কেবল ভক্তি মীনন্ত আত্মনোহপ্যাধিকোন । যদুক্তং—“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন শঙ্করঃ । ন চ শঙ্করণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ মৃধা ভবানিতি ॥” নাহম্মান্নাশাসে মন্তকৈঃ সাধুভি বি'না ইতি আত্মারামোহপ্যারী রমদিত্যাदि ॥ ১৮ ॥

কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান কবার পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিব্যোগ যুক্ত হইয়া, অশ্রান্ত তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন । ইহার তাৎপর্য এই যে স্বভাবতঃ জ্ঞানাত্ম্য দ্বারা চৈতন্ত্য স্বরূপ জীবের স্বরূপ লাভ যত বিগুহ্ব হয়, কর্ম্মদিগের কর্ম্মকবার শূন্য হইলেও স্বরূপাবস্থিতি তত বিগুহ্ব হয় না । ভক্ত সঙ্ক্রমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি চরমে লব্ধ হইয়া পড়ে । সাধন দশায় উক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানী তত্ত্বই আমার বিগুহ্ব দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয় । শ্রীশুকাদির ভগবজ্ঞান ক্ষুণ্ণিই ইহার উদাহরণ । শুদ্ধজ্ঞান লব্ধ ভক্তগণের সাধনকালীয় ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য বিগুহ্ব চিন্ময় । জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

কেবলা ভক্তি স্বীকার করত পূর্বোক্ত চারি প্রকার অধিকারী সকলেই পরম উদার হন । কিন্তু জ্ঞানীভক্তের আত্ম নিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্ত্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায় চৈতন্ত্য গতি রূপ সর্বোত্তম গুতি যে আমি আমাতে অবস্থিতি হন । তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় । তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮ ॥

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা হুহুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈহতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্থ দেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

নহু মামেবাহুত্তমাং গতিমাহ্বিত ইতি ক্রবে । অতঃ স জ্ঞানিভক্তস্বামেব প্রাপ্নোতি ।
কিন্তু, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং সজ্ঞানী ভক্তাধিকারী ভবতীত্যাহ বহুনামিতি । বাসুদেবঃ
সর্বমিতি । সর্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহুনাং জন্মনাং অন্তে মাং প্রপদ্যতে । তাদৃশ
সাধুর্বাদৃচ্ছিক সঙ্গবশাৎ মৎপ্রপত্তিং প্রাপ্নোতি । স চ জ্ঞানীভক্তো মহাত্মা হুঃরিচিভঃ হুহু-
র্লভঃ । মনুষ্যাণাং সহশ্রেয় ইতি মদুক্তেঃ । ঐকান্তিক ভক্তস্ত কিমুতেতি । স তু অতি
হুহুর্লভ এবতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

নহু আর্তাদয়ঃ সকামা অপি ভগবন্তঃ হাং ভজন্তঃ হাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ইব ইত্যবগতঃ ।
যেতু আর্তাদয়ঃ আর্জিহানাদি কামনয়া—দেবতাস্তরংভজন্তে, তেবাং কাগতিরিত্যাপেক্ষায়ামাহ
কামৈরিত্যি চতুর্ভিঃ । হতজ্ঞানা ইতি রোগাদ্যার্জিহরাঃ শীঘ্রং যথা সূর্যাদয়স্তথা ন বিক্ষুরিতি
নষ্টবুদ্ধয়ঃ । প্রকৃতেতি স্বয়া প্রকৃতা নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তঃ তেবাং দুষ্টা প্রকৃতিরের মৎপ্র-
পত্তৌ পরাধ্বুখীতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

জীব সকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করে অর্থাৎ
চৈতন্য নিষ্ঠ হয় । চৈতন্য নিষ্ঠ হইবার সময়ে প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণ
জড় ত্যাগকালীয় অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করে । তখন জড়ীর বিশেষের
প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ ধর্মের প্রতি উদাসীন হয় । চৈতন্য ধর্মে একটু
অবস্থিতি হইলেই চৈতন্যের যে বিগুহ্ব বিশেষ ধর্ম তাহা জানিতে পারিয়া
তাহাতে অহুরক্ত হয় । অহুরক্ত হইয়া পরম চৈতন্য রূপ আমাতে প্রপত্তি
স্বীকার করে । তখন এই মনে করে যে এই জড় জগৎ স্বতন্ত্র নয় । চৈতন্য
বস্তুর একটা হয়ে প্রতি ফলন মাত্র ইহাতেও বাসুদেব সন্মুখ আছে । অতএব
সমস্তই বাসুদেব ময় । এইরূপ যাহাদের ভগবৎ প্রপত্তি, তাঁহারা মহাত্মা
ও হুহুর্লভ ॥ ১৯ ॥

আর্তাদি ব্যক্তিগণ কষায় শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে । যে
পর্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয় সে পর্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ
বহির্মুখ । কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে তাহারা
বহির্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না । আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিঁতুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মাৎ আরাধন মীহতে ।

লভতেচ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥ ২২ ॥

অন্তবন্তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবত্যা ল্পমেধসাং ।

তে তে দেবাঃ পূজাং প্রাপ্য প্রসন্নাস্তেবাঃ স্ব স্ব পূজকানাং হিতার্থং হৃদভ্যো শ্রদ্ধামুৎপাদ-
য়িস্যন্তীতি মাবাদী যতন্তেদেবাঃ স্বভক্তাবপি শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমশক্তাঃ, কিংপুনর্মৎভক্তা-
বিত্যাহ যো যইতি । যাং যাং তনুং সূর্যাদি দেবরূপাং মদীয়াং মূর্তিঃ বিভূতিং অর্চিতুং পূজ
য়িতুং । তামেব তত্তদেবতাবিষয়ামেব ; নতু স্ববিষয়াং শ্রদ্ধামহমন্তর্ভাষ্যামেব বিদধামি, নতু
সামান্য দেবতা ॥ ২১ ॥

ঈহতে করোতি । সতন্তদেবতারাধনাত্ কামান্ আরাধন ফলানি লভতে । নচ তে তে
কামাঅপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ ময়ৈব বিহিতান্ পূর্ণাকৃতান্ ॥ ২২ ॥

কিন্তু তেষাং দেবতাস্তর ভক্তানাং ফলং তত্তদেবতারাধনজগ্গ্ অস্তবৎ নথরং কৈঞ্চিংক-
লিকং ভবতি । নতু আরাধনে শ্রমেতুল্যেহপি দেবতাস্তর ভক্তানাং ফলং নথরং করোষি,
স্বভক্তানাস্ত অনথরং করোষীতি ত্বয়ি পরমেতরে অয়মন্তায়ন্তত্র নায়মন্তায় ইত্যাহ দেবানিতি ।
দেবযজ্ঞো দেবপূজকাঃ দেবানেবযান্তি প্রাপ্নুবন্তি মৎপূজকা অপিমাং । অয়মর্থঃ যেহি যৎপূজ

কামকে দূর করি । কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহিঃস্মৃথ, কামদ্বারা হৃতজ্ঞান
হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জগ্গ্ সেই সেই কাম্যফল দাতা দেবতাদিগের
উপাসনা করে । তাহারা বিগুদ্র সত্ত্বরূপ আমাকে ভাল বাসে না ; যেহেতু
তাহাদের স্বীয় স্বীয় তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া সেই
সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করিত তদনুরূপ দেবতা সকলের উপাসনা করে ॥ ২০ ॥

অন্তর্ধ্যামী স্বরূপ আমি, যাহার যে স্পৃহনীয় দেব মূর্তিতে তাহাতে তাঁহার
শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে
মর্দিহিত কাম সকল প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

অল্প বুদ্ধি দেবতাস্তর ভক্তগণের আরাধনার ফল নথর অর্থাৎ অনিত্য ।
যেহেতু দেবধীর্জগণি সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্তুক্তা যাস্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয় মনুস্তমগ্ ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ ।

কান্তেতান প্রাপ্তবন্তোবেতি স্থায়ঃ এব । তহ যদি দেবোঅপি নধরাস্তদাত্তক্তাঃ কথমন-
ধরা ভবন্ত, কথন্তরাং বা তত্ত্বজনকং বা ন নশুতু । অতএব, তত্ত্বতা অলপমেধসঃ উক্তাঃ ।
ভগবাঃস্ত নিত্যস্তত্ত্বতা অপি নিতাস্তত্ত্বত্বজিত্তিকলং সর্বং নিত্যমেবতি ॥ ২৩ ॥

দেবভাস্তর ভক্তানাং অলপমেধসাং বার্তাদূরে ভাবদাস্তাঃ বেদাদি সমস্তশাস্ত্রদর্শিনোঃপি
মন্তব্যং ন জানন্তি । “অথাপি তে দেবপদাশূজয় প্রসাদলেশানু গৃহীত এবহি । জানাতি
তৎ ভগবন্তহিহো ন চাস্ত একোহপি চিরং বিচিন্ত ॥” ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যাভ্যন্ত ।
অতো মন্তুতান, বিনা মন্তব জ্ঞানে সর্বত্রবাল্পবুদ্ধয়ঃ ইতাহ । অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং
নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারহেইনৈব ব্যক্তিং বহুদেব গৃহে জন্ম প্রাপ্তং নিবুদ্ধয়ো
মন্তুন্তে, মায়িকাকারস্বৈব দৃশুহা দিতি ভাবঃ । যতো মমপরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপ জন্ম-
কর্ম লীলাদিকং অজানন্তঃ । ভাবং কীদৃশং ? অব্যয়ং নিত্যং অমৃতমং সর্বোৎকৃষ্টং । ভাবঃ
সত্ত্বাঃ স্বভাবাতি প্রায় চেষ্টাস্তজন্মহ । ক্রিয়া লীলা পদার্থেধিতি মেদিনী ।” ভগবৎ স্বরূপ গুণজন্ম
কর্মলীলানাং মন্যন্তঃস্তেইন নিত্যং শ্রীরূপ গোষামি চরণৈর্ ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রতিপাদিতং
মম পরং ভাবং স্বরূপং অব্যয়ং নিত্যবিশুদ্ধোজ্জ্বিত সহ মূর্ত্তিমিতি শ্বামি চরণৈশ্চোক্তং ॥ ২৪ ॥

নহু যদিহ্ নিত্য রূপ গুণলীলোহসি তদা তে তথা ভূতা সার্কাকালিকী স্থিতিঃ কথং ন মिति,
দৃশুতে তত্রাহ নাহং অহং সর্বস্ত সর্ব দেশ কালবর্ত্তিনোজনন্ত ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ । যথা

অন্তলাভ করে । আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্য ফল স্বরূপ আমা-
কেই লাভ করে ॥ ২৩ ॥

যাহারা নির্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া একরূপ সিদ্ধান্ত করে যে,
আমি অব্যক্ত নির্বিশেষ স্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তিলাভ করি, তাহারা যতই
বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার
সর্বোত্তম অব্যয়, সর্ব শ্রেষ্ঠ নিত্য বিশেষ সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয়
নাই ॥ ২৪ ॥

আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সাক্ষিদানন্দ স্বরূপ শ্রাম স্তম্ভর রূপে
ব্যক্তিলাভ করিয়াছি একরূপ মনে করিবে না । আমার ভক্তগণের স্বরূপ

মূঢ়োহয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন !

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ নকশ্চন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ! ।

শুণলীলা পরিকর বহেন সদৈব বিরাজমানোপি কদাচিদৈব কেবু চিদৈব ব্রহ্মাণ্ডেবু কিক
সূর্যো যথা সূর্যেণ শৈলাবরণ বশাৎ সর্বদা লোক দৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদৈব তথৈ-
বাহমপি যোগ মায়য়া সমাবৃতঃ । নহু চ জ্যোতিশ্চক্রে বর্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিশ্চক্রে
জ্যোতিশ্চক্রে মধ্যে সামন্ত্যেন সদৈব বিরাজ মানোহপি সূর্য্যঃ সর্ব কাল দেশবর্তি জনস্ত ন প্রকটঃ,
কিন্তু কদাচিংকেবু চ ন ভারতাদিশু খণ্ডেষু বর্তমানস্ত জন সৈব তথৈবাহমপি স্বধাম স্বরূপ
সূর্য্যোযথা সদৈব দৃশ্যতথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরা দ্বারকাদৌ হিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং
তদ্রহঃ কৃষ্ণঃ কথং ন দৃশ্যোভবতি উচ্যতে । যদি জ্যোতিশ্চক্রে মধ্যে সূর্য্যে রতবিষ্যন্তদা
তদ্রাপিতদাবৃতঃ সূর্য্যোদৃশ্যোনাভবিষ্যৎ । তদ্রতু মথুরাদি কৃষ্ণদ্যামনি ধামনি সূর্য্যেস্থানীয়া
যোগমায়ৈব সদা বর্ততে ইত্যন্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদান দৃশ্যতে কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্ব
মনবদ্যং । অতো মূঢ়ো লোকো মাংস্থামস্থল্লরাকারং বহুদেবাস্তজমপ্যজমব্যয়ং মায়িক
জন্মাদি শূন্যঃ নাভিজানাতি । অতএব কল্যাণশুণবারিধিঃ মাংপ্যন্ততন্ত্যক্তা মগ্নির্বিশেষ স্বরূপং
ব্রহ্মৈবোপাসত ইতি ॥ ২৫ ॥

কিক মায়য়াঃ স্বাশ্রয় ব্যামোহকহাভাবাৎ বহিরঙ্গা ময়া অন্তরঙ্গাযোগ ময়াচ মম জ্ঞানং
নাবুণোত্তীত্যাং বেদাহ মিতি । মাস্ত্বকশ্চন প্রাকৃতোহ প্রাকৃতশ্চ লোকো মহাকৃতাদি ম'হা
সর্বজ্যোত্বপিন কাং স্ত্রোয় দেব যথা যোগং মায়য়া যোগ মায়য়াচ জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

স্বমায়য়াজীবাঃ কদারভা মুহাশীতাপেক্ষায়া মাহইচ্ছতি সর্গে জগৎ সৃষ্টারম্ভ কালে
সর্বভূতানি সর্বজীবাঃ সন্মোহয়ন্তি কেন প্রাচীন কর্মোদ্ভ্রমো বাবিচ্ছাদেবো ইন্দ্రిয়াণাম-

নিত্য । ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়ার রূপ-
ছায়া দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে । এই কারণে মূঢ় লোকেরা
অব্যয় স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপ আমি সমস্ত অতীত বিষয় বর্তমান সমাচার ও
যাহা কিছু পরে হইবে সমুদায় অবগত আছি । হে অর্জুন ! ব্রহ্ম ও পর-
মাত্ম স্বরূপ আমার প্রকাশ দ্বয়কে অবগত হইয়াও আমার নিত্য মধ্যমাকার
শ্রামস্থল্লর রূপকে নিত্য বলিয়া মায়াবদ্ধ লোক সকল জানে না ॥ ২৬ ॥

ইহার হেতু এই যে জীব যখন গুপ্ত থাকে, তখনই চিহ্নিঙ্গিয় দ্বারা আমার

সৰ্বভূতানি সম্মোহং সর্গে বাস্তি পরস্তপ ! ॥ ২৭ ॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাম্ পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্ব মোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

মুকুলে বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষঃ প্রতিকুলদ্বেষঃ । তাভ্যাং সমুৎপন্নঃ সমুদ্ভূতো যোদ্বন্দ্বো মানাপ
মানয়োঃ শীতোষ্ণাদ্যোঃ সুখ দুঃখয়োঃ স্ত্রী পুংসয়োর্মোহঃ অহং সন্ধানিতঃ স্বপ্নী, অহমবমা-
নিতো দুঃখী, মমেষঃ স্ত্রী মমায়ং পুরুষঃ ইত্যাদ্যাকারক আবিদ্যাকোয়োর্মোহস্তেন সম্মোহঃ স্ত্রী
পুংসাদিষুভ্যাসক্তিং প্রাপ্নুবক্তিস্বতএব অত্যন্তাসক্তানাং ন মন্ততাবধিকারঃ । যদুচ্চবৎ প্রতি
ময়ৈব বধ্যতে । যদুচ্ছয়া মৎকথাদোজাত একান্তমঃ পুমান্ । ন নিবিষ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি
যোগোহস্য সিদ্ধিঃ ইতি ॥ ২৭ ॥

তর্হি কেবাং ভক্তাবধিকার ইত্যত আহ । যেবাং পুণ্য কর্ম্মণাম্ পাপং তু অন্তঃ গতং অন্ত-
কালং প্রাপ্তং নশ্চদবস্থং তত্ত্ব সম্যক নষ্ট মিভার্থঃ । তেবাং সহ শুণোত্রকে সতি তমোত্তম
হ্রাসঃ । তস্মিন্ সতি তৎকার্যোর্মোহোহপি হ্রসতি । মোহ হ্রাসে সতি তে পঞ্চভ্যাসক্তি রহিতা
বাদৃচ্ছিকমন্তস্ত সঙ্গেন ভজন্তে মাত্রঃ । যেহু ভজনাদাসতঃ সম্যক নষ্টপাপা । তে মোহেন নিশে
ষণে মুক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ প্রাপ্ত নিভাঃ সন্তো মাংভজন্তে । নচৈবং পুণ্য কর্ম্মৈব সর্গ বিধায়া ভজন্তে
কারণ মিতি মন্তব্যঃ । সন্ন্যাসাদেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোব্রতৈঃ । বাখ্যা বাধ্যায়
সন্ন্যাসেঃ প্রাপ্নুয়াদবহুবানপি । ইতি ভগবদ্বক্তেঃ । কেবল ভক্তি যোগস্য পুণ্যাদি কর্ম্মাশ্রয়
নৈব কারণ মিতি বহুশঃ প্রতিপাদনাম্ ॥ ২৮ ॥

এই নিত্য স্বরূপ দেখিতে পায় । যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি মধ্যে বর্তমান হয়,
তখন অবিদ্যা বশতঃ ইচ্ছা দ্বেষ জনিত দ্বন্দ্ব মোহ দ্বারা সকলেই সম্মোহিত
হইয়া পড়ে । তখন আর বিদ্বৎ প্রতীতি থাকে না । আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি
বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং তাহাদের জড়
চকুর বিষয়ী ভূত হইয়াছি । তথাপি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা আমার
স্বরূপের অবিদ্বৎ প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে অনিত্য মনে করিতেছে ।
ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

আমার এই নিত্য স্বরূপের বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করিবার অধিকার
যে রূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর । পাপাবিষ্ট অমুর স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎ
প্রতীতি হয় না । বাহারা ধর্ম্ম সম্বত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্ম্ম
দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একবারে অন্ত করিয়াছেন, তাহাদেরই আদৌ
কর্ম্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যান যোগ দ্বারা আমার চিচ্ছ
সমাধিক্রমে উপলব্ধ হয় । আমার নিত্য স্বরূপকে তাহারা বিদ্বৎ প্রতীতি
ক্রমে দেখিতে পান । অবিদ্যা দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম অবিদ্বৎ
প্রতীতি । বিদ্যা দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহা বিদ্বৎ প্রতীতি । তাহারাই

জরামরণ মোক্ষায় নামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিছুঃ কৃৎসুমধ্যাঙ্গং কৰ্ম্মচাখিলং ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যেবিছুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিছুযুক্ত চেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিজ্ঞান যোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

তদেব মার্জ্যাদাপ্তয়ঃ সকামা মাং ভজন্তুঃ কৃতার্থাভবন্তীতি । দেবতাস্তরং ভজন্তুস্ত চাবশ্যে ইত্যুক্তা । স্বসাম্ভজনে হপাধিকারিণ শ্বেচ্ছাভা । ভগবতা ইদানীং অন্তঃ সকামঃ চতুর্থোঃপি মন্ত্ৰস্তোত্রস্তীতাহ । জরতি—জরা মরণয়োর্মোক্ষায় নাশায় যে যোগিনো যতন্তি যতন্তে যে মোক্ষ কামা মাং ভজন্তি ইতিকলিতার্থঃ তে তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা কৃৎসুমধ্যানং দেহমধিকৃতা ভোক্তৃত্বাবর্তমানং অধ্যাত্ম জীবাত্মানঞ্চ অখিলং কৰ্ম্ম নানাবিধ কৰ্ম্ম জন্য জীবসা সংসারঞ্চ মন্ত্ৰস্তি প্রভাবাদেব বিছুর্জানন্তি ॥ ২৯ ॥

মন্ত্ৰস্তি প্রভাবাৎ যেষা মীদৃশঃ মজ্জ্ঞানং সান্তেনামন্তকালে হপি তদেব জ্ঞানং সাং নহন্যে বামিব কৰ্ম্মোপস্থাপিতা ভাবিদেহ প্রাপ্তানুরূপা মতি রিত্যাহ সাধিভূতেতি । অধিভূতাদয়োঃ ত্রিমাধ্যায়ে বাধ্যাসান্তে । ভক্তাএব হরেন্তত্ত্ববিদো মায়াঃ তরন্তিচ । তেচোক্তাঃ বভূধা অজ্ঞেয়া ধ্যায়ার্থো নিরাপিতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাসু সপ্তমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

ক্রমশঃ বৈতাত্বেত রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ় ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

জড় শরীরেরই জরামরণ ঘটয়া থাকে । জীবের যে নিত্য চিহ্নেহ তাহাতে জরা মরণ নাই । সেই চিহ্নেহ লাভ পূর্বক আমার নিত্য দাস্ত রূপ নিত্য ধর্ম লাভকেই মোক্ষবলা যায় । আমার সাধন ভক্তি দ্বারা বাহ্যার জরামরণ মোক্ষ অল্পসন্ধান করেন, তাঁহাদের যত্নই সৃষ্ট । সেই যুক্ত চিত্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব, অখিল কৰ্ম্ম তত্ত্ব, অধিভূততত্ত্ব, অধিদৈব তত্ত্ব, ও অধিযজ্ঞ তত্ত্ব রূপ ছয় তত্ত্ব সহজেই পরিজ্ঞাত হয় । তাঁহারাই মরণ কালে আমাকে জানিতে পারেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

ভক্তগণই ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়াবন্ধকার পার হইতে

পারেন, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

—.—
অৰ্জুন উবাচ ।

কিন্তুব্রহ্ম কি মধ্যাত্মং কিংকৰ্ম পুরুষোত্তম ! ।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধি দৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেগ্নিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াণ কলে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

পার্ব প্রশ্নোত্তরং যোগং মিশ্রাং ভক্তিং প্রসঙ্গতঃ ।

শুদ্ধাকৃত্যক্তিং প্রোবাচহেগতী অপিচাষ্টমে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ন্তে ব্রহ্মাদি সপ্ত পদার্থানাং জ্ঞানং ভগবতোক্তং অত্রতেষাং তৎসং জিজ্ঞাহুঃ পৃচ্ছতি
যাত্যাং ॥ ১ ॥

অত্রদেহে কোহধি যজ্ঞো যজ্ঞোধিতাতা স চাগ্নিন দেহে কথং জ্ঞেয় ইত্যুত্তরস্যানুবাদীঃ ॥ ২ ॥

উত্তরমাহ অক্ষর মিতি নক্ষরতীত্যক্ষরং নিত্যং যৎ পরমং তদব্রহ্ম এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিব্রহ্মণা
অভিবদন্তীতি ক্রতেঃ । স্বভাবঃ সমান্যানাং দেহাধ্যাসবশাত্তাবয়তি জনয়তি ইতি স্বভাবোজীবঃ
যদ্যস্বং ভাবয়তি পরমজ্ঞানাং প্রাপয়তি ইতি । স্বভাবঃ শুদ্ধজীবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্ম শব্দ

অৰ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কৰ্ম, অধিভূত, অধি-
দৈব, অধিযজ্ঞ, এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম পুরু-
ষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণ কালে জানিতে পারেন ? এই সমস্ত স্পষ্ট
করিয়া বল ॥ ১ ॥ ২ ॥

অক্ষর তত্ত্ব অর্থাৎ ত্রিত্য বিনাশ রহিত এবং অবস্থান্তর শূন্য তত্ত্বই পর-
ব্রহ্ম । পরব্রহ্ম শব্দ দ্বারা কেবল নিত্য বিশেষ যুক্ত ভগবৎ স্বরূপ আমাকেই
বুঝিতে হইবে । স্বরূপ শূন্য জ্ঞান মার্গের ব্রহ্ম বা যোগ মার্গের পরমাত্মাকে

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিভূতংকরোভাবঃ পুরুষ শ্চাধি দৈবতং ।

অধিযজ্ঞো হহমেবাত্র দেহে দেহভূতাস্বর ॥ ৪ ॥

অন্তকালেচ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বাকলেবরং ।

যঃ প্রয়াতি স মদুভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

বাচ্য ইত্যর্থঃ । ভূতৈরেব ভাবনাং মনুষ্যাদিদেহানাং উদ্ভবঃ করোতীতি । সঃ বিসর্গোজীবস্যা
সংসারঃ কৰ্ম্মজন্মভাং কৰ্ম্মসংজ্ঞঃকৰ্ম্ম শব্দেন জীবস্যা সংসার উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

করো নবরোভাবঃ পদার্থো ঘটপটাদিঃ অধিভূতঃ অতিভূত শব্দ বাচ্যঃ । পুরুষঃ সমষ্টি
বিরাট্ অধিদৈবতং অধিদৈবতশব্দ বাচ্যঃ । অধিকৃত্য বর্তমানানি সূর্যাদি দৈবতানি যত্রৈতি
তন্নিরুক্তেঃ । অত্রদেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম প্রবর্তকঃ অন্তর্ধানী অহং মদংশকত্বাৎ
অহমেবেত্যে বকারেণ কথং জ্ঞেয় ইত্যসোস্তরম স্তূর্যামীহহমেব মদভিন্নেহে নৈব জ্ঞেয়ঃ
নত্বায়া আদিবিব মস্তিন্নেহে নেতার্থঃ ॥ দেহে দেহ ভূতাবরেতিহস্ত সাক্ষাৎসং সৎত্বাৎ সর্ব
শ্রেষ্ঠ এবং ভবসীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োহসীত্য স্ত্রোস্তরমাহ অন্তকালে চেতি । মামেব স্মরন্থিতি মৎস্মরণ
মেব মজ্জ্ঞানঃ নতু ঘটপটাদি রিবাং কেনাপি তদ্বতো জ্ঞাতুং শকা ইতি ভাবঃ । স্মরণ রূপ-
জ্ঞানস্ত প্রকারস্ত চতুর্থ শ্লোকে বক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥

বুঝিতে হইবে না । অধ্যাত্ম শব্দ দ্বারা চিৎস্বর নিত্য স্বভাব বা . বিশেষকে
বুঝিতে হইবে না । সেই বিশেষ দ্বারা জড় সত্ত্ব শূন্য শুদ্ধ জীবকে লক্ষ
করিবে । ভূতগণ দ্বারা জীবের দেহ নির্মাণ রূপ সংসার কৰ্ম্ম হইতে
জন্মে, তজ্জন্যই কৰ্ম্মকে ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ বলিয়া জানিবে । নশ্বর
পদার্থ জনক ভাবকে করো ভাব বা অধিভূতবলা যায় । অধিদৈব শব্দে
সূর্যাদি দৈবত সমষ্টি বিরাট রূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইঞ্জিয় জ্ঞানা-
ধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে । দেহী দিগের দেহাস্তর্গত অন্তর্ধানী পুরুষরূপ
আমিই অধি যজ্ঞ ॥৩ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে আমাকে স্মরণ পূর্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি
মস্তাবই লাভ করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক বাঁহার ভগবৎ স্বভি মরণ
কালেতে উদ্ভিত হয় তিনি ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং ।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিত মানোবুদ্ধিস্ম্যামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানু চিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার

মামেব স্মরন্মাং প্রাপ্নোতীতিবদ্যমানমপি স্মরন্মদন্তমেব প্রাপ্নোতীত্যাং যংযমিতি । তন্ত ভাবেন ভাবনেন অনুচিন্তনেন ভাবিতো বাসিতঃ তস্ম্যভূতঃ ॥ ৬ ॥

মনঃসঙ্কল্পাস্বকং বুদ্ধিৰ্ব্যবসায়াস্থিকা ॥ ৭ ॥

তস্মাৎস্মরণাভ্যাসিন এবস্তকালে স্বতএব মৎস্মরণং ভবতি, তেনচ মাং প্রাপ্নোতীত্যন্তে-
তসো মৎস্মরণমেব পরমোযোগ ইত্যাং অভ্যাস যোগ ইতি । অভ্যাসো মৎস্মরণস্ত পুনঃ পুনরা-
বৃত্তিরেব যোগন্তুভুক্তেন চেতসা, অতএব নাশ্চ বিষয়ঃ গন্তঃশীলং যস্যাতেন স্মরণাভ্যাসেন
চিন্তসা স্বভাব বিজয়োপি ভবতীতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

যোগাভ্যাসং বিনা মনসো বিষয় গ্রান্নাদিত্তি দুৰ্ব্বীকৃত । যাচ বিনা সাত্তোহন ভগবৎ স্মরণ
মপি দুৰ্ব্বীকৃত মিত্তি যুক্ত । কেন চিৎ যোগাভ্যাসেন সহিতবতক্তিঃ ক্রিয়তে ইতিতাং যোগ

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন তিনি সেই
ভাব ভবিত তত্বকেই লাভ করেন ॥ ৬ ॥

অতএব তুমি সৰ্বকালেই আমার পরব্রহ্ম ভাবকে স্মরণ পূৰ্ব্বক তোমার
স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সংকল্পাস্বক
মন ও ব্যবসায়াস্থিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ
করিবে ॥ ৭ ॥

অভ্যাস যোগ যুক্ত অনন্য গামী চিন্তের দ্বারা পরম পুরুষের চিন্তা
করিতে করিতে পরম পুরুষকে লাভকরিবে । অর্থাৎ কর তত্বাদিতে পুনরা-
বৃত্ত হইবেনা ॥ ৮ ॥

পরম পুরুষেরাধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর । তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ সনাতন, নিয়ন্তা,
অতি সূক্ষ্ম, সকলেরবিধাতা, জড় বুদ্ধির অচিন্ত্য রূপ, পুরুষ বিধবলিয়া নিত্য

মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিস্ত্যরূপ

মাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যোগ যুক্তো বলেন চৈব ।

ক্রবোন্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ১০ ॥

যদক্ষরং বেদ বিদোবদন্তি

মিথ্যাং ভক্তিমাহ কবিমিতি পঞ্চভিঃ । কবিং সর্বজ্ঞং সর্বজ্ঞোহপ্যন্তঃ সনকাদিঃ সার্ব
কালিকঃ নভবত্যত আহ । পুরাণমনাদিঃ সর্বজ্ঞোহনাদিরপ্যন্তর্যামী সভক্ত্যুপদেষ্টা
নভবত্যত আহ অনুশাসিতারং কৃপয়া স্বভক্তি শিক্ষকং কৃষ্ণ রামাদি স্বরূপ মিত্যর্থঃ ।
তাদৃশ কৃপানুরূপি স্নেহশির্জেয়ত্ব এব ইত্যাহ । অণোঃ সকাশাদপ্যণীয়াং সংতর্হি
মকিংজীব ইব পরমাণু প্রমাণস্তত্রাহ । সর্বস্য ধাতারং সর্ব বস্তু মাত্রাধারকত্বেন সর্ব
ব্যাপকত্বাৎ পরম মহাপরিমাণ মপীত্যর্থঃ । অতএবাচিস্ত্যরূপং । পুরুষ বিধেয়েন মধ্যম
পরিমাণ মপিতস্য অনন্ত প্রকাশত্বমাহ, আদিত্য বর্ণং আদিত্যবৎ স্বপর প্রকাশকোবর্ণঃ
স্বরূপং যস্য তথাতমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্তমানঃ মায়া শক্তিমন্ত মপি ময়াতীতস্বরূপ
মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণ কালে অন্তকালে অচলেন নিশ্চলেন মনসা বা সঁতত স্মরণ ময়ীভক্তিস্থতা যুক্তঃ ।
কথং মনসো নৈশ্চল্যং অত আহ যোগস্যা যোগাভ্যাসস্য বলেন যোগ প্রকারঃ দর্শয়তি
ক্রবোন্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ॥ ১০ ॥

ননু ক্রবোন্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতোতাবদ্ধাত্ত্রোক্ত্যা যোগেন জ্ঞায়তে । তস্ম্যন্ততত্র যোগে

মধ্যমাকার তথাপি স্বপ্রকাশ বশতঃ আদিত্যবৎ স্বরূপ প্রকাশক বর্ণ বিশিষ্ট
এবং জড়া প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ॥ ৯ ॥

মরণ কালে অচল মন হইয়া ভক্তি সহকারে পূর্বযোগাভ্যাস বশতঃ ক্র
ম্বন্ন মধ্যে প্রাণকে স্থিত করিয়া সেই দিব্য পুরুষের নিকট প্রয়াণ করিবে ।
মরণ ক্রেশ দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপ না হয়, তাহার উপায় স্বরূপ এই ঘোষণা
উপদিষ্ট ॥ ১০ ॥

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ঐহাকে অক্ষর বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতি

বিশন্তিযদ্ যতয়োবীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্যত ।

মুক্ত্যধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাং ॥ ১২ ॥

ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুস্মরন্ ।

যঃপ্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিং ॥ ১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যোমাংস্মরতি নিত্যশঃ ।

প্রকারঃ কঃ, কিংজপ্যং কিংবাধ্যোয়ং কিংবা প্রাণ্যং ইত্যপি সংক্ষেপেণ ব্রহ্মীতাপেক্ষায়ামাহ
যদ্বিতি ত্রিভিঃ । যদেবাক্ষরং ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বাচকং বেদজ্ঞা বদন্তি । যদেব ওমিত্যে-
কাক্ষর বাচ্যং ব্রহ্ম যতয়ো বিশন্তি তৎপদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাণ্যং সম্যক্তরা
গৃহ্যতে হনেনেতি সংগ্রহস্তদুপায়ন্তেন সহ প্রবক্ষ্যে শৃণু ॥ ১১ ॥

উক্তমর্থং বদন্ যোগে প্রকারমাহ সর্ব্বাণি চক্ষু রাদীন্দ্রিয় দ্বারাণি সংযম্য বাহ বিষয়েভ্যঃ
প্রত্যাহৃত্য মনশ্চ হৃদ্যেব নিরুধ্য বিষয়াস্তরেণ অসংকল্প মুক্তি ক্রবোমধ্যে এব প্রাণ মাধার
যোগ ধারণাং আনন্দ শিখমন্মূর্ত্তিভাবনাং আশ্রিতঃ সন্ ॥ ১২ ॥

ও মিত্যেক মেবাক্ষরং ব্রহ্ম স্বরূপং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্ । তদ্বাচ্যং মামমুস্মরন্মুখ্যায়ন্
পরমাং গতিং মৎসালোক্যং ॥ ১৩ ॥

তদেবঃ আর্জ ইত্যাদিনা কৰ্ম্ম মিশ্রাজ্ঞরা মরণ মোক্ষায় ইত্যনেনাপি কৰ্ম্ম মিশ্রাং কবিঃ

সকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারী সকল
ব্রহ্ম চর্যা করেন সেই প্রাণ্য বস্তু তোমাকে উপায় সহকারে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

যোগ ধারণা ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে মনকে
নিরোধ পূর্ব্বক এবং প্রাণকে মুক্তি, অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বয় মধ্যে সন্নিবেশ করত ও এই
বেদ মূল অক্ষরটাকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি
মৎসালোক্যাদিরূপ পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

আর্জ, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইতে জরা মরণ
মোক্ষ পর্যান্ত তোমাকে কৰ্ম্ম মিশ্রা অর্থাৎ কৰ্ম্ম প্রাধানী ভূতা ভক্তির

তস্যাং হ স্তলভঃ পার্থ । নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

নামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাম্ভতাঃ ॥ ১৫ ॥

পুরাণ মিত্যাদিভিঃ । যোগ মিশ্রাকসপরিকরাং প্রধানীভূতাঃ ভক্তিমুক্তাঃ । সর্বশ্রেষ্ঠাঃ নিষ্ঠুগাঃ কেবলাঃ ভক্তিমাহ অনন্ত চেতা ইতি । ন বিদ্যাতে অন্তম্বিন কস্মিদি জ্ঞানেযোগে বা অন্তঃস্টেয়মেন তথা দেবতাস্তরেব আরাধায়েন তথা স্বর্গাপবর্গা দাবপি প্রাপ্যয়েন চেতো বস্যা । সততং সন্দেশি কাল দেশ পাণ্ডু শুদ্ধাদ্যনপেক্ষত যৈব নিত্যশঃ প্রতিদিন মেব যো মাংস্মরতি তস্ত তেন ভক্তেনাহং স্তলভঃ স্তুথেন লভ্যঃ । যোগজ্ঞানাত্যাসাদি দুঃখ মিশ্রনাভাব্যাদিতিভাবঃ । নিত্য যুক্তস্ত নিত্যমদেয়াগাংকাঙ্ক্ষিণঃ আসংশায়াং ভূতবচেতি ভাবিগুপি যোগে আসংশিতেন্ত প্রত্যয়ঃ । যোগীনো ভক্তি যোগবতঃ স্বহাযোগ সম্বন্ধঃ দাস্য সখ্যাদিস্তদ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

হাং প্রাপ্তবতস্তস্য কিংসাদিত্যাহমামিতি দুঃখালয়ঃ দুঃখ পূর্ণঃ অশাশ্বতঃ অনিত্যক জন্ম-নাগ্নুবন্তি,কিন্তু স্তুথ পূর্ণং নিত্যভূতং জন্ম মজ্জন্মতুল্যং প্রাপ্নুবন্তি । শাশ্বতস্তদ্রবোনিত্যঃ সদাতন সনাতনা ইত্যমরঃ । যদা বহুদেব গৃহে স্তুথ পূর্ণং নিত্যভূতং অপ্রাকৃতং মজ্জন্ম ভবেত্তদৈব তেষাং মত্তজ্ঞানামমপি মগ্নিত্য সঙ্গিনাং জন্মস্যান্নাত্মদা ইতি ভাবঃ । পরমামিতি অন্তেষ্টজ্ঞাঃ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি অনন্ত চেতসস্ত পরমাং সংসিদ্ধিং মলীলা পরিকর তামিত্যর্থঃ । তেনো-ক্তলক্ষণেভ্যঃ সর্বভক্তেভ্যো দৃষ্ট শ্রেষ্ঠং দ্যোতিতং ॥ ১৫ ॥

স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং কবি, পুরাণ ইত্যাদি, শ্লোক হইতে এপর্যন্ত যোগ মিশ্রা অর্থাৎ যোগ প্রধানী ভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি । তাহার মধ্যে মধ্যে কেবলা ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে কেবলা ভক্তির স্বরূপ বলি শ্রবণ কর । যাহারা অনন্য চিন্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্য যুক্ত ভক্ত যোগী দিগের সম্বন্ধে আমি স্তলভ । অর্থাৎ প্রধানী ভূতা ভক্তিতে আমি দুর্লভ ইহা জানিবে ॥ ১৪ ॥

অনিত্য ও দুঃখালয় রূপ পুনর্জন্ম ভক্ত যোগী সকল প্রাপ্ত হন না । যে হেতু তাহারা পরম সংসিদ্ধিলাভ করেন । অনন্য চিন্তাহই কেবলা ভক্তির লক্ষণ । যোগ জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে যিনি অনন্য রূপ আশ্রয় করেন তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

আত্রক্ষভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিতনোহর্জুন ! ।

মামুপেত্যতু কৌন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

সহস্র যুগপর্য্যন্ত মহর্ষদ ব্রহ্মণোবিদুঃ ।

রাত্রিংযুগ সহস্রান্তাং তেহহোরাত্র বিদোজনাঃ ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

সর্ব এব জীবাঃ মহা স্মৃতিনোহপি জায়ন্তে মন্ত্তান্ত তদ্বন জায়ন্ত ইত্যাহ আত্রক্বেতি ব্রহ্মণো ভবনং সত্যলোকঃ স্তমতিবাণা ॥ ১৬ ॥

নমু অমৃতং কেম মভয়ং ত্রিমুর্দ্ধোঃ ধারিমুর্দ্ধুবিতি দ্বিতীয় স্বক্কতোঃ কেবাঞ্চিঅতে ব্রহ্মলোকস্য অভয়ঃ প্রবণাং । সন্ন্যাসিরাপি জিগমিবিহাং তত্রতানাং পাতোন সন্তাব্যতে । মৈবং—তল্লোকস্বামিনো ব্রহ্মণোহপি পাতঃ স্যাৎ কি মুতাশ্চেবাং ইতি ব্যঞ্জয়রাহ সহস্রংযুগানি পর্যাশ্তোহবসানং যন্ত তং ব্রহ্মণোহর্জুনং যৎ যে শাস্ত্রাভিজ্ঞা বিদুর্জানন্তি । তেহ হোরাত্র বিদোজনাঃ রাত্রিমপিতসানাং যুগ সহস্রাং বিদুঃ । তেন তাদৃশাহরাত্রৈঃ পক্ষ মসাদিক্রমেণ বর্ষ শতং ব্রহ্মণঃ পরমাযু রিতি । এতদন্তে তস্যাপি পাতঃ কস্যাচিৎকবস্যা তস্য ব্রহ্মণো মোক্ষশ্চেতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৭ ॥

যেতুততোহর্জুনান্না ত্রিলোকস্বা স্তেবাষ্ট তস্যা হন্য হন্যপি পাত ইত্যাহ অব্যক্তাদিতি ।

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য সেই সেই লোক গর্ত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব । কিন্তু কেবলা ভক্তির বিষয় রূপ আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না । কন্দ যোগী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও প্রধানীভূতা ভক্তিকে বাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কেবলা ভক্তিই এ সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি । তাঁহার ক্রমশঃ কেবলা ভক্তি লাভ করত পুনর্জন্ম বহিতে উদ্ধৃত হন ॥ ১৬ ॥

মমু্যমানের সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিন । এবং সহস্র যুগ তাঁহার এক রাত্রি । এই প্রকার একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয় । যে ব্রহ্মা ভগবৎ পরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয় । ব্রহ্মারই যখন এই রূপ গতি তখন তল্লোক গত সন্ন্যাসী দিগের অভয়ত্ব নিত্য নয় ॥ ১৭ ॥

এই ত্রিলোক মধ্যস্থিত দেব, ত্রির্ধ্যক, মানবাদির্গ তদপেক্ষা অধিক

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে । ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃসএবায়াং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

৷ রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ ! প্রভবত্য হরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃস সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্ব ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্ত স্তমাহঃ পরমাং গতিং ।

যংপ্রাপ্য ন নিবর্তন্তেতদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অত্রদৈনন্দিন সৃষ্টি প্রলয়য়ো রাক্ষাশাদীনাং সহাৎ অব্যক্ত শব্দেন স্বাপাপরহঃ প্রজাপতিরিবো-
চ্যতে ইতি মধুহৃদন সরস্বতী পাদাঃ । ততশ্চ অব্যক্তাৎ স্বাপাপরহাৎ প্রজাপতেঃ সকাশা-
ক্লয়ঃ শরীর বিষয়াদিরূপাঃ ভোগ ভুময়োভবন্তি । ব্যবহারক্ৰমা হ্য়াঃরাত্র্যাগমে । তস্য স্বাপ-
কালে প্রলীয়ন্তে তদ্বিরেব ভবন্তি ॥ ১৮ ॥

এবমেব ভূতানাং চরাচর প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাদুক্ত লক্ষণাৎ অব্যক্তাৎ প্রজাপতে হিরণ্য গর্ভাৎ সকাশাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ । হিরণ্য গর্ভ-
সাপিকারণভূতো যোহনাঃ খলু অব্যক্তো ভাবঃ সনাতনোহনাদিঃ ॥ ২০ ॥

পূর্বে প্রোক্তোক্তমব্যক্ত শব্দং ব্যাচষ্টে অব্যক্ত ইতি নঙ্করতীতাক্রুরো নাবায়ণঃ “একোনারায়ণ
আসীন্নব্রহ্মানশঙ্কর ইতি শ্রুতেঃ” মম পরমং ধাম নিত্যং স্বরূপং । যদা অঙ্করঃ পরং ধাম ব্রহ্মৈব
সদ্ধাম মন্তেকো রূপং ॥ ২১ ॥

অনিত্যত্ব, যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয় ।
পুনরায় রাত্রিআগমে সেই অব্যক্ত তত্ত্ব সমস্তই লয় হয় । চরাচর প্রাণি
সকল ব্রহ্মার দিবা ভাগে উৎপন্ন হইয়া রাত্রিআগমে লয় প্রাপ্ত
হয় ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

ব্যক্ত ভাব হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই নিত্য । যেতত্ত্ব সর্বভূত নাশ
হইলেও নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

সেই অব্যক্তকে অঙ্কর বলে । তাহাই ভূত সকলের পরমা গতি । সেই
অব্যক্ত মধ্যে তাহাকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে, যাহা প্রাপ্ত হইয়া
জীৱ আর প্রীতি নিবৃত্ত হয় না ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! তক্ত্যা লভ্যন্তুনন্তয়া ।

যস্যাস্তুঃ স্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্ব মিদং ততং ॥ ২২ ॥

যত্রকালে ত্বনাবৃতি মাবৃতিঞ্চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যাস্তিতংকালং বক্ষ্যামিভরতষষ্ঠ ! ॥ ২৩ ॥

অগ্নি জ্যোতি রহঃশুক্রঃ যথাসা উত্তরায়ণং ।

সচমদংশঃ পরমঃ পুরুষঃ ন বিদাতে অন্যং কর্ম জ্ঞান যোগ কামনাদিকং যস্যাত্মৈব ।
অতএব পূৰ্ণং ময়োক্তং । অনন্যাচেতাঃ সততমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নহু যঃপ্রাপান নিবৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতিব্ৰহ্মাত্মাহুত্বং স্তুং প্রাপ্তানা পুনরাবৰ্ত্তন্তে
ইতুক্তং নতত্রবং প্রাপ্তৌ কচিদমার্গ নিয়মঃ ইতুক্তঃ ব্ৰহ্মজ্ঞানাঞ্চ গুণাতীতব্ৰহ্মমার্গোহ
পিগুণাতীত এবম্ভবসীয়েত । নহু সাধ্বিকে হর্চিরাদিঃ যন্ত মার্গো যোগিনো জ্ঞানিনঃ কর্ণিণ
শান্তি তমহং জিজ্ঞাসে ইতাপেক্ষায়া মাহ যত্রেতি প্রাণোৎক্রমনানন্তরংতত্র কালে কালোপ
লক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা অনাবৃতি মাবৃতি ঋষান্তিতং কালং মার্গং বক্ষ্যে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র অনাবৃতি মার্গ মাহ অগ্নিরিতি অগ্নিজ্যোতিঃ শব্দাভাঃ তেহর্চিষমভি সম্ভবন্তীতি
ক্রতুজ্ঞা অর্চিরভি মানিনী দেবতো পলক্ষ্যতে । অহরিতি অহরভিমানিনী শুক্র ইতি পলক্ষি

সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরম পুরুষই অনন্য ভক্তি লভ্য । হে পার্থ !
সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হৃদয়া ভূত সকল বর্ত্তমান । এবং সেই পুরুষস্বরূপ
আমিই অন্তর্ধামী রূপে সর্বত্র প্রবিষ্ট ॥ ২২ ॥

আমার অনন্য ভক্ত গণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন । কিন্তু বাঁহারা
আমাতে অনন্য ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন,
তাঁহাদের পক্ষে মং প্রাপ্তি অনেক কষ্ট মিশ্রিত । তাঁহাদের গমন কাল ও
মার্গ—দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছেদ্য । তাঁহার বিবরণ বলি শ্রবণ কর । যে
কালে মৃত্যু হইলে যোগী দিগের অনাবৃতি হয় এবং যে কালে মৃত্যু হইলে
পুনরাবৃতি হয়, তাহা বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম বিং পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, সূর্য্যদিন ও উত্তরায়ণ কালে দেহ ত্যাগ
করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন । অগ্নি ও জ্যোতি শব্দ দ্বারা অর্চিরভিমানিনী
দেবতা, অহঃ শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, শুক্র শব্দে পলক্ষিমানিনী

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ । ২৪

ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসাদক্ষিণায়ণং ।

তত্র চান্দ্রমসংজ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে । ২৫ ॥

শুক্ৰ কৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাস্ত্রে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃতি মন্যয়া বর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে স্মৃতি পার্থ ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগ যুক্তোভবাজ্জুন ? ২৭ ॥

মানিনী উত্তরায়ণকপাঃ ষণ্মাস ইত্যুত্তরায়ণাতিমানিনী দেবতা ত্রতদ্রূপো যো মার্গস্তত্র
প্রয়াতা ব্রহ্মবিদোজ্ঞানিনঃ ব্রহ্মপ্রাপ্নবন্তি । তথাচশ্রুতিঃ “তৈর্জিষমতি সম্ভবন্তি আর্চিষো-
হহরহঃ পক্ষঃ বা পূর্য্যমাণ পক্ষঃ আপূর্য্যমাণ পক্ষান্ যদুৎক্রেতি ষণ্মাসান্দুদঙা দিত্য
এতীতি ॥ ২৪ ॥

কর্শ্ণিণামাবৃতিমার্গ মাহ ধূম ইতি ধূমাত্তিমানিনী দেবতা রাত্রাদি শব্দৈশ্চ পূর্ব্বদেবতত্ত-
দতি মানিস্তত্ত্রো দেবতা লক্ষ্যে । এতান্ভিদৈবতাভি রূপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ
কর্শ্ণ যোগী চান্দ্র মসংজ্যোতিস্তদ্রূপলক্ষিতং স্বর্গ লোকং প্রাপ্য তত্র কর্ম্ম ফলং ভূক্ত্বা নিব-
র্ততে পুনরাবর্ততে ॥ ২৫ ॥

উক্তো মার্গাবুপ সংরহতি শুক্ৰ কৃষ্ণে ইতি শাস্ত্রে অনাদী সংসারস্থানাদিহাৎ একয়া
শুক্ৰয়া অনাবৃতিং মোক্ষং অন্তয়া কৃষ্ণয়া আবর্ততে পুনঃ পুন রত্নজায়তে ॥ ২৬ ॥

এতন্মার্গদ্বয়জ্ঞানং বিবেকোৎপাদক মতস্তদ্বস্তং স্তোতিনৈষ্ঠে ইতি যোগ যুক্তঃ সমাহিত
চিত্তোভব ॥ ২৭ ॥

দেবতা, উত্তরায়ণ শব্দে উত্তরায়ণাতিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে
অর্থাৎ তত্তদ্বস্ত ও কাল প্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্ম
লাভের কারণ হয় । এই রূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগী দিগের
পুনরাবৃতি হয় না ॥ ২৪ ॥

কর্শ্ণ যোগী সকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ণ রূপ ছয়মাস ও চন্দ্র
জ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া দ্বারা পুনরাবৃতি
মার্গ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

জগতের শুক্ৰ ও কৃষ্ণ এই দুইটী সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ । শুক্ৰ মার্গ
দ্বারা অনাবৃতি এবং কৃষ্ণ মার্গ গতি দ্বারা আবৃতি ঘটয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই দুই মার্গের তাৎক্ষিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদ্বস্তের অতীত যে

বেদেষু যজ্ঞেষুতপঃসু চৈব
 দানেষু যৎপুণ্য ফলং প্রদিক্ষ্যং ।
 অভ্যেতি তৎসৰ্ব্ব মিদং বিদিত্বা
 যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যং ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
 সিক্যাং ভীষ্ম পৰ্ব্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
 যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে তারক ব্রহ্ম যোগো নাম
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

এতদধার্যোক্তার্থ জ্ঞান ফলমাহ বেদেষুতি তৎ সৰ্ব্বং অভ্যেতি অতিক্রম্য চ যোগী
 ভক্তিমান ততোপি শ্রেষ্ঠং স্থানং আদ্যং অপ্ৰাকৃতং নিত্যং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

ভক্তানাং সৰ্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং পুৰ্ব্বোক্তং তেষপিক্ষুটং ।

অনন্ত ভক্তস্তেতাদর্থোহব্রাধায়ে ব্যঞ্জিতোহভবৎ ॥

ইতি সারার্থ বৰ্ণিতাঃ হৰিণাঃ ভক্তচেতসাং ।

শ্রীমদাষ্টমোহধ্যায়ঃ সম্বতঃ সম্বতঃ সত্যং ॥

ভক্তি যোগ মার্গ তাহা অবলম্বন পূৰ্ব্বক যোগ যুক্ত ব্যক্তি কোন কালে মোহ
 প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ উভয় মার্গকে ক্রেশকর জানিয়া অনন্য ভক্তি যোগ
 অবলম্বন করেন । হে অৰ্জুন ! তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥ ২৭ ॥

ভক্তি যোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবেনা । বেদ
 পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান ও কৰ্ম্ম আছে সে
 সমুদায়ে যে ফল তাহা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করিয়া আদি ও পরম
 স্থানকে প্রাপ্ত হও ॥ ২৮ ॥

অনন্য ভক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইল ।

ইতি অষ্টম অধ্যায় ।

নবমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদম্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহ শুভাং ॥১॥

আরাধাত্তে প্রভোদ্যসৈ রৈষধ্যং যদপেক্ষিতং ।

তৎশুদ্ধ ভক্তে কৃৎকৰ্ণ শোচাতেনবমেন্দুটং ॥

কৰ্ম জ্ঞান যোগাদিত্যঃ সকাশাৎ ভক্তেরেব উৎকৰ্ণঃ । সাচভক্তিঃ প্রধানীভূত্বা কেবলাচেষ্টি
সপ্তমাস্টময়োরুক্তং । তত্রাপি কেবলায়া অতি প্রবলায়া জ্ঞানবদন্তঃকরণ শুদ্ধাদানপেক্ষিণ্যা
ভক্তেঃ স্পষ্টতয়া এব সর্দোৎ কৰ্ণঃ । তসামপেক্ষিত মৈষধ্যাক বক্তুংনবমো হ্রয় মধ্যায়
আরম্ভাতে । সৰ্ব শাস্ত্র সারভূতস্য গীতা শাস্ত্র স্যাপি মধ্যম মধ্যায়ষ্টকমেব সারং তস্যাপি
মধ্যমো নবম দশমাবেব সারা বিভাতেহত্র নিরূপয়িষ্যমাণ মর্থং শ্রোতি ইদম্বিত্তি
ত্রিভিঃ । বিতীয় তৃতীয়াধায়াদিব বহুত্বং মোক্ষোপযোগি জ্ঞানং গুহ্যং সপ্তমাস্টময়োর্মৎ
প্রাপ্ত্য পযোগি জ্ঞানং জায়তেহ নেন ভগবত্ত্ব মিতি জ্ঞানং ভক্তিত্ব যং গুহ্যতরং । অত্রতু
কেবল শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণং জ্ঞানং গুহ্যতমং প্রকাষেনৈব তুভ্যং বক্ষামি । অত্রজ্ঞান পদেব
ভক্তিরবণ্যং বাখ্যেয়া নতুপ্রথম বস্টোক্তং প্রসিদ্ধংজ্ঞানং পরলোকে অব্যয় মনধর মিতি
বিশেষণ দানং গুণাতীতহ লাভাৎ গুণাতীতা ভক্তিরেব নতু জ্ঞানং তন্ত সাধিকদ্বাং অপ্রদ-
ধানাঃ পুরুষা ধৰ্ম্মস্তাস্তেতাগ্রিম্ ন্লোকে ধৰ্ম্ম শব্দেনাপি ভক্তিরেবোচাতে । অনসূয়বে অমৎ-
সরায় ইত্যস্তো হপাদমমৎসরায় এবোপ দিশেদিতি বিধির্বাঞ্জিতঃ । বিজ্ঞান সহিতং মদপন্নো-
ক্ষানুভব পর্যন্ত মিত্যর্থঃ । অশুভাৎ সংসারাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধক্য দন্ত রায়াদ্বা ॥১ ॥

হে অর্জুন ! তুমিঃঅসূয়া রহিত পুরুষ । অতএব তোমাকে পরম বিজ্ঞান
যুক্ত সর্কাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া
সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তিলাভ কর । দ্বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক
জ্ঞানের কথাবলিয়াছি তাহা গুহ্য । সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ে বে ভগবত্ত্ব জ্ঞান
বলিয়াছি, তাহা, ভক্তি জনক বলিয়া গুহ্যতর । এখন যৈ জ্ঞানের কথা

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্র মিদমুত্তমং ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং স্নুস্বখং কৰ্ত্তুমব্যয়ং ॥ ২ ॥

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষাধর্মস্যাস্য পরস্তপ ! ।

অপ্রাপ্য মাংনিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বন্ধনি ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ ইদং জ্ঞানং রাজ বিদ্যা বিদ্যা উপাসনা বিবিধাএব ভক্তয়ঃ তাসাং রাজা রাজ দণ্ডা-
দিদ্যাং পরনিপাতঃ । গুহ্যানাং রাজ্যেতি ভক্তি মাত্র মেবাতিগুহ্যং । তস্য বহুবিধ স্যাপিরা-
জ্যেত্যতিগুহ্যতমং পবিত্র মিদমিতি সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্তহাং । হং পদার্থ জ্ঞানাত সকাশাদপি
পাবিত্র্যাকরং । অনেক জন্ম সহস্রসঙ্কিতানাং সর্বেষামপি পাপানাং স্থূল সূক্ষ্মাবস্থানাং
ভৎকারণ স্যাজ্ঞানসাত সদা এবাচ্ছেদকং অতঃসর্বোত্তমং পাবন মিদমেবেতি মধুহৃদন
সরস্বতী পাদাঃ । প্রত্যক্ষাবাগমো হনুভবো যদাতং । ভক্তিঃ পরেশানু ভবোবিরজিবল্ল্য
ত্র চৈবত্রিক এককালঃ । প্রপদ্য মানসা যথাম্রতঃ স্নাস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ কুদপায়ো হমুয়াসং ।
ইত্যেকাদশোক্তেঃ প্রতি নবমেব ভজনারূপ ভগবদনুভবলাভাৎ । ধর্ম্যং ধর্মানপেতং
সর্ব ধর্ম্য করণেংপি সর্বধর্ম্য সিদ্ধেঃ যথাতিরো মূলনিবেচনেন তৃপ্যন্তিতৎস্বক ভূজো-
পশাধঃ । প্রাণোপহারাত যথেক্সিরাণাং তথৈব সর্কারীন মচ্যতেজ্যা । ইতি নার-
দোক্তেঃ । কৰ্ত্ত্বং স্নুস্বখমিতি কৰ্ম্ম জ্ঞানাদাবিব নাত্র কোহপি কায় বাহ্যানস ক্লেশাতিশয়ঃ
প্রবণ কীর্তনাদিত্তেঃ শ্রোত্রাদীল্লিয় ব্যাপার মাত্রহাং অব্যয়ং কৰ্ম্মজ্ঞানাদিবল্লনধরং
নিগুণহাং ॥ ২ ॥

নহেবমস্য ধর্ম্যস্যাতি সুকরহে সতি কোনাম সংসারী স্যাৎ । তত্রাহ অশ্রদ্ধধানাঃ অসোতি
কৰ্ম্মপি বগ্নী আর্ষা ইমং ধর্ম্যং অশ্রদ্ধধানাঃ শাস্ত্র বাটেকাঃ প্রতি পাদিতং ভক্তেঃ সর্বোৎকর্ষং
স্বত্বার্থবাদ মেব মন্ত্যমানা আস্তিকোন ন স্বীকৃশ্চিতি । যে তে উপায়ান্তরৈ মৎপ্রাপ্তয়ে কৃত
প্রবল্ল্য অপি মাম প্রাপ্য মৃত্যুবাণ্ডে সংসার বন্ধনি নিতরামতিশয়েন বর্তন্তে ॥ ৩ ॥

বলিতেছি, তাহা কেবলা ভক্তি লক্ষণ, অতএব ইহা গুহ্য তম । ইহা দ্বারা
গুণ রূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করত তুমি, গুণাতীত হইবে ॥ ১ ॥

এই জ্ঞানকে রাজ বিদ্যা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্য
সাধক, আত্ম প্রত্যক্ষানুভব স্বরূপ, সমস্ত ধর্ম্য সাধক, নিগুণ এবং সহজ
বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যে হেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধ
ব্রহ্ম, তাহা সর্কাগ্রে বদ্ধ জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদ্ভিত হয় । যে সকল

ময়া তত মিদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা ।

মৎ স্থানি সর্ব ভূতানি ন চাহংতেশ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ।

ভূত ভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

মদ্যাদা ভক্তা বেতন্যাক্রঃমদৈধর্যা জ্ঞানং মন্তকৈরপেক্ষিতবাং ইতাহ সগুতিঃ । অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্যাতেন ময়াকারণ ভূতেন সর্ব মিদং জগৎ ততঃ ব্যাপ্তং । অতএব মৎস্থানি ময়িকারণ ভূতে পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপে স্থিতানি সর্গানি ভূতানি চরাচরাণি সন্তি । এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্যেণ মৃদাদি বস্তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অতএব ময়ি স্থিতাশ্রয় ভূতানি ন মৎস্থানি মমাসঙ্গত্বাদেবেতিভাবঃ । ননুতর্হিতব জগদ্ব্যাপকত্বং জগদাশ্রয়ত্বং পুরোক্তং বিরুদ্ধা মিতাহ । পশুমে যোগমৈশ্বরং অসাধারণং যোগৈধর্যাং অঘটিত না ঘটনা চাতুর্থা ময়ং । অন্তদপাশ্চর্যাং পশ্যেতাহ ভূতানি বিতর্কি ধারয়তি ইতি । ভূতভূম ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতিভূতভাবনঃ । এবম্ভূতাহপি মমাত্মভূত-হোনভবতি মমেতি ভগবতি দেহি দেহ বিভাগাভাবাৎ রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদেহপি যদী । অয়ং ভাবঃ যথাজীবোদেহং দধৎ পালয়ন্নপিতিশ্লিঙ্গাসক্তা দেহস্থ এব ভবতি এব মহঃ ভূতানি দধৎ পালয়ন্নপি মায়িক সর্বভূত শরীরোহপি ন তদ্বহঃ নিঃসঙ্গত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

জীবের শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয় নাই, তাহারা, হে পরম্পর ! এই পরম ধর্ম রূপ ভগবদ্ভক্তি প্রস্তু জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, আমা হইতে নিবর্ত এবং দুরন্ত সংসার বস্ত্রে পতিত থাকে ॥ ৩ ॥

অব্যক্ত মূর্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্তি স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি । চৈতন্য স্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত । আমি ঘটাদিতে মূর্তিকা যে রূপ অবস্থিত থাকে, সে রূপ অবস্থিত নই । অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত তাহা নয় । আমি চৈতন্য স্বরূপ আমার শক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করিণী । আমি পূর্ণ চৈতন্য রূপে লব্ধ স্বরূপ একটা পৃথক তত্ত্ব ॥ ৪ ॥

আমি বলিলাম যে আমাতেই সর্ব ভূত অবস্থিত ! তাহাতে এরূপ বুঝিবেনা যে আমার শুদ্ধ স্বরূপ ভূত সকল অবস্থিত, যে হেতু আমার যে মায়ীশক্তি প্রভাব তাহাতেই সমস্তই অবস্থিত আছে । তোমরা জীব বুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবেনা, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর্য্য

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সৰ্ব্বত্রগোমহান্ ।

তথা সৰ্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সৰ্ব্ব ভূতানি কৌন্তেয় ! প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাং ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

অসঙ্গময়ি ভূতানি স্থিতাঃ পি ন স্থিতানি তেষুপি অহং স্থিতোহপি ন স্থিত ইত্যত্র দৃষ্টা
জ্ঞমাহ বধেতি বধৈবা সঙ্গ স্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সৰ্ব্বদা চলন স্বভাবঃ ।
অতএব সৰ্ব্বত্র গচ্ছতীতি সৰ্ব্বত্রগঃ মহান পরিমাণতঃ যথা আকাশস্য অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতো
হপি ন স্থিতঃ । আকাশোহপি বায়ৌ স্থিতোহপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব তথৈব অসঙ্গ স্বভাবে
ময়ি সৰ্ব্বানি ভূতানি আকাশাদীনি মহাস্তি সৰ্ব্বত্রগানি স্থিতানি নাপি স্থিতানি ইত্যুপধারয়
বিসৃঞ্জ নিশ্চিন্তু নহু তর্হি পশ্চমে যোগমৈধরমিতি । ভগবদ্বক্তং যোগৈধর্যাস্যাতর্ক্যত্বং
কথং সিদ্ধমভূৎ দৃষ্টান্ত লাভাৎ উচ্যতে । আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বং চেতনসাত্ত্ব অসঙ্গত্বং
জগদধিষ্ঠানাদিষ্ঠাতৃত্বেব পরমেধরং বিনানান্ত্রাতীত্যাতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব তদপি আকাশদৃষ্টান্তো
লোক বুদ্ধি প্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

নহু অধুনা দৃশ্য মানানি এতানি ভূতানি ইয়ি স্থিতানি ইত্যবগমাতে । মহা প্রলয়ে কু
যাস্যাত্তীত্যপেক্ষায়। মাহ । সর্বেতি মামিকামদীয়াঃ মম ত্রিগুণাস্বিকার্যঃ মায়া শক্তৌ
লীরন্তে ইত্যর্থঃ । পুনঃ কল্পক্ষয়ে প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে তানি বিশেষণে সৃজামি ॥ ৭ ॥

যোগ জ্ঞান ধরিয়া, আনন্দ শক্তি কার্য্যকে আমার কার্য্য বোধে আমাকে
ভূত ভূৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে আমাতে দেহ
দেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্বস্থ হইয়াও নিত্যন্ত অসঙ্গ ॥ ৫ ॥

এই রূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষ কর নয় । অতএব এই তত্ত্ব
বদ্ধ জীবের ধারণা হয় না । কিন্তু কোন অংশে একটী উদাহরণ দেওয়া
যায়, তাহা বলিতেছি । বিচার পূর্বক তুমি তাহার সম্যক ধারণা না করিতে
পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে । আকাশ একটা সর্বব্যাপী বস্তু,
তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণুদির যে চালনা তাহা সর্বত্র গতি বিশিষ্ট ।
তথাপি আকাশ সর্বত্রের আধার হইয়াও সর্বদা নিঃসঙ্গ । তদ্রূপ আমার
শক্তিতেই সর্ব ভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশ স্থানীয় আমি সর্বদা
নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয় ! সমস্ত ভূত কল্প সমাপ্তি হইলে আমারই প্রকৃতিতে

প্রকৃতিং স্বামবক্ৰভ্য বিস্বজামি পুনঃপুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ! ।

উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কৰ্ম্মসু ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরং ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্বিপরি বর্ততে ॥ ১০ ॥

নহু অসক্সো নির্লিকারকৃতং কথং স্বজনীতাপেক্ষায়ানাহ প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়াং অবক্ৰভ্য
অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্বশাং স্বীয় স্বভাব বশাং প্রতীন কৰ্ম্মনিমিত্তাদিতি যাবৎ অবশং কৰ্ম্মাদি
পরতন্ত্রং ॥ ৮ ॥

নধেবক্ৰ নান। কৰ্ম্মাণি কুব্ধতন্তব জীবববন্ধঃ কথং ন সাদত আহ। নচেতি তানি
সৃষ্টাদীন। কৰ্ম্মাশক্তির্হি বন্ধ হেতুঃ সচাপ্তকামহান্মম নাস্তি উদাসীন বদিতি। অন্য
উদাসীনো যথা বিবদ মানানঃ দুঃখ শোকাদি সংস্থেীনভবতি তথ্যবাহ মিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

নহু সৃষ্টাদি কর্ত্ত্বন্তবেদমোদাসীনান প্রভোমি ইত্যত আহ। ময়েতি অধ্যাক্ষেণ ময়া
নিমিত্ত ভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে প্রকৃতি রেব জগৎ জনয়তি মম অত্রাধ্যাক্ততা
মাত্রং যথা কস্য চিদম্বরীষাদেবিব ভূপতেঃ প্রকৃতি রেব রাজাকৃতাং নির্কায়তে অত্রোদাসীন-
নসা ভূপতেঃ সত্তামাত্র মিতি যথা তসারাজ সিংহাসনে সত্তামাত্রেরূপ বিনা প্রকৃতিভিঃ
কিমপি ন শক্যতে কর্ত্ত্বন্তথৈব মমাধিষ্ঠান লক্ষণ মধ্যাক্ষত্বং বিনা প্রকৃতিরপি জড়াকি মপি
কর্ত্ত্বন শক্যোতীতি ভারঃ। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জা-
য়তে ॥ ১০ ॥

প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্লারম্ভে প্রকৃতি দ্বারা আমি তাহাদিগকে
স্বজন করি ॥ ৭ ॥

এই জগত আমার প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময়
যে আমি আমা কর্ত্ত্ব পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হয়। আমি আমার প্রকৃতির দ্বারাই
তাহাদিগকে স্বজন করি ॥ ৮ ॥

কিন্তু, হে ধনঞ্জয় ! সেই সকল কৰ্ম্ম আমাকে আবদ্ধ কুরিতে পারেনা।
আমি সেই সকল কৰ্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীন বৎ থাকি। আমি বাস্তব
উদাসীন নই। চিদানন্দে সর্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টি কারিণী
আমার মারা ও তটস্থা শক্তি এই ভূত গ্রাম স্বজন করিয়া থাকেন। আমার

অবজানন্তি মাং যুতা মানুষী স্তুত্ব মাশ্রিতং ।

পরং ভাব মজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরং ॥ ১১ ॥

নহু চ সত্যং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ । কারণার্থবশায়ী মহা পুরুষঃ স্ব প্রকৃতা জগৎ সৃজতীতি যঃ প্রসিদ্ধঃ স এবহি ভবান্ । কিন্তু বহুদেব সূতোস্তবেয়ং মাংস্বী তহু রিতো তদংশেনৈব কেচিন্তব নিকর্ষঃ বদন্তীত্যত আহ অবজানন্তীতি । মম-মুখ্যাস্তনো রসণাঃ পরং ভাবঃ কারণার্থবশায়ী মহা পুরুষাদিভ্যোপাৎকৃষ্টঃ স্বরূপং অজানন্ত এব তে । কীদৃশং ভূতং সত্যং যদ্বাক্ত তচ্চ তন্মহেশ্বরং তেতি । তন্মহেশ্বর পদং সত্যান্তর ব্যাব-র্তকং অত্র ক্ষেয়ং যুক্তেন্দাদাবৃত্তে ভূতমিত্যমরঃ । “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ব্রহ্মাবন সুর ভূকহভাবনাসীনঃ সততঃ সর্মক্লগনোহং পরময়াস্ততা তোষয়ানীতি ক্রতে,, নরাকৃতি পরব্রহ্মেতি স্মৃতেণ মমাসাঃ মনুষ্যাস্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়হং মদভিজ্ঞভট্টৈরুচ্যতে এব তথা সর্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত্বক বাল্যে মমাত্রা শ্রীযশোদায়ী দৃষ্টমেব । যদা মানুষীঃ তনুমেব বিশিনষ্টঃ পরং উৎকৃষ্টং ভাবং সত্যং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দ স্বরূপমিত্যর্থঃ । ভাবঃ সত্ত্বা স্বভাবাভিপ্রায়ঃ ইত্যমরঃ । পরং ভাবমপি বিশিনষ্ট মমভূত মহেশ্বরং মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদা স্তেষামপি মহান্তমীশ্বরং । তস্মাজ্জীবন্তেব মম পরমেধরস্য তনুর্নভিগ্না তনুরেবাং অহমেব তনুঃ সাক্ষদ্বিজৈব “শাকংক্রক দধত্বপুরিতি,, মদভিজ্ঞ শুকোক্তে রিতি ভবাদৃশৈস্ত বিধস্যতাং ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

স্বরূপ তদ্বারা বিচালিত হয় না । ইহারা মায়ায় বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ বিলাসের পুষ্টি হয় । জড়ীয়ব্যাপার সম্বন্ধে আমার উদাসীন ভাব সহজেই লক্ষিত হয় । প্রকৃতি আমার শক্তি । আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন । আমার চিদ্বিলাস সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্য্যে আমার অধ্যাক্ষতা আছে । সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন । এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রোত্ভূত হয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহা হইতে তুমি ইহাষ্ট স্থির করিবে যে আমার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময়, আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র । এই জড় জগতে যে আমি লক্ষিত হইতেছি, সেও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তি প্রভাব । আমি জড় বিধি সকলের অতীত তত্ত্ব, চৈতন্যই আমি চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও

মোঘাশামোঘকর্মাণো মোঘ জ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসী মান্সরীকৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

নম্বে মান্সরীঃ মারামরীঃ তমুমাশ্রিতোঃ ঈধর ইতি মহাভাঃ অবজানন্তি তেবাং
কাগতি স্তত্রাহ মোঘাশাইতি । যদিচ তা অপি স্তা তদপি মোঘাশান্তবন্তিমং সালোক্যান্দি
অভিবাহিতঃ ন প্রাপ্নুবন্তি । যদি তে কর্ণিগন্তদা মোঘ কর্মাণঃ কর্মাফলং স্বর্গাদিকং-
লভন্তে । যদি তে জ্ঞানিন স্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞান ফলং মোক্ষং ন বিদন্তি । তর্হিতৈ
কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ রাক্ষসীমিতি । তে রাক্ষসীঃ প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবঃ শ্রিতাঃ
প্রাপ্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বস্বরূপে প্রপঞ্চ মধ্যে প্রকাশিত হই । মানবগণ যে অগুহ্য, বৃহৎ ও অব্যক্ত
প্রভৃতি অসীম ভাবের বিশেষ আদর করে সে তাহাদের মান্যবদ্ধ বুদ্ধির
কার্য্য মাত্র । আমার পরম ভাব তাহা নয় । আমার পরম ভাব এই যে,
আমি নিতান্ত অলৌকিক । মধ্যমাকার স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তি দ্বারা
আমি সর্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা যুগপৎ ক্ষুদ্র । আমার এই স্বরূপ প্রকাশ
কেবল অচিন্ত্য শক্তি ক্রমেই ঘটে । মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ
বুর্জিকে মানব তত্ত্ব মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চ বিধির
বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি । এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত
ভূতের মহেশ্বর তাহা বুঝিতে পারেনা । অতএব 'অবিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা
আমাকে একটি ক্ষুদ্র ভাব অর্পণ করে । তাহাদের বিদ্বৎ প্রতীতি উদ্ভিত
হইয়াছে, তাহারা আমার এই স্বরূপকে নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্ববলিয়া
বুঝিতে পারেন ॥ ১১ ॥

যদিবল অবিদ্বৎ প্রতীতি কিজন্য উদ্ভিত হয়—তবেশুন । মূঢ়লোকে
রাক্ষসী ও আন্সরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও
জ্ঞান নিরর্থক হয় । লোক প্রাপ্তির আশা দ্বারা চিত্ত কর্মে বিক্ষিপ্ত হয় ।
তুচ্ছ ফলদ কর্মাচ্যুতান করত আর বিমুক্তজ্ঞান লাভ করিতে পারেনা ।
যদি কখন জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদ বাদ রূপ দৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা
তাহাদের বিদ্যা লোপ হয় । তখন তাহারা মনে করে যে, আমার এই
বুর্জি মারামরী । আমি ঈধর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীন তত্ত্ব । আমার উপাসনা
দ্বারা চিত্ত তত্ত্ব হইলে নিষ্ঠুর ব্রহ্ম লাভ হইবে । তাহাদের কল এই হয় যে

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ ! দৈবীং প্রকৃতি মাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

তন্মাদ্ যে মহাত্মানঃ যাদৃচ্ছিকমন্তত্ব কৃপয়া মহাত্মনঃ প্রাপ্তান্তেতু মানুষা অপদৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবঃ প্রাপ্তাঃ সন্তো মাং মানুষাকারমেব ভজন্তে । ন বিদ্যতে হস্তত্র জ্ঞান কর্ম্মাণ্য কামনাদৌ মনো যেষাং তে । মাং ভূতাদিঃ “ ময়া তত মিদং সর্ব মিতিাদি ” মদৈবর্থা জ্ঞানেন মাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম প্যাপ্তানাং কারণ ” অতঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বাং অনবয়ং জাহ্নেতি মমারাধ্যাহ্নে মন্তত্বৈরেতাব্রাহ্মাঃ মজ্জ্ঞান মপেক্ষিতব্যঃ ইয়মেব হুঃ পরার্থ জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনপেক্ষাভক্তি রনন্তা সর্ব শ্রেষ্ঠা রাজ বিদ্যা রাজগুহ্য মিতি ত্রুষ্টবাং ॥ ১৩ ॥

ভজন্তীত্বাং তত্ত্বজন মেব কিং ইত্যত আহ, সততং মদেতি নাত্র কন্ম যোগ ইব কাল দেশ পাত্র শুদ্ধাদ্যপেক্ষা কর্তব্যোত্যর্থঃ । “ ন দেশ নিয়মন্তত্ব ন কাল নিয়মন্তথা । নোচ্ছিত্তাদৌ নিশেধোহস্তি শ্রীহরেনামলুককে ” ইতি স্মৃতেঃ । যতন্তো যতমানাঃ । যথা কুটুম পালনার্থ দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিক দ্বারাদোধনার্থং যতন্তে তথৈব মন্তত্বাঃ কীর্তনাদি ভক্তি প্রাপ্তার্থ সাধুসভাদৌ যতন্তে প্রাপাচ, ভক্তিঃ অধীরমানঃ শাস্ত্রঃ পঠতঃ ইব পুনঃ

অবশেষে রাক্ষসী ও আসুরী স্বভাব দ্বারা জীবের দৈবী প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

হে পার্থ ! যাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা । তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্য মন হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ ফলদ কর্ম্ম ও আত্ম বিনাশী শুষ্ক অভেদবাদ রূপ জ্ঞানের প্রতি আস্তা না করিয়া, সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণ স্বরূপ, তাহাই চরম তত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

সেই বিষয় প্রতীতি যুক্ত মহাত্মা ভক্ত সকল সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন । অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি আচরণ করেন । আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্য দাস্য লাভের জন্ত তাঁহাদের সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া, আমার অতুলীন করেন । সাংসারিক কর্ম্মেচ্ছিত্ত বিকিপ্ত না হয়, এই ব্রত সংসার নির্বাহ কালে ভক্তিবোধ দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।

একজ্ঞেন পৃথক্তে ন বহুধা বিশ্বতোমুখং ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং ।

মস্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতং ॥ ১৬ ॥

পুনরভ্যস্তীচ । এতাবত্তি নাম গ্রহণানিএতাবতাঃ প্রণতয়ঃ এতাবতাঃ পরিচর্যা শ্রাবন্ত-
কর্তব্যঃ ইতোবাঃ দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাংতে । যদা দৃঢ়ানি অপতিতানি একাদস্তাদি
ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাংতে । নমস্তদ্বৃশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণ পাদসেবনাদাহুতসর্ব ভক্তি
সংগ্রহার্থঃ । নিতাবৃত্তাঃ ভাবিনঃ মনিতা সংযোগঃ আকাঙ্ক্ষাস্তঃ আশংসায়াঃ ভূতবচেতি
বর্জমানোপি ভূতকালিকঃ ক্তঃ প্রত্যয়ঃ । অত্র মাং কীর্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত
নাদিকসেব মহুপাসন মিতি বাক্যার্থঃ । অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্য মাশঙ্কানীয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তদেবং অত্রাধায়ে পূর্বাধায়েচ অনন্ত ভক্ত এব মহাত্ম শব্দ বাচ্যঃ, আর্তাদি সর্বভক্তভাঃ
শ্রেষ্ঠঃ ইতি দর্শিতং । অথাগ্রেহপি অনুক্ত পূর্বা যে ত্রিবিধভক্তাঃ পূর্বতো নানা, অহংগ্রহো-
পাসকাঃ প্রতীকোপাসকাঃ বিশ্বরূপোপাসকা স্তান দর্শয়তি । জ্ঞান যজ্ঞেনেতি অজ্ঞেন
মহাত্মনঃ ইত্যর্থঃ পূর্বোক্ত সাধনাবুষ্ঠানাসমর্থ্যাঃ জ্ঞান যজ্ঞেন তং বা অহমগ্নি ভগবোদেবতা

হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্ত সকল যে আর্তাদি ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং
মহাত্মা পদবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম ।
সম্প্রতি অনুক্ত-পূর্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা নূন আর তিন প্রকার ভক্ত
আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি । সেই তিন প্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ
অহং গ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক, এবং বিশ্বরূপোপাসক বলিয়া থাকেন ।
উক্ত তিন প্রকার নূন ভক্তদিগের মধ্যে অহংগ্রহোপাসক প্রধান । তিনি
আপনাকে ভগবান বলিয়া অভিমান সহকারে উপাসনা করেন । ইহাই
পরমেশ্বর যজ্ঞন রূপ এক প্রকার যজ্ঞ । এই অভেদ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজ্ঞন
পূর্বক অহং গ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন । প্রতীকোপাসকগণ
তাঁহাদের অপেক্ষা নূন । তাঁহারা ভগবান হইতে আপনাদিগকে পৃথক্
জানিয়া সূর্য্য ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন । তাহাদের
অপেক্ষা মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিশ্বরূপ বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন ।
এই প্রকার জ্ঞান যজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হইবে ॥ ১৫ ॥

আমিই অগ্নিষ্টোমাদিশ্রোত এবং বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত যজ্ঞ, আমিই স্বধা,
আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হুত, আমিই অগ্নি, আমিই গ্রহো,

পিতাহমস্মৈ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥ ১৮ ॥

অহং বৈত্মমসীতাদি ঋতুভুক্তমহং গ্রাহোপাসনং জ্ঞানং সএব পরমেশ্বর বজ্রন রূপদ্বাং যজ্ঞভেদে
চকার এবার্থে অপিশব্দঃ সাধনান্তর ত্যাগার্থঃ একত্বেন উপাত্তোপাসকয়ো রভেদ চিন্তরূপেণ ।
ততো হপি নানা অস্ত্রে পৃথক্তে ন ভেদ চিন্তন রূপেণ আদিত্যো ব্রহ্মোক্তাদেশঃ ইত্যাদি
ঋতুভুক্তেন প্রতীকোপাসনেন জ্ঞান যজ্ঞেন । অস্ত্রেততোহপি মন্দা বহধা বহভিঃ প্রকারৈ
বিবর্তো মুখং বিশ্বরূপং সর্কাস্থানং নামেবোপাসতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদনানং ব্যাখ্যা ।
অন্নাদেবোদেব মর্জয়েদিতি ভাস্কর দৃষ্ট্য গোপালোহমিতি ভাবনাবদ্ধে বা গোপালো-
পাসনা অহং গ্রাহোপাসনা । তথা বঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ সহি সূর্য্যএব নাত্মঃ । সহি ইন্দ্র
এব নাত্মঃ । সহি সৌম এব নাত্মঃ । সহি সোম এব নান্যঃ ইত্যেবং ভেদেন একত্বা এব
ভগবদ্বিত্বার্থা উপাসনা সা প্রতীকোপাসনা । বিষ্ণুঃ সর্ব্ব ইতি সমস্ত বিভূত্যা উপাসনা বিশ্ব-
রূপোপাসনেতি জ্ঞান যজ্ঞস্ত ত্রৈবিধ্যং । যদা একত্বেন পৃথক্তে ন ইত্যেক এব অহং গ্রাহোপাসনা
গোপালোহং গোপালস্ত দাসোহং ইতুভয় ভাবনাময়ী সমুদ্র গামিনী নদীব সমুদ্র ভিন্না
ভিন্না চেতি । তদাচ জ্ঞান যজ্ঞস্ত দ্বৈবিধ্যং ॥ ১৭ ॥

বহধোপাসতে কথং দ্বামেব ইতাশক্য আস্থানো বিশ্বরূপদ্বং প্রপঞ্চয়তৈবভূতিঃ ক্রতুঃ
জ্যোতোহপি চৌতাদিঃ যজ্ঞঃ স্মার্ত্তো বৈখ্যদেবাদিঃ ঔষধং ওষধি প্রভবমন্নং ॥ ১৬ ॥

পিতাব্যষ্টি সমষ্ট সর্ব্বজগদুৎপাদনাং মাতা জগতোহস্য স্বকৃষ্ণি মধ্য এব ধারণাং, ধাতা
জগতে হস্ত পোষণাং, পিতামহঃ জগৎ প্রষ্টু ব্রহ্মণোহপি জনকদ্বাং, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্ত পবি-
ত্রাংশোধকং বস্ত ॥ ১৭ ॥

গতিঃ কলঃ, ভর্ত্তাঃ পতিঃ, প্রভূর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভ দ্রষ্টা, নিবাসঃ আশ্রয়ঃ, শরণং বিপত্ত্যন্ত্রাতা,

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার,
আমিই ঋক্, সাম ও যজু, আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী,
নিবাস, শরণ, সূহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয়বীজ ।
নিদ্রাব কালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্ কালে আমিই বৃষ্টি । আমিই জলবর্ষণ
করি ও জল আকর্ষণ করি । আমিই অমৃত । আমিই মৃত্যু এবং হে
অর্জুন ! আমিই সদস্য । এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপ স্বরূপে আমার
উপাস্তানা হয় ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তপাম্যাহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতকৈব মুভ্যশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ! ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাং পূতপাপা

যজ্ঞৈরিক্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক

মগ্নস্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

হুহুং নিরূপাধিহিতকারী । প্রভবাদ্যাঃ সৃষ্টে সংহার স্থিতয়ঃ ক্রিয়ান্ধাঃ নিধানং নিধিঃ পদ্ম
শব্দাদি বীজং কারণং, অব্যয়ং অবিনাশি নতু ব্রীজাদিবল্লভং ॥ ১৮ ॥

আদিত্যোভূত্বা নিদাঘে তপামি প্রাবৃষি বর্ষং উংসৃজামি । কদা চিচ্চৈবগ্রহরূপেণ
বর্ষং নিগৃহ্ণামিচ । অমৃতং মোক্ষঃ মৃত্যুঃ সংসারঃ সদসং হুল হুন্দ্র এতৎ সর্বং অহমেব ইতি
মহা বিবর্তোমুখং মানুষ্যপাতে ইতি পূর্বে নাশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এবং ত্রিবিধোপাসনাবন্তোহপি ভক্তা এব মামেব পরমেশ্বরং জ্ঞানন্তোমুচ্যন্তে । যেহু কশ্মিন
স্তেনমুচ্যন্তে এব ইত্যাহ দ্বাভ্যাং ত্রৈবিদ্যা ইতি । ঋগ্‌যজু সামলক্ষণান্ত্রৈবিদ্যা অধীরন্তে
জ্ঞানপ্তিবা ত্রৈবিদ্যাঃ । বেদগ্রন্থোক্ত কৰ্ম্ম পরা ইত্যর্থঃ । যজ্ঞমামিষ্ট । ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপা
নীত্য জ্ঞানন্তোহপি বস্ত্ততইন্দ্রাদি রূপেণ মামেব ইষ্টা বজ্রশেষং সোমং পিবন্তীতি সোম
পান্তে পুণ্যং পাপা ॥ ২০ ॥

এবমুত ত্রিবিধ উপাসনাতে যদি ভক্তি গন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে
পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্ত্বং কষায় পরিত্যাগপূর্বক
আমার শুদ্ধ ভক্তিলভ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । অহংগ্রহোপাসনায় যে
উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা ক্রমে শুদ্ধ
ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে । প্রতীকোপাসনায় যে অশ্রু দেবাদিতে
ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গ ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আগাতেই
পর্যবসিত হইয়া পড়ে । বিশ্ব রূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিত পরমাত্ম জ্ঞান,
তাহা স্বরূপাবির্ভাব ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত
হয় । কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদৈমুখ্যতা, লক্ষণ কৰ্ম্মজ্ঞানা-
গ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য মঙ্গল স্বরূপ ভক্তিলভ হয় না । অভেদ
সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদৈমুখ্য বশতঃ মায়াবাদ রূপ কূতর্ক জালে পতিত
হয় । প্রতীকোপাসকগণ ঋক্, সাম, যজুর্বেদোন্নীধিত কৰ্ম্ম তত্ত্বে আবদ্ধ
হইয়া উক্ত বেদ জয়ের কৰ্ম্মোপদেশিনী বিদ্যা ক্রম অধ্যয়ন করত ত্রোমপান

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য লোকং বিশস্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনু প্রাপন্না

গতা গতং কাম কামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাত্মিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং ॥ ২২ ॥

গতা গতং পুনঃ পুনর্মৃত্বা জন্মনী ॥ ২১ ॥

মদনস্ত ভক্তানাং স্বপ্নস্ত ন কৰ্ম্ম প্রাপাং কিম্ব মদন্তমেব ইত্যাহ অননা ইতি । নিত্য মেব সদৈবাত্মিযুক্তানাং পণ্ডিতানামিতি তদনো নিত্যমপণ্ডিতা ইতি ভাবঃ । যদা নিত্য সংযোগ স্পৃহাবতাং যোগ ধ্যানাদি লাভঃ । ক্ষেমঃ তৎপালনঞ্চ তৈরনপেক্ষিত মপ্যহমেব বহামি অত্রকরোমীত্য প্রযজ্ঞা বহামীতি প্রয়োগাৎ । তেষাং শরীর পোষণ ভারো মনৈবোহাতে বধা স্বকলত্র পুলাদি পোষণ ভারো গৃহস্থেনেতি ভাবঃ । নচানোবা মিব তেষামপি যোগক্ষেমঃ কৰ্ম্ম প্রাপা মে বেত্যত আত্মারামসা সৰ্ব্বত্রোদাসীনসা পরমেশ্বরস্যতব কিং তদ্বহনেনেতি বাচ্যং । “ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামৃত্রোপাধি নৈরাস্যো নামুগ্নিনঃ কল্পন মেতদেব নৈকৰ্ম্মা মিতি ক্রতে, মদনন্যা ভক্তানাং নিকামত্বেন নৈকৰ্ম্মাৎ তেষু দৃষ্টং স্বপ্নং মদন্তমেব তত্র মম সৰ্ব্বত্রো দাসীনস্যপি স্বভক্ত বাৎসল্য মেব হেতুজ্ঞেয়ঃ । নচৈবং স্থগ্নি ষেষ্ট দেবে স্বনির্বাহভারঃ দদানান্তেভক্তাঃ প্রেম শূন্যা ইতি বাচ্যং তৈর্মগ্নি স্বভারসা সৰ্ব্বধেবানপর্ণাৎ ময়ৈবা দেখ্ষ্যা গ্রহণাৎ ন চ সঙ্কল্প মাত্রেণ বিশ্বস্থষ্ট্যাদি কৰ্ত্তুমমায়ং ভারোজ্ঞেয়ঃ । যদাভক্ত জনাসক্তসা মম স্বভোগ্য কান্তা ভার বহন মিব তদীর যোগ ক্ষেম বহনমিতি স্বথপ্রদ মিতি ॥ ২২ ॥

দ্বারা ধৌত পাপ হয় । ক্রমে যজ্ঞ সকল দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে । তাহারা পুণ্য লভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হয় । পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করে । কাম কামী ব্যক্তিগণ বেদ-ত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

তুমি একরূপ মনে করিবে না যে সকাম ত্রৈবিদ্য উপাসক সকল সুখলাভ করে এবং আমার ভক্ত সকল ক্লেশ পান । আমার ভক্ত সকল অনন্ত রূপে আমাকেই চিন্তা করেন । ‘দেহ যাত্রার জন্ত ভক্তিয়োগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই তাঁহার স্বীকার করেন । অতএব তাঁহার নিত্য অভিযুক্ত ।

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় ! যজন্ত্যবিধি পূর্বকং ॥২৩॥-

নমুচজ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যো ইত্যনেন দ্বয়া স্বসৌবোপাসনা ত্রিবিধোক্তা। তত্র বহুব
বিষতো মুখ মিতি তৃতীয়ায়া উপাসনায়া জ্ঞাপনার্থ মহং কৃত্তুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা স্বস্যা
বিধিরূপং দর্শিতং। অতঃ কৰ্ম যোগেন কৰ্ম্মাদি ভূতেন্দ্রাদি রাজকাস্তথা প্রাধান্যেনৈব
দেবতাস্তর ভক্তা অপি ভক্ততা এব কথং তর্হিতে ন মুচ্যন্তে। যদুক্তং “দ্বয়া গতা গত্য কাম
কামা লভন্তে” ইতি। অন্তবন্তু ফলং তেষামিতি চ তত্রাহ যেহ পীতি সত্য মামেব যজন্তীতি
মেব কিন্তু, বিধি পূর্বকং মং প্রাপকং বিধিঃ বিনৈব যজন্ত্যতঃ পুনরাবর্তন্তে ॥ ২৩ ॥

তাহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন; তাঁহাদের সমস্ত
অর্থ প্রদান এবং তৎপালন কার্য্য আমিই করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য
এই যে ভক্তিয়োগ বিহিত বিষয় স্বীকার করিলেও সমস্ত বিষয় ভোগ অনা-
য়াসে হয়, তাহাতে সকামী প্রতীপোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের
কিছু মাত্র ভেদ নাই। অতএব ভক্তদিগের কাম না থাকিলেও আমি তাহা
দের যোগ ও ক্ষেম বহন করি। আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে
তাহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথা যোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে
নিত্যানন্দ লাভ করেন। প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগ করত পুনরায়
কৰ্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত। তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে
উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য বশতঃ ভক্তগণের উপকার চেষ্টা করিয়া
আনন্দ লাভ করি। তাহাতে আমার ভক্তগণের কিছু মাত্র অপরাধ নাই,
যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে না। আমি স্বয়ং তাহাদের
অভাব সম্পন্ন করি ॥ ২২ ॥

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই এক মাত্র পরমেশ্বর। আমা হইতে
স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন।
আমি স্বস্বরূপে সর্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাভীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ
মধ্যে মান্নার গুণ দ্বারা আমার প্রতিভাত স্বরূপ গুলিকেই প্রপঞ্চ বদ্ধ
মহুয্য গণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে
তাহারা আমার গোণাবতার। তাহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপ তত্ত্ব
অবগত হইয়া ঐহারা আমার গুণাবতার বলিয়া স্নেহ সেই সেই দেবতাকে
ভজন করেন, তাহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নতি সোপান সম্মত। ঐহারা

অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃত্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য। যান্তি মদযাজিনোহপিমাং ॥ ২৫ ॥

অবিধি পূর্বকত্বমেবাহ অহমিতি দেবতাস্তর রূপেণাহ মেব ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী কলদাতা চাহমেবেতি । মাস্ত তত্ত্বেন ন জানন্তি । যথা সূর্য্যসাহস্রুপাসকঃ সূর্য্য এব স্মরি প্রসীদতু । সূর্য্যএব মনতীষ্টঃ কলং দদাতু । সূর্য্য এব পরমেধর ইতি তেবাং বুদ্ধিন্তু পরমেধরো নারায়ণ এব সূর্য্যঃ স এব তাদৃশ শ্রদ্ধোৎ পাদকঃ স এব মহং সূর্য্যোপাসনা কল প্রদ ইতি বুদ্ধিরতত্ত্বতো মদভিজ্ঞানাভাবোক্তাবস্তেভগবান্নারায়ণ এব সূর্য্যাদি রূপেণারাম্যতে ইতি ভাবনয়া বিবর্তো মুখং মামুপাসীনাস্ত ম্যাস্ত এব । তন্মায়াদ্বিতীয়ে সূর্য্যাদিষু পূজা নবিত্তি জ্ঞানং পূর্ব্বিকৈব কর্তব্যঃ নহন্য খেতি দ্যোতিতং ॥ ২৪ ॥

নহু চ তত্ত্বদেবতা পূজা পদ্ধতৌ যো যো বিধিরুক্ত স্তেনৈব বিধিনা সা সা দেবতা পূজ্যত এব । যথা বিষ্ণু পূজা পদ্ধতৌ য এব বিধি স্তেনৈব বৈকবা বিষ্ণু পূজয়ন্ত্যতঃ দেবতাস্তর ভক্তানাং কোদোষ, ইতিচেৎ সত্যং তর্হি তাং তাং দেবতাং তত্ত্বজ্ঞাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যেব ইত্যং স্তায় এব ইত্যাহ যাত্তীতি তেন তত্ত্বদেবতানামপি নবরোহাং তত্ত্বদেবতা ভক্তাঃ কথমনবরা ভবন্ত । “অহং নবরো নিত্যো মন্ত্রো অপানবরা” নিত্য এবোতি দ্যোতিতং । ভবানেকঃ শিষ্যতেশেব সংজ্ঞ ইতি । “একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ” ইতি । “পরাক্রান্তে সোহবুধ্যত গোপ রূপো মে পুরস্তাদাবির্বভূব” ইতি । “ন চ্যবস্তে চ যন্তুতা মহত্যাং প্রলয়াদপীত্যাধি ক্রতিভ্যাঃ ॥ ২৫ ॥

ঐ দেবতা সকলকে নিত্য জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক যজ্ঞন করেন । এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য ফল লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু । যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই প্রতীকোপাসক বলা যায় । তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয় । সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার বিভূতি বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বরও বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তু ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্য-ত্বকে লাভ করেন । যাহারা পিতৃলোকের উপাসক তাহারা অনিত্য, পিতৃলোক লাভ করেন । যাহারা ভূতোপাসক তাহারা ভূতত্বই লাভ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নামি প্রযতান্ননঃ ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদগ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্তসি কোন্তেয় ! তৎকুরুষ মদপর্ণং ॥ ২৭ ॥

বরং দেবতান্তর ভক্তা বায়াসাধিকাং নতু মন্ত্রভাবিত্যাহ পত্রমিতি । অত্র ভক্তোতি কার্যং তৃতীয়ায়াং ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যাং শ্রাৎ । অতঃ সহার্থে তৃতীয়া ভক্তা সহিতো মন্ত্র ইত্যর্থঃ । তেন মন্ত্রত ভিন্নোজনস্তাৎ কালিকাতন্ত্রা যৎ প্রযচ্ছতি তৎ তেনোপহৃত মপি পত্র পুষ্পাদিকং নৈবাগ্নামীতি দ্যোতিতং । ততশ্চ মন্ত্রত এব পত্রাদিকং যদদাতি তৎ তন্ত্রাহমগ্নামি যথোচিতমুপযুক্তে । কীদৃশংভক্ত্যা উপহৃতং নতু কস্তচিদমুরোধাদিনা দত্ত মিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মন্ত্রভক্তস্যাপ্য পবিত্র শরীরে সতি নাগ্নামীত্যাহ প্রযতান্ননঃ শুদ্ধ শরীর স্তেতি রজস্বলাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ । যদাপ্রযতান্ননঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মন্ত্রতঃ বিনানান্তঃ শুদ্ধান্তঃ করণ ইতি । দ্যোতান্না পুরুষঃ কৃক পাদ মূলং ন মুকুতীতি পরীক্ষিতুভেঃ মৎ পাদসেবাতাগ সামর্থ্য মেব শুদ্ধচিত্তত্ব চিহ্নং অতঃ কচিৎ কাম ক্রোধাদিঃ সত্বেপি উৎখাত দংষ্ট্রোরগদংশবস্তস্য। কিঞ্চিৎকরত্বং জ্ঞেয়ং ॥ ২৬ ॥

নহুচাত্তো জিজ্ঞাস্তৃর্থার্থী জ্ঞানীতারভ্য এতাবতীষুত্বত্বাহ ভক্তিষু মধ্যে ধবহংকাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং ভোঅর্জুন, সাম্প্রতং তাবন্তব কর্ম জ্ঞানাদীনাং তান্তু মশকাভ্যাং সর্বোৎ কৃষ্টায়াং কেবলাগ্নামমন্ত্র ভক্তো নাধিকারঃ নাপি নিকৃষ্টায়াং সকাম ভক্তো তন্মাত্ৰং নিকামাং কর্মজ্ঞান মিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্কিতাহ যৎকরোষীতিত্বাভাৎ । লৌকিকং

করে। যাঁহারা নিত্য চিত্তত্ব স্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন। অতএব ফল দান সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতীত্ব নাই। আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষ রূপে জীবের কর্ম ফল বিধান করে ॥ ২৫ ॥

প্রযতান্না ভক্ত সকল আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল বাঁহা বাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্বক স্বীকার করি। দেবতান্তর উপাসকগণ অনেক, আয়াসপূর্বক বহু সস্তার দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল পূজা করে, আমি তাঁহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ ক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাধিকারীদের শ্রেণী-চারিট, 'আর্ত, জিজ্ঞাস্তৃ, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তি পদাঙ্ক হইবার প্রাপ্তবস্থার তাহাদের সাধন তিন প্রকার, 'অহং

শুভাশুভফলৈরবং মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংস্থাসযোগযুক্তান্না বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

বৈদিকং বা বৎকৰ্ম্মভংকরোষি যদাশাসি ব্যবহারতো ভোজন পানাদিকং বৎকরোষি বস্তপ-
স্যসি তপঃ করোষি তৎসৰ্ব্বং যথোবার্পণং যসাতং যথাসাং তথা কুরু । নচায়ঃ নিকাম
কৰ্ম্ম যোগ এব নতু ভক্তি যোগ ইতি বাচ্যং । নিকাম কৰ্ম্মিভিঃ শাস্ত্র বিহিতং কৰ্ম্মৈবভগত্যা-
প্যতে নতুব্যাবহারিকং, কিমপিকৃত্যং তথৈব সৰ্ব্বত্র দৃষ্টে ভক্তৈস্ত স্বান্বয়নঃ প্রাণেন্দ্রিয় ব্যাপার
মাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগত্যাৰ্প্যতে । যদুক্তং ভক্তি প্রকরণ এব । “কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্কো-
বুদ্ধ্যান্না বামুহ্যত স্বভাবাং । করোতি যদ্ যৎ সকলং পরশ্চৈ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েত্ত্বং ।”
ইতি । নমুচ জুহোষীতি হবন] মিদমর্চন ভক্ত্যনুভূতং বিষুদেথকমেব তপস্তীতি তপো-
হপ্যেত দেবাদিভ্যাদি ব্রতরূপমেব অত ইয়মনস্তৈব ভক্তিঃ ; কিমিতিনোচ্যতে সত্যং । অনন্তা
ভক্তির্হি কৃপাপি ন ভগবত্যাৰ্পতে-কিন্তু ভগবত্যাৰ্পিতৈব ক্রিয়তে । যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন “প্রবণং
কীৰ্ত্তনং বিকোঃশ্রবণং” ইত্যত্র পুংসার্পিত । বিকো “ইতি ভক্তিচেন্নবলক্ষণা” ক্রিয়েতেতি
ব্যাখ্যাচ শ্রীশ্বামি চরণানাং বিকো অৰ্পিতাভক্তিঃ ক্রিয়তে নতু কৃপাপশাদপ্যেত ইত্যত
পদ্যমিদং ন কেবলান্নাং পৰ্য্যবসোদিতি ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভ ফলৈরনন্তৈঃ কৰ্ম্ম রূপৈব বন্ধনৈ বিমোক্ষ্যসে । “ভক্তিরস্যা ভজনং তদিহা মুক্তো-

গ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা । ভক্তি পদারূঢ় হই-
বার সময় মানবের সংসার সম্বন্ধে ব্যবহার চারি প্রকার, সকাম কৰ্ম্ম,
নিকাম কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ । এই সমস্ত বলিয়া বিগুহ
ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম । এখন, হে অৰ্জুন ! তুমি তোমার স্বীয়
অধিকার স্থির করিয়া লও । তুমি ধৰ্ম্ম বীর স্বরূপ আমার সহিত অবতীর্ণ
হইয়া আমার লীলা পুষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত আছ । অতএব তুমি নিরপেক্ষ
ভক্ত বা সকাম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পার না । অতএব নিকাম
কৰ্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা কর্ত্তব্য অমুষ্ঠিত হইবে । এতন্নিবন্ধন
তোমার কর্ত্তব্য এই যে তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর,
যে তপস্তা কর, সে সমুদায় আমাতে অৰ্পণ কর । কৰ্ম্ম অস্ত্র সংকল্প সহকারে
কৃত হইয়া খেলে ব্যবহারিক মতে কৰ্ম্ম জড় লোকেরা অবশেষে আমাকে
অৰ্পণ করে । সে কিছু নয় । কৰ্ম্মকেই মূলে আমাতে অৰ্পিত করিয়া
ভক্তি রূপে অমুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥

তাহা হইলে, যুদ্ধাদি কৰ্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে কৰ্ম্ম বল-

সমোহং সৰ্ব্ব ভূতেষু ন মে ঘেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তিতু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ॥২৯॥

আপিচেৎ স্তুত্বাচারো ভজতে মামনন্যাভাক্ ।

পাৰ্বিনৈরাস্তেনামুগ্ৰিহ্ননঃ কল্পনমেতদেব নৈকৰ্ণ্যমিতি শ্রুতেঃ" সন্ন্যাসঃ কৰ্ম কলভাগঃ সএব যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা মনোযন্ত সঃ । ন কেবলং মুক্ত এব ভবিষ্যসি অপিতু বিমুক্তো মুক্তেষুপি বিশিষ্টঃ সন্ । মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ পরিচরিতুং মন্নিরুট মেঘসি । "মুক্তানমপি সিন্ধিনাং নারায়ণ পরায়ণঃ । হৃদলভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে" ইতি স্মৃতেঃ । "মুক্তিং দদাতি কহিচিংস্ব ন ভক্তিযোগ" মিত্তি শুকোক্তেঃ মুক্তেঃ সকাশাদপি সাক্ষাৎ প্রেম সেবায়া ঔৎকৰ্ষোহয়মেবেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

নহু ভক্তানেব বিমুক্তীকৃত্য স্বং প্রাপয়সি নহু ভক্তানিতি চেত্তর্হি তবাপিক্তিং রাগ ঘেবা-
দিকৃতং বৈষম্যমস্তি নেত্যাহ সমোহমহমিতি । তেভক্তা ময়ি বর্তন্তে অহমপি তেষু বর্তে ইতি
ব্যাখ্যানে ভগবতোব সৰ্বং জগদ্বর্তত এব ভগবানপি সৰ্ব জগৎস্ব বর্ততএব ইতি নাস্তি বিশেষঃ
"তস্মাৎ যে যথা মাং প্রপদাস্তে তাংস্তথৈব ভজামাহং"ইতি স্মায়েন ময়িতে আসক্তা ভক্তা বর্তন্তে
যথা তথাহমপি তেবাসক্ত ইতি ব্যাখ্যেয়ং । অহ কল্প বৃক্ষাদি দৃষ্টান্ত স্বেকাংশেনৈব জ্ঞেয়ঃ ।
নহি কল্প বৃক্ষফলাকাছায় তদাপ্রিতা আসজ্জুতি নাপি কল্পবৃক্ষঃ স্বাপ্রিতেষাসক্তঃ নাপি স
আপ্রিতসা বৈরিণঃ ঘেষ্টি, ভগবান্-স্বভক্তবৈরিণঃ স্বহস্তেনৈব হিনস্তি, বহুতঃ প্রহ্লাদায় যদা
ক্রহে জনিযোপি বরোজ্জিতং ইতি । কেচিত্তু তুকারস্য ভিন্নোপক্রমার্থতমাখ্যায় ভক্ত
বাৎসল্য লক্ষণস্ত বৈষম্যময়ি বিদাত এবতি, তচ্চ ভগবতো ভূষণং নতু দুষণমিতি ব্যাচক্ষতে ।
তথাহি ভগবতোভক্তবাৎসল্যমেব প্রসিদ্ধং নতু জ্ঞানি বাৎসল্যং, যোগিবাৎসল্যং বা যথাহন্তো-
জনঃ স্বদাসেবেব বৎসলোনাস্তদাসেব তথৈব ভগবানপি স্বভক্তেবেব বৎসলো ন রত্ন ভক্তেবু
নাপি দেবী ভক্তেবিত্তি ॥ ২৯ ॥

সভক্তেষাসক্তিমর্ম স্বভাবিকোব ভবতি সা দুরাচারেপিভক্তে নাপযাতি তমপুংকুটমৈব
করোমীত্যাহ । অপিচেদিত্তি স্তুত্বাচারঃ পরহিংসা পরদার পর দ্রবাদি গ্রহণ পরায়ণোপি

ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস যোগযুক্ত হইয়া, মুক্তিলাভ পূর্বক আমার স্বরূপ গত তত্ত্ব
লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

আমার রহস্ত এই যে আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা, আচরণ করি ।
আমার কেহঘেবা নাই, কেহ প্রিয় নাই । ইহাই আমার সাধারণ বিধি ।
কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন,
তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥ ২৯ ॥

যিনি আমাকে অনন্ত চিন্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি স্তুত্বাচার হইলে

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্যবসিতোহি সঃ ॥ ৩০ ॥

মাং ভজতে চেৎকীদৃক্ভজন বানিত্যত আহ, অনন্তভাক্ মন্তোহন্ত দেবতান্তরং মন্তকেরন্যাং কর্ণজ্ঞানাদিকং মৎকামনাতোহন্তাঃ রাজ্যাদি কামনাং ন ভজতে স সাধুঃ । ..নবেতাদৃশে কদাচারে দৃষ্টে সূতি কথং সাধুত্বং তত্রাহ মন্তব্যোমমনীয়ঃ । সাধুত্বেনৈব সজ্জের ইতি বাবৎ । মন্তব্য মতি বিধি বাক্যং অগ্রথু প্রত্যবায়ঃ স্তাৎ । অত্র মদাজ্জৈব প্রমাণ মতি ভাবঃ । নমুত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদি গ্রহণাংশেনাসাধুত্বং স মন্তব্যস্তত্রাহ এবতি সর্কেরনাপাংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ কদাপি তস্য সাধুত্বং ন দ্রষ্টব্য মতি ভাবঃ সমাগ্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ । হৃত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্যক্ যোনীর্বা যামি ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণজনন্ত নৈব জিহাসামীতি স শোভন মধ্য বসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসা সর্ব প্রকারে সুন্দর । সুহুরাচার শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে । বদ্ধ জীবের আচার দুই প্রকার, সাধ্বিক ও স্বরূপ-গত । শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাব নির্বাহী আচার অল্পাঙ্কিত হয় সে সমস্তই সাধ্বিক । শুদ্ধ জীব স্বরূপ আত্মার যে আমার প্রতি চিৎকার্য রূপ আচার আছে তাহা জীবের স্বরূপ-গত । তাহার অগ্র নাম অমিশ্র বা কেবলা ভক্তি । বদ্ধদশায় জীবের কেবলা ভক্তি ও সাধ্বিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে । অনন্ত ভজন রূপ ভক্তি বদ্ধ জীবের উদিত হইলেও দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাধ্বিক আচার অবশ্য থাকিবে । ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে না । যে পরিমাণে কৃষ্ণ রুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে । নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখন কখন ইতর রুচি বল প্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে । কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণ-রুচি দ্বারা দমিত হইয়া যায় । ভক্তির উন্নতি সোপনারূঢ় জীবদিগের ব্যবসা সর্বাঙ্গ সুন্দর । তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনা ক্রমে দুরাচার, এমন কি সুহুরাচার (পরহিংসা পরদ্রব্য হরণ, পরদার ক্রিয়া, বাহ্যন্তে-ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না) যদিও কদাচিত লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্বারা প্রবল প্রবৃত্তি রূপ মন্তক্তি দ্রুত হয় না, ইহাই জানিবে । কোন কোন পরম ভক্তের মৎস্তাদি ভোজন এবং পূর্ব সংগৃহীত পরদার স্ফাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে অসাধু মনে করি-
বেনা ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্ৰং তবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

নমু তাদৃশসাধর্ষিণঃ কথং ভজনং স্বং গৃহাসি কাম ক্রোধাদি দূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতমন্ন
পানাদিকং কথমগ্নাসীতাত আহ । ক্ষিপ্ৰং শীঘ্র মেব সধৰ্ম্মাত্মা ভবতি । অত্রক্ষিপ্ৰং ভাবী সধৰ্ম্মা-
ত্মাশবচ্ছান্তিঃ গমিষ্যতি ইতি । অপ্রযুক্তা ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্তমান প্রয়োগাৎ অধৰ্ম্ম করণা-
নন্তরমেব মামনুয্যতা কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্ৰমেব ধৰ্ম্মাত্মা ভবতি । হস্ত হস্ত মন্ত্রুলাঃ কোপি
ভক্তলোকঃ কলঙ্কয়ন্নমো নাস্তি, তদ্ধিদ্ধামিতি শব্দং পুনঃ পুনরপি শান্তিঃ নির্দেদং নিতরাং
গচ্ছতি । যথা কিরতঃ সমরাদনন্তরং তস্য ভাবি ধৰ্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি স্মৃষ্করণেণ বর্ততএব ।
তন্ননসিতক্লেঃ প্রবেশাৎ যথাপীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিরৎকাল পর্য্যন্তং নশ্বদবস্থে
অরদাহো বিবদাহো বা বর্তমানোপি ন গণ্যত ইতি ধ্বনিঃ । ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্ব
গমকঃ কাম ক্রোধাদ্যা উৎখাত দংষ্ট্রৈরগদংশবদকিঞ্চিকরা এব জ্ঞেয়া ইতানুধ্বনিঃ ।
অতএব শব্দং সৰ্বদেব শান্তিঃ কাম ক্রোধাদ্রূপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নো-
তীতি । দুরাচারত্ব দশয়া মপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচাতে ইতি ভাবঃ । নমু যদি সধৰ্ম্মাত্ম
সান্তনা নাস্তি কোহপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদুরাচার ভক্তোজন্ম পর্য্যন্ত মপি দুরাচারত্বং
ন জহাতি, তস্য কা বর্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান স প্রৌঢ়ি স্কোপমিবাহ কৌন্তে
য়েতি । মেভক্তো ন প্রণশ্যতি তদপি প্রাণনাশেষধঃ পাতং ন যাতি, কৃতর্ক কৰ্কশ বাদিনো
নৈতন্মগ্নেরন্থিতি শোকশঙ্কা ব্যাকুলমৰ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয়, পটহকাহলাদি মহা
ঘোব পুর্রকং বিবদ মানানাং সভাং গদ্যবাহ মুংক্ষিপ্য নিঃশব্দং প্রতি জানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু,
কথং মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোপি ন প্রণশ্যতি অপিতুকৃতার্থ এব ভবতি । ততশ্চ
তে তৎ প্রৌঢ়ি বিভৃজিত বিদ্বঃসিত কৃতর্ক নিঃশঃসয়ং ভাসেব গুরুত্বেনাশ্রয়ে রন্থিতি স্বামি
চরণাঃ । নমু কথং ভগবান স্বয়ম প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমৰ্জুন মেবাতিদেশ । যথৈবাগ্রে
স্বামেবৈব্যাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োসিমে ইতি বক্ষ্যতে । তথৈবাঙ্গাপি কৌন্তেয়
প্রতিজ্ঞানেহং ন মেভক্তঃ প্রণশ্যতি ইতি কথং নোক্তং । উচ্যতে । ভগবতা তদানীমেব বিচা-
রিতং ভগবৎ সলেন মন্যন্তভক্তাপকর্ষণেশমপ্য সহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গী-
কৃত্যপি ভক্ত প্রতিজ্ঞেব রক্ষিতা বহুত্র । যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞা মপ্যাপাকৃত্য ভীষ্ম
প্রতিজ্ঞেব রক্ষিত্যতে । বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রদ্ধাহিসিবাভিঅৰ্জুন
প্রতিজ্ঞাতু পাষণ রেধেযেতি তে প্রতিয়ন্তি । অতোহৰ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীতি
অত্রৈতাদৃশ দুরাচারসাপানশ্চ ভক্তি শ্রবণাদনন্য ভক্তাভিধায়ক বাক্যেই সৰ্বত্র ন বিদ্যতে

হে কৌন্তেয় ! আমার এই প্রতিজ্ঞা যে আমার অনন্ত ভক্তি পথাক্রম
জীব কখনই নষ্ট হইবে না । তাহঁর অধৰ্ম্মাদি প্রথম অবস্থায় নিসর্গ ও
শ্রুতনা বশতঃ থাকিলেও ঐ অধৰ্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধি রূপ হরিভক্তি দ্বারা

মাংহি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্রীয়াঃ পাপযোনয়ঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি বাস্তিপরাং গতিং ॥ ৩২ ॥
 কিংপুনত্রাক্ষণাঃ পুণ্যাভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
 অনিত্যমশুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাং ॥ ৩৩ ॥

২নং স্ত্রীপুত্রাদিসক্তি বিধর্ম শোক মোহ কাম ক্রোধাদিকং যত্র ইতি কুপণ্ডিত ব্যাখ্যা ন
 গ্রাহ্য ইতি ॥ ৩১ ॥

এবং কর্ম্মণা ছুরাচার্য্যমাগন্তকান্ দোষান্ মতুর্জন গণয়তীতি কিং চিত্রং ।
 যতো জাতৈব ছুরাচার্য্যঃ স্বভাবিকানহপি দোষান্ মতুর্জিনগণয়তীত্যাহ মামিতি
 পাপযোনয়োহস্ত্যজ্ঞা স্নেহা অপি, যদুভ্যং । 'কিরাত হুণাক্ত পুলিন্দ পুকাশা আভীর
 ককা যবনাঃ খশাদয়ঃ । যে হস্তেচ পাশাশ্রয়া শ্রম্যঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিকবেনমঃ ॥
 অহোবত যপচোহতোগরীয়ান্ যজ্ঞিস্থাশ্রে বর্জতে নাম তুভ্যং । তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সমু
 র্গাধ্যা ব্রহ্মানুচূর্নাম গৃণতিযতে । কিং পুনঃ স্ত্রী বৈশ্যাদ্যা অশুভ্জালীকাদিমন্তঃ ॥ ৩২ ॥

ভতোপি কিংপুনত্রাক্ষণাঃ পুণ্যাঃ সংকুলাঃ সদাচারান্চ যে ভক্তাঃ তস্মাৎ মাংভজস্ব ॥ ৩৩ ॥

বিদূরিত হইবে । তিনি জীবের নিত্য ধর্ম্মরূপ স্বরূপ-গত আচার নিষ্ঠ হইয়া
 ভক্তিজনিত পাপ পুণ্য বন্ধন হইতে পরম শাস্তি লাভ করিবেন ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ ! অন্ত্যজ স্নেহগণ ও বৈশ্যাদি পতিত স্ত্রী সকল তথা বৈশ্য
 শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্ত ভক্তিকে বিশিষ্ট রূপে আশ্রয়
 করিলে পরাগতি অবিলম্বে লাভ করে । আমার ভক্তি মার্গাশ্রিত ব্যক্তি-
 দিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩২ ॥

যখন অন্ত্যজ জাতি সকলও আমার বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী এবং
 তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না,
 কেন না ভক্তির আবির্ভাবে চিন্তের সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি অতি শীঘ্র প্রদমিত
 হয়, তখন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও স্বরূপ-গত ভক্তি সম্বন্ধীয়
 আচার দ্বারা পুণ্য ফল রূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে ইহাতে সন্দেহ
 কি ? অতএব এই অনিত্য ও অশুখ ময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া
 আমার নিরবদ্য ভজন মাত্রই কর ॥ ৩৩ ॥

মম্মনাভব মদ্বক্তো মদযাজী মাংনমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈব মাত্মানংমৎ পরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্ম পর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপ নিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে রাজগুহ্য যোগো নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥

ভজন প্রকারঃ দর্শয়ন্তু পসংহরতি মম্মনা ইতি এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্তা ময়ি
নিয়োজ্য ॥ ৩৪ ॥

পাত্রাপাত্রবিচারিত্বং স্বস্পর্শাং সর্পশোধনং ।

ভক্তেরেবাত্রেতদন্তা রাজগুহ্যত্ব মীক্ষ্যতে ॥

ইতি সারার্থ বর্ষিণাং হর্ষিণাং ভক্ত চেষ্টসাং ।

গীতাস্থ নবমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর। তোমার শরীরকে
আমার ভক্তি যজ্ঞ ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে মৎ-
পরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্রু লাভ
করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিই যে রাজগুহ্য এবং তাহাতে পাত্রাপাত্রের দোষ প্রবল না হইয়া

ভক্তি কর্তৃক সহজে নষ্ট হয়, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি নবম অধ্যায় ।

দশমোহ্যায়ঃ ।

—:)*(:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো ! শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যতেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ স্তরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

ঐশ্বর্যজ্ঞাপয়িত্বোচে ভক্তিঃ যৎসপ্তমাদিশু ।

সরহস্তং তদেবোক্তং দশমে স বিভূতিকং ॥

আরাধ্য জ্ঞান কারণ মৈশ্বর্যং যদেব পূর্বত্র সপ্তমাদিশূক্তং তদেব সবিশেষং ভক্তি মতা মানসার্থং প্রপঞ্চয়িত্বান্ পরোক্ষ বাদান্ত্রিবিধঃ পরোক্ষক মম প্রিয়ঃ ইতি জ্ঞায়েন কিঞ্চিদুর্বোধ তরৈবাহ ভূয় ইতি পুনরপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিদ মুচ্যত ইত্যর্থঃ । হেমহাবাহো ইতি যথা বাহবলং সর্বাধিকোন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বুদ্ধ্য। বুদ্ধি বলমপি সর্বাধিকোন প্রকাশয়িতব্য মिति ভাবঃ শৃণুতি শৃণুত্বমপিতঃ বক্ষ্যামানেঃ সর্বসমাগবধারণার্থং এব । পরমং পূর্বোক্তা দপ্যংকুটঃ । তে স্বামিতি বিস্মৃতা কর্হুঃ ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চেতি চতুর্থী । যতঃ প্রীয়মানায় প্রেমবতে ॥ ১ ॥

এতচ্চ কেবলং মদ্রুগ্রহাতিশয়েনৈব বেদাং নানাথেতাহ নমে ইতি মম প্রভবং প্রকুটং সর্ব বিলক্ষণং ভবং দেবকাং জয় দেবগণা ন জানন্তি, তে বিষয়াবিষ্টদ্বারজাত্তত্ত্ববয়ন্ত জানী- যুক্তত্ৰাহ ন মহর্ষয়োহপি তত্র হেতুঃ, অহমাদিঃ কারণঃ সর্বশঃ সৌন্দর্যেব প্রকারৈঃ নহি পিতৃ- জন্মতত্ত্বং পুত্রাজানন্তীতি ভাবঃ । নহি তে ভগবন ব্যক্তিং বিদুর্দেবান্ দানবাঃ । ইত্য- গ্রিমামুবাদাত্ত প্রভব শব্দস্যান্যার্থতা ন কল্প্যা ॥ ২ ॥

হে মহাবাহো ! তুমি প্রেমবান, তোমার হিত কামনার আমি পূর্বে যে সকল বাক্য বলিয়াছি। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতেছি, তুমি পুনরায় মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

দেবতা ও মহর্ষিগণের আমিই আদি কারণ, অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলা প্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতে নরাকার স্বরূপে উদ্ভবের পরে অবগত হইতে পারেন না । দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীকৃত

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং ।

নহু পরব্রহ্মণঃ সর্বদেশ কালো পরিচ্ছিন্নস্য তবৈতদ্দেহস্যৈব জন্ম দেবা ঋষবশ্চ জানন্ত্যেব তত্র স্বতর্জ্ঞতা স্ববক্ষঃ স্পষ্টাহ যো মামিতি যো মামজং বেত্তি কিং পরমেষ্ঠিনং ন অনাদিঃ সত্যং তর্হি অনাদিত্বাদজমজন্তং পরমাত্মানং ত্বাং বেত্ত্যেব তত্রাহচেতি অজমজন্তং বহুদেব জন্তঞ্চ মামনাদি মেবযোবেত্তি ইত্যর্থঃ । মামিতি পদেন বহুদেব জন্ত্বং বুধ্যতে জন্ম কর্ণচ মে দিবা মিতি মদ্রুক্তেঃ মম জন্মবৎ পরমাত্মত্বাৎ সর্দৈবাজহং চ ইত্যাভ্যমপি মে পরমং সত্যং অচিন্ত্য শক্তি সিন্ধুমেব । যদুত্তং । অজোহপি সরবায়ান্না সংভবামীতি । তথা চোবদ্ধ ব বাক্যং । কর্ণাগানীহস্য ভবোঃভবস্যতে ইত্যাদ্যানন্তরং খিদতি ধীর্দিদামিহ ইতি । অত্র শ্রীভাগবতামৃতকারিকাচ । তত্ত্ববাস্তবং চেৎসাদ্বিদাঃ বুদ্ধিব্রম স্তদা । নস্যা দেবেত্যতো

বুদ্ধি বলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন । তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিষ্কৃত নিগূর্ণ, স্বরূপ হীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া তাহাই যে পরম তত্ত্ব এরূপ মনে করেন । কিন্তু পরম তত্ত্ব তাহা নয় । পরম তত্ত্ব স্বরূপ আমি সর্বদা অচিন্ত্য শক্তি বলে স্বপ্রকাশ, নির্দোষ গুণ সম্পন্ন, নিত্য স্বরূপ বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি । আমার অপরাশক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই ঈশ্বর । অপরাশক্তি দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটা অক্ষুট মূর্ত্তিই ব্রহ্ম । অতএব ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম এই দুই-টাই আমার ক্ষুর্ত্তিহীন, সৃষ্ট বস্তুতে অন্ময় ও ব্যতিরেক ভাবে লক্ষিত হয় । আমি স্বয়ং কখন নিজ অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে প্রপঞ্চে স্বস্বরূপে উদ্ভিত হই । তখন উক্ত ধীশক্তি সম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্য শক্তির সামর্থ্য ব্যুত্থিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়াদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে ঈশ্বর তত্ত্ব বলিয়া মনে করে । এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্বস্বরূপের লয়ানুসন্ধান করেন । কিন্তু আমার ভক্ত সকল স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিচালনা দ্বারা অচিন্ত্য তত্ত্বের অবগতি সহজ নয় মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তি বৃত্তিরই অহুশীলন করেন । তাহাতে আমি দয়ার্দ্ৰ হইয়া তাঁহা-দিগকে সহজ জ্ঞান দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি ॥ ২ ॥

যিনি আমাকে সর্বলোকের মহেশ্বর ও অনাদি বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রমাদে এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সর্ব শ্রেষ্ঠ ও অনাদিত্ব অবগত

অসংমুঢ়ঃ সমর্থ্যেষু সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বুদ্ধিজ্ঞানিমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃশমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ধাতয়মেবচ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তিভাবাত্তানান্ মত্তএবপৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

হৃদিজ্ঞানশক্তির্নানাসু কারণঃ । তস্মাৎ যথা মম বাল্যে দামোদরত্ব লীলার্যামেকদৈব কিঙ্কিয়া বন্ধনাং পরিচ্ছিন্নত্বং দাম্য স্বাবচ্ছাদপরিচ্ছিন্নত্বং চাতর্ক্যমেব তথৈব মমাজ্ঞত্ব জন্মবৎ চাতর্ক্যে এব । দুর্বোধমৈবধাৎকাহ লোক মহেশ্বরঃ তব সারথি মপি সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমৌখরং যোবেদ সএব মর্ত্যেযু মধ্যে অসংমুঢ়ঃ সৰ্ব পাপৈর্ভক্তি বিরোধিভিঃ । যন্তমজ্ঞত্বানাদিত্ব সর্বেশ্বরত্বানোব বাস্তবানিহার্জয় বহাদ্রীনিতু অমুকরণ মাত্র সিদ্ধানীতি ব্যাচষ্টে স সংমুঢ়এব সৰ্বপাপৈ ন প্রমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নচশাস্ত্রজ্ঞাঃ স্ববুদ্ধাদিভিঃ মত্তত্বং জ্ঞাতুং শক্যবন্তি যতোবুদ্ধাদীনান্ সত্বাদিবদ্বায়াগুণ জন্যত্বায়ত্তএব জ্ঞাতানামপি গুণাভীতে ময়ি নান্তি স্বতঃ প্রবেশ যোগ্যতেত্যাহ বুদ্ধিঃস্বস্বার্থ নিশ্চয় সামর্থ্যঃ জ্ঞানমাত্মনাম্ব বিবেকঃ অসংমোহো বৈয়াক্র্যভাবঃ এতে ত্রয়োভাবা মত্তত্বজ্ঞান হেতুত্বেন সংভাব্যমানাইব নতু হেতবঃ । প্রসঙ্গাদস্থাপিত্যবান লোকেষু দৃষ্টা ন স্বতএবো-
 ত্তুতানাহ ক্রমা সহিত্বঃ সত্যং যথার্থভাবণং দমোবাহেল্লিয় নিগ্রহঃ শমোহস্তরিল্লিয় নিগ্রহঃ এতে সাধিকাঃ । সুখং সাধিকং দুঃখং তামসংভবাত্তাবৌ জন্ম মৃত্যু দুঃখ বিশেষৌ । ভয়ং তামসং ভয়ং জ্ঞানোৎসাহ সাধিকং রাজসাদ্ব্যখং রাজসং ॥ ৪ ॥

সমতা আত্মোপমান সর্বত্র সুখ দুঃখাদি দর্শনঃ । অহিংসা সমতে সাধিকোত্তুষ্টিঃ সংতুষ্টিঃ সা নিরুপাধিঃ সাধিকীসোপাধিস্ত রাজসী তপোদানে অপি সোপাধি নিরুপাধি-
 ত্বাত্যাং সাধিকরাজসে যশোহযশোশী অপিতথা । মত্তইতি এতে মদ্ব্যয়তো ভবন্তোহপি শক্তি শক্তিমতৌরেক্যাং মত্তএব ॥ ৫ ॥

হন, তিনি প্রপঞ্চ-হৃষ্ট বুদ্ধি রূপ সমস্ত পাপ আর্থাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ পুণ্যমেরা স্ববুদ্ধি দ্বারা আমার তত্ত্ব কেন জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে স্বস্বার্থ নিশ্চয় সামর্থ্যরূপ বুদ্ধি, আত্মানাম্ব বিবেকরূপ জ্ঞান ও অসংমোহ তথা ক্রমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অ্ভাব, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অবশঃ, এই সমস্তই ভূত সকলের ভাব । আনিই

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চছারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃপ্রজাঃ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্ব্রতঃ ।

মোহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

বুদ্ধি জ্ঞান। সংমোহান স্বতঃ জ্ঞানে হসমর্থানুভূতিতত্ত্বতো হপি তত্র। সমর্থানাহ মহর্ষয়ঃ সপ্ত মরীচাদয়ঃ ভেদ্যোপি পূর্বে হস্তে চছারঃ সনকাদয়ঃ মনবন্ততুর্দশ ঋগ্ভূত্বাদয়ঃ মন্ত এব হিরণ্য গর্ভাস্থনঃ সকাশান্তাবো জন্ম যেষাংতে। মানসা মন আদিভ্য উৎপন্নাজাতাঃ অভুবন্নিত্যর্থঃ। যেষাং মরীচাদীনাম্ সনকাদীনাম্ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্তমানাঃ প্রজাঃ পুত্র পৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্য রূপাশ্চ ॥ ৬ ॥

কিন্তু ভক্ত্যাহ মে কয়া গ্রাহ ইতি মদ্রুক্তে মর্দনন্যাত্ত্ব এবমৎপ্রসাদান্নদ্যাচি দৃঢ় মাস্তিক্যাং দধানো মন্তত্বং বেত্তীতাহ এতাং সংক্ষেপেনৈব বক্ষ্যমানাং বিভূতিং যোগং ভক্তি যোগকষন্ত স্বতো বেত্তি মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বাক্যত্বাদিদমেব পরমং তত্ত্বমিতি দৃঢ়তরাস্তিক্যবানেব যো বেত্তি সঃ। অবিকল্পেন নিশ্চলেন যোগেন মন্তত্ব জ্ঞান ব্রহ্মণেন যুজ্যতে যুক্তোভবেদত্র নাস্তি কোপি সন্দেহঃ ॥ ৭ ॥

এ সকলের আদি কারণ বটে, কিন্তু আমি এই সকল হইতে পৃথক্। আমার অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব জানিতে পারিলে, আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন সেইরূপ শক্তিমান যে আমি আমি হইতে আমার শক্তি নিঃসৃত সমস্ত বস্তু ও ভাবময় জগৎ নিত্য ও অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মরীচাদি সপ্ত ঋষি, তাহার পূর্বজাত সনকাদি চতুষ্টিয় এবং ঋগ্ভূত্বাদি চতুর্দশ মন্ত সকলেই আমার শক্তি সম্বৃত হিরণ্য গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন। তাহাদেরই বংশে বা শিষ্যাদি ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের চরম সীমা যে আমার স্বরূপ জ্ঞান ও শক্তি জনিত বিভূতি জ্ঞান এবং ত্রিণা যোগের চরম সীমা যে ভক্তি যোগ এই হই বিষয় যিনি তত্ত্বত জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ রহিত যোগের অঙ্কন করেন ॥ ৭ ॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাব সমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্চিন্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরং ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ ॥ ৯ ॥

তত্র মহৈশ্বর্য লক্ষণাঃ বিভূতি মাহ অহং সর্বস্য প্রাকৃতা প্রাকৃত বস্তু মাত্রস্য প্রভবঃ উৎপত্তি প্রাদুর্ভাবয়োঃ হেতুঃ । মত্ত এবান্তর্ধামি স্বরূপাং সর্বং জগৎ প্রবর্ততে চেষ্টতে তথা মত্ত এব নারদাদ্যবতারান্নকাং সর্বং ভক্তি জ্ঞান তপঃ কন্দাদিকং সাধনং তন্তং সাধ্যক প্রবৃতি ভবতি । ঐকান্তিক ভক্তি লক্ষণং যোগমাহ ইতিমত্বা আন্তিক্যাতো জ্ঞানেন নিশ্চিতা ইত্যর্থঃ । ভাবো দাস্য সখাদি শুদযুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

এতাদৃশ অনন্ত ভক্তা এব মৎপ্রসাদাল্লক বুদ্ধি যোগাঃ পূর্বোক্ত লক্ষণং দুর্বোধমপি মত্তবজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ মচ্চিন্তা মদ্রূপ নাম গুণ লীলা মাধুর্যা স্বাদেবেব লুক্ষ মনসঃ । মদগত প্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান ধর্তুমসমর্থাঃ অন্নগত প্রাণানরা ইতি বৎ । বোধয়ন্তঃ ভক্তি স্বরূপ প্রকারাদিকং সৌহার্দ্যেন জ্ঞাপয়ন্তঃ । মাং মহা মধুর রূপ গুণ লীলা মহোদধিঃ কথয়ন্তঃ মদ্রূপাদি ব্যাখ্যানেনোৎকীর্ণনাদিকং কুর্যন্তঃ ইত্যেবং সর্ব ভক্তিব্রতি শ্রেষ্ঠাং স্বরণ শ্রবণ কীর্তনান্নাত্তানি । তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ চেতি ভক্ত্যেব সন্তোষশ্চ রমণক্ষেতি রহস্তং । যদ্বা সাধন দশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্বিঘ্নে সংপদা মানে সতি তুষ্যন্তি তদৈব ভাবি স্বীয় সাধ্যাদশা মনুষ্যত্বা রমন্তিচ মনসা স্বপ্রভুনা সহরমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তি দ্যোতিতা ॥ ৯ ॥

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি স্থান বলিয়া আমাকে জান । এই রূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমাকে ষাঁহার ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত । অপর সকলেই অপণ্ডিত ॥ ৮ ॥

এতাদৃশ অনন্য ভক্ত দিগের চরিত্র এইরূপ । তাঁহার চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ আমাতে সমর্পণ করত পরম্পর ভাব বিনিময় ও হরি কথার কথোপকথন কল্পিয়া থাকেন । সেই রূপ শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তি স্নেহ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লক্ষ প্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগ মার্গে ব্রজ রসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সন্তোষ পূর্বক রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্বকং ।

দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযাস্তিতে ॥ ১০ ॥

তেষামেবানু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

নমু তুষান্তি চ রমন্তি চেতি হৃদ্যাত্মা ভক্তানাং তজ্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্য-
বগতং কিন্তু তেষাং হং সাক্ষাৎ প্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ সচ কুতঃ সকাশাভৈরবগন্তব্য
ইতাপেক্ষারামাহ তেষা মিতি সতত যুক্তানাং নিত্য মেব মং সংযোগা কাঙ্ক্ষিণাং
তংবুদ্ধি যোগং দদামি তেষামুদ্ভৃতিমহমেব উদ্ভাবয়ামীতি স বুদ্ধি যোগঃ স্বতোহস্ত
স্মাচ্ কুতশ্চিদপাধিগন্ত মশক্যঃ কিন্তু মদেক দেয় স্তদেক গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ । মামু-
পযাস্তি মামুপলভন্তে সাক্ষাৎসঙ্গিকটং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

নমুচ বিদ্যাদিবৃত্তিঃ বিনা কথং হৃদধিগমঃ তস্মাভৈরপিতদর্থঃ যতনীয়ঃ মেব তত্র নহি
নহীত্যাহ তেষামেব নহস্তেষাং যোগিনাং অনুকম্পার্থঃ মদনুকম্পা যেন প্রকারেণ স্নাত্তদর্থ
মিতার্থঃ তৈর্মদনুকম্পা প্রাপ্তৌ কাপি চিন্তা ন কার্ঘ্যা যত স্তেষাং মদনুকম্পা প্রাপ্ত্যর্থম
হমেব যতমানো বর্ন্তে এবেতি ভাবঃ । আত্মভাবস্থঃ তেষাং বুদ্ধি বৃত্তৌ স্থিতঃ । জ্ঞানং
মদেক প্রকাশস্থানসাত্বিকং নিগুণধেপিভক্ত্যুখ জ্ঞানতোপি বিলক্ষণং যন্তদেবদীপস্তেন ।
অহমেব নাশয়ামীতি তৈঃ কথং তদর্থং প্রযতনীয়ং । তেষাং নিত্যপ্রীতি যুক্তানাং যোগ ক্ষেমং
বহামাহমিতি মনুজ্ঞে স্তেষাং বাবহারিকঃ পারমার্থিকশ্চ সর্বোপিভারো ময়া বোচুমঙ্গীকৃত
এবেতি ভাবঃ । শ্রীমদ্গীতা সর্ব সার ভূতা ভূতাপতাপহং । চতুঃ শ্লোকীয় মাধ্যাত্মা ধ্যাতা
সর্ব নিশর্মকুং ॥ ১১ ॥

নিত্য ভক্তি যোগ দ্বারা ঈহারা প্রীতি পূর্বক আমার ভজনা করেন,
আমি তাঁহাদের শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বিমল প্রেম যোগ দান করি । তাঁহারা
তাঁহাদ্বারা আমার পরমানন্দ ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

এরূপ ভক্তি যোগের অমুষ্ঠাতা দিগের অজ্ঞান থাকিতে পারেনা ।
এরূপ অনেকের মনে উদয় হয় যে, ঈহারা অতৎ নিরসন ক্রমে তৎ বস্তুর
অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন । কেইল ভক্তি ভাবের
অনুশীলন করিলে সেই হৃদয় জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে । হে অর্জুন !
ইহাতে মূল কথা এই নিজ বুদ্ধির অনুশীলন ক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম
সত্য তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পুরেনা । যতই বিচিন্ন করুক কিছুতেই

অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূং ॥ ১২ ॥

আহুত্বা মৃষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষিনারদ স্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈকৈব ব্রবীর্ষিমে ॥ ১৩

সর্বমেতদুতংমন্যে যন্মাং বদসি কেশব ॥

সংক্ষেপেনোক্তমর্থং বিস্তরেণ শ্রোতুং মিচ্ছন্ স্তুতি পূৰ্ণকমাহ পরমিতি পরং সর্বোৎকৃষ্টং ধাম শ্রীমহেশ্বরং বপুসের পরং ব্রহ্ম । গৃহদেহদ্বিট্ প্রভাবা ধামানীতামরঃ । তদ্ব্যাক্রাম্য ভবান ভবতি । জীবন্তেব তব দেহ দেহি বিভাগো নাস্তীতি ভাবঃ । ধাম কীদৃশং পরং পবিত্রং ব্রহ্মণা মবিদ্যামালিপ্ত হরং অতএব ঋষয়োহপিহাং শাশ্বতং পুরুষমাহঃ পুরুষাকারস্তাত্ত নিত্যত্বং বদন্তি ॥ ১২ ॥

নাত্র মম কোহপ্য বিধাস ইত্যাহ সৰ্মমিতি কিঞ্চ তে ঋষয়ঃ পরং ব্রহ্মধামানং হাং অজং আহরেব নতু তে ব্যক্তিং জন্ম বিদুঃ । পরব্রহ্ম স্বরূপস্ত তব অজত্বং জন্মবত্ত্বক কিং প্রকারক মিতিত্বেন বিদুরিতার্থঃ । অতএব নমে বিদুঃ হরগণাঃ প্রভবন মহর্ষয় ইতি বস্তুর্যোক্তং তং

বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবেনা । তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলে অনায়াসে আমার অচিন্ত্য শক্তিবলে ক্ষুদ্রজীবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে । যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আশ্রয় ভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞান দীপ দ্বারা আলোকিত হন । আমি বিশেষ অনুকম্পা পূৰ্ণক তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করত তাহাদের জড় সঙ্গ বশতঃ যে অজ্ঞান জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি । যে শুদ্ধ জ্ঞানে জীবের অধিকার তাহা ভক্তি অনুশীলন ক্রমেই উদ্ভিত হয় । তর্ক দ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥ ১১ ॥

গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত পাঁচটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন মহাশয় বিষয়টীকে আরো সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন, হে ভগবান্ । দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন যে, সজ্জিদানন্দ স্বরূপ আপনিই পরম ব্রহ্ম, পরম স্বরূপ প্রজ্ঞান পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য, অদ্বিদ্বেব, অজ ও বিভূ । হে কেশব !

নহিতে ভগবন্ ! ব্যক্তিং বিহুর্দেবান দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

অয়মেবান্নানান্নানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম ! ।

ভূত ভাবন ! ভূতেশ ! দেব দেব ! জগৎপতে ! ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ ।

যাতির্বিভূতিভিলোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্যতিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

সর্বং স্বতং সত্যমেব মন্তে হে কেশব কোত্রহ্মা ঈশোরজ্রুতাবপি বয়সে স্বতত্বা জ্ঞানেন
ব্রহ্মাসি কিং পুনর্দেবদানবাদাঃ স্বাং ন বিদগ্ধীতি বাচ্যং ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ স্বয়মেবান্নানং বেথ ইতি এবকারেণ তবাজহ জন্ম বহাদীনানং দুর্ঘটানামপি
যান্তবৎস্বমেব স্বভূতৌ বেত্তি তচ্চকেন প্রকারেণেতিতু সোপি ন বেত্তীতার্থঃ তদপ্যান্নানং স্বেনৈব
বেথ ন সাধনান্তরেণ । অতএব স্বং পুরুষেব মহৎ শ্রীদ্রাবিপি মধ্যে উত্তমঃ ন কেবল মুত্তমএব
বতো ভূতভাবন ভূতা ভূতভাবনরূপা যে তদাদয়ঃ পরমেষ্ঠান্তাঃ তেষামীশঃ ন কেবল মীশ এব
বতো দেবৈস্তৈরেব দেবঃ ক্রীড়া যন্ত ইতি স্বংক্রীড়োপকরণ ভূতা এব তে ইত্যর্থঃ । তদপ্যাপার
কারণ্য বশাৎ জগদ্বর্জিনা মন্যাদৃশানামপি স্বমেব পতিত্বমীতি চতুর্বাং সম্বোধন পদানামর্থঃ ।
বহা পুরুষোত্তমস্বমেব বিবৃণোতি হে ভূতভাবন সর্বভূত পিতঃ পিতাপি কশ্চিদ্রেষ্টে তত্রাহ হে
ভূতেশ ভূতেশাপি কশ্চিন্নারায়ান্তত্রাহ হে দেব দেব । দেবা রাধোপি কশ্চিন্নপালয়তীতি
তত্রাহে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

তব তবঃ দুর্গমস্তব বিভূতিষেব মম জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি দ্যোতয়ন্তাহ বক্তু মिति দিব্যা
উৎকৃষ্টায়া আত্ম বিভূতয়ন্তাবক্তুং অর্হসীত্যুদয়ঃ । নব্বশেষেণ, মহিভূতয়ঃ সর্গীবক্তৃমশকা
এব তত্রাহ যাতিরিতি ॥ ১৬ ॥

আমি এসকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি । তোমার অচিন্ত্য ব্যক্তি তব্ব
দেব দানব গণ মধ্যে কেহই জানেনা ॥ ১৪ ॥

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেব দেব ! হে জগৎ পতে ! হে
পুরুষোত্তম ! তুমিই নিজেই চিহ্নিত্তি দ্বারা আপনার ব্যক্তি তব্ব অবগত
আছ । জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যে সনাতন মূর্ত্তি থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ
মূর্ত্তি কি প্রকারে জড় বিধির স্বভাবরূপে জড় মধ্যে ব্যক্ত হয়, একথা
নরবুজি বা দেব যুক্তি দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না । তুমি যাহাকে
কৃপা কর, সেই কেবল ইহা বুঝিতে পারে ॥ ১৫ ॥

তোমার স্বরূপ তব্ব তোমার কৃপা দ্বারা আমি হৃদয়ে এবং নেত্রাঞ্জে

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্রাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিস্ত্যোহসিভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণান্ননো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ! ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতং ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কল্পয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

যোগো যোগ মায় শক্তি বর্ধতে যন্ত হে যোগিন বন মালীতি বৎ । স্বামহং কথং পরিচিস্ত-
য়ন্ সন্ স্বাং সদা বিদ্যাং জানীয়াং । ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানান্তি যাবান বন্ধান্নিত্যতঃ । ইতি
ব্রহ্মক্লেঃ । তথা কেষু ভাবেষু পদার্থেষু স্বং চিস্ত্যঃ ত্ৰিচিস্তন ভক্তি ময়া কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নবহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ইত্যনেনৈব সর্বো পদার্থা নভিভূতয়ঃ মদ্বক্তা
এব বিভূতয়ঃ । তথা ইতি মদ্বা ভক্তয়ে মাং ইতি ভক্তি যোগ ক্ষোভ এব তত্রাহ বিস্তরেণেতি
হে জনার্দনেতি মাদৃশ জনানাং স্বমেব হিতোপদেশ মাধুর্যেণ লোভ মুৎপাদ্য অর্দয়েসে যাচয়-
সীতি বরং কিং কুর্শ ইতিভাবঃ । তদুপদেশ রূপমমৃতং শৃণুতঃ ক্রতি রসনয়া আবা
দয়তঃ ॥ ১৮ ॥

হস্তেত্যমুকম্পায়াং প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যেন যতস্তাসাং বিস্তরস্যাস্তোনাস্তি বিভূতয়ো বিভূতীঃ
দ্বিবা উত্তমা এব নতু তৃণৈকাদ্যাঃ অত্র বিভূতি শব্দেন প্রাকৃত্য প্রাকৃত বস্তন্যোবোচ্যতে
তানি সর্বার্থোব ভগবচ্ছক্তি সহজত স্বাং ভগবদ্রূপেণৈব তারতম্যোন্মোদয়ত্বো নাস্তি মতানি
জ্ঞেয়ানি ॥ ১৯ ॥

আবিভূত হইতে দেখিতেছি । ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি । কিন্তু
যে সকল বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক সকলে, ব্যাপ্ত হইয়া আছ । সেই
সকল আত্ম বিভূতি অশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে
অনুগ্রহ পূর্বক বল ॥ ১৬ ॥

তোমাতেই যোগ মায় শক্তি নিত্য বর্তমান আছে । হে ভগবন্ !
তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব । কি কি ভাবেতেই
বা তুমি আমা দ্বারা চিন্তনীয় হও ॥ ১৭ ॥

হে জনার্দন ! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃত পূর্বক আমাকে
পুনরায় বল । তোমার তত্ত্বামৃত গুণিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে
থাকুক, বরং শ্রবণ পিপসা অন্ত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন ! 'আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব ভূতাশয় স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যস্থ ভূতানামস্তএবচ ॥ ২০ ॥

আদিত্যা নামহং বিষ্ণুজ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচিশ্চরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভেশো যক্ষরক্ষসাং ।

বহুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥

অত্র প্রথমং মামেবৈকাংশেন সর্ববিভূতি কারণং স্বং ভাবয়েতাহ অহমিতি । আত্মা প্রকৃত্যন্তর্ধামী মহৎ ঐষ্টা পুরুষঃ পরমাত্মা হে গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইতিধ্যান সামর্থ্যং সূচয়তি । সর্বভূতো যো বৈরাজ স্তস্যশয়েস্থিত ইতি সমষ্টি বিরাড়ন্তর্ধামী । তথা সর্বেষাং ভূতানামাশয়ে স্থিত ইতিবাচ্যে বিরাড়ন্তর্ধামী চ । ভূতানামাদির্জ্ঞান মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ তন্ত্বেতদুরহমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অথ নির্ধারণ বর্ঠাৎকচিং সম্বন্ধ বর্ঠাচ বিভূতীরাহ যাবদধ্যায় সমাপ্তি । আদিত্যানাং বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি তন্নামা সূর্যো মনুষ্যভূতি রিত্যর্থঃ । এবং সর্বত্র প্রকাশ কানাং জ্যোতিষাং মধ্যে অংশুমান্ মহাকিরণমালীরবিরহং । মরীচিঃ পবন বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনাজ্ঞান শক্তিঃ ॥ ২২ ॥

বিভেশঃ কুবেরঃ ॥ ২৩ ॥

নাই । গুটি কতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি তাহা তুমি প্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

হে গুড়াকেশ ! হে জিতনিদ্র ! আমার স্বরূপ তব্ব তোমকে বলিয়াছি । আমার সাম্বন্ধিকতব্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্ধামী পুরুষ । আমি সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ২০ ॥

আদিত্যাদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্শ্রর বস্ত্র সকলের মধ্যে কিরণ মালী সূর্য, মরুতগণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রদিগের আধিপতি

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ ! বৃহস্পতিং ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামগ্নি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্ব্যেকমক্ষরং ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি শ্বাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বখঃ সর্ব্বরূকাণাং দেবর্ষীণাঞ্চনারদঃ ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং ।

ঐরাবতং যজ্ঞেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রংধেনুনামগ্নি কামধুক্ ।

প্রজনশচাগ্নি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বাহুকিঃ ॥ ২৮ ॥

সেনানীনামিত্যর্থঃ স্কন্দঃ কার্ত্তিকেরঃ ॥ ২৪ ॥

একমক্ষরং প্রণবঃ ॥ ২৫ ॥

অমৃতোদ্ভবঃ অমৃত মথনোদ্ভূতং ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

কামধুক্ কামধেনুঃ কন্দর্পীনাং মধ্যপ্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পোহং ॥ ২৮ ॥

চন্দ্র, বেদ, সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেব গণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে মন, সমস্ত ভূতের চেতন স্বরূপ রুদ্র দিগের মধ্যে আমি শিব, বৃক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বস্তু দিগের মধ্যে আমি পানক, পর্ব্বত গণের মধ্যে আমি সুরেন্দ্র, পুরোহিত দিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনা পতি গণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি গণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, এবং শ্বাবর গণ মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

বৃক্ষ গণের মধ্যে আমি অশ্বখ, দেবর্ষি গণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে আমি চিত্র রথ এবং সিদ্ধগণ মধ্যে আমি কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥

আমি অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈশ্রব্য রূপে সমুদ্র মহান সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তি গণ মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্য গণ মধ্যে আমি সম্রাট ॥ ২৭ ॥

অয়ুগণ মধ্যে আমি বজ্র, পাত্তিগণ মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা

অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহং ।

পিতৃণামৰ্য্যমা চান্মি যমঃ সংযমতামহং ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চান্মিদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহং ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেশ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতা মন্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহং ।

ববাণাং মকরশ্চান্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যাক্ৈবাহমর্জ্জুন ! ।

যাদসাম্ জলচরানাং সংযমতাং দণ্ডয়তাং ॥ ২৯ ॥

কলয়তাং বশীকরুতাং মৃগেশ্রঃ সিংহঃ বৈনতেয়শ্চ গরুড়ঃ ॥ ৩০ ॥

পবতাং বেগতাং পবিত্রী কুর্বতাং বা মধ্যে রামঃ পরশুরামঃ তস্যাবেশাবতার-
ছাদা বেশানাঞ্চ জীব বিশেষহাং যুদ্ধমেববিভূতিভ্যং । তথাচভাগবতানুতত্ত্বত পান্ন
বাক্যঃ এতন্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহান্বনঃ । শস্ত্রাবেশাবতারস্য চরিতং শার্দির্নঃ
প্রভোঃ । আবিষ্টো ভার্গবেচাত্ত্বদিত্তিচ । আবেশাবতার লক্ষণঞ্চ তত্রৈবভাগবত
নুতে যথা জ্ঞান শস্ত্রাদিকলয়া বত্রাবিষ্টো জনর্দনঃ । ত আবেশানিগদ্যন্তে জীবা
এব মহন্তমাঃ ইতি ববাণাং সংস্যানাং মকরো মংস্য জাতি বিশেষঃ শ্রোতসাম্
শ্রোতস্বতীনাং ॥ ৩১ ॥

স্বজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয় দেবামাদিঃ সৃষ্টিঃ অন্তঃ সংহারঃ মধ্যং পান্ননঞ্চ ইতি

উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি
বাস্কিকি ॥ ২৮ ॥

নাগ গণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ
মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ডদাতা দিগের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

দৈত্যগণ মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারক দিগের আমি কাল, মৃগ-
দিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

বেগবান ও পবিত্রকারী বস্ত্রগণ মধ্যে আমি পবন, শস্ত্র ধারী পুরুষ
দিগের মধ্যে আমি শস্ত্রাবেশ লক্ষ জীব বিশেষ পরশুরাম, জলচর দিগের
মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণ মধ্যে আমি গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য । সমস্ত বিদ্যার

অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্তচ ।

অহমেবাক্ষয়ঃকালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহ মুক্তবশ্চ ভবিষ্যতাং ।

কীর্তিঃ শ্রীর্কাক্চ নারীণাং স্মৃতির্মেধাধৃতিঃ ক্রমা ॥ ৩৪ ॥

হৃষ্টি স্থিতি প্রলয়া মহিভূতিভেদে ধোবা ইত্যর্থঃ । অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষেপ্যত্র হৃষ্টাদি কৰ্ত্তা পরমেস্বর এবোক্তঃ । বিদ্যানাং জ্ঞানানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানং । প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন পৰপক্ষ দুষণাদিরূপে জল্প বিতণ্ডাদি কুর্ক্বতাং বাদদ্বন্দ্বনির্ণয়ঃ প্রবৃতি সিদ্ধান্তে যঃ সোহহং ॥ ৩২ ॥

সামাসিকস্য সমাস সমুহস্ত মধ্যে দ্বন্দ্বঃ উভয় পদার্থ প্রধানভেদে তস্য সমাসেহু ত্রৈষ্ট্যাৎ । অক্ষয়ঃ কালঃ সংহর্তৃণাং মধ্যে মহাকালো রুদ্রঃ বিশ্বতোমুখশ্চতুভো হংধাতা স্রষ্টৃণাং মধ্যে ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

প্রতিক্রিয়িকানাং মৃত্যুনাং মধ্যে সর্বহরঃ সৰ্ব স্মৃতিবো মৃত্যুরহং । বহুস্তং মৃত্যুরভ্যন্ত বিশ্বতিবিত্তি । ভবিষ্যতাং ভাবিনাং প্রাণি বিকারাণাং মধ্যে উক্তব প্রথম বিকারবো জন্মাহং নারীনাং মধ্যে কীর্তিঃ খ্যাতিঃ শ্রীঃ কাণ্ডিঃ বাক সংস্কাৰাণীতি তিস্রঃ তথা স্মৃতিাদয়ঃ স্মৃতপ্রঃ চকাবাৎ স্মৃতিাদয়শ্চাত্তা ধর্ম পত্ন্যান্ধাহং ॥ ৩৪ ॥

মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ স্বস্বরূপ জ্ঞান । স্বপক্ষ স্থাপন, পরপক্ষ দুষণাদি রূপে জল্প বিতণ্ডাদিকারীদিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্ব নির্ণয় ॥ ৩২ ॥

অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাস গণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস । সংহর্তা দিগের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র । স্রষ্টৃগণ মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

হরণকারী দিগের মধ্যে আমি সর্বহর মৃত্যু । ভাবী বস্তু গণের মধ্যে আমি উক্তব । নারী দিগেব মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী ও বাণী । তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্রমা এবং স্মৃতিাদি ধর্ম পত্নী ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম তথা সান্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহং ।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমুতুনাং কুহুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
 দ্যুতং ছলয়তামসি তেজ স্তেজস্বিনামহং ।
 'জযোহসি ব্যবসায়োহসি সত্ত্বংসত্ত্ববতামহং ॥ ৩৬ ॥
 বৃক্ষীনাং বাহুদেবোহসি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 মুনীনামপ্যহং ব্যাসং কবীনাশুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
 দণ্ডোদময়তামসি নীতিরসি জিগীষতাং ।
 মোনং চৈবান্মিগুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥ ৩৮ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মীত্যুক্তং তত্র সান্নামপি মধ্যে বৃহৎ সাম । ত্র্যম্বক্‌হিরামহ ইত্যস্যাং
 ঋচিবিগীষমানঃ বৃহৎ সাম । ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রীনাং ছন্দঃ কুহুমাকরো বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

ছলয়তামস্তোক্ত বঞ্চন পরাণাং সত্বকি দূতমসি জেতুণাং জয়োন্মি ব্যবসায়ি নামুদ্যম বতাং
 ব্যবসায়োন্মি সত্ত্ববতাং বলবতাং সত্ত্বং বল মস্মি ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ষীনাং মধ্যে বাহুদেবঃ বহুদেবো মৎপিতামহিভূতিঃ প্রজ্ঞাদিহাং আর্থিকোহং । বৃক্ষী
 না মহম্বেবাসীত্যুক্তোঃ অসান্যার্থতা নেষ্টা ॥ ৩৭ ॥

দমন কর্তৃনাং সত্বকী দণ্ডোহং ॥ ৩৮ ॥

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দ দিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী,
 মাস গণ মধ্যে আমি অগ্রহারণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

পরম্পর বঞ্চনকারীগণের মধ্যে আমি দূত, ক্রিড়া তেজস্বীদিগের মধ্যে
 আমি তেজ, উদ্যমবান পুরুষ দিগের আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবান
 দিগের আমি বল ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ষীদিগের মধ্যে আমি বাহুদেব, পাণ্ডব দিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়,
 মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবি দিগের মধ্যে আমি গুজ্ঞাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

দমন কারী দিগের আমি দণ্ড, জয় অভিলাষ কাম্বী দিগের আমি
 নীতি, গুহ্য ধর্মের মধ্যে আমি মোম, এবং জ্ঞানবান দিগের আমি
 জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।।

নতদস্তুি বিনা যৎ শ্রাস্ত্রা ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥

নাস্তোহস্তুি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ! ।

এষভূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে কিন্তুরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্বদ্বিভূতি মৎ সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিত মেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সত্ত্ববঃ ॥ ৪১ ॥

অথবা বহ্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ! ।

বীজং প্ররোহ কারণং যত্তদহমস্মি তত্র হেতুঃ ময়াবিনা যৎস্যাচ্চরমচরং বা তন্নৈবাস্তুি মিথ্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রকরণ মূপসংহরন্তি নাস্তোহস্তুীতি এষভূ বিস্তারো বাহ্যল্য উদ্দেশতো নাম মাত্রতএব কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

অমুক্তা অপি ত্রৈকালিকী কিংভূতীঃ সংগ্রহীতুমাং যদবদ্বিভূতি বিভূতি মৎঐশ্বর্য যুক্তং । শ্রীমৎ সম্পত্তি যুক্তং । উর্জিতং বল প্রভাবাদধিকং সত্ত্বং বস্ত্রমাত্রং ॥ ৪১ ॥

বহ্না পৃথকপৃথগ্জ্ঞাতেন কিংফলং সমুদিত মেব জানীহি ইত্যাহ বিষ্টভোতি একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্ধামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং সৃষ্টং জগদ্বিষ্টতা অধিষ্ঠানদ্বাং

সর্ব ভূতের প্ররোহ কারণ বীজই আমি, যেহেতু চরাচর মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকেনা ॥ ৩৯ ॥

হে পরস্তপ ! আমার দিব্য বিভূতি গণের অন্ত নাই । কেবল নাম মাত্র তোমার নিকট আমার বিভূতির কীর্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য যুক্ত, সম্পত্তি যুক্ত, বল প্রভাবাদির আধিক্য যুক্ত যত বস্তু আছে সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে । সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতি তেজাংশ সত্ত্বত ॥ ৪১ ॥

অধিক কি 'বলিব, হে অর্জুন । সংক্ষেপ এই আমার প্রকৃতি সর্ব শক্তি সম্পন্ন । তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান । জড় প্রভাব দ্বারা জড়ীয় সত্তার এবং স্রীব প্রভাব

বিকৃত্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্ম পর্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎস্ব ব্রহ্মবি-
দ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিভূতিযোগ
নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃবাদধিষ্ঠায় নিরন্তরান্ধারিণ্য । ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য । কারণত্বাৎ সৃষ্টা
স্থিতো হস্মি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণ এবাতঃ সেব্যাস্তদন্তরা ধিয়া ।

স এবাশ্বাদ্য মাধুর্যা ইত্যধ্যায়ার্ণ ইরিতঃ ॥

ইতি সারার্ণ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেষতাং ।

গীতাহ্মদশমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

দ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট জগতে সাধনিক ভাবে বর্তমান
আছি ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বিশ্ব । বিশ্ব গত বিভূতি

বিচার পূর্বক স্বরূপ তত্ত্বের মাধুর্যাস্বাদন

করার সর্ব প্রাধান্ত এই অধ্যায়ের

তাৎপর্য ।

ইতি দশম অধ্যায় ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্য মধ্যাত্ম সংজ্ঞিতং ।

যত্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতোমম ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া । .

ত্বত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্য মপি চাব্যয়ং ॥ ২ ॥

একাদশে বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা সংব্রাত্তথীঃ স্তবন্ ।

পার্শ্ব আনন্দিতো দর্শয়িত্বা স্বহরিণা পুনঃ ।

পূর্বাধ্যায়ান্তে । বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন হিতোজগদ্বিত্তি সর্ববিভূতায়শ্চয়
মাদি পুরুষং স্বপ্রিয় সখস্যাংশং শ্রুত্বা পরমানন্দ নিমগ্ন শুক্রপং দিদৃক্ষমানো ভগবদ্বক্তং
অভিনন্দতি মদনুগ্রহায়েতি ত্রিভিঃ । অধ্যাত্মমিতি সপ্তমার্থে অব্যায়ীভাবাদাত্মনীত্যর্থঃ ।
আত্মনি বাবাসংজ্ঞা বিভূতি লক্ষণা সা সংজ্ঞাতা বসত্যত্বচঃ মোহ স্বদৈখ্য্যা জ্ঞানং ॥ ১ ॥

অগ্নিন্বষ্টে তু ভবাপ্যয়ৌ নৃষ্ট সংহারৌ ত্বত্ত্ব ইতি অহং কৃৎস্ন জগতঃ প্রভবঃ
প্রলয় স্তথা ইত্যাদিনা অব্যয়ং মাহাত্ম্যং নৃষ্টাদি কর্তৃব্বেহপ্যধিকারী সঙ্গাদি লক্ষণং ।
ময়া ততমিদং সর্ব মিতি নচমাং তানি কল্পাপি নিবগ্নস্তীত্যাদিনা ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কমলপত্রাক্ষ ! অধ্যাত্মত্ব সন্মন্ধীয় তোমার
পরম গুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার
অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্ব গত ব্যতিরেক
চিন্তারূপ মোহ দ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে
তুমি সর্বদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত এবং বিশ্বরূপাদি প্রকাশ কেবল তোমার
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের একাংশ মাত্র। অতএব আমি তোমার ভূত সকলের
[নৃষ্ট সংহার সন্মন্ধীয় সাক্ষাৎ ভাব এবং অব্যয় মাহাত্ম্য রূপ স্বরূপগত
ভাব, এতদ্ব্যতিরেকই অবগত হইলাম ॥ ১ ॥ ২ ॥

এবমেতদ্বথাং ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ! ।

দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ! ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়াদ্রষ্টু মিতি প্রভো ! ।

যোগেশ্বর ! ততোমে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্যমে পার্থ ! রূপানি শতশোহিথসহস্রশঃ ।

নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতিনিচ ॥ ৫ ॥

ইদানীমাঙ্গানং ত্বং যথাং বিষ্টভাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন হিত ইতি তচৈব মেব
মম নাত্র কোহপ্যবিহাসোহস্তুতিভাবঃ । কিন্তু তদপি স্বংস্তুতার্থী বুভুক্ষয়া তবৈশ্বরং
তদ্রূপং দ্রষ্টু মিচ্ছামি যেনৈকাংশেনেশ্বররূপেণ ত্বং জগৎ বিষ্টভ্য বর্ভসে তস্যৈব তে রূপ
মহিমদানীং চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টু মিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যোগেশ্বরেতি অযোগ্যস্তাপি মম তদর্শন যোগ্যতয়াং তব যোগৈশ্বর্যমেষ কারণ
মিতিভাবঃ ॥ ৪ ॥

ততশ্চ স্বাংশস্ত প্রকৃতান্তর্ধানিনঃ প্রথম পুরুষস্ত সহস্রলীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং
ইতি পুরুষস্তুত প্রোক্তং রূপং প্রথমমিদং দর্শয়ামি পশ্চাৎ প্রস্তুতোপযোগিহেন
তস্তৈবকাল রূপত্ব মপি জাপয়িষ্যামীতি মনসি বিমূষ্য অর্জুনঃ প্রতি সাবধানো ভবেত্যভি

হে পুরুষোত্তম ! হে পরমেশ্বর । তোমার স্বরূপ তত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি ;
কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টি সময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ
করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

জীব অগুচৈতন্ত । অতএব বিভূচৈতন্তের ক্রিয়া সম্যক লক্ষ্য করিতে পারে
না । আমি জীব, তোমার অন্তর্গত বশতঃ তোমার স্বরূপ তত্ত্বে অধিকার লাভ
করিয়াও তোমার জীব চিন্তাতীত ঐশ্বর স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই ।
তুমি যোগেশ্বর আমার প্রভু । তোমার অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে তোমার
যোগৈশ্বর্য (যাহাঁ স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ) আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য দেখ । আমার
শত শত ও সহস্র সহস্র নানা বিধ দিব্যরূপ এবং নানা বর্ণাকৃতি
প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসু নুজানশ্বিনৌ মরুত স্তথা ।

বহুতদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি । ভারত ॥ ৬ ॥

ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং ।

মমদেহে গুড়াকেশ ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টু মিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ ৮ ॥

মুখীকরোতি । পশ্যেতি রূপাণীতি একশ্লিষ্যপি মৎস্বরূপে শতশো মৎস্বরূপাণি
মবিত্ত্বতীঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পরিভ্রমতা স্বরা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশকাং কৃৎস্নমপি জগৎ ইহ প্রস্তাবে এক
শ্লিষ্যপি মদেহাবয়বে তিষ্ঠতি ইতি একস্থং যচ্চান্যৎ স্বজয় পরাজয়াদিকঞ্চ সমাশ্লিন
দেহে জগদাশ্রয় ভূত কারণ রূপে ॥ ৭ ॥

ইদমিজ্জজানং মায়াময়ং বা রূপ মিত্যর্জুনো মামন্ততাং কিন্তু সচ্চিদানন্দময়মেব
স্বরূপমন্তত্বং সর্বজগৎক মতীন্দ্রিয়ভেনৈব বিশ্বসিতুং ইত্যেদর্থং মাহ নব্বিতি অনেনৈব
প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং চিদম্ নাকারং দ্রষ্টুং নশক্যসে নশক্ণোষি ইতি অতস্তস্যং
দিব্যং অপ্রাকৃতং চক্ষুর্দদামি তেনৈব পশ্যতি প্রাকৃত নর মানিনমঅর্জুনঃ কমপি চমৎকারং
প্রাপয়িতুং এব । যতোহি অর্জুনো ভগবৎ পার্শ্বদমুখাৎ নরাবতারহাচ প্রাকৃতনরইব
নচর্ষচক্ষুঃ । কিঞ্চ সাক্ষাভগবন্মাধুর্ধ্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি সোঃর্জুনো

হে ভারত ! আদিত্য সকল, বসুসকল, রুদ্র সকল, অশ্বিনী কুমার
স্বয় ও মরুত সকল এবং অনেক অদৃষ্ট পূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপদেখ ॥ ৬ ॥

সচরাচর জগৎ এবং যাহা কিছু দেখিতে চাও সমস্তই আমার এই
ঐশ্বর স্বরূপস্থ । অতএব, হে গুড়াকেশ ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ
স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

তুমি আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরূপাধিক চক্ষু দ্বারা আমার
কৃষ্ণ স্বরূপ দর্শন করিয়া থাক । আমার যোগৈশ্বর্য্য ময় স্বরূপটি সাধ্বজিক-
ভাব-গত । নিরূপাধিক চক্ষু দ্বারা লক্ষিত হয় না । স্থূল জড়দর্শী চক্ষু-
ও আমার ঐশ্বর স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারেনা । যে চক্ষু সোপাধিক কিন্তু
স্থূল নয়, তাহাকে দিব্যচক্ষু বলা যায় । সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি

সঙ্গম উবাচ ।

এবমুক্ত্বাততো রাজন্ ! মহাযোগেশ্বরোহরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমংরূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥

অনেক বক্তু নয়ন মনেকাদ্ভুত দর্শনং ।

অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকৌদ্যতায়ুধ্যং ॥ ১০ ॥

দিব্যাগাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং ।

সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং ॥ ১১ ॥

দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপত্থিতা ।

ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশকুবন্ দিব্যং চক্ষু গৃহীয়াদিতি কঃ খলুহ্যারঃ । একেহেব মাচক্ষাতে ভগবতো নরলীলত্ব মহামাধুষ্ট্যকগ্রাহি সর্ব্বোৎকৃষ্টং যন্তুযিতি তচ্চক্ষুরনন্ত ভক্তইব ভগবতো দেবলীলত্ব সম্পদং নৈব গৃহাতি । নহি সিতোপলারসাস্বাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং শক্নোতি । তস্মাদর্জুনায় তৎ প্রার্থিতঃ চমৎকার বিশেষং দাতুং দেবলীলত্ব মরৈশ্বর্য্যং জিগ্রাহিস্বি ভগবান প্রেমরসাননুকূলং দিব্যমমামুখং এব চক্ষু দর্দাবিতি । তথা দিব্যচক্ষুর্দানাভিপ্রায়োহধ্যায়ান্তেব্যক্তীভবিষ্যতীতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যসাতৎ ॥ ১১ ॥

একদৈব যদি ভাঃ কাঙ্ক্ষিতুখিতা ভবেৎ তদা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপ পুরুষস্য ভাসঃ

দান করি । তদ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর স্বরূপ দর্শন কর । যুক্তিময় বিদ্যচক্ষু লব্ধ ব্যক্তিগণ আমার নিরূপাধিক কৃষ্ণ স্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর স্বরূপে সহজেই প্রীতি লাভ করেন, যেহেতু তাহাদের নিরূপাধিক স্বচক্ষু নিম্নীলিত থাকে ॥ ৮ ॥

সঙ্গম ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর হরি এই প্রকার উক্তি করিয়া অর্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্তু নয়ন, অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণ ও অনেক দিব্য অস্ত্র ছিল ॥ ১০ ॥

দিব্য মালা ও বস্ত্র শোভিত, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রা বহ্নিত অনন্ত মূর্ত্তি পরিদৃশ্য হইল ॥ ১১ ॥

যদি কখন সহস্র সূর্য্য এক কালে উদিত হয়, তবে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের

যাদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাষ্টাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

তত্রৈকসংস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা ।

অপশ্যাদ্বেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

ততঃ সবিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাং স্তবদেব ! দেহে-

সৰ্ব্বাং স্তথাভূত বিশেষ সংজ্ঞান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মুখীংশ্চ সৰ্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

একসত্তাঃকান্তেঃ সদৃশী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

তত্র তস্মিন্ যুদ্ধ ভূমাবেব দেব দেবস্যা শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং কৃৎস্নং সৰ্ব্বমেব গণয়িতু মশকা মিতার্থঃ । প্রবিভক্তং পৃথক্ পৃথক্ তয়া স্থিতং একসংস্থং একদেশসংস্থং প্রতিরোমকূপসংস্থং প্রতি কুক্ষিসংস্থং বা ইত্যর্থঃ । অনেকধা মুগ্ধয়ং হিরণ্ময়ং মণিময়ং বা পঞ্চাশৎকোটি যোজন প্রমাণং শতকোটি যোজন প্রমাণং লক্ষ্য কোট্যাদি যোজন প্রমাণং বা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সংঘান্ কমলাসনস্থং পৃথ্বীপদ্মকর্ণিকার্য্যং হৃমেতৌ স্থিতং ব্রহ্মাণ্ডং ॥ ১৫ ॥

ভেজ সদৃশকথক হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তখন অৰ্জুন সেই পরম দেবের শরীরে অনন্তজগৎ একত্র স্থিত এবং অনেক রূপে বিভক্ত এরূপ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন বিস্মিষ্ট ও হৃষ্টরোম ধনঞ্জয় প্রণতি পূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে দেব ! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত সংঘ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ ও উন্নত গণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

অনেক বাহুদরবক্ত্র নেত্রং
 পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপং ।
 নাস্তং ন মধ্যং নপুনস্তবাদিং
 পশ্যামি বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ ! ॥ ১৬ ॥
 কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
 তেজোরাশিঃসর্বোতো দীপ্তিমন্তং ।
 পশ্যামি ত্বাং দূর্গিরীক্ষ্যং সমন্তা—
 দীপ্তানলার্কদ্যুতিমগ্রমেয়ং ॥ ১৭ ॥
 ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
 ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।
 ত্ব মব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা
 সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥ ১৮ ॥
 অনাদি মধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-
 মনস্তবাহুং শশি সূর্য্যনেত্রং ।

হেবিশ্বেশ্বর আদি পুরুষ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

বেদিতব্যং মুক্তিজ্ঞেয়ং যদক্ষরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নিধানংলয়স্থানং ॥ ১৮ ॥

অনাদীত্যত্র মহা বিশ্বয় রসসিদ্ধি নিমগ্নসার্জুনস্য বচসি পৌনরুক্ত্যং নদোষায়

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! তোমার শরীরে অনেক বাহু উদর, বক্ত্র, নেত্র, সর্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি। তোমার অন্তঃ মধ্য ও আদি দেখিতে পাইনা ॥ ১৬ ॥

তোমার মূর্ত্তি হ্রিঃরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্কদ্যুতি স্বরূপ অগ্রমেয়। তাহাতে নানাবিধ, কিরীটি, গদা, চক্র ও তেজরাশি সর্বদিকে দীপ্তিমান হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর তত্ত্ব, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতন, ধর্মরক্ষক এবং সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

তুমি আদি মধ্য ও অন্তহীন অনন্তবীৰ্য্য, অনন্ত বাহু, চক্রে স্বর্ঘ্য রূপ নেত্র

পশ্যামিহাং দীপ্তহৃতাশবক্ত্রং
 স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥ ১৯ ॥
 দ্যাৱা পৃথিব্যোরিদ মন্তরংহি
 ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।
 দৃষ্টদ্রাষ্টুতং রূপমিদং তবোগ্রং
 লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাঅন ! ॥ ২০ ॥
 অমীহি ত্বাং সুরসজ্জা বিশন্তি
 কেচিন্দ্রীতাঃ প্রাজ্জলয়ো গৃণন্তি ।
 স্বস্তীতু্যক্তা মহর্ষি সিদ্ধ সজ্জা
 বীক্ষন্তে হ্বাং স্তুতিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥
 রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যা
 বিশ্বহুশ্বিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।
 গন্ধর্ব্ব যক্ষা সুর সিদ্ধ সজ্জা ।
 বীক্ষন্তে হ্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সৰ্ব্বৈ ॥ ২২ ॥

বহুভুং প্রমাণে কিস্মে হর্ষে বিস্মিক্তং নদ্রুৱতি ॥ ১৯ ॥

অথ প্রস্তুতোপবোগিহাত্ৰসৌৱ রূপস্ত কালরূপত্বং দর্শয়ামাস দ্যাৱেভ্যাদি দশভিঃ ॥ ২০ ॥

হ্বা হ্বাং ॥ ২১ ॥

উন্নপাং পিবন্তীতি উন্নপাঃ পিতরঃ উন্নভাগাহি পিতর ইতি ক্রতেঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

বান ও দীপ্ত হৃতাশ বক্ত্র । স্বীয় তেজ দ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছে ॥ ১৯ ॥

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে, তুমি এক হইয়াও সর্বত্র ব্যাপ্ত । হে মহাঅন ! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহা দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ঐ দেৱতা সকল তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ ভীততাপ্রযুক্ত প্রাজ্জলী বদ্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন । এবং পুঙ্কল স্তুতি দ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্র, আদিত্য, ধনু সকল, সাধ্য, বিশ্বদেৱ সকল, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, মরুত

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্র নেত্রং
 মহাবাহো ! বহুবাহুরূপাদং ।
 বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
 দৃষ্ট্বালোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহং ॥ ২৩ ॥
 নভস্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণং
 ব্যাক্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রং ।
 দৃষ্ট্বাহিত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
 ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ! ॥ ২৪ ॥
 দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
 দৃষ্ট্বেব কালানল সন্নিভানি ।
 দিশো ন জানে ন লভেচ শশ্ব
 প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ২৫ ॥

শমঃ উপশমঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

সকল, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋক ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো ! তোমার বহু বক্ত্র নেত্র, বহু বাহু ও উরু পাদ বিশিষ্ট বহু উদর, করাল দংষ্ট্র বিশিষ্ট রূপ দেখিয়া আমার আশ্রয় ব্যথিত হইতেছেন ॥ ২৩ ॥

হে বিশ্বব্যাপীন্ । তোমার নভস্পর্শ, অনেক দীপ্তবর্ণ ব্যাক্তানল ও দীপ্ত বিশাল নেত্র দৃষ্টি করিয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানলের আশ্রয় করাল দংষ্ট্রাযুক্ত মুখ সকল দেখিয়া আমি দিগ্বিভ্রমে পড়িয়াছি । কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারিনা । হে দেব ! জগন্নিবাস ! তুমি আমার প্রাতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
 সর্বের সহৈবাবনিপাল সজ্জৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
 সহান্মদীয়েরপি যোধ যুথৈঃ ॥ ২৬ ॥
 বক্তৃণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
 দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
 কেচিদ্ভিলগ্না দশনান্তরেষু
 সংদৃশ্যতে চূর্ণিতৈরুভয়মঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
 যথানদীনাং বহুবোহম্মুবেগাঃ
 সমুদ্রমেবাভি মুখাদ্রবন্তি ।
 তথাতবামী নরলোকবীরা
 বিশন্তি বক্তৃণ্য ভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
 যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
 বিশন্তিনাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
 তথৈবনাশায় বিশতিলোকা-
 স্তবাপিবক্তৃণি সমৃদ্ধ বেগাঃ ॥ ২৯ ॥

ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও
 কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত বোদ্ধা প্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল
 দস্ত বিশিষ্ট মুখের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ দস্ত মধ্যে
 বিলগ্ন হইয়া উত্তমঙ্গ চূর্ণিত রূপে লঙ্কিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

যেমত নদীগণের জল বেগ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নর
 বীর সকল তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্বতোভাবে
 অলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যেরূপ পতঙ্গ সকল সমৃদ্ধ বেগে হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে

লেলিহসে ঐসন্মানঃ সমস্তা-
 ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ ।
 তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
 ভাসন্তবোত্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ! ॥ ৩০ ॥
 আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
 নমোহস্ত তে দেববর ! প্রসীদ ।
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যং
 ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিং ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোশ্মিলোক ক্ষয়কুৎ প্রবুদ্ধো
 লোকান্ সমাহতুঁমিহ প্রবৃত্তঃ ।
 ঋতে পিতৃ ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বৈ
 যে বস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

সেইরূপ তোমার মুখ মধ্যে লোক সকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমুদ্র
 বেগে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

হে বিষ্ণো ! তুমি প্রজ্বলিত মুখ দ্বারা এই সমস্ত লোককে সম্যক্ গ্রাস
 করিতেছ । সমস্ত জগৎকে তোমার তেজ দ্বারা আগুরিত করিয়া উগ্র
 প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

উগ্ররূপ তুমি কে তাহা আমাকে বল । হে দেব ! তোমাকে নমস্কার করি,
 তুমি প্রসন্ন হও । তোমার প্রবৃত্তিই আমি অবগত নই । তোমাকে বিশেষ রূপে
 জানিতে আমি ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

ভগবান কহিলেন, এই প্রবুদ্ধ লোক সকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় আমি
 কাল রূপে অবতীর্ণ । প্রতিপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা গণকে আমি বিনাশ করিব ।
 এই বিনাশ কার্য্যে তুমি কর্ত্তা নও কিন্তু আমি কর্ত্তা ॥ ৩২ ॥

তস্মাদ্ভ্রমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
 জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং ।
 মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বমেব
 নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ! ॥ ৩৩ ॥
 দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
 কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
 ময়াহতাং শুংজহি মা ব্যথিষ্ঠা
 যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এতচ্ছ ত্বা বচনং কেশবস্য
 কৃতাজ্জলি বেপমানঃ কিরীটী ।
 নমস্কৃত্যভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ
 সগদগদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

নমস্কৃত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

ভগবদ্বিগ্রহস্যাতি প্রসন্নভবতি ঘোরত্বঞ্চ ইদমুখ্য বিমুখ বিষয়কমিতি সহসৈব
 জ্ঞাত্বাত্মদেব তৎ বাচক্ষাণঃ শ্রোতি । স্থানে ইত্যবায়ং যুক্তমিত্যর্থঃ । হেহবীকেশ
 স্বভক্তোদ্রিগ্নশাং স্বভক্তোদ্রিগ্নাণাঞ্চ স্বাভিমুখো স্ববৈমুখোচ প্রবর্তক তব প্রকীর্ত্যাত্মা
 স্বাহাঙ্গাসংকীৰ্ত্তনেন জগদিদং প্রহৃষ্যতি প্রহৃষ্যচ অনুরজ্যতে অনুরক্তং ভবতীতি

এই নাশ কার্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার উচিত যে
 যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয় জনিত যশঃলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ কর ।
 আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্ ! তুমি নিমিত্ত
 মাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধ বীর সকলকে আমি
 নষ্ট করিয়াছি; তুমি ক্রেশ্ণ ত্যাগপূৰ্ব্বক যুদ্ধ কর, এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে
 জয় কর ॥ ৩৪ ॥

যুতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! ভগবানের এই সকল বাক্য

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্য

জগৎ প্রহস্যাত্যনুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসিভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সৰ্বের নমসন্তিচ সিদ্ধ সুজ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন !

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে ।

অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস !

ত্বমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্তৃমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।

যুক্তমেব জগতোহসাত্তদৌষ্মাদিতি ভাবঃ । তথা রক্ষাংসি রক্ষসা হর দানব পিশাচাদীনি ভীতানি ভূত্বা দিশো দ্রবন্তি দিশঃ প্রতি পলায়ন্তে ইত্যেতদপি স্থানে যুক্তমেব তেবাং ত্বৈষ্মাদিতি ভাবঃ । তথা ব্রহ্মজ্যা যে সিদ্ধাঃ তেবাং সংখ্যাঃ সৰ্বের নমস্যন্তিচ ইত্যপি যুক্তমেব তেবাং ব্রহ্মত্বাদিতি ভাবঃ । শ্লোকোহয়ং রক্ষোহয় মন্থত্বেন মন্থশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

তে কস্মিন্নমেরন্ অপিহ নমেরন্নেব আত্মনে পদমার্বং । সংকার্যামসংকারণক ভাভ্যাং পরং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ যৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণ করিয়া কম্পিত শরীরে অৰ্জুন কৃতাজলি পূরক ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি পুরঃসর গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে হৃষীকেশ ! তোমার যশঃ কীর্তন শুনিয়া জগৎ হুটু হুইয়া অমুরাগ লাভকরে, রক্ষ সকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধ সকল তোমাকে নমস্কার করে । ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্ত কার্য্য ॥ ৩৬ ॥

হে মহাত্মন ! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, আদি কর্ত্তা ও ব্রহ্ম, তোমাকে তাহার কেমন না নমস্কার করিবে ! হে অনন্ত দেব ! হে জগন্নিবাস ! তুমি সং ও অসং উভয়ের অতীত তত্ত্ব এবং তুমি অচূত ॥ ৩৭ ॥

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
 ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ! ॥ ৩৮ ॥
 বায়ুর্যমোহগ্নিবরূপঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃষ্ণঃ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে ॥ ৩৯ ॥
 নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
 নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্বঃ ।
 অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
 সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসিসর্বঃ ॥ ৪০ ॥
 সখেতি মত্বা প্রসভং যদুস্তং
 হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি ।

নিধানং লয় স্থানং পরং ধাম গুণাতীতং স্বরূপং ॥ ৩৮ ॥

সর্বং স্বকার্য্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্গমিব কটক কুণ্ডলাদিকং অত স্তমেব সর্বঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

হস্তহস্তে তাদৃশ মহা মহৈশ্বর্য্যাব্যাহংকৃত মহাপরাধ পুঞ্জোহস্মীত্যমুতাপ মাণিক্যকুণ্ডলাহ সখেতীতি হে কৃষ্ণেতি ত্বং বহুদেব নামোনরস্যাঙ্কুরথডোনাপ্য প্রসিদ্ধস্য পুত্রঃকৃষ্ণ

তুমি আদিদেব সনাতন পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয় স্থান। তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত স্বরূপ। হে অনন্ত রূপ ! এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, বহি, বক্রণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, এবং ব্রহ্মা। অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

তোমার সমুখে, পশ্চাতে এবং সর্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত বীর্য্য ! তুমি অপরিমেয় শক্তি সম্পন্ন, তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! এইরূপ যে তোমাকে সামাজিক অভিমান

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং
 ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েনবাপি ॥ ৪১ ॥
 যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি
 বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
 একোহথবাপ্যচ্যুত ! তৎসমক্ষং
 তৎক্ষাময়েত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪২ ॥
 পিতাসিলোকস্য চরাচরস্য
 হুমস্য পূজ্যশ্চ গুরু গরীয়ান্ ।

ইতি প্রসিদ্ধঃ । অহন্ত নরপতে: পাণ্ডো: অতিরথস্য পুত্রো হর্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ । হে
 ষট্বেতি ষট্বেংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং মমত্ব পুরুষাংশস্যোক্ত্যেব রাজত্বং হেসখেতি
 সন্ধিরার্থঃ তদপি ত্বয়া সহ মম যৎসংখ্যং তত্র তব পৈত্রিকং প্রভাবো নহেতুঃ নাপি
 কৌলিকঃ কিন্তু তাবক এব ইত্যুত্তি প্রায়তো যৎ প্রসভং স তিরস্কার মুক্তং ময়া তৎক্ষাময়ে
 ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেনাশয়ঃ । তবেদং বিশ্বরূপাস্বকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাচ্চা প্রণয়েন
 ন্নেহেন বা ॥ ৪১ ॥

পরিহাসার্থঃ বিহারাদিষু অসংকৃতোহসি ত্বংসত্যবাদী নিরুপটঃ পরম সরল ইতি
 আদি বক্তোক্ত্যা তিরস্কৃতোহসি ত্বং একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেবাং
 পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোহসি যদাহ্বিতঃ তদাজ্ঞাতং তৎসর্বমপরাধং সহস্রং
 কাময়ে হে প্রভো ক্ষমস্বৈত্যনুনয়ানীতর্থাঃ ॥ ৪২ ॥

সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপ সম্বন্ধি
 মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয় । অতএব কখন প্রমাদ পূর্বক সেই
 সকল উক্তি করিয়াছি । বিহার, শয়ন ও ভোজন সময়ে তোমাকে পরি
 হাস পূর্বক অসংকার করিয়াছি, তাহা কখন কোন বন্ধুজনের সমক্ষে
 বা কখন একক স্থিতি সময়ে কৃত হইয়াছে । সেই সহস্র সহস্র অপরাধ
 তুমি ক্ষমা কর ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তুমি এই জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু । তোমার সমান কেহই
 নাই, তোমার অপেক্ষা অধিক হওয়া দূরে থাকুক । এই লোক ত্রয়ে তুমি
 অপ্রতিম প্রভাবী ॥ ৪৩ ॥

ন তৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যে-
 লোকত্রয়েহপ্য প্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩ ॥
 তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়কাং
 প্রসাদয়েদ্ধামহমীশমীভ্যং ।
 পিতবপুত্রস্য সখেবসখ্যুঃ
 প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেবসোঢ়ুং ॥ ৪৪ ॥
 অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃষিতো হস্মিদৃষ্ট ।
 ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
 তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
 প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ৪৫ ॥

কাং প্রণিধায় ভূমো দণ্ডবদ্রিপাতা প্রিয়ায়াইসীতি সন্ধিরার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

যদ্যপাদৃষ্ট পূর্ব্বমিদং তে বিশ্বরূপাস্বকং বপুর্দৃষ্টা হৃষিতোহস্মি তদপাসা যোরহাৎ
 ভয়েনমনঃ প্রব্যথিত মতুং তস্মাৎ তদেবমাহুযং রূপং মৎপ্রাণ কোটাধিক প্রিয়ং মাধুৰ্য্য
 পারাবারং বহুদেব নন্দনাকারং মে দর্শয় প্রসীদেতি অলং তবৈতাদৃশৈবর্ষাসা দর্শনায়
 ইতি ভাবঃ । দেবেশেতি হুং সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ সর্ব্বজগন্নিবাসো ভবসোবেতি ময়া
 প্রতীতমিতি ভাবঃ । অত্রবিশ্বরূপ দর্শন কালে সর্ব্ব স্বরূপ মূলভূতং নরাকারং কৃষ্ণ
 বপুস্তত্রৈবস্থিত মপি যোগমায়াচ্ছাদিতহাৎ অর্জুনে ন দৃষ্টমিতি গম্যতে ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ যদৈবৈযং দর্শয়িষ্যসি তদা তব নয়লীলভেদে বহুদেব নন্দনাকারেণৈব যদনন্দাদিভি

তুমি বস্তুতঃ জীবের ঈশ এবং সেব্য । দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি
 প্রণতি পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাচঞা করিতেছি । জীব ও তুমি নিত্য
 অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস গত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ । সেই
 সেই সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্য দাস রূপ জীব সকল তোমার প্রতি যে সম্রতা
 ব্যবহার করে, জ্ঞাহা তুমি রূপা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

পূর্বে দেখি নাই যে তোমার বিশ্বরূপ তাহা দর্শন করিয়া কৌতুহল
 চরিতার্থ হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনো নয়নের আনন্দোৎ
 পত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে ।

কিরীটিনং গদিনংচক্র হস্ত-
 মিচ্ছামি স্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব ।
 তেনৈবরূপেণ চতুর্ভূজেন
 সহস্র বাহো ! ভব বিশ্বমূর্ত্তে ! ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসম্মেন তবাম্বু নৈদং .
 রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগং ।

দৃষ্টং পূর্বং তদেবৈশ্বর্যং পরম রসময়মস্মাদৃশ লোক মনোনয়নাস্লাদকং দর্শয়ন্ পুনরদৃষ্ট
 পূর্বমিদং দেবলীল বিশ্বরূপাদি পুরুষরূপেণাদ্যা প্রত্যাকীকৃত মৈশ্বর্য-মস্ময়নো নয়না রোচকং
 ইত্যভিপ্রায়েনাহ কিরীটিনং দিব্য মহার্ঘ্য রত্ন কিরীট যুক্তং তথৈবেতি যথ। অস্মাভিঃ
 কণাচিদৃষ্টং স্বং জন্মনমগ্রেচ যৎ পিতৃভ্যাং যথাদৃষ্টং হে বিশ্ব মূর্ত্তে হে সম্প্রতি সহস্রবাহো! ইদং
 রূপমুপলব্ধত্যা তেনৈব চতুর্ভূজরূপেণ ভব আদির্ভব ॥ ৪৬ ॥

তো অর্জুন দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপং ঐশ্বর্যং পুরুষোত্তমং তি স্বং প্রার্থন্যৈবেদং ময়া মদংশক্ত
 বিশ্বরূপ পুরুষস্ত রূপং দর্শিতং কথমত্রেত মনঃ প্রবাধিত মভূৎ যতঃ প্রসীদ প্রসীদেত্যুক্তা
 তস্মানুশমেব রূপং মে দিদৃক্ষসে তস্মাৎ কিমিদমার্শ্যং ক্রমে ইত্যাহ ময়েতি প্রসম্মেনৈব

হে জগন্নিবাস ! হে দেবেশ ? তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভূজ রূপ দর্শন
 করাও ॥ ৪৫ ॥

এখন তোমার চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির
 মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা চক্রাদি আয়ুধ আছে। সেই মূর্ত্তি হইতেই
 এই বিশ্বরূপ সহস্র বাহু বিশিষ্ট মূর্ত্তি স্থিতি কালে উদয় করিয়া থাক।
 হে কৃষ্ণ ! আমি নিঃসন্দেহ রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভূজ
 সচ্চিদানন্দময় রূপই সর্বোপরি তত্ত্ব এবং সর্বজীবাকর্ষক এবং সনাতন
 সেই দ্বিভূজ মূর্ত্তির ঐশ্বর্য বিলাস রূপ তোমার চতুর্ভূজনারায়ণ মূর্ত্তি নিত্য
 বিরাজমান আছে' এবং যখন জগৎ সৃষ্টি হয় তখন সেই চতুর্ভূজ রূপ
 হইতে বিশ্বরূপ বিরাট মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। এই পরম জ্ঞানের দ্বারাই
 আশ্চর্য্য কৌতূহল চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে

তেজোময়ং বিশ্বমনন্ত মাদ্যং

যস্মৈহৃদন্যেন নষ্টদৃ পূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

নবেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ-

র্নচক্রিয়াভিনতপোতিরুগ্রৈঃ ।

এবং রূপঃ শক্যোহহং নূলোকে

দ্রষ্টুংহৃদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ় ভাবো

দৃষ্টারূপং ঘোরমীদৃদ্ধ্যমেদং ।

ময়া তব তুভ্যমেবাহুইদং রূপং দর্শিতং নাস্তস্মৈ যত স্বভোহস্তুেন কেনাপি এতন্ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তদপিহং এতন্ন পৃথগ্য়সি কিমিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

তুভ্যং দর্শিত মিদংরূপস্ত বেদাদি সাধনৈরপি দুর্লভমিত্যাহ নবেদেতি স্বভোহস্তুেন ন কোনপ্যাহমেবং রূপো দ্রষ্টুংশক্যঃ । শক্য অহমিতি যদ্বয়লোপাবার্বৌ । তন্মাদলভ্য লাভমাস্থনৌ মদ্বা ত্বমগ্নিরেবৈবম্বরে সর্ব্ব দুর্লভরূপে মনোনিষ্ঠাং কুরু । এতদ্রূপং দৃষ্টাপ্যলং তে পুনর্মেমামুষ্করূপেণ দিদৃক্ষিতে নেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

স্তোঃ পরমেশ্বর মাং হং কিং নগ্ফাসি যদনিচ্ছতেহপি মহ্যং পুনরিদমেব বলাদ্ধিংসসি

জড় জগদন্তর্গত আত্ম যোগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম । সেই অনন্ত আদি তেজস্বরূপ তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

হে কুরু প্রবীর ! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র তপস্যা দ্বারা কেহ আমার আত্মযোগ জনিত বিশ্বরূপ ইহলোকে দর্শন করে নাই । তুমিই কেবল দর্শন করিলে । যে সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে তাহারাই দিব্য চক্ষু ও দিব্য মন দ্বারা এই রূপকে দর্শন ও অঙ্গণ করে । জড় মধ্যে যাহারা মুঢ় প্রতীতিতে আবদ্ধ তাহারাই দেখিতে পায়না । কিন্তু আমার ভক্ত সকল মুঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করতঃ আমার নিত্য চিন্তাষে অবস্থিত ; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাহাতে স্তম্ভী না হইয়া, আমার চিন্ত্য নিত্য রূপ দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

এই ঘোর রূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তুং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকংরূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্নহাত্মা ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টেদং তবৈশ্বৰ্য্যং মম গাত্রাদিবাধস্তে মনো মে ব্যাকুলী ভবতি মুহুরহঃ মুচ্ছামি তবামৈ
পরমৈশ্বৰ্য্যায় দূরত এব মম নমোনমোহস্ত নকদাপাহমেবং ব্রহ্মুং প্রার্থয়িষো ক্তমশ্ব ক্তমশ্ব তদেব
মাম্বিষাকারং বপুঃপূৰ্ণ মাধুর্য্য ধূৰ্য্যস্মিত হাসিত স্বধাসার বর্ষি মুখ চন্দ্রং মেদর্শয় দর্শয়েতি
ব্যাকুল মর্জ্জুনং প্রতি সাশ্বাস মাহ মা তে ইতি ॥ ৪৯ ॥

বখাশ্বাংশস্ত মহোগ্ররূপং দর্শয়ামাস তথামহামধুরং স্বকং রূপং চতুর্ভূজং কিরীট গদা
চক্রাদি যুক্তং তৎ প্রার্থিতং মধুরৈশ্বৰ্য্য ময়ং ভূয়ো দর্শয়ামাস । ততঃ পুনঃ স মহাত্মা সৌম্যবপুঃ
কটককুণ্ডলোক্ষৌষ পীতাম্বরধরো দ্বিভূজো ভূহা ভীতমেনমাশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০ ॥

আমার ভক্ত সকল শান্তি প্রিয় এবং আমার সচ্চিদানন্দ রূপের পক্ষপাতী ।
তাঁহারা আমার এই উগ্র রূপ দর্শন করিয়া চিন্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন । মৃত
বুদ্ধি লোকেরা এই বিশ্বরূপ চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে । অতএব
আমার বিশ্বরূপ সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক,
আমি এরূপ আশীর্বাদ করি । আমার মাধুর্য্য ভক্ত সকলের বিশ্বরূপের
সহিত সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই । কিন্তু তুমি আমার লীলা পোষক সখা ।
তোমাকে আমার সকল লীলার উপকরণ হইতে হইবে । তোমার সে
রূপ ব্যথা থাকা উচিত নয় । অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্বক প্রীতমন
হইয়া আমার নিত্য রূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে, মহাত্মা বাসুদেব অৰ্জুনকে এরূপ বলিয়া
স্বীয় চতুর্ভূজ মূর্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ দ্বিভূজ সৌম্য মূর্তি প্রকাশ
করতঃ ভীতমনা অৰ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষ্যং রূপং তবসৌম্যং জনাৰ্দ্দন ॥

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শ মিদং রূপং দৃষ্টবানসিয়ন্মম ।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ মহামধুর মূর্তিঃ কৃষ্ণমালকানন্দ সিদ্ধু স্নাতসরাহ । ইদানীমেবাহঃ সচেতাঃ
সংবৃত্তঃ সচেতা অভূবং প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোহস্মি ॥ ৫১ ॥

দর্শিতস্য স্বরূপস্য মাহাত্ম্যমাত্ম সুহৃদর্শ মিত্রিভিঃ । দেবতা অপাস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ
এব নতু দর্শনং লভন্তে । ইদং নৈবেদ্যমপি স্পৃহয়সি মনুজ স্বরূপ নরাকার মহামধুর্য-নিভাস্ত-
দিনে স্বচ্ছকৃষে কণমতদ্রোচতা । অতএব ময়াদিবাং দাদামিতি চক্ষুরিতি দিবাং চক্ষুর্দত্তঃ কিন্তু
দিবা চক্ষুরিতি দিবাং মনো ন দত্তং অতএব দিবা চক্ষুর্নাপি ইয়া ন সমাক্ত্যরোরোচিৎ মন্যাপুষ
রূপ মহামাধুর্যোক্তগ্রাহি মনস্বহাং যদি দিবাং মনোহপি তুভ্যমদাস্য তদাদেবলোকইব
ভবানগপোতদ্বিধরূপ পুরুষ স্বরূপ মরোচয়িষ্য দেবেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চিদুদস্পৃহণীয়মপোতং স্বরূপ মন্ত্রে পুরুষার্থ সারহেন যে স্পৃহয়ন্তি তেবেদাদায়ন-
দিভিরপি সাধনৈরেতজ্জাহ্নু দ্রষ্টৃকাশকা মেবেতি প্রতীহীতাহনাহমিতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভূজ মূর্তি দর্শন করতঃ, অৰ্জুন কহিলেন,
হে জনাৰ্দ্দন ! তোমার এই সৌম্য মানুষ্য মূর্তি দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত
স্থির হইল এবং আমার ভক্ত প্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অৰ্জুন ! তুমি এখন আমার যে রূপ দেখিতেছ
তাহা সুহৃদর্শনীয় । ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতাগণেও এই নিত্য রূপের
দর্শনকাঙ্ক্ষী । যদিবল যে এই মানুষ্য রূপ সকলেই দর্শন করিতেছে, ইহা
কি রূপে হৃদর্শনীয় হইল, তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি শুন । আমার
এই সান্টিদানন্দ কৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে দর্শক দিগের তিন প্রকার প্রতীতি হয়
অর্থাৎ বিদ্বৎ প্রতীতি, অবিদ্বৎ প্রতীতি ও মৌলিক প্রতীতি । অবিদ্বৎ
প্রতীতি অর্থাৎ মূঢ় প্রতীতি দ্বারা মানবগণ আমার এই মায়িক অর্থাৎ

নাহং বেদৈ নতপসান দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবং বিধোঽদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসিযশ্মম ॥ ৫৩॥

• ভক্ত্যা অনন্যয়া শক্যোঅহমেবং বিধোহর্জুন ।।

জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্প ! ॥ ৫৪ ॥

তর্হি কেন সাধনেন তং প্রাপতে ইত্যত আহ ভক্ত্যাহুতি । শক্য অহ মিত্যিষদয়-
লোপাবাদৌ । যদি নির্বান মোক্ষেচ্ছ ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি
অনন্যয়া ভক্ত্যেব শক্যো নান্যথা । জ্ঞানিনাং গুণী ভূতাপি ভক্তিরপ্তিম সময়ে জ্ঞান সংন্যা-
সানন্তরমুৎসরিতা অন্নীয়াস্য নন্যেব ভবেত্ত্যেব তেষাং সাত্বজাং ভবেদিত্যি ততো মাং তত্ত্বতো
জ্ঞাত্বা বিণতে তদনন্তর মিভ্যত্র প্রতি পাদয়িষ্যাম : ॥ ৫৪ ॥

• জড় ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য প্রতীতিকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করে ।
তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাব জানিতে পারে না । যৌক্তিক বা দিব্য
প্রতীতি দ্বারা জ্ঞানাভিমानी পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে জড়
ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য মনে করিয়া হয় বিশ্বব্যাপি আমার বিরাট মূর্ত্তিকে
নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক ভাবগত-নির্কিংশেষ ব্রহ্মকে নিত্যতত্ত্বমনে করত
আমার এই মানুষাকারকে অর্চোনাপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করে । বিদ্বৎ
প্রতীতি দ্বারা আমার ঐ মানুষ রূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ধাম বলিয়া
চিচ্চক্ষু বিশিষ্ট ভক্ত গণ আমার সাক্ষাৎ কৃতি লাভ করেন । অতএব
এরূপ সাক্ষাদর্শন দেবতাদেরও ছল্লভ । দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব
আমার শুদ্ধ ভক্ত, অতএব তাঁহারা এই রূপ দর্শন লালসা করিয়া থাকে ।
তুমি আমার শুদ্ধ সখা ভক্তি আশ্রয় কবিয়াছ বলিয়া আমার রূপায় বিশ্ব-
রূপাদি দর্শন করত নিত্য রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ॥ ৫২ ॥

তুমি যে আমার নিত্য নরাকার বিজ্ঞান সহকারে দর্শন করিলে তাহা
বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে শক্য
হননা ॥ ৫৩ ॥

•
হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্তি দ্বারাই আমি এই রূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎ
কৃত হই ॥ ৫৪ ॥

মৎকৰ্মকৃৎপৰমো মদুত্তঃ সঙ্গবৰ্জিতঃ ।

নিৰ্বেৰঃ সৰ্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎস্ব ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শনোক্তা তৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ ভক্তি প্রকরণোপসংহারার্থং সপ্তমাধ্যায়াদিষু যে যে ভক্তা উক্তা স্তেযাং সামান্য লক্ষণ সাহ মৎকৰ্মকৃদিতি সঙ্গবৰ্জিতঃ সঙ্গবহিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্যৈব মহৈর্ঘ্যং মমৈবান্নি নৃণেজয়ঃ ।

ইত্যৰ্জুনো নিশ্চিকায়ৈত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ।

ইতি সারার্থ বর্ষিণাং হর্ষিণাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাষেকা দশোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কৰ্মজ্ঞান ফল সঙ্গ বর্জিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সৰ্ব ভূতের প্রতি সদয় হন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বরূপ ও নারায়ণ মূর্ত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের

ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ইহাই এই অধ্যায়ে

বিচারিত হইল ॥

ইতি একাদশ অধ্যায়ঃ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

—*—

অৰ্জুন উবাচ ।

এবংসতত যুক্তাযে ভক্তাস্ত্রাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥ ১ ॥

দ্বাদশে সৰ্বভক্তানাং জ্ঞানিত্যঃ শ্রেষ্ঠামুচ্যতে ।

ভক্তেষুপি প্রশস্যন্তে যেষামেবাদিগুণাবিতাঃ ।

* ভক্তি প্রকরণসোপক্রমে “যোগিনামপি সৰ্বেষাং মঙ্গলেনান্সরাস্তনা । অষ্টাবান্ ভজতে যে মাং স মে যুক্ত তমোমতঃ” ইতি ভক্তেঃ সৰ্বোৎকৰ্ষো যথাক্রমতঃ তৈখবো পসংহারেহপি তস্যা এবং সৰ্বোৎকৰ্ষঃ শ্রোতু কামঃ পৃচ্ছতি । এবং সতত যুক্তা মংকৰ্ষ কৃষ্ণং পরম ইতি তদুক্ত লক্ষণা ভক্তাস্ত্রাং শ্রাম সুন্দরাকারং যে পর্যুপাসতে যে চাব্যক্তং নিৰ্নিৰ্ণেযঃ অক্ষরং এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিরাক্ষণা অভিবদন্তাভুলমনগুহ্মঃ ইত্যাদি শ্রুত্বাক্তং ক্রদ্ধ উপাসতে । তেষামুভয়েষাং যোগ বিদাং মধ্যে কেহতিশয়েন যোগ বিদগ্ধ স্বং প্রাপ্তৌ শ্রেষ্ঠমুপায়ঃ জানন্তি ন লভন্তে বা তে যোগবিন্দয়া ইতি বক্তব্যো যোগবিন্দমা ইত্যুক্তিযোগবিন্দরাণামপি বহুনাং মধ্যে কে যোগ বিন্দমা ইত্যর্থঃ বোধ যতি ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি এপর্যন্ত আমাকে যে সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে যোগী দুই প্রকার অর্থাৎ এক প্রকার যোগী সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম সকলকে তোমার অনন্ত ভক্তির অধীনতার শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া তোমার নির্মল ভক্তি দ্বারা তোমার উপাসনা করেন । অত্র প্রকার যোগীগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম সকলকে নিষ্কাম কর্ম যোগ দ্বারা আবশ্যক মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক যোগ অবলম্বন করেন । ঐ দুই প্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তাউপাসতে ।

শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতান্তে মে যুক্ত তমামতাঃ ॥ ২ ॥

যেত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যাক্তংপর্য্যুপাসতে ।

সর্বত্র গমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥ ৩ ॥

সংনিবম্যেন্দ্রিয় গ্রামংসর্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ ॥ ৪ ॥

তত্রমহত্বজ্ঞাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ ময়ি শাম সুল্লরাকারে মন আবেশা আবিষ্টঃ কৃদ্ধা নিত্য যুক্তা ময়িতা যোগকাঙ্ক্ষিণঃ পরয়া গুণাভীতয়া শ্রদ্ধয়া । যতঃ সাধিকাদাঙ্গিকী শ্রদ্ধা কর্ম শ্রদ্ধাতু রাজসী । তামসা ধর্মে বা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিষ্ঠুর্গা ইতি । তে মে মদীয় অনন্য ভক্তা যুক্ততমা যোগ বিত্তমা ইত্যর্থঃ । তেনানন্য ভক্তেভ্যোনুনা অন্যো জ্ঞান কর্মাদি মিশ্র ভক্তিমন্তো যোগ বিত্তরা ইত্যর্থোহভিন্যাসিতো ভবতি । ততশ্চ জ্ঞানাত্তক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ভক্তাবপানন্ত ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ইতুপপাদিতং ॥ ২ ॥

মদীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপোপাসকাস্ত দুঃখিহান্তোনুনা ইত্যাহ যেহিতি দ্বাভ্যাং অক্ষরব্রহ্ম অনির্দেশ্য শব্দেন বাপদেহৈমশকাং যতোহব্যাক্তং রূপাদিহীনং সর্বত্রগং সর্বদেশব্যাপি অচিন্ত্যং তর্ক্যগমাং কূটস্থং সর্বকালব্যাপি । একরূপতরাতু যঃ কালব্যাপী সকূটস্থ ইতামরঃ । অচলং বুদ্ধ্যাদিরহিতং ধ্রুবং নিত্যং । মামেবেতি অক্ষরন্ত তন্ত মন্তো ভেদাতাবাৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নিষ্ঠুর্গ শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তি ময় করিয়া আমাতে যিনি মনোনিবেশ করেন সেই ভক্ত ব্যক্তিই সকল যোগীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

বাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করতঃ সর্বভূতের হিতকার্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যাক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু কষ্টের পর আমাতেই স্থিতি লাভ করেন । আমি ব্যতীত আর উপাস্য বস্তু নাই । অতএব যে যে প্রকারেই পরম বস্তু লাভের বন্ধ করুক আমাকেই লাভ করে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাং ।

অব্যাক্তাহিগতিহৃৎ দেহবদ্ধিরবাপাতে ॥ ৫ ॥

তর্হিক্লেশে তেষামপকর্ষ স্তরাহক্লেণইতি । ন কেনাপিবাঝাতে ইত্যাক্তং ব্রহ্ম
 উঃপ্রবাসক্তচেতসাং তদেবাহুবুভূষণাঃ তেষাং তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশোহধিকতরঃ । হি যন্মাং অব্যাক্তা
 গতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্তি ভবতি সা গতি দেহবদ্ধিঃ জবৈহৃৎখং যথাভবতোবাং অব্য-
 পাতে । তথাহিইল্লিয়াণাং শব্দাদিজ্ঞান বিশেষ এবশক্তিঃ নতু বিশেষেতরজ্ঞানে ইতি অত
 ইল্লিয় নিরোধঃ তেষাং নির্বিশেষ জ্ঞানমিচ্ছতাং অবশ্যাকর্ষ্যেব । ইল্লিয়াণাং নিরোধস্ত শ্রোত-
 স্বতীনাং নিরোধো দুষ্কর এব । যদুক্তং সনৎকুমারেণ । যৎপাদ পঙ্কজপলাশ বিলাসভক্ত্যা,
 কর্ণাণ্যং প্রথিত মূল্যধরিত্তি সন্তঃ । তদ্বনরিক্তমতয়ো যতয়োনিক্ক শ্রোতোগণাস্তমরণঃ
 ভজ বাসুদেবঃ । ক্লেশোমহানিহভবার্ণবমগ্নবেশঃ যদুর্গনক্ সস্থপেন তির্থীয়ন্তি । তৎস্বঃ
 হরের্ভগবতো ভজনীয়মগ্নিঃ কুয়োদুপংবাসনমুত্তর দ্বস্তরার্ণঃ । ইতিতাবতাক্লেণনাপি সা গতি
 র্দ্দ্যাবাপাতে তদপি ভক্তিমিশ্রেণেব । ভগবতি ভক্তিং বিনাকৈবলরক্ষোপসকানান্ত কেবল
 ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ । যদুক্তং ব্রহ্মণা-তেষা মসৌ ক্লেশন এব শিবাতে নানাংযথা
 স্থল তুবাঘাতিনাং ইতি ॥ ৫ ॥

জ্ঞান যোগী ও ভক্ত যোগীর ভেদ এই যে উপায় কালে ভক্ত যোগী
 অতি সহজে পরাংপর বস্তুর অনুশীলন পূর্বক নির্ভয়ে ফল কালে তাঁহাকে
 লাভ করেন । জ্ঞান যোগী সর্বদা অব্যাক্ত তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায় কালে
 ব্যতিরেক চিন্তার যে কষ্ট তাহা ভোগ করিতে থাকেন । ব্যতিরেক চিন্তা
 অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত চিন্তা জীবের পক্ষে সুতরাং দুঃখ জনক ।
 ফল কালেও তাহাতে নির্ভরতা নাই, যেহেতু সাধন সময় অতিবাহিত
 করিবার পূর্বেই আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারিলে,
 চরম গতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখ জনক । জীব নিত্য চিন্ময় বস্তু ।
 যদি অব্যাক্ত অবস্থায় লীন হয় তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয় ।
 যদি স্বরূপ উদিত হয় তবে বিপরীত স্বরূপ যে অহংগ্রহ বুদ্ধি তাহার
 পরিত্যাগ কালেও কষ্ট হয় । সেই জীব দেহ বিশিষ্ট হইয়া উপায় কালে
 বা ফল কালে অব্যাক্ত ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ
 করে । বস্তুতঃ জীব চৈতন্য স্বরূপ এবং চিদেহ বিশিষ্ট । অতএব অব্যাক্ত
 ভাব কেবল জীবের স্বরূপ বিরোধী ও দুঃখ জনক ভাব বলিয়া জানিবে ।
 জীবের ভক্তি যোগই মঙ্গল জনক, জ্ঞান যোগ ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে

যেতুসৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুতামংগপরাঃ ।

অনন্তেনৈবযোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময়্যাবেশিত চেতসাং ॥ ৭ ॥

ভক্তানান্ত জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়। ভক্ত্যাব সুখেন সংসারানু ক্তিঃ ইত্যাহ। যেহিতি ময়ি মং শ্রান্ত্যর্থং সংসায়া তাক্ত্য। সমাস শব্দস্য তাগার্থত্বাৎ অনন্তেনৈব জ্ঞান কৰ্ম্মতপাদি রহিতেনৈবযোগেন ভক্তিযোগেন। যত্নক্ৰং। যৎকৰ্ম্মভি বৃত্তপসা জ্ঞানবৈরাগাতচ্চবৎ। ইত্যনন্তরং। সৰ্ব্বঃমন্তুভিযোগেন মন্তুকোলভতেজ্ঞানা। স্বর্গাপবর্গমদ্ধাম কথঞ্চিদযদি বাহু-
তীতি। মোক্ষধর্শেনারায়ণীয়েচ। বাবৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুণ্যার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনাতপা-
শোতি নরোনায়ায়ণাশ্রয়ঃ। ইতি। নহু তদপিতেষাং সংসার তরণে কঃ প্রকার ইতি চেৎ সত্যং
তেষাং সংসার তরণ প্রকারে জিজ্ঞাসানৈব জায়তে যত স্তৎ প্রকারং বিনৈব অহমেব তাংস্তাহ-
য়ামীত্যাহ তেষামিতি তেন ভগবতো ভক্ত্যেবেব বাৎসল্যং নহু জ্ঞানিষিতি ধ্বনিঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

গেলে সৰ্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপন্ন করে। অতএব নিরাকার, নির্বিকার, সৰ্ব্বব্যাপি ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্ম যোগ সাধিত হয় তাহা প্রশস্ত নয় ॥ ৫ ॥

যাহারা আমার ভগবৎ স্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কৰ্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধীয় অনন্ত ভক্তি যোগ দ্বারা আমার নিতা বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্ট চিত্ত পুরুষ দিগকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক সংসার হইতে মুক্তি দান করি এবং মায়া বন্ধ নষ্ট হইলে অভেদ বুদ্ধি রূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যাক্তাসক্ত চিত্ত ব্যক্তি দিগের অভেদ বুদ্ধি জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।” ইহা দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে অব্যাক্ত ধ্যান শীল পুরুষদের অব্যাক্ত স্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? অভেদ বাদী জীবের সে রূপ গতি লাভ দ্বারা তাহার স্বরূপ গত উপাদেয় দূরীভূত হয় ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ময্যেবমম আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয় ।
 নিবসিষ্যসি ময্যেব অতউর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
 অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং ।
 অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ! ॥ ৯ ॥
 অভ্যাসেহপ্য সমর্থোহসি মৎ কৰ্ম্ম পরমোভব ।

যদ্ব্যাসস্তত্ত্বিরেব শ্রেষ্ঠা তস্মাস্ত্বং ভক্তিরেব কুর্ন্বিতি তামুপদিশতিময্যেবেতি দ্বিতিঃ ।
 একাক্ষরেণ নির্কিংশেয ব্যাবৃতিঃ ময়ি শ্রামহন্দরে পীতাশ্বরে বনমালিনি মন আধৎস্ব মৎস্মরণং
 কুর্ন্বিতার্থঃ । তথা ময়ি বুদ্ধিং বিবেকবতীং নিবেশয় মনননং কুর্ন্বিতার্থঃ । তচ্চ মননং ধ্যান
 প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্যানুশীলনং ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতিচ্ছান্দসংমৎ সমীপ এব নিবাসং
 প্রাপ্নাসীতার্থঃ ॥ ৮ ॥

সাক্ষাৎ স্মরণাসমর্থং প্রতি তৎপ্রাপ্তাপ্যায় মাহ । অথেনি অভ্যাসযোগেন অশ্রদ্ধাস্ত্র-
 গতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মজ্জপ এবস্থাপনমভ্যাসঃ স এবযোগন্তেনাপ্রাকৃতবাদ্বাদি-
 কুৎসিতরূপ রসাদিষু চলন্তা মনোনদ্যন্তেষু চলনঃ নিরুধা অতি হৃভদ্রেষু মদীয়রূপ রসাদিষু
 তচ্চলনঃ শটনৈঃ শটনৈঃ সম্পাদয় ইত্যর্থঃ । হেধনঞ্জয়েতি বহু শক্রনু জিহ্বা ধনমাস্তরতাংহরা
 মনোপিঞ্জিহ্বা ধ্যানধনং গ্রহীতুং শক্যমেব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেহপীতি যথা পিতৃদুযিতা রসনা মৎসাক্ষিকং নেচ্ছতি তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ
 স্বরূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহীতীত্যন্তেন দুঃগ্রহেণ মহাপ্রবলেন মনসা সহযোক্তুং ময়ানৈব
 শক্যতে ইতি মন্তসেচেদিভাবঃ । মৎকৰ্ম্মাণিপরমাণি যন্ত সঃ । কৰ্ম্মাণি মদীয় শ্রবণকীর্ত্তি

আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর,
 তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবৎ তত্ত্বেই
 তুমি অবস্থিত হও । তাহা হইলে সেই সাধন ভক্তির সর্বোচ্চ ফল যে
 নিরূপাধিক প্রেম তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

যে নিরূপাধিক প্রেমের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহাকে মর্নিষ্ঠ অন্তঃ-
 করণ ব্যাপার বলিয়া জান । তাহা সাধন করিতে হইল অভ্যাসের
 প্রয়োজন হয় । যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে অশক্ত হও,
 তবে তোমার পক্ষে অভ্যাস যোগই শ্রেয় ॥ ৯ ॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে মদর্পিত কৰ্ম্মাচরণ কর । তাহা

মদর্থ মপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অথে তদপ্যশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগ মাস্তিতঃ ।

সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ফলত্যাগং ততঃকুরু যত্নান্বান ॥ ১১ ॥

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ভানং বিশিষ্যতে ।

নবল্লনার্চন মন্মথির মার্জন। নাকরণ পুস্পাহরণাদি পরিচরণানিকরন্ বিনাপি মংস্ররণং সিদ্ধিঃ
প্রেমবৎ পার্শ্বদহলক্ষণাঃ প্রাপস সীতি ॥ ১০ ॥

এতদপি কৰ্ত্তৃমশক্তেহহি মদ্যোগ মাস্তিত ময়ি সৰ্ব্বকৰ্ম্মসমর্পণং মদ্যোগ মাস্তিতঃ
সন্। কুসৰ্ম্মকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রথমবস্তোক্তং কুরু। অযমর্গঃ প্রথমবস্তে ভগবদর্পিত নিককৰ্ম্ম-
যোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ। দ্বিতীয়বস্তেহ্মিনি ভক্তিয়োগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায়
উক্তঃ। সচ ভক্তিয়োগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠোন্তঃকরণ ব্যাপারবোধিকরণ ব্যাপারবৎ। তন্ন
প্রথম দ্বিবিধঃ স্মরণাস্মকো মননাস্মকশ্চ অণ্ডস্মরণাসামর্থ্যা তদনুবাগিনাং তদভ্যাসাপেক্ষ ইতি
ত্রিক এবায়ঃ স্মরণাস্মকো ভগ্নম কথিযাঃ নিবপবধানান্ত ভগ্নম এব। দ্বিতীয়ঃ স্মরণকীৰ্ত্তনা-
দ্বকল্প সৰ্কেষাঃ এব ভগ্নম এবোপায়ঃ। এবমভ্যাসোপায়বস্তোদ্ধিকারিণঃ সৰ্পিতঃ প্রকৃষ্টে
দ্বিতীয়বস্তেহ্মিন্নিত্যং। এতৎকৃত্যসমর্থ্যা ইন্দিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠকৃত্যব ভ্রাকালবৎ ভগবদ-
র্পিত নিকামকৰ্ম্মিণঃ প্রথমবস্তোক্তাধিকারিণোহ্মান্নিকৃষ্টে এবতি ॥ ১১ ॥

অভ্যাসানাম্ভরণ মননভ্যাসানং বধা পূৰ্ণং শ্রেষ্ঠাঃ স্পষ্টীকৃত্যাহ শ্রেয়োহীতি। অভ্যা-
সাং জ্ঞানং ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়েতুক্তং মননং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং। অভ্যাসেসতি আয়াসতত্ত্ব-
ধানংসাং মননেসতি তু অনায়াসত এব ধ্যানং ইতি বিশেষাৎ। তন্মাত্তানাদপিধানং
বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। কুতইতাত আহ ধ্যানাৎ কৰ্ম্মফলানাং স্বর্গাদি স্থানাং নিকাম কৰ্ম্ম-
ফলস্য মোক্ষসাচত্যাগন্তং স্পৃহাহিত্যঃস্তাৎ স্বতঃ প্রাপ্ত্যাপিতস্যোপেক্ষা। নিশ্চলধানাৎ

করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ তত্ত্বে চিত্ত স্থৈর্য্য রূপ
সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

যদি মদর্পিত কৰ্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান হইয়া সমস্ত
কৰ্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

হে অর্জুন, নিকৃপাধিক প্রেম লাভের উপায় এক মাত্র সাধন ভক্তি,
সেই ভক্তি যোগ দ্বিবিধ। অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ ব্যাপার ও বহি-
করণ ব্যাপার। ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ ব্যাপার ত্রিবিধ অর্থাৎ স্মরণাস্মক,
মননাস্মক এবং অভ্যাসাস্মক। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি মন্দ তাহাদের পক্ষে

ধ্যানাং কৰ্ম ফলত্যাগশুভাংগাচ্ছান্তিরনন্তরং ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ ।

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ স্তুঃক্ষমী ॥ ১৩ ॥

পূৰ্ব্বত উক্তানামভ্যাসরতীনাং মোক্ষতাংগৈচ্ছবভবেৎ । নিশ্চলধ্যানবত্যাঃ তু মোক্ষোপেক্ষাসৈব
মৌল্যলব্ধতাকারিণী যদুক্তঃ ভক্তিরনাস্তসিদ্ধৌ “ক্লেশব্রীহন্তদ্বাইত্যাক্রমভূতিঃ পদৈরেতন্মাহাশ্চাং
কীৰ্ত্তিত” ইতি । যদুক্তং । ন পারমেষ্ঠাঃ ন মহেন্দ্রধিকঃ, ন সার্বভৌমঃ ন রসাবধিপতাঃ ।
ন যোগসিদ্ধীরপূৰ্ণং বা, মমার্থিত্যেচ্ছতি মদ্বিনাশ্চ । ইতি মমার্থিত্যাম্মা মদ্ব্যাননিষ্ঠঃ ।
তাংগাংবৈতুফাদনপ্তরমেবশান্তিঃ মদ্রূপশুভাদিকং বিনাসকৰ্ম্মবিষয়েষেব ইন্দ্রিয়ানুপরতিঃ ।
অত্র পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধেইশ্রেয় ইতি বিশিষ্যত ইতি পদদ্বয়ে নাহ্ময়াৎ । উত্তরাৰ্দ্ধেতু অনন্তরমিত্যনেনৈবা-
খ্যায়ৎ এবৈববাংগাসম-গুপপদ্যতে নাশ্চাইত্যবধেয়ং ॥ ১২ ॥

● এতাবৃদ্ধাঃ শান্তাঃ ভক্ত্যকীদৃশোভন্তি ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিশিষ্ট ভূতানি স্বভাবভেদানাহ
অদ্বৈতা ইত্যভিষ্টে । অদ্বৈতাঃ নিষৎস্বপি দ্বেষঃ ন কৰোতি প্রভূত মৈত্রঃ মিত্রতয়াবৰ্ত্ততে । করুণা
এবামসম্প্রতিষ্ঠাতবতু ইতিবৃদ্ধান্তেবপিকুপায়ঃ । নতুকীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রী
কাকণো স্মৃতাঃ তদ্বিবেক বিনৈবেত্যাহ । নিৰ্মমো নিরহঙ্কার ইতি পুণকলত্রাদিষু মমত্বা
ভাবাৎ দেহেচাহঙ্কারাভাবাৎ তস্মৈ মদুত্তমা কাপিদেষ এবনৈব ফলতি কৃতঃ পুনৰ্বেবজ্ঞানিত

উক্ত তিন প্রকার অন্তঃকরণ ব্যাপার দুৰ্গম । শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ বহিষ্করণ
অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার সকলের পক্ষেই সুগম ।* অতএব আমার সম্বন্ধে
মনন বা বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ । অভ্যাসদ্বিকালে
ধ্যান যত্ন পূৰ্ব্বক কৃত হয় ; কিন্তু অভ্যাসের কল যে মনন তাহা উপস্থিত
হইলে অনাগ্রাসে ধ্যান হইয়া থাকে । অতএব কেবল জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের
শ্রেষ্ঠতা কাজে কাজেই হইয়া থাকে । কেননা ধ্যান স্থির হইলে সামান্য
স্বৰ্গ সূখ বা মোক্ষ সূখ স্পৃহা দূর হয় । সেই স্পৃহাদ্বয় তাক্ত হইলে
আমার রূপ গুণাদি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ে উপরতি রূপ শান্তি আসিয়া
উপস্থিত হয় ॥ ১২ ॥

১.

সেই শান্ত ভক্ত সৰ্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃ দ্বৈক শ্রুত্ব অর্থাৎ যে সকল
গোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বৈক করে, তাঁহাদের প্রতি দ্বৈক করেন না ।
বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন । কুণ্ঠ গামী জীবের অসদগতি

সম্ভবঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মান্মোদ্বিজতেলোকোলোকান্মোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্গম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

দুঃখশাস্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্তব্যঃ ইতি ভাবঃ । ননু তদপি অন্তকৃতপাদুকামুষ্টি প্রহারাদিতি দেহব্যাধীনঃ দুঃখ কিঞ্চিৎকথ্যেব তত্রাহ সমদুঃখং যঃ যদুঃখং ভগবতা চন্দ্রাঙ্কশেখরেন "নারায়ণপরাঃ সর্বৈনকুত্শ ন বিভাতি । স্বর্গাপবর্গ নরকেষপি তুল্যার্থ দর্শিন ইতি । স্ব-দুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বং তচ্চ সমপ্রারক কলং ইদমবশ্য ভোগ্য মিতি ভাবনাময়ং সামোৎপি সহিষ্ণু নৈব দুঃখং সহতে ইতি আহ । ক্ষমী ক্ষমাবান ক্ষমুসহনে ধাতুঃ । ননু এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকাকথং সিধোৎ তত্রাহ সম্ভবঃ যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যদ্রোপস্থিতে বা ভক্ত্য-বস্তনি সম্ভবঃ । ননু সমদুঃখং যৎ ইত্যুক্তং তৎকথং স্বভক্ত্য মালক্ষ্য সম্ভবঃ ইতি তত্রাহ সততং যোগী ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তি সিদ্ধার্থ মিতি ভাবঃ । যদুঃখং । আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎপ্রাপ্যধারণং । তৎসং বিমুক্ততে তেন তদ্বিজায় পরং ব্রজেৎ । ইতি । কিঞ্চিদৈবাদপ্রাপ্ত-ভোক্তোহপি যতাত্মা সংযতচিত্তঃ ক্লেষভরহিত ইত্যর্থঃ । দৈবাচ্চিত্তকোভে সতাপি ভদ্রপশমার্থ মষ্টোদ্রযোগাভ্যাসাদিকং নৈবকরোতীত্যাহ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অনন্ত ভক্তিরেব মেকর্তব্যোতি নিশ্চয়ঃ তস্য ন শিথিলী ভবতীত্যর্থঃ । "সর্বত্রহেতুঃ সর্বাপিত মনোবুদ্ধিঃ সৎস্বরূপ মনন-পারায়ণ ইত্যর্থঃ । ইদৃশো ভক্তস্ত মে প্রিয়ঃ মামতি প্রীণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ অস্বাস্তি ভক্তির্ভগবতাকিঞ্চনা সর্বৈশুণৈ স্তত্র সমাসতে হুয়াঃ ইত্যাদ্বাক্তে মৎ-প্রীতিজনক্য অস্ত্রেহপিগুণাঃ মদ্রত্যা মুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদাস্তে তানপি স্বং শৃণুত্যা হ বন্দাদিতি পঞ্চভিঃ হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্গম্মুক্ত ইত্যাদি নোক্তানপি কাংক্ষিৎ গুণান দুর্লাভত্ব জ্ঞাপনার্থং পুনরাহ যোনিস্ব্যতীতি ॥ ১৫ ॥

হইতে কিসে রক্ষা হইবে তদ্বিষয়ে কুপালু । জড়ীয় দেহের সম্বন্ধে নির্মম অর্থাৎ অহঙ্কার শূন্য । অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও প্রারক কল বলিয়া তাহাতে প্রাপ্তহন না । এতএব ক্ষমা বান ॥ ১৩ ॥

যদৃচ্ছা লাভে দেহ যাত্রা নির্বাহ করত সর্বদা সম্ভব । উপায় শৃঙ্খল ক্রমে ফলোদ্দেশ্য নিষ্ঠ রূপ যোগ পরিনিষ্ঠিত । দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া সর্বদা নিরুপাধিক প্রেম লাভের জন্য যত্ন শীল ॥ ১৪ ॥

বাহা হইলে লোক সকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং লোক দ্বারা যিনি

অনপেক্ষঃ শুচিদ'কউদাসীনো গভব্যথঃ ।

সর্বাস্তপরিত্যাগী যো মদ্বক্তৃঃস মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন হেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্কতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃস মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃশত্রৌচ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণঃস্বথদ্রুঃথেষু সমঃসঙ্গ বিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোহনী সন্তুষ্টোযেনকেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥ ১৯ ॥

যেতুধর্ম্মায়তমিদং যথোক্তং পৰ্য্যাপাসতে ।

* অনপেক্ষা ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা রহিতঃ । উদাসীনঃ ব্যবহারিক লোকেবনাসক্তঃ সর্বান ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাঃ শুভা পারমার্থিকানপি কান্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন আরম্ভান্ উদমান পরিহর্ন্তুং শীলং যন্ত সঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

অনিকেতঃ প্রাকৃতবাস্পদাসক্তি শূন্তঃ ॥ ১৯ ॥

উক্তান্ বহুবিধ স্বভক্ত নিষ্ঠান্ ধর্ম্মরূপ সংহরণকাৎসর্গনৈতন্নিপুণনাঃ তচ্ছবণ পঠন বিচা-

উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা এরূপ হর্ষ, অমর্ষ, অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত আমার শাস্ত্র ভক্ত সকল আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা শূন্য, পবিত্র, নিপুন, উদাসীন, ব্যথা শূন্য এবং আবদ্ধ কার্য্য সকলের ফলাকান্ধা রহিত আমার ভক্তগণ আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

যিনি জড়ীয় ফল লাভে আশাবান বা হঠ চিত্ত হননা, জড়ীয় ফল লাভের ব্যাঘাত হইলে ঘেব বা শোক করেন না, এবং সমস্ত শুভাশুভ আশ্বসাৎ করেন সেই ব্যক্তিই ভক্তিমান আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রুমিত্রের প্রতি এবং মানাপমান, শীতোষ্ণ, স্বথ দ্রুঃথের প্রতি নিঃসঙ্গ সমতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, বাহাতে তাহাতে সন্তোষ, মোহন ধর্ম্ম ও গৃহাপত্তি শূন্যতা ও স্থির মতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মৎপর শ্রদ্ধা সহকারে বাহার্য্য আত্মপুর্নিক মন্বর্জিত, ধর্ম্মায়তের পর্যা-

শ্রদ্ধধানামংপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্বীণানুপনিষৎস্বত্রক বিদ্যায়াং-
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে ভক্তি যোগোনামদ্বাদশো-
ধ্যায়ঃ ॥

গাদি কলমাহ বেহিতি । এতে ভক্ত্যুৎপাদক ধৰ্ম্মানপ্রকৃতাশ্রয়ঃ । ভক্ত্যুৎপাদিত কলো ন
ঐশে রিতুভিকোটিতঃ । তু ভিন্নোপক্ৰমে উক্তলক্ষণভক্তা একক স্বভাবনিষ্ঠাঃ এতেতু
তত্ত্বং সর্বসমুৎপাদকঃ সাদিকা অপিত্তেভঃ সিদ্ধিভোপিশেষ্টা অতএব অতীবোতি পরঃ ॥২০॥

সর্বশ্রেষ্ঠা স্বথময়ী সর্বসাধ্য সাধিকা ।

ভক্তিরেবাত্মতত্ত্বগুণেত্যাখ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ।

নিষদ্রাক্ষে ইবজ্ঞান ভক্তী যদ্যপি দর্শিতে ।

আদীয়েতে তদপোতে তত্ত্বদ্বাদ লোভিভিঃ ।

ইতি সারার্থ বর্ধিণ্যাং হর্ধিণ্যাঃ ভক্ত চেতসাঃ

গীতাহ দ্বাদশোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যঃ ॥

পাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয় ।
মহন্ত ক্রমোন্নতি প্রথাই জীবের আশ্রয়নীয় । ক্রমোন্নতি পছা দ্বারা
জীবের নিরূপাধিক প্রেম লাভ হয় ॥ ২০ ॥

ভক্তিই স্বথময়ী ও সর্ব সাধ্য সাধিনী

ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য ।

ইতি দ্বাদশাধ্যায় ।

ত্ৰয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

—*—

শ্ৰীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীৰং কোন্তেয় ! ক্ষেত্ৰমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্যোবেত্তি তং প্ৰাহুঃক্ষেত্ৰজ ইতিতদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

নমোঃস্তু ভগবন্তভৌ কৃপয়াশাশলেশতঃ ।

জ্ঞানাদিধপি তিষ্ঠেত্ত্বং সার্থকীকরণা যয়া ॥

যষ্টে তৃতীয়েত্ৰ ভক্তি মিশ্ৰং জ্ঞানং নিরূপাতে

তন্মধ্যে কেবলাভক্তিরপি ভগ্নাপকৃষ্যতে ॥

ত্ৰয়োদশে শরীৰক জীবাত্মপৰমাত্মনোঃ ।

জ্ঞানস্ত সাধনং জীবঃ প্ৰকৃতিশ্চ বিবিচ্যতে ॥

তদেবং দ্বিতীয়েন যষ্টেন কেবলয়াভক্ত্যা ভগবৎপ্ৰাপ্তিঃ ততোঃস্তা অহংগ্ৰহোপা-
সনাদা তিস্ৰ উপাসনাশোভাঃ । অথ প্ৰথমযষ্টোদিতানাং নিকাম কৰ্ম্মযোগিনাং ভক্তি-
মিশ্ৰ জ্ঞানাদেব মোক্ষন্তত জ্ঞানং সংক্ষেপাদুক্তংমপিপুনঃ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজাদি বিবেচনেন বিব-
ৰিত্বং তৃতীয়ং যষ্টমারভ্যতে । তত্র কিং ক্ষেত্ৰং কঃ ক্ষেত্ৰজঃ ইত পেক্ষায়ামাহ ইদমিতি
ইদং সেল্লিয়ং ভোগায়তনং শরীৰং ক্ষেত্ৰং সংসারবৃক্ষস্য প্ৰুৰোহভূমিহাৎ । 'ত যো বৈত্ৰি
বন্ধদশায়ামহংমমেতাভিমন্তমানঃ' স্বসম্বন্ধিহীন এব জানাতি । মোক্ষদশায়াদ্ব অহং মমেতা-
ভিমান রহিতঃ স্বসম্বন্ধ রহিতমেব যো জানাতি তং উভয়াবস্থং জীবং ক্ষেত্ৰজ মিতিপ্ৰাহুঃ
কুৰীবলবৎ স এব ক্ষেত্ৰজ স্তব্ধফলভোক্তাচ । যদুক্ত ভগবতা "অদন্তিচৈকং ফলমন্ত গৃধ্ৰা গ্রামে-
চরা একমরণ্য বাসাঃ । হংসা য একং বহুপমিজো মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদং ।
অন্ত্যার্থ গৃধ্ৰাস্তীতি গৃধ্ৰাঃ গ্রামেচরাঃ বন্ধজীবাঃ অন্ত্যৰ্থসাকং ফলং দুঃখং অদন্তি পরিণামতঃ
স্বৰ্গাদেৱপি দুঃখরূপহাৎ । অরণ্য বাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং অথ মদন্তি সৰ্পথা হৃথ-
কপস্য অপবৰ্গস্যাপি এতজ্ঞত্বহাৎ । এবমেকমপি সংসার বৃক্ষং বহুবিধ নরক স্বৰ্গাপবৰ্গ
প্ৰাপকদ্বছহরূপং মায়াশক্তি সমুদ্ভূতহাৎ মায়াময়ং । ইজ্যোঃ পূজ্যগুণৈঃ কৃহা যো বেদেতি
তদ্বিদঃ ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজয়োৰ্বেদিতারঃ ॥ ১ ॥

হে অৰ্জুন ! আমি তোমাকে পৰম রহস্য স্বৰূপ ভক্তি তত্ত্ব স্পষ্ট
ৰূপে বুঝাইবার জন্য প্ৰথমে আত্মার স্বৰূপ এবং বন্ধ জীবের কৰ্ম্মসকল

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেবুভারত ! ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

এবং ক্ষেত্রজ্ঞানং জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞানমুক্তং পরমাশ্রয়ন্ত ততোহপি কাংক্ষেন সর্বক্ষেত্রজ্ঞ-
ত্বাং ক্ষেত্রজ্ঞত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । সর্বক্ষেত্রেষু নিরঙ্কুশেন হিতং মাং পরমাশ্রয়ন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ
বিদ্ধি । জীবানাং প্রত্যেক মেকৈক ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদগ্নিনকুংসং । মমত্বেকসৌব সর্বক্ষেত্রজ্ঞত্বং
কুংসমেবেতি বিশেষোক্তেয়ং । কিংজ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ । ক্ষেত্রেণসহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞী-
বান্ন পরমাশ্রয়নোৰ্জ্ঞানং ক্ষেত্রজীবান্ন পরমাশ্রয়নাং যজ্ঞজ্ঞানমিত্যর্থঃ । তদেবজ্ঞানং মম
ম তং সম্বৃত্তং চতত্র উভয়ং । পুরুষত্বজ্ঞঃ পরমাশ্রয়ত্বাদাহতঃ ইত্যন্তর গ্রহবিরোধোং ব্যাখ্যান্তরে-
ণৈকাত্মবাদপক্ষে নানুশ্রুতবাঃ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা করিয়াছি । নিরূপাধিক ভক্তি স্বরূপও বলিলাম । তাহাতে
জ্ঞান কৰ্ম ও ভক্তি রূপ ত্রিবিধ অভিধেয় বিচার সমাপ্ত হইয়াছে । সম্প্রতি
বিজ্ঞান বিচার দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি ।
তাহা শ্রবণ করত তোমার নিরূপাধিক ভক্তি তব্ধে অধিকতর দাঢ্য হইবে ।
তুমাকে আমি যখন ভাগবত শাস্ত্রের মূল রূপ চতুঃ শ্লোক বলিয়াছিলাম,
তখনও “জ্ঞানংমে পরমং শুভং যদ্বিজ্ঞান সমম্বিতং । স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ
গৃহাণ গদিতং ময়া ।” এই বাক্য দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ
এই চারিটি বিষয়ের উপদেশ দিই । এই চিরিটি বিষয় ভাল করিয়া
না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না । অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশ
পূর্বক রহস্যোপযোগী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি । বিস্তৃত ভক্তি উদয় হইলে
অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদ্ভিত হয় । তুমি ভক্তি আচরণ পূর্বক
ঐ দুইটি আনুসঙ্গিক ফলাশুভব কর । হে কোন্তেয় । এই শরীরের নাম
ক্ষেত্র । যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইবে । সেই তিনটি
তত্ত্বের নাম ঈশ্বর, জীব ও জড় । যেমত একটা একটা শরীরে জীবাত্মা
রূপ একটা একটা ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ সমস্ত জড়জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ
রূপ ঈশ্বর আমাকেই জানিবে । আমার ঐশী শক্তি দ্বারা আমি পর-
মাত্মা রূপে সর্বক্ষেত্রজ্ঞ আছি । এই রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার পূর্বক
ঐহাদের ত্রিতত্ত্ব বোধ হয় ঐহাদের জ্ঞানই বিজ্ঞান ॥ ২ ॥

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ তদ্বিকারি যতশ্চযৎ ।

সচ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

ঋষিভিবহুধাগীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমন্তি বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিবরিতুমারভতে । তৎক্ষেত্রং শবীরং যচ্চ মহাভূত প্রাণেন্দ্রিয়াদি
সংঘাতরূপং যাদৃক্ যাদৃশমিচ্ছাদি ধর্ম্মকং যদ্বিকারি বৈরেন্দ্রিয়াদি বিকারৈরুৎকং যতশ্চ প্রকৃতি
পুরুষসংযোগাদুৎকৃতং যদিতি বৈঃ স্বাববজ্ঞানাদিভেদে ভিন্ন মিতার্থঃ । সংক্ষেপজ্ঞো জীবাত্মা
পরমাত্মা চ । যত্ৰদিতি নপুংসকমনপুংসকে নৈক বচোতি একশেষঃ । সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥ ৩ ॥

কৈবর্ত্তুরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপঃ ইত্যপেক্ষ্যমাংসহ । ঋষিভিবহি দিভির্ধোগশাস্ত্রেণ ছন্দো-
ভিবৈদশ্চ । ব্রহ্মসূত্রানি অথাহো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতাাদানি তেষ্টেব পদানি ব্রহ্মপদাতে জ্ঞয়তে
ঐতিরীতি তানি তথা তৈঃ কৌদুর্গার্হেতুমন্তিঃ ব্রহ্মতেনাপ্রকমিহানন্দনবোহভাসাদিতি বৃষ্টি-
মন্তিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈঃ ॥ ৪ ॥

সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, তাহা কাতা
হইতে হইয়াছে এবং তাহার প্রভাব কি, তাহা আমি সংক্ষেপে বলি
প্রবণ কর ॥ ৩ ॥

সেই ক্ষেত্র তব্বই স্মৃতি শাস্ত্রে ঋষিগণ কর্ত্তক বহু প্রকারে বর্ণিত
হইয়াছে, বেদবাক্য দ্বারা বিবিধ প্রকারে পৃথক পৃথক কথিত হইয়াছে
এবং হেতু সহকায়ে ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বাক্যে ব্রহ্ম সূত্র অর্থাৎ বেদান্ত
সূত্র দ্বারা পরিণীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদ বাক্য ও বেদান্ত সূত্র বাক্য হইতে ইহাই
সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত,
অহংকার, মহত্ত্ব ও মহত্ত্বের কারণ যে প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি
দশটি বাহোজ্ঞিয়, মুনোরূপ একটা অন্তরেজিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ
ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয়, এবস্তৃত চর্কিণী প্রাকৃত তব্বই ক্ষেত্র । এই
চর্কিণী তব্ব আলোচনা করিলে ক্ষেত্র কি ও তাহা কি প্রকার তাহা
জানিবে ॥ ৫ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত মেঘচ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্ছাদ্বেষঃ স্নেহঃ হৃৎখং সংঘাতশ্চেতনাদৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৬ ॥

অমানিত্তমদন্তিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবং ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম নিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

তদ্বৎসবাসা স্বরূপমাহ মহাভূতানি আকাশাদীনি । অহঙ্কার স্তব্ধকারণং বুদ্ধি বিজ্ঞানা-
জ্ঞকং মহত্তত্ত্ব মহাকাবকারণং । অবাক্তং প্রকৃতির্মহত্ত্বকারণং । ইন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদীনি দশ ।
একঞ্চমনঃ । ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়োবিষয়াঃ । তদেব চতুর্বিংশতি তত্ত্বাজ্ঞক
মিতি ॥ ৫ ॥

ইচ্ছাদ্বেষঃ প্রসিদ্ধাঃ সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূত পরিণামোদেহঃ । চেতনা জ্ঞানস্বিকামনোদৃতিঃ ।
ধৃতি ধৈর্য্যং ইচ্ছাদয়ঃ চতে মনোদর্শী এব নহান্দর্শকঃ । অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাত্তিন এব উপল-
লক্ষণং চ এতৎ সংকল্পাদীনাম তথাচ শ্রুতিঃ কামঃ সৰ্ব্বজ্ঞা বিচিকিৎসা আত্মাপতিদ্রষ্টব্যীভী-
রিভোতৎ সন্দর্শন এব উক্তি অনেন বাদ্যগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্র
সবিকারং জন্মাদি বড়বিকারসহিতং ॥ ৬ ॥

উক্তলক্ষণাৎক্ষেত্রাত বিবিক্ততয়া জ্যেষ্ঠো জীবাত্ম পরমাত্মানো ক্ষেত্রজো বিস্তরেণ বর্ণয়িত্বান
ভজ্ঞজ্ঞানস্ত সাধনানি অমানিত্তাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ । অত্র অষ্টাদশ ভক্তানাং জ্ঞান-
নাঞ্চসাধারণানি কিন্তু ভক্তঃ ময়িচানন্ত যোগেন ভক্তিরবাভিচারিণীইতোকমেব ভগবদমুভব
সাধনহেন যত্নতঃ ক্রিয়তে । অন্যানি সম্পদশ উক্তাভ্যাসবতঃ তেবাঃ স্বতপ্রবোৎপদান্তে
ন তু তেব যত্নঃ ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ । অন্ত্রিনেদেতু জ্ঞানানবসাধারণে এব । অত্র অমানি-
ত্বাদীনি বিস্পষ্টার্থানি । শৌচং বাহ্যমভ্যাসতরঞ্চ তথাচ স্মৃতিঃ । শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং
বাহ্যমভ্যাসতরং তথা । মুচ্ছলাভ্যাং স্মৃতংবাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্থত্যাঙ্করং । ইতি । আত্ম নিগ্রহঃ
শরীর সংযমঃ ॥ ৭ ॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, হৃৎখং, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপ
দেহ ব্যাপার, চেতনা অর্থাৎ চিদাভ্যাস রূপ মনো বৃত্তি, ধৃতি-প্রভৃতিকে
ক্ষেত্রের বিকার বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহাও ক্ষেত্র ॥ ৬ ॥

অমানিত্ব, দন্তহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব অর্থাৎ সরলতা,
আচার্যোপাসন অর্থাৎ গুরু সেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্ম নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনং ॥ ৮ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্তমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্ত দেশসেবিতুমরতির্জন সংসৃদি ॥ ১০ ॥

জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনং অসক্তিঃ পুত্রাদিষু প্রীতি-
ত্যাগঃ । অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং স্বপ্নে দুঃখে চাহমেব স্থখী দুঃখীত্যাধাসাভাবঃ । ইষ্টানি-
ষ্টয়ো ব্যবহারিকরোরূপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সৰ্বদা সমচিন্ত্তয়ং ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

• ময়ি শ্যাম হৃদরাকারে অনন্য যোগেন জ্ঞানকর্ষতপো, যোগাদামিশ্রণেন ভক্তিঃচকারাৎ
জ্ঞানাদি মিশ্রণ প্রাধান্যেন চ । আদ্যাভক্তৈরমুঠেয়া দ্বিতীয়াজ্ঞানভিরিতি কেচিদনোতু অনন্যা-
ভক্তি র্থণাপ্রয়ঃ সাধনং তথা পরমাত্মানুভবসাপীতি জ্ঞাপনার্থমত্রবক্তেংপুত্রিরিতি শুভ্রা
বাচক্যতে । জ্ঞানিনস্ত অনন্যে যোগেন সৰ্বদা দৃষ্টা ইতি । অব্যভিচারিণী প্রতিদিনমেব-
কর্তব্যং । কেনাপিনিবারয়িতুমশক্যং ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ ॥ ১০ ॥

বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ প্রভৃতির
দোষ দর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্যতা, পুত্রাদির স্বখ
দুঃখে ওদাসীন্য, সৰ্বদা সমচিন্ত্তয়, আগাতে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি,
বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞানের নিত্য
বুদ্ধি, তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন রূপ মোক্ষানুসন্ধান, এই বিংশতি ব্যাপারকে
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি গণ ক্ষেত্র বিকার বলিয়া আশঙ্কা করে । বস্তুতঃ ইহার
প্রত্যেক জ্ঞান স্বরূপ । ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিগত তত্ত্ব লাভ হয় ।
ইহার ক্ষেত্রের বিকার নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিকার নাশক ঔষধ স্বরূপ । এই
বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে আগাতে অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তি একমাত্র
অবলম্বনীয় । অত্র উনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফল রূপে ক্ষেত্রের
শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অন্তঃক্ষেত্র নাশ পূর্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয়
সম্পন্ন করে । ভক্তি দেবীর সিংহাসন স্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনং ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ ॥

জ্ঞেয়ং যত্নং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃত মম্মুতে ।

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসুচ্যতে ॥ ১২ ॥

সর্বতঃ পাণি পাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং ।

আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং অধ্যাত্মজ্ঞানং তস্যানিত্যত্বং নিত্যামু ষয় ইং পদার্থ শুদ্ধি-
নিষ্ঠমিত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রযোজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচন মিত্যর্থঃ ।
এতদ্বিশ্তিকং জ্ঞানং সাধাবগোন জীবাত্ম পবমাত্মনোঃ জ্ঞানসা সাধনং । অসাধারণং
পবমাত্মজ্ঞানং ত্রে বক্তব্যং । ততাতানাথা অশ্রাদ্বিপবীত মানিহাদিক ॥ ১১ ॥

এবং সাধনৈজ্ঞেয়ো জীবাত্মা পবমাত্মাচ তত্র পরমাত্মৈব সর্বগতো ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে ।
তচ্চ ব্রহ্ম নির্কিংশৈব সর্বৈবৈবক ক্রমেণ জ্ঞানি ভুক্তয়েৎকণাসাং । দেহগতোহপি চতু-
ভুক্তত্বেনোধেয়ঃ পরমাত্মশব্দেনোচ্যতে । তত্র প্রথমং ব্রহ্মাহ জ্ঞেয়মিতি অনাদি নবিন্যতে
আদির্বস্যা মৎস্বরূপত্বান্নিত্য মিত্যর্থঃ । মৎপবং অহমেবপব উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যন্ত তৎব্রহ্মণোহি
প্রতিষ্ঠাহ মিতি মদগ্রন্থমোক্তেঃ । তদেবকিমিত্যপেক্ষাযামাহ তত্ত্বক নসং নাপ্য সং কার্য
কাবণাভীত মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নষেব ব্রহ্মণং সদসদ্বিলক্ষণত্বমসি । সর্বং বুদ্ধিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মবেদং সর্বং ইত্যাদি ক্রতি
বিকথোক্ত ইত্যাপেক্ষা স্বরূপতঃ কাব্যাকাবণাভীতত্বেনপি শক্তি শক্তি মতোবভেদাৎ কার্যাকার

অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া জানিবে । আব যত কিছু আছে সে সমুদায়ই
অজ্ঞান ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

হে অর্জুন ! তোমাকে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বলিলাম । অর্থাৎ
ক্ষেত্র বলিলে যে শবীব বুঝায় তাহাব স্বরূপ, বিকাব ও বিকারয় প্রক্রিয়া
বলিলাম । সেই ক্ষেত্রেব জ্ঞাতা জীবাত্মা ও পবমাত্মা তাহাও বলিলাম ।
ঐ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জ্ঞানের নাম যে বিজ্ঞান তাহাও বলিলাম । সম্প্রতি
সেই বিজ্ঞান দ্বাবয় যে তত্ত্ব জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কব । সেই জ্ঞেয়
বস্তু অনাদি, মৎপূর অর্থাৎ আমাব আশ্রিত তত্ত্ব, সং ও অক্ষং উভয়ের অতীত
ব্রহ্ম । তাহা অবগত হইলে মত্ত্ত্বিকরূপ অমৃত ভোগ হয় ॥ ১২ ॥

কিরণ সমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় কবিয়া প্রকাশ পায়, সেই রূপ আমার
প্রভাব স্বরূপ ব্রহ্ম তত্ত্ব বৃহত্তের সীমা লাভ করিয়াছে । ব্রহ্মাদি পিপীলিকা

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

সৰ্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সৰ্বেন্দ্রিয় বিবৰ্জিতং ।

অসত্ত্বং সৰ্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃচ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরত্বংচাস্তিকেচ তৎ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চভূতেষু বিভক্তমিবা চ স্থিতং ।

শাস্ত্রক মপি তদিত্যাহ । সর্বত এব পাপয়ঃপাদাশ্চ যস্যাতং ব্রহ্মাদি পিপীলিকাস্তানাম্ পাপি-
পাদ বৃন্দঃ সৰ্বত্র দৃষ্টেব তদ্বৃন্দৈবাসংখ্য পাপিপাদৈবভূক্তং ইত্যর্থঃ । এবমেব সর্বতো
হক্ষীত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ সৰ্বাণীন্দ্রিয়ানি গুণান্ ইন্দ্রিয় বিষয়ান্চ আভাসয়তীতি তচ্চক্ষুষ্যশ্চক্ষু রিতাদি শ্রুতেঃ ।
যথা সৰ্বেন্দ্রিয়েগুণৈঃ শব্দাদিভিচ্চাভাস তে বিরাজতীতিতৎ । তদপি সৰ্বেন্দ্রিয়বৰ্জিতং
প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতং । তথাচ শ্রুতিঃ “অপানি পাদো যবনো গৃহীতা পশুতাদক্ষুঃ স শৃণো-
ত্যকর্ণঃ ইত্যাদি ।” “পরাস্য শক্তি বহুধৈব জয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ” “ইতি শ্রুতি
প্রসিদ্ধ স্বরূপশক্ত্যাদিভিঃ ভাবঃ । অসত্ত্বং আসক্তি শূন্যং সৰ্বভূতং ত্রিবিধ স্বরূপেণ সৰ্ব
পালকং নিগুণং সত্যদি গুণ রহিতাকারং কিঞ্চ গুণভোক্তৃ ত্রিগুণাতীত ভগশব্দ বাচ্য বড়গুণা
বাদকং ॥ ১৪ ॥

ভূতানাম্ স্বকার্যগাং বহিঃশাস্ত্র শব্দ দেহানামাকাশাদিকং অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমক
ভূত জাতং তদেব কার্যশ্চ কারণশ্চকহাৎ । এবমপি রূপাদিভিন্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং ইদং

পর্যন্ত অনন্ত জীবের আবস্থান স্বরূপ সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব জীবগণের অনন্ত পানি
পাদ ও অনন্ত চক্ষু মুখ নাসিকা ইত্যাদি সংযুক্ত রূপে সকলকেই আবৃত
করিয়া সেই তত্ত্ব বিরাজ মান ॥ ১৩ ॥

সেই বৃহত্তত্ত্ব সমস্ত ইন্দ্রিয় গণের প্রকাশক, স্বয়ং সৰ্বেন্দ্রিয় বিবৰ্জিত,
অনাসক্ত, ত্রিবিধরূপে সৰ্বভূত, নিগুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃত গুণ রহিত অথচ
ত্রিগুণাতীত ভগশব্দ বাচ্য বড়গুণবাদক ॥ ১৪ ॥

সেই তত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান । তাঁহা হইতেই

ভূত ভৰ্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং এষিষু প্রভবিষুচ ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্যেয়ং জ্ঞান গম্যং হৃদি সৰ্ব্বস্য বিষ্ঠিতং ॥ ১৭ ॥

তদ্বিতীয়াংশং জ্ঞানং ন ভবতীতি অতএবাবিহুবাং যোজন কোটাস্তর মিবদূরত্ববিহুবাং পুনঃ
অগৃহীত মিবান্তিকেচতৎসদেহ এবান্তয়ামিহাৎ । দূরাং হৃদুর্ তদ্বিহুবাংকেচ পশ্চাদ্বিহুবাং
নিষ্ঠিতং গুহায়াং ইত্যাদি প্রতিভাঃ ॥ ১৫ ॥

ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাঙ্কেষু অবিভক্তং কারণাঙ্কনা ভিন্নং কার্য্যাঙ্কনা বিভক্তং, ভিন্নমিব-
স্থিতং তদেব শ্রীনারায়ণ স্বরূপং সংভূতানাং ভৰ্তৃ স্থিতি কালে পাসকং । প্রলয় কালে এষিষু
সংহারকং স্থিতিকালে প্রভবিষুচ নানাকাৰ্য্যাঙ্কনা প্রভবনশীলং ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং । যেন সূর্যা স্থপতিতেজসেন্দ্রো
ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকঃ সোমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতো রশ্মিঃ, তমেব ভাস্তং অমুভাতি
সৰ্বং তস্য ভাসা সৰ্বং মিদং বিভাতিত্যাদি প্রতিভাঃ । অতএব তমসো হজ্ঞানাংপরং তেনাস্পৃষ্টং
উচ্যতে । আদিত্য বর্ণঃ তমসঃ পরমাদিত্যাদি প্রতিভাঃ । জ্ঞানং তদেব বুদ্ধি বৃত্তাবভিব্যক্তং সং-
জ্ঞান মুচ্যতে তদেব রূপাদাকাৰেণ পরিণতং জ্যেয়ং তদেব জ্ঞান গম্যং পূৰ্বোক্তেন অমানি-
ত্বাদি জ্ঞান সাধনেন প্রাপ্য মিতার্থঃ । তদেব পরমাত্ম স্বরূপং সং সৰ্ব্বস্য প্রাণমাত্রস্য হৃদি
স্থিতিঃ নিরন্তরতয়া অধিষ্ঠায় স্থিত মিতার্থঃ ॥ ১৭ ॥

সমস্ত চরাচর । অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় । তিনি যুগপৎ দূরস্থ
ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

সমস্ত ভূতে বিভক্ত রূপে তাঁহাকে বোধ হয় কিন্তু তিনি অবিভক্ত । প্রতি
জীবাত্মার সহিত ব্যাপ্তি পুরুষ রূপে অবস্থিতি হইয়াও তিনি সৰ্ব্ব ভূতের এক
অখণ্ড বিরাজ্ সমষ্টি স্বরূপ পরমেশ্বর । তিনি সমস্ত ভূতের ভর্তা, সংহার
কর্তা ও প্রভবনশীল তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

তিনি সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক । তিনি সমস্ত অন্ধ-
কারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ । তিনিই জ্ঞান । তিনি জ্ঞানগম্যজ্যেয় ।
তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্ষেত্রং সমাসতঃ ।

মদন্তু এতদ্বিজ্ঞায় মদ্যবায়োপপদাতে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষাঞ্চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সন্তবান্ ॥ ১৯ ॥

উক্তঃ ক্ষেত্রাদিকঃ অবিকারি কল সহিতম্পসংততিতীতি । ক্ষেত্রং মহাত্মাদি ঘটাত্মং । জ্ঞানঃ অমানিষাদি তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনাত্মং । জ্ঞেয়ঃ জ্ঞান গম্যক অনাদীতাদি দিগ্ধিতমিতাত্মং । একমেব তত্ত্বং ব্রহ্ম ভগবৎ পরমাত্মা শব্দ বাচ্যক সংক্ষেপণোক্তং । মদন্তুঃ ভক্তি মদ্র জ্ঞানী মদ্যবায় অংসাগ্রায় । যদা মদন্তুঃ ময়মকামিকোদাস এতদ্বিজ্ঞায় মৎ প্রভো রেতাব-
দৈধর্ম্যমিতিজ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায প্রেয়ে উপপদাতে উপপন্নো ভবতি ॥ ১৮ ॥

পরমাত্মানমন্তুঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্য জীবাত্মানং কতন্তুসা ময়্যাসংগেযঃ কদারত অভূদিতা শৈকার্যামাহ প্রকৃতিং মায়াং পুরুষং জীবক উভাবপি অনাদীযং ন বিদাতে আদি কারণং যয়োঃ তথাভূতো বিদ্ধি অনাদেরীষরসা সম শক্তিহাৎ । ভূমিরাপোঃনলোবায়ুঃ পংমনো বুদ্ধিবেরচ । অচকার ইতীযং মে ভিন্ন প্রকৃতি রইধা । অপরেয়মিতন্তুনাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং । জীবভূতা মহাবাহো বযেদং ধার্যতে জগৎ । ইতিমহতে মায়াজীববোরপি মৎশক্তিভেদে অনাদিহাৎ তয়োঃ সংগেযো পানাদি রিতিভাবঃ । তত্রমিণঃ সঞ্জিইয়োরপি তয়োর্কন্ততঃ পার্থাকামন্তেব ইতাহ বিকারাংশ্চ দেহেল্লিয়াদীন গুণাংশ্চ গুণ পরিণাদম ন স্তথ হুংপ শোক মোহাদীন প্রকৃতিসন্তুতান্ প্রকৃত্তুতান্ বিদ্ধিী ক্ষেত্রাকার পরিণতারাঃ প্রকৃতেঃ সকাশাঙ্কিন মেবজীব বিদ্ধীভাবঃ ॥ ১৯ ॥

হে অর্জুন ! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী তত্ত্ব বলিলাম । ইহার নামটী বিদ্বান সচিত্র জ্ঞান । ভগবন্তুরুগণ এই জ্ঞান লাভ করত আমারি নিরুপাধিক প্রেম ভক্তি লাভ কবে । যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করত যথার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয় । জ্ঞান আর কিছট নয় কেবল ভক্তি দেবীর পাঠ স্বরূপ ভক্তির আশ্রয় রূপ জীবাত্মার স্বত্ব শুদ্ধি মাত্র । পুরুষোত্তম ঈশ্ব বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥ ১৮ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞান দ্বারা কি কল হইবে তাহা বলিতেছি । জড় বস্তু জীব সত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা । সমস্ত

কার্য্য কারণ কর্ত্ত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ স্বধৃৎস্থানাং ভোক্তৃৎ হেতু রূচ্যতে ॥২০॥

তস্য মায়্য সংলগ্নং দর্শয়তি কার্য্যং শরীরং কারণানি স্বধৃৎস্থ সাধনানীজিয়াপি কর্ত্তার ইজিয়াপি তায়ো দেবাত্তয় তথাধাদেন পুরুষস্য তত্ত্বাবপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিবোধ্যঃ ৫-
রয় পুরুষসংসর্গাৎ কার্য্য দিক্রপেণ পরিণতা স্যাৎ অবিদ্যাক্রিয়া স্বভূত্যা তদধাস প্রদাচ স্যাদি-
তার্থঃ । তৎকৃত স্বধৃৎস্থানাং ভোক্তৃৎ হেতু পুরুষবোজীব এবহেতুঃ । অয়ং ভাবঃ বদ্যপি কার্য্যত্ব
কারণকর্ত্ত্বৎ ভোক্তৃৎস্থানি প্রকৃতি ধর্ম্মাঃ এবহাস্তদপি কার্য্যবাদিহু জড়ান্শ প্রাধান্যাৎ
স্বধৃৎস্থঃসংবেদনরূপে ভোগেতু চৈতন্যাংশ প্রাধান্যাৎ প্রাধান্যোন বাপদেশ্য ভবভীতি ন্যায়ঃ ।
কার্য্যবাদিহু প্রকৃতি হেতু ভোক্তৃৎ হেতু পুরুষো হেতু রিত্ব চাতে ইতি ॥ ২০ ॥

ক্ষেত্রই প্রকৃতি । জীব পুরুষ । পরমাত্মা আমার তত্ত্বভয়স্থ আবির্ভাব । প্রকৃতি
ও পুরুষ উভয়ই অনাদি । জড়ীয় কালের পূর্ব্ব হইতে আছে । জড়ীয়
কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয় । আমার পরম অস্তিত্ব স্বরূপ চিন্ময়কালে
আমার শক্তি হইতে উহাদের উদয় হইয়াছে । জড়াপ্রকৃতি আমাতে
লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয়কালকে আশ্রয় করত প্রকাশিত হইয়াছে ।
জীবও আমার নিত্য শক্তি-গত-তত্ত্ব । আমার প্রতি বৈমুখ্য বশতঃ জড়া-
প্রকৃতি মধ্যে প্রবিষ্ট । জীব বাস্তবিক শুদ্ধ চিত্তত্ব । তাহাতে মদীয় পরা-
শক্তি ক্রমে একটু তটস্থ ধর্ম্ম নিহীত হওয়ায়, তাহা জড়াপ্রকৃতিতেও উপ-
যোগীতা লাভ করিয়াছে । চিৎ ক্রুরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে তাহা বদ্ধ যুক্ত
ও বদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি
তোমার জ্ঞানের অধীন নয় । তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে বদ্ধ
জীবের বিকার সকল ও গুণ সকল জড়া-প্রকৃতি সম্মত । জীবের স্বধর্ম্মগত
তত্ত্ব নয় ॥ ১৯ ॥

জড়ীয়-কার্য্যকারণ ও কর্ত্ত্বৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম ; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের
হেতু । পুরুষের তটস্থ স্বভাব বশতঃ জড়াভিমান হইতে স্বধৃৎস্থের ভক্তৃৎ
উদয় হয় । শুদ্ধ জীবের ভক্তৃৎ নাই । কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়-প্রকৃতিতে
আত্মভিমান বশতঃ সেই ভক্তৃৎ জীব তটস্থ স্বভাব হইতে বিকার
করিয়াছে ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্গণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মস্ব ॥ ২১ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তোদেহেহস্মিন্ পুরুষঃপরঃ ॥ ২২ ॥

কিন্তু ততানাদাবিদ্যাকুতেনাধাসেন এব কর্তৃহ ভোক্তৃবাদিকং তদীয়মপি ধর্মঃ স্বীয়ং মনাতো । তত এবাস্য সংসার ইতাহ পুরুষ ইতি প্রকৃতিস্তঃ প্রকৃতি কার্যাদেহে তাদাত্মেন হি স্থিতঃ । প্রকৃতি জ্ঞান্ অন্তঃ করণ ধর্ম্মান্ শোক মোহ যুগ দুঃখাদীন্ গুণান্ স্বীয়ানেবাভি মন্যমানো ভুঙ্ক্তে তদ্রকারণং গুণ সঙ্গঃ গুণময় দেহেষ্ অসাসঙ্গস্থাপ্যাত্মনঃ সঙ্গোপবিদ্যা-
ভ্রমিতঃ ক ভুঙ্ক্তে ইতাপেক্ষায়া সাহ সতীষ্ দেবাদি যোনিষু অসতীষ্ তির্বাগাদি যোনিষু শুভাশুভ কর্ম্মকৃত্যাহ যানি জন্মানি তেনু ॥ ২১ ॥

জীবাঙ্গানমুক্তা পরমাত্মানমাহ উপদ্রষ্টেতি যদাপি অনাদিমং পরঃ ব্রহ্ম ইত্যাদিনা রুদি সর্বসংযুক্তিত মিথ্যানেচ সামাংস্তো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্ত এব তদপি তত্ত্ব জীবাঙ্গ সাহিতোনাপি পৃথগেব স্পষ্টতয়াদেহস্তদ্ব জ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তির্দ্বেয়া । অস্মিনদেহেপরোহস্তঃ পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তিঃ পরমাত্মেতি চ নাম্যাপ্যুক্তো ভবতীতার্থঃ । অতঃপবম শব্দ একাত্মবাদ পক্ষে স্বাংশ ইতি দ্যোতনার্থাজীবস্ত উপসমীপে পৃথকস্থিত এব দ্রষ্টা সাক্ষী । অহুমন্তা অনুমোদনকর্তা সন্নিধিমাংগেনানুগাহকঃ । সাক্ষীচেতাঃ কেবলো-
নির্গুণশ্চেতি শ্রুতেঃ । তথা ভর্তাধারকঃ ভোক্তা পালকঃ ॥ ২২ ॥

তটস্থ স্বভাব হইতে শুদ্ধ জীব বৈকুণ্ঠেও শুদ্ধতা ত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ সকল ভোগ করেন । প্রকৃতির গুণ সঙ্গ বশতই সদস্য যোনি সমূহে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

জীব আমার সঁখা । তাহার তটস্থ স্বভাব বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিত হইলে সে আমার প্রতি সান্নুধ্য লাভ করে । তটস্থ স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা । তদ্বারা আমার বিমল প্রেম লাভ করিলে জৈবধর্ম্মের চরিতার্থতা হয় । সেই স্বভাবের অপব্যবহার দ্বারা জীব যখন প্রাকৃতক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও

যএবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চুণৈঃ সহ ।

সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মান মাত্মনা ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪ ॥

এতজ্জ্ঞান ফলমাহ য ইতি পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃতিং মায়া শক্তিং চকারাৎ জীব শক্তিক সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোপি লয় বিক্ষেপাদি পরাভূতো পি ॥ ২৩ ॥

অত্র সাধন বিকল্পমাহাধানেনেতি দ্বাভ্যাং কেচিদ্ধৰ্ম্মাধানেন ভগবচ্চিহ্নেনৈব ভক্তা মামতি জানাতীতঃপ্রিমোক্তেঃ । আত্মনিগনসি আত্মনাপ্রয়মেব নহন্তেন কেনাপি উপকারকে নেতার্থঃ । অস্তে জ্ঞানিনঃ সাংখ্যামাত্মানাত্মবিবেকং তেন । অপরেযোগিনঃ যোগেনাত্মজ্ঞেন কৰ্ম্মযোগেন নিকাম কৰ্ম্মণাচ । অত্র সাংখ্যাত্মযোগযোগ নিকাম কৰ্ম্মযোগাঃ পৰমাত্মদৰ্শনে পরম্পরৈব হেতবঃ নতু সাক্ষাৎকেতবঃ তেষাং সাত্ত্বিকত্বাৎ পরমাত্মনস্ত গুণাতীতত্বাৎ । কিঞ্চ-জ্ঞানকর্ম্ময় সংস্ফুটমিতি ভগবদ্বক্তে জ্ঞানাদি সন্মানমানন্তর মেব ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ উক্তোক্তে জ্ঞান বিদুচ্য তয়া ভক্তৈঃ পশ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

পরমাত্মারূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি । অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্য সকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে পরমাত্মা নামে পরম পুরুষ বলিয়া সর্বদা লক্ষিত হই । জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় আমি তাহার ফলদান করি ॥ ২২ ॥

যিনি নিঃশূণ পুরুষতত্ত্ব ও সগুণ প্রকৃতিতত্ত্ব এই প্রণালীতে অবগত হন, তিনি জড় জগতে বর্ত্তমান হইয়াও পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করেন না । অর্থাৎ প্রত্যক্ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক আমার সান্নিধ্যলাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

হে অৰ্জুন ! বদ্ধজীব পরমার্থ সম্বন্ধে দুই প্রকারে বিভক্ত হয় অর্থাৎ বহির্মুখ ও সমুদ্যুখ । নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী, কেবলনৈতিক, এই প্রকার লোক সকল পরমার্থ বহির্মুখ । পরকালে বিশ্বাস যুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ, কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা অন্তর্মুখ । নিতান্ত অভেদবাদ পরায়ণ সাংখ্যযোগী ও বহির্মুখ মধ্যে পরিগণিত । ভক্তগণ সর্ব শ্রেষ্ঠ, যেহেতু

অন্যে হ্বেবমজ্ঞানন্তঃ শ্রদ্ধাহানেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতি তরন্ত্যেব যুত্যাং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিং সঙ্কংস্হাবর জন্মমং ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগান্নদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ! ॥ ২৬ ॥

সমং সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং ॥

বিনশ্যাৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সূপশ্যতি ॥ ২৭ ॥

অন্তে ইত্যন্তঃ কথা শ্রোতারঃ ॥ ২৫ ॥

উক্তমেবার্থঃ অপক্কয়তি যাবদধ্যায় সমাপ্তি । যাবদতি যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টং উৎকৃষ্টং বা সঙ্কং প্রাণিমাত্রং ॥ ২৬ ॥

• পরমাত্মানং তু এবং জানীয়াদিত্যাহসমমিতি । বিনশ্চৎস্বপি দেহেষু যঃ পশ্যতি স এবং জানীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তঁাহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আশ্রয় তব্ধে চিদাশ্রয় দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন । ঈশানুসন্ধারী সাংখ্য যোগী সকল দ্বিতীয় শ্রেণী । তঁাহারা চর্কিষ তব্ধ প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চ বিংশতি তব্ধ জীবকে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়বিংশ তব্ধ যে ভগবান তঁাহাতে ক্রমশঃ ভক্তি যোগ করেন । তদপেক্ষা নূনশ্রেণীতে কৈর্ম্মযোগী সকল বর্তমান । তঁাহারা নিকাম কৰ্ম্ম যোগ দ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন । তদপেক্ষা নূনশ্রেণীতে পরকালে বিশ্বাস যুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ সকল ইত্যন্তঃ তব্ধ সংগ্রহ করেন । ইহারাও সাধু সঙ্গ ও সদালোচনা ক্রমে অবশেষে ভক্তি লাভ করিবেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

স্হাবর জন্ম মধ্যে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জান ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মা রূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশ তাহা স্বীকার করেন না । যিনি পরমাত্মাকে এই রূপে জানেন, তিনি তঁাহার তব্ধ জানিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

সমংপশ্যন্ হি সৰ্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।

ন হিনস্ত্যাত্মনা ত্বানং ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথা ত্বানমকৰ্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যথাভূত পৃথগ্ভাবমেকস্বমনুপশ্যতি ।

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

আত্মনা মনসা কুপথগামিনা আত্মনাঃ জীবঃ ন হিনস্তি নাথঃ পায়ততি ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণতয়া সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাণি আত্মনাঃ জীবঃ দেহান্তিমা-
নেনৈবাত্মনঃ কৰ্ত্তব্যং নতু সত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতানাং স্বাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবঃ তত্তদাকারগত পার্থক্যং একস্থং একস্থ্যং
প্রকৃত্যৈবেবস্থিতং প্রলয় কালে অনুপশ্যতি আলোচয়তি । ততঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদেব ভূতানাং
বিস্তারঃ সৃষ্টি সময়ে অনুপশ্যতি তদাব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতির ধৰ্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া বদ্ধ জীব সকলের অবস্থার পার্থক্য
ঘটিয়াছে । তন্মধ্যে যিনি বিবেক দ্বারা সৰ্ব্বভূত স্থিত আমার ঐশ্বর্য ভাবকে
সৰ্ব্বত্র সুমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথ গামী মন দ্বারা তাঁহার জৈব
সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণতা প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম্ম করিতেছে কিন্তু
শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ আমি কিছু করিনা এরূপ যিনি দেখিতে পান, তিনি
আপনাকে সমস্ত কৰ্ম্মের মধ্যে অকৰ্ত্তা বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ ॥

যে সময়ে বিবেকী পুরুষ স্বাবর জঙ্গমাশ্রয় ভূত সমূহের সেই সেই
আকার গত পার্থক্য প্রলয় সময়ে এক মাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন
এবং সৃষ্টি সময়ে সেই এক প্রকৃতি হইতেই ভূত সকলের বিস্তার জানিতে
পারেন, তখন তাঁহার প্রকৃতি গত ভেদ বুদ্ধি রহিত হয় । তিনি তখন শুদ্ধ
চিত্তে নিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার সঙ্ঘর্ষে ঐক্য লাভ করেন । এই
অভেদ বুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টা স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে দর্শন করেন,
তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

অনাদিদ্ধাম্লিগুণত্বাৎ পরমাত্মায় মব্যয়ঃ ॥

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ! ॥৩৩॥

নহু কারণং গুণসঙ্কোহস্য সদসন্ধানি জন্মহইতু্যন্তঃ । তদ্রদেহগতত্বেন তুলাত্বোপি জীবা-
শ্চৈব গুণলিপ্তঃ সংসরতি নহু পরমাত্মা ইতি । কুত ইত্যত আহ অনাদিদ্ধাদিতি ন বিদ্যতে
আদিঃ কারণং যতঃ স অনাদি যথা পঞ্চমাশ্রয় পদার্থেন অনুভূত শব্দেন পরমোত্তম উচ্যতে ।
অধৈবানাদি শব্দেন পরমকারণ মুচ্যতে । ততশ্চ অনাদি ত্বাৎ পরমকারণত্বাৎ নিগুণত্বাৎ
নির্গতঃ গুণাঃ সৃষ্টাদয়ো যত তস্য ভাব স্তত্বং তন্নাচ জীবাশ্রয়ো বিলক্ষণোহয়ং পরমাত্মা ।
অব্যয়ঃ সর্বদৈব সর্বদৈব স্বীয় জ্ঞানানন্দাদিব্যয় রহিতঃ শরীরস্থোপি তদ্ব্যয়ং গ্রহণাৎ ন করোতি
জীববল্লকর্তা ন ভোক্তাচ ভবতি । নচ লিপ্যতে শরীর গুণ লিপ্তশ্চ ন ভবতি ॥ ৩১ ॥

অথ দৃষ্টান্তমাহ । যথা সর্বত্র পঙ্কাদিষু পিস্তিতমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ অসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদি
ভিন্নলিপ্যতে তথৈব পরমাত্মাদৈহিকৈগুণৈর্দোষৈশ্চ ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

প্রকাশকত্বাৎ প্রকাশ্যধর্মেন যুজ্যতে ইতি স দৃষ্টান্তমাহ যথেনি রবির্বথা প্রকাশকঃ প্রকাশ্য
ধর্মেন যুজ্যতে তথা ক্ষেত্রী পরমাত্মা । সূর্যো যথা সর্বলোকস্যা চক্ষুর্ন যুজ্যতে চাক্ষুর্বেদীহ্যদোষৈঃ ।
এক স্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহুঃ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্ম সম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পান যে পরমাত্মা অব্যয়, অনাদি ও
নিগুণ । এই শরীরে জীবাশ্রয় সহিত অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্র ধর্ম্মে বদ্ধ
জীবের ন্যায় লিপ্ত হন না । ব্রহ্ম সম্পন্ন জীবও সূত্ররাং উক্তজ্ঞানাশ্রয়ে
আর গুণি হন না । লিপ্ত না হইয়াও জীব কিরূপ ক্ষেত্রকে ব্যবহার করেন
তাহা শুন ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত আকাশ যে রূপ সর্বগত হইয়া অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না
সেই রূপ বিবেকী ব্রহ্ম সম্পন্ন জীব পরমাত্মার ধর্ম্মানুকরণ বশতঃ সর্ব
দেহে স্থিত হইয়াও দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

হে ভারত ! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী
আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেই রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুৰ্ভা ।

ভূত প্রবৃতি মোক্ষক্ণ যে বিদূর্যাস্তি তে পরং ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্ম পৰ্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সম্বাদে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক
যোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়ার্থ মুপসংহরতি । ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়ো জীৱাত্মপরমান্বনো যথাকৃতানাং প্রাণি-
নাং প্রকৃতেঃ সকাশাশ্রোক্ষং মোক্ষাপারং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুঃ তে পরং পদং যাস্তি ।

যয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্মধ্যে জীৱাত্মা ক্ষেত্রধৰ্ম্মভাক্ ।

বধ্যাত্যে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যাধ্যায়ার্থ ইরিতঃ ॥

* ইতি সারার্থ বৰ্ণিণাং হৰ্ষিণাং ভক্তচেতসাং ।

ত্রয়োদশোহং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

জড় প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই ক্ষেত্র । পরমান্বা ও আত্মা রূপ দ্বিবিধ
তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্র । যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের
ভেদ এবং ভূত সকলের জড় নিষ্ঠ প্রবৃত্তির মোক্ষ এই অধ্যায়ের লিখিত
প্রণালী মতে অবগত হন তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরতত্ত্ব যে ভগবান
তাঁহাকে অনারাসে অবগত হন ॥ ৩৪ ॥

দুইটা ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে জীৱাত্মারই

ক্ষেত্র ধৰ্ম্ম স্বীকার ইহা এই

অধ্যায়েকথিত হইল ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

—*—

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমং ।

যজ্ঞজ্ঞাত্বা মুনয়ঃসর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥ ১ ॥

ইদংজ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্য মাগতাঃ ।

সর্গেহপিনোপযায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

গুণাঃ স্যাবন্ধকান্তেতু কলৈজ্ঞেয়াশ্চতুর্দশে ।

গুণাত্যয়ে চিহ্নততি হেতুর্ভক্তিঞ্চ বর্ণিতা ।

পূর্বাধ্যয়ে কারণং গুণসম্বোধনস্ত সদসদেবানিজ্জাহ্নু ইত্যুক্তং তত্র কে গুণাঃ কীদৃশো গুণ-
সঙ্গঃ কস্য কস্ত গুণস্ত সঙ্গাৎ কিং কিং ফলং সাং গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং কথং বা
গুণেভ্যো মোচনং ইতাপেক্ষায়াং বক্ষ্যমানমর্থঃ স্তবানৌ বক্তুং প্রতিজানীতে পরমিতি
জ্ঞায়তেহনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ পরং অত্ভাস্তম' ॥ ১ ॥

সাধর্ম্যাঃ সাক্ষপালক্ষণাঃ মুক্তিং ন ব্যথন্তি ন ব্যথন্তে ॥ ২ ॥

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে সমুদায় বলিয়াছি ।
জ্ঞান দ্বারা সেই ভগবত্ত্ব রূপ উত্তম জ্ঞান যে প্রকারে লক্ষ হয় তাহা আমি
পুনরায় বলিতেছি । জ্ঞান নিষ্ঠ সনকাদি মুনি সকল যাহা অবগত হইয়া
পরা সিদ্ধি রূপ ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান সামান্যতঃ সগুণ । নিগুণ জ্ঞানকে উত্তম জ্ঞান বলা যায় । সেই
নিগুণ জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ সাক্ষপ্য ধর্ম লাভ
করে । জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে প্রাকৃত ধর্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত
অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীব ধর্ম, রূপ ও অবস্থা শূন্য হয় । তাহার
জানেনা যে জড় জগতে যে রূপ বিশেষ নামক্ ধর্ম দ্বারা বস্ত সকলের
পার্থক্য আছে, তজ্জপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মজ্জাম রূপ বৈকুণ্ঠ
আছে তাহাতেও একটা বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম আছে । সেই বিশেষ দ্বারা

মম যোনি মনুষ্যকৃৎ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহং ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ! ॥ ৩ ॥

সৰ্ব যোনিষু কৌন্তেয় ! মূৰ্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজ প্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

অথা নানাবিদ্যা কৃতস্তাং সত্ত্বাৎ বহু হেতুত প্রকারং বহুং কেষু কেষু জ্ঞেয়োঃ সম্ভব প্রকার মাং । মম পরমেশ্বরস্ত যোনিগৰ্ভাধানস্থানং মহদব্রহ্ম দেশকালানবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ বৃহৎ কাৰ্য্য রূপেণ বুদ্ধেহেতো ব্রহ্ম প্রকৃতি রিতার্থঃ । ঐশ্বৰ্য্যপি কচিৎ প্রকৃতি ব্রহ্মেতি নির্দিশাতে । তস্মিন্নহং গৰ্ভং দধামি আদধামি । ইত্যন্যনাং প্রকৃতিঃ বিদ্ধি মেপরাং জীবভূতাং ইতানেন চেতন পুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ তটস্থ শক্তিরূপা নির্দিষ্টাসা- সকল প্রাণি জীবতয়া গৰ্ভশব্দেনোচাতে ততো মৎকৃতাং গৰ্ভধানাং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তিঃ ॥ ৩ ॥

ন কেবলং সৃষ্টিংপত্তি সময় এব সৰ্বভূতানাং প্রকৃতিমাতা অহংপিতা অপিতু সৰ্ব দৈবেতাহ সৰ্বাস্থ যোনিষু দেবাদ্যাস্থ শুভ পর্যাস্তাস্থ বা মূৰ্ত্যো জন্ম স্বাবরাস্থিকা উৎপদঃস্তে তাসাং মূৰ্ত্তিনাং মহাব্রহ্ম প্রকৃতি যোনি রূপপত্তিস্থানং মাতা অহংবীজ প্রদঃ গৰ্ভধান কর্তা পিতা ॥ ৪ ॥

অপ্রাকৃত ধর্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে । তাহাকে আমার নিগুণ সাধন্য বলে । নিগুণ জ্ঞান দ্বারা প্রথমে সগুণ জগৎকে অতিক্রম করত নিগুণ ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তন্নাশান্তে অপ্রাকৃত গুণ সকল উদ্ভিত হয় । তাহা হইলে আর জীব সৃষ্টি সময়ে জড় জগতে জন্মলাভ করেনা এবং প্রলয়ে আত্ম বিনাশ রূপ ব্যথা পায়না ॥ ২ ॥

জড়া প্রকৃতির মূল তত্ত্বই জগতের মাতৃ যোনি । আমি সেই জগদ্যোনি ব্রহ্মে গৰ্ভাধান করি । তাহাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয় । আমার অপ্রাকৃতির জড় প্রভাবই ঐ ব্রহ্ম । তাহাতেই ঐ প্রকৃতি তটস্থ প্রভাব রূপ গৰ্ভাধান করি । তাহা হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

তর্ক্য গাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্ম রূপ জলের মাতা এবং চৈতন্য স্বরূপ আমিই সে সকলের বীজপ্রদ

সত্ত্বঃরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সত্ত্বাঃ ।

নিবদ্ধস্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিন মব্যয়ং ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বঃ নির্মলহ্মাৎ প্রকাশকমনাময়ং ।

স্বথসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ! ॥ ৬ ॥

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষাসঙ্গ সমুদ্ভবং ।

তন্নিবদ্ধাতি কৌন্তেয় ! কর্মসঙ্গেন দেহিনাং ॥ ৭ ॥

তমস্তু জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাং ।

তদেবং প্রকৃতি পুরুষাভ্যাং সন্ধৃতোৎপত্তিং নিকপা ইদানীং কেতুনা উচ্যতে । তেযু সত্ত্বাং জীবসা কীদৃশোবদ্ধ ইতাপেক্ষয়া সাহ । সন্ধুমিতি দেহে প্রকৃতি কার্যে গুণাঃ তদাক্সোনস্থিতঃ দেহিনঃ জীবঃ বস্তুতোহব্যয়ঃ নির্বিকারমসঙ্গিনমপি অনাদ্যবিদ্যায়া কৃতাদ্গুণ সঙ্গাদেব হেতোঃ গুণা নিবদ্ধস্তি ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বসা লক্ষণং বদ্ধকত্ব প্রকারঞ্চাহ তত্রোতি । অনাময়ং নিরুপদ্রবঃশান্ত মিত্যর্থঃ শান্তহ্মাৎ স্বকার্যেণ স্বথেন যঃসঙ্গঃ প্রকাশকহ্মাৎস্বকার্যেণ জ্ঞানেনচ যঃসঙ্গোহঃ স্বথী অহঃ জ্ঞানী চেতুপাধি ধর্ম্ময়োরপি স্বথজ্ঞানয়োরবিদ্যায়ৈব জীবম্যাভিমানঃ তেন তং বদ্ধাতি । হে অনবেতি বৃহৎ অহঃ স্বথী অহঃজ্ঞানীত্যাভিমান লক্ষণং অবঃ মা স্বীকৃ-
ক্ৰিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

রজোগুণং রাগাত্মকং অনুরঞ্জন রূপং বিদ্ধি । তৃষা অপ্রাপ্তেহর্থে অভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থে আসক্তিঃ তয়োঃ সমুদ্ভবো যন্মাৎ তদ্রজঃ দেহিনঃ দৃষ্টাদৃষ্টার্থেযু কর্ম্মসঙ্গেন আসক্তাঃ বদ্ধাতি । তৃষা সঙ্গাভ্যাং কর্মসঙ্গমিতি ভবতি ॥ ৭ ॥

অজ্ঞানজং অজ্ঞানাৎ স্বীয়ফলাৎ জাতং প্রতীতং অনুমিতং ভবতীত্য জ্ঞানজং অজ্ঞান-

সেই জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব,রজ ও তম এই তিনটি গুণ নিসৃত হয় । তটস্থা প্রকৃতি হইতে যে সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয় সেই অব্যয় চিৎ স্বরূপ জীবকে দেহী রূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥

প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপ শূন্য । সত্ত্ব গুণই চৈতন্য স্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও স্বথের সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

রজগুণকে তৃষা-সঙ্গ-জাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে । হে কৌন্তেয় ! সেই রজ গুণই দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে আবদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

সমস্ত দেহীর মুক্তকারী, অজ্ঞান জাত গুণকেই তম বলিয়া

প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তম্ভিবধাতি ভারত । ৮ ॥

সত্ত্বং হুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত । ৯ ॥

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ১০ ॥

রজস্তম শ্চাতিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত । ১১ ॥

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

সৰ্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিরুদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

জনক নিতার্থ। মোহনঃ ভ্রান্তিজনকঃ প্রমাদোঃনবধানঃ আলস্ত মনুষ্যমঃ নিদ্রা চিত্ত-
সামবসাদঃ ॥ ৮ ॥

উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেন পুনৰ্গণয়তি । সত্ত্বং কর্তৃহুপে স্বীয় কলে আসক্তঃ জীবঃ সংজয়তি
বশী করোতি নিবধাতিতার্থঃ । রজঃ কর্তৃকৰ্ম্মণি আসক্তঃ জীবঃ বধাতি । তমঃ কর্তৃপ্রমাদে-
ভিবতঃ তঃজ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞান মূংপাদা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

উক্তঃ স্বপকার্ণাং হুপাদিকং প্রতি গুণাং কথং প্রভবন্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ঃ
অভিজুয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি । অদৃষ্টবশাদ্ভবতি এবং রজোঃপি সত্ত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ঃ
অভিজুয় তাদৃশাদৃষ্টবশাদ্ভবতি । তমোঃপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবতিভূয়াস্তবতি ॥ ১০ ॥

বর্জমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্রীণা বিতৰো গুণাভিভবতীতি ইত্যুক্তঃ অতন্তেষাং বুদ্ধি-
লিঙ্গান্তাহসর্গেতি ত্রিভিঃ । সৰ্ব্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা প্রকাশঃ স্তাৎকীদৃশঃ জ্ঞানং বৈদিক
শব্দাদি বদার্থ জ্ঞানাস্বকঃ তদা তাদৃশ জ্ঞানলিপ্তেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ । উত
শব্দাদ্যন্তোষ হুপাস্বকঃ প্রকাশশ্চ বদেতি ॥ ১১ ॥

জানিবে । প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা সহকারে তমগুণ জীবকে বদ্ধ
করে ॥ ৮ ॥

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখদিয়া বদ্ধকরে, রজ গুণ জীবকে কৰ্ম্মে আবদ্ধ করে
এবং তমগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল সেখানে রজ ও তম পরাজিত । যেখানে
রজ গুণ প্রবল সেখানে সত্ত্ব ও তম পরাজিত এবং যেখানে তমগুণ প্রবল
সেখানে সত্ত্ব ও রজ অতিভূত থাকে । এই রূপ গুণ সৰ্ব্বলের পৃথক স্থিতি
ও পরস্পর সন্ধন্ধে স্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

সত্ত্ব গুণের বুদ্ধি দ্বারা এই অড় মেহের ইঞ্জিয় রূপ দ্বারে সকলে প্রকাশ
গুণ বুদ্ধি হয় । তাহাই ইঞ্জিয় জ্ঞান ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।।

রজশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঃ প্রবৃত্তিঃ প্রমাদোহমাহ এব চ ।

তমশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ॥

যদাসত্ত্বে প্রবুদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভুং ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মুচ যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কৰ্ম্মণঃ স্কৃতশ্রুতশ্রুতঃ সাত্ত্বিকং নিৰ্ম্মলং ফলং ।

রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬ ॥

প্রবৃত্তির্নানা প্রযত্নপরতা । কৰ্ম্মণামারম্ভঃ গৃহাদি নির্মাণোদ্যমঃ অশমে বিবর ভোগা-
নুপরতি ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশো বিবেকাতাবঃ শাস্ত্রাবিহিত শাস্ত্রাদি গ্রহণঃ । অপ্রবৃত্তিঃ প্রযত্নমাত্র রাহিত্যং ।
প্রমাদঃ কৰ্ত্তাদি ধৃত্যেহপি বস্তুনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ । মোহো মিথ্যাতিনিবেশঃ ॥ ১৩ ॥

প্রলয়ং যাতি মৃত্যুং প্রপ্নোতি । তদা উত্তমং বিন্ধতি লভন্তে ইতি উত্তম বিদো হিরণ্য-
গর্ত্তা উপাসকাঃ তেষাং লোকান্ অমলান্ সুখ প্রদান্ ॥ ১৪ ॥

কৰ্ম্মসঙ্গিষু কৰ্ম্মাসক্ত মনুষ্যেষু ॥ ১৫ ॥

যাহার রজ গুণ বৃদ্ধি হয় তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরাগ্ত, কৰ্ম্মাগ্রহতা-
ও স্পৃহা বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

হে কুরুনন্দন ! তম বুদ্ধি হইতে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ
উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির দেহ ত্যাগ হইলে হিরণ্য গর্ত্তাদির উপাসক
দিগের সুখ প্রদ লোক লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

রজগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কৰ্ম্মাসক্ত ব্রাহ্মণাদি কুলেজন্ম হয় । তম
গুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুষ্পদাদি যোনিতে জন্ম প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫ ॥

স্কৃত শ্রুত সাত্ত্বিক কৰ্ম্মের ফলকে নিৰ্ম্মল বলা হইয়াছে । রাজসিক কৰ্ম্মের
ফল দুঃখ এবং তামসিক কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান বা অচেতনতা ॥ ১৬ ॥

সদ্ব্যংসংজায়তেজ্ঞানং রজসোলোভ এবচ ।

প্রমাদ মোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্য গুণবৃত্তিহা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

নাশ্যং গুণেভ্যঃকর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্ ।

জন্ম মৃত্যু জরাহুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

স্বকৃতস্য সাত্বিকস্য কর্শ্বণঃ সাত্বিক মেব নিশ্চলং নিরুপদ্রবং অজ্ঞানমচেতনতা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ব ভারতমোন উর্দ্ধং সত্যলোক পৰ্য্যন্তঃ । মধো মনুষ্য লোক এব । জঘন্যাস্যাসৌ
গুণশ্চেতি তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ তত্রস্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং যাস্তি ॥ ১৮ ॥

গুণকৃতং সংসার দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি দ্বাভ্যাং । গুণেভ্যঃ
কর্তৃকরণ দিব্যাকারেণ পরিণতভাঃ অশ্যং সত্ত্বাং অষ্টমীতঃ স্তবান্ অনুপশ্যতি কিন্তু গুণা
এব সदैব কর্তার ইত্যেব মনুপশ্যতি অনুভবতীত্যর্থঃ । গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্ত মেবাদ্বানং
বেত্তি তদা স দ্রষ্টামন্তাবং ময়ি সাব্জাং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । তত্র তাদৃশ জ্ঞানানন্তর
মপি ময়ি পরাং ভক্তিং কৃৎস্ব ইতুপাস্ত মোক্ষার্থ দৃষ্টাভ্যেয়ং ॥ ১৯ ॥

ততশ্চ সোহপি গুণাতীত এবোচাতে ইত্যাহ গুণানিতি ॥ ২০ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজ গুণ হইতে লোভ; এবং তমগুণ হইতে
অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি উর্দ্ধ গতি লাভ করে অর্থাৎ সত্য লোক পর্য্যন্ত যায় ।
নরলোকে রাজস লোকে স্থান লাভ করে । তামস্য ব্যক্তি গণ অধঃপতিত
হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

গুণ সকলই কর্তা, গুণের অন্য কর্তা নাই, এই রূপ জীব স্তম্ভ দর্শন দ্বারা
অনুভব করিয়া গুণ সকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব তাহা জানিতে পারিলে
মন্তাব রূপ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

দেহ বিশিষ্ট জীব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি দেহোদ্ভূত গুণ নিগূর্ণ
নিষ্ঠা দ্বারা অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে
বিমুক্ত হইয়া নিগূর্ণ প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেনানতীতোভবতিপ্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চমোহ মেবচ পাণ্ডব ! ।

নদ্বৈষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

হিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধায়ে পৃষ্টং অপ্যর্থং পুনন্ততোহপি বিশেষ বুভুৎসয়া পৃচ্ছতি । কৈর্লিঙ্গৈরিত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চি হৈ স্ত্রিগুণাভীতঃ স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ কথংকৈতানিতি তৃতীয়ঃ গুণাভীতত্ব প্রাপ্তেঃ কিংসাধন মিত্যর্থঃ । হিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদৌ হিত প্রজ্ঞোগুণাভীতঃ কথং স্যাৎদিতি তদানীং ন পৃষ্টং ইদানীং তু পৃষ্টং ইতি বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

তত্রকৈর্লিঙ্গৈ গুণাভীতো ভবতীতি প্রথম প্রশ্নস্তোত্তরমাহ । প্রকাশং সর্বদ্বারেবু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ইতি সত্ব কাৰ্য্যং । প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃ কাৰ্য্যং । মোহঞ্চ তমঃ কাৰ্য্যং উপলক্ষণ মেতৎ সদ্ধাদীনাম্ সৰ্ব্বাণ্যাপিকাৰ্ধ্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রাপ্তানি দুঃখ বুদ্ধ্যা ন দ্বৈষ্টি । গুণকাৰ্য্যানোগোতানি নিবৃত্তানি ভবদ্বিতি স্বত্ববুদ্ধ্যা চ ন কাঙ্ক্ষতি সগুণাভীত উচ্যতে ইতি চতুৰ্থে নাট্যমঃ সংপ্রবৃত্তানীতি ক্রীত্বত্বমার্থঃ ॥ ২২ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন কহিলেন, হে প্রভো ! যিনি উক্ত তিন গুণের অতীত হন, তাঁহার কিংলিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন, তিনি কিরূপ আচার করেন এবং ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া কিরূপে বর্তমান হন ? ॥ ২১ ॥

অৰ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান কৃষ্ণচক্র কহিতে লাগিলেন । তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে গুণাভীত ব্যক্তির চিহ্ন কি ? তাহার উত্তর এই যে দ্বৈষ ও আকাজ্ঞা রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ । বদ্ধ জীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়াপ্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম গুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন । সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিন্নি কেবল সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই হয় । কিন্তু যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ ভঙ্গরূপ মুক্তি ভগবৎ ইচ্ছা ক্রমে আ লাভ কর সে পর্য্যন্ত নিগুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বৈষ ও আকাজ্ঞা পরিত্যাগ-কেই জানিবে । দেহ সত্ত্বে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (সত্ব, রজ ও তমগুণ হইতে ঐ তিনটি উদ্ভূত হয়) দ্বাবুশ্চই দেহের অমুসৃত্য থাকিবে । কিন্তু

উদাসীন বদাসীনো গুণৈকো ন বিচাল্যতে ।

গুণাবর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নৈব ॥ ২৩ ॥

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সম লোভ্রোশ্মকাক্ষনঃ ।

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তল্য স্তল্যোমিত্রারি পক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নসোত্তরমাহ উদাসীন বদিক্তি ত্রিভিঃ । গুণকাৰ্য্যঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপাবস্থানান্ধবাত্তে অপিতু গুণাএব স্বকথাৰ্য্যো বর্ত্তন্তে ইত্যেবেতি । প্রতিবর্ত্তন সম্বন্ধ এব নাতীতি বিবেকজ্ঞানেন বক্তৃকীমবতিষ্ঠতি পরশ্লৈপদ মাৰ্ঘ্য । নৈবতে ন কাপি দৈহিক কৃত্যে বততে । ২৩ ॥ ২৪ ॥

গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি গুণাতীতস্য এতানি চিহ্নানি এতানাচারাং শচ দৃষ্টেব গুণাতীতো বক্তব্যঃ নতু গুণাতীতত্বোপপত্তি বাবদুকে গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ঐ সকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দেব দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না । এই লিঙ্গ দ্বয় বাঁহাতে লক্ষিত হয় তিনি নিগুণ । চেষ্টা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে মিথ্যা জানিয়া যাহারা চেষ্টা পূৰ্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা নিগুণ নয় ॥ ২২ ॥

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি ? তাঁহার আচার এইরূপ । গুণ সকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন আপন কার্য্য করিতেছে তিনি গুণ দিগকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহা দিগের হইতে পৃথক্ চৈতন্ত স্বরূপ উদাসীনগণের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ২৩ ॥

তাঁহার দেহ চেষ্টা দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোভ, প্রসন্ন, কাক্ষন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও ভক্তি এই সমস্ত উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্ত হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহার সংসারিক ব্যবহার দ্বারা মান, আপমান, শত্রু ও মিত্র সংঘটন হয়, সে সকল তিনি ব্যবহারে শ্রুত করিয়া স্বীয় চৈতন্ত স্বক্কে কিছুই নর

সাক্ষী বোধিব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে ।

সপ্তগান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মমৃতস্যাব্যয়স্যচ ।

কৰ্মকৈতান্ গুণানতি বৰ্ততে ইতি তৃতীয় প্রশ্নোত্তরমাহ যাকেতি । চ এবার্থে মামেব শ্রামহম্ভরাকারঃ পরমেধরঃ ভক্তিব্যোগেন যঃ সেবতে স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভূয়া ব্রহ্মভূতবায় ইতি বাবৎ । ভক্ত্যাংমেকরা গ্রাহ ইতি মধ্যাক্যে একত্রিতি বিশেষণোপম্যাসাং মামেব যে প্রশ্নান্তে মায়ামেতাং তরপ্তিতে ইত্যত্রাপি এবকার প্রয়োগাৎ ভক্ত্যাবিনা প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মভূতবো নভবতীতি নিশ্চয়াৎ । ভক্তিব্যোগেন কৌদৃশেন অব্যভিচারেণ কর্মজ্ঞানাদ্য মিশ্রণ নিকার কর্মণো স্তাস প্রবণাৎ । জ্ঞানঞ্চ মরি সংন্যাসেদিতি জ্ঞানিনাং চরমদণায়াং জ্ঞান সাপি নাস প্রবণাৎ ভক্তি যোগন্তু কাপি স্তাসপ্রবণাৎ ভক্তিব্যোগ এব স ব্যভিচারঃ তেন কর্মযোগমিব জ্ঞান যোগমপি পরিত্যজ্য যদ্যব্যভিচারেণ কেবলেনেব ভক্তি যোগেন সেবতে তর্হি জ্ঞানী কুপি গুণাতীতো ভবতি নানাধা । অনন্য ভক্তস্ত নিঃসংশয়মদপাশ্রয় ইত্যেকাদিশোক্তেঃ গুণাতীতো ভবেত্যব । অত্রেদং তৎ “সাত্ত্বিকঃ কারকোহসম্প্রী রাগাক্রোধরাজসঃ স্মৃতঃ । তামসঃ স্মৃতি মিত্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ, ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কর্মিণঃ জ্ঞানিনোবা সাত্ত্বিকযেনৈবসাদৃশকত্বাবগতেঃ তৎ সাহচর্যাৎ নিগুণো মদপাশ্রয় ইতি, ভক্তঃ সাধক এবাবগম্যতে ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধঃ সন্ন্যেব সাত্ত্বিক স্বঃ পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি । ভক্তস্ত সাধক দশা মার্ত্ত্যেব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থে লভ্যতে । অত্র চকারে হাধারণার্থ ইতি স্বামি চরণঃ । মামেবেধরং নারায়ণ অব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন হ্রাদশাধ্যায়োক্তো যঃ সেবতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদান্তে ব্যাচক্ষ্যন্তেন ॥ ২৬ ॥

নগুহুভক্তা কথং নিগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ সাত্ত্বিক মদ্বিতীয় তদেকানুভবেনেব সম্ভবেত্তত্রাহ ব্রহ্মণোহীতি যন্মাৎ পরম প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং ব্রহ্মক তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠয়তেহস্মি-
 ক্ষিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অরবরাদিনু ক্ষতিবু সর্গঃত্র প্রতিষ্ঠা পদসা তথার্থ দ্বাৎ । তথা
 অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা কিং স্বর্গীয় সুখায়াঃ ন অব্যয়স্ত নাশরহিতস্ত মোক্ষস্ত ইত্যর্থঃ । তথা সাধ-

এরূপ জানেন । আসক্তি ও বৈরাগ্যের যত প্রকার আরম্ভ আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্বক গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত-
 মান হন ? তাহার উত্তর এই যে অব্যভিচারী ভক্তি যোগ অর্থাৎ জ্ঞান
 কর্ম দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্ম ভাব তাহা
 জ্ঞাত করেন ॥ ২৬ ॥

যদি বল ব্রহ্ম সম্পত্তিই জীবের সর্ব প্রকার সাধনের কল, তবে কিরূপে

শাস্ত্রতস্য চ ধর্মস্য স্বর্থস্যো কান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে গুণত্রয় বিভাগ যোগো
নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

তস্য ধর্মস্য সাধনকস দশরোরপি নিত্য স্থিতস্য ভক্ত্যাখ্যাস্য পরমধর্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা তথা তৎ
প্রাপ্যসৌকারিক ভক্ত সম্বন্ধিনঃ স্বর্ঘস্য প্রেরণাহং প্রতিষ্ঠা অতঃ সর্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ
কৈবল্যকামনয়াকৃতেন মন্ত্রজনেন ব্রহ্মণিলীয়মানো ব্রহ্মই মপি প্রাপ্নোতি । অত্র ব্রহ্মণোহহং
প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতঃ ব্রহ্মবাহঃ যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব স্বর্ঘ্যমণ্ডলঃ তদ্বদিতার্থঃ ইতি স্বামিচারণাঃ ।
স্বর্ঘস্যাত্তেজোরূপত্বেহপি যথাত্তেজস আশ্রয়ই মপুচ্চাতে এবমে কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপত্বেপি ব্রহ্মণঃ
প্রতিষ্ঠাহমপি । অত্র শ্রীবিষ্ণু পুরাণ মপি প্রমাণঃ । শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথাস্বয়ঃ
ইতি ব্যাখ্যাতক তত্রাপিস্বামিচরণৈঃ সর্বগস্য আত্মানঃ পরঃ ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা ।
তদ্বক্তঃ ভগবতা ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতিতি । তথা বিষ্ণুধর্মে ইপি নরক স্বাদশী প্রসঙ্গে
“প্রকৃতৌ পুরুষেচৈব ব্রহ্মণাপিচ স প্রভুঃ । যথৈক এব পুরুষো বাহুদেবো বাবস্থিতঃ । ইতি
তত্রৈব মাসঙ্ক পূজা প্রসঙ্গে যথাচ্যুতত্বং পরতঃ পরম্বাৎ স ব্রহ্ম ভূতাৎ পরতঃ পরম্বা । ইতি
তথা হরিবংশেহপি বিপ্রকুমারানয়ন প্রসঙ্গে অর্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যঃ । তৎপরঃ পরমঃ

ব্রহ্ম ভূতং ব্যক্তি তোমার, নিগুণ প্রেম সম্ভোগ করে । তবে শুন ! আমার
নিত্য নিগুণ অবস্থাতে আমি স্বরূপতঃ ভগবান । আমার জড় শক্তিতে
আমার তটহা শক্তির চৈতন্য বীজ আধান কালে প্রথমোক্ত শক্তির যে
আদি প্রকাশ তাহাই আমার ব্রহ্ম স্বভাব । জড় বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনা
ক্রমে যখন উচ্চাচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ
করে তখন নিগুণ অবস্থার প্রথম সীমা প্রাপ্ত হয় । সেই সীমা লাভ করি-
বার পূর্বে জড় বিশেষ ত্যাগ রূপ একটা নির্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয় ।
তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিহ্নিশেষ হইয়া
পড়ে । এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি
নির্বিশেষ আলোচকগণ নিগুণ ভক্তিরস রূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন ।
বাহাদেব মুমুক্সরূপ দুর্দাসনা বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক অবস্থিতি
না হয় তাহারাই চরমে নিগুণ ভক্তি স্বাভাবিক করিতে পারেন না । বশতঃ নিগুণ

ব্রহ্ম সৰ্বং বিভজতে ভগবৎ । সৰ্বৈব তু যুযনং তেজো ভগতুঃ সৎসি ভবিষ্যৎ । ইতি । ব্রহ্মসং-
হিতাপি “বস্ত্ৰং প্রভা প্রভবতো ভগবদ্বাকোটি কোটিবিশেষবহুধায়ি বিতুষ্টি ভিন্নং । তদ্ব্যক্তি-
কলমনস্ত বশেষভূতঃ পৌৰুষিকমাদি পুরুষঃ তমহঃ ভজামি ।” ইতি । অষ্টমস্তক্ষে “সদীযং মহিমানক-
পয়ঃ ব্রহ্মৈতি শক্তিভঃ । বেৎস্যাসামুগৃহীতং মে সং প্রৈমৈ বিবৃতং হৃদি । ইতি ভগবদ্বক্তিস্ত ।
মধুসূদন সরস্বতী পাদ্যাক্ষ ব্যাচক্যাতেন্ন যথা নহুতন্তত্ত্বস্তাব মায়ৌতু নামকথং ব্রহ্ম ভাবায়-
করতে ব্রহ্মণঃ সকাশান্তবান্যাদ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ । ব্রহ্মণৌহীতি প্রতিষ্ঠা পর্যাণ্ডি রহমেবেতি ।
পর্যাণ্ডিঃ পরিপূর্ণতা ইত্যমরঃ । “পরাকৃত মনস্বন্তঃ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি । সৌন্দর্য্যসার সৰ্ব্বং
বন্দে নন্দাস্বজংমহঃ ইতুপ লোকয়া মাহুশ্চ ॥ ২৭ ॥

অনর্থ এব ত্রৈলোক্যং নিতৈল্লোক্যং কৃতার্থতা ।

তচ্চ ভক্ত্যেব ভবতীত্যাদ্যার্য্যো নিরূপিতঃ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষণাং হর্ষণাং ভক্তচেতসাং ।

চতুর্দশোহয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

সবিশেষ তত্ত্ব আর্মিই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় ।
অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপ প্রেম, এবং ঐকান্তিক স্তূথ রূপ
ব্রহ্মরস সমুদায়ই এই নিগুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া
থাকে ॥ ২৭ ॥

ত্রৈলোক্যই অনর্থ এবং নিতৈল্লোক্যই জীবের

কৃতার্থতা এবং তাহারই অন্য নাম

ভক্তি ইহা এই অধ্যায়ে

উপদিষ্ট হইল ।

ইতি চতুর্দশ অধ্যায় ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীভগবানুবাচ ।

উৰ্দ্ধ্বমূল মধুঃ শাখামশ্বখং প্রাহুরব্যয়ং ।

ছন্দাংসিযস্ত পর্ণানি যন্তংবেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

সংসারচ্ছেদকোঃসদ আয়েশাংগঃ স্রাক্ষবাং ।

উত্তমঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ ইতি পঞ্চাদশে কথা ॥

পূর্বাধ্যায়ের “শীর্ষবোহ্নাভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীতৌতান্ ব্রহ্ম
 কুরায়কল্পতে ।” ইত্যুক্তং । তত্র তব মনুষ্যস্ত ভক্তিব্যোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইতি চেৎ সত্যং ।
 অহং মনুষ্য এব কিন্তু ব্রহ্মণোহপি তস্য প্রতিষ্ঠা পরমাত্ময় ইত্যস্য সূত্ররূপস্য বৃত্তি স্থানী
 য়োহয়ং । পঞ্চদশাধ্যায় মারভ্যতে । তত্র স গুণান্ সমতীতা ইত্যুক্তং ইতি গুণময়োহয়ং সং-
 সারঃ কঃ কৃতোবারং প্রবৃত্তঃ স্তম্ভকাসংসার মতি ক্রামান্ জীবোবা কঃ ব্রহ্ম ভূয়ার কল্পত
 ইত্যুক্তং ব্রহ্ম বা কিং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাং বা কঃ ইত্যাদ্যাপেক্ষায়াঃ প্রথম মতিশল্লোভালকারেণ
 স্রুসারোর মন্তুতোহম্বথবৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি । উৰ্দ্ধে সর্বলোকোপরি তলে সতালোকে প্রকৃতি
 বীজোথ ঐশ্বর্য প্ররোহরূপ মহত্ত্বাস্বকঃ চতুর্ভুজ এক এব মূলং বসাতং । অথঃ স্বভূবো
 ভূলোকেষু অনন্তাদেব গচ্ছন্ন কিমরাহুর স্রাক্ষ প্রেত ভূত মনুষ্য পবাখাদি পশু পক্ষি কৃমি-
 কীট পতঙ্গ হাবরাস্তাঃ শাখা বসাতং অম্বথং ধর্মাদি চতুর্ভুজ সাধকভ্যাং অম্বথমুত্তমং বৃক্ষঃ ।
 স্বেবেণ ভক্তিমতাঃ ন যঃ স্বাস্যতীত্যম্বথং নষ্ট প্রায়মিত্যর্থঃ । অন্ততানান্ তু অব্যয় অনম্বরং ।
 ছন্দাংসি ষায়াং খেতমালভেত ভূতিকাশ এল্লমেবাদশকপালঃ নির্রপেৎ প্রজাকামঃ ।
 ইত্যাদ্যাঃ কৰ্ম্ম প্রতিপাদকাবেদাঃ সংসার বর্জকভ্যাং পর্ণানি ব্রুকোহিপর্ণৈঃ শোভতে বন্ত
 জানাতি স বেদজ্ঞঃ । তথাচ উৰ্দ্ধ্বমূলঃ অবাচ্ শাখ এবোহম্বথঃ সনাতন ইতি কঠবল্লী
 ক্রতিঃ ॥ ১ ॥

হে অর্জুন! যদি তুমি একরূপ মনে কর যে বেদবাক্য অবলম্বন পূর্বক
 সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি শুন । কৰ্ম্ম-নির্মিত এই সংসারটী
 অম্বথ বৃক্ষ বিশেষ । কৰ্ম্মাপ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেখ বা নান্দ
 নাই । কৰ্ম্ম প্রতিপাদক বেদবাক্য সকলই ইহার পত্র স্বরূপ । এই বৃক্ষটী

অধশ্চোক্তং প্রসূতান্তস্তথা

গুণঃ প্রবৃদ্ধা বিবর্য প্রবালঃ ।

অধশ্চমূলান্যনু সন্ততানি

কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২ ॥

ন রূপ মন্ত্ৰেহ তথোপলভ্যতে

নাস্তো ন চাদি নচ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অধঃ পদাদি যোনিবু উর্দ্ধেদেবাদি যোনিরগ্রহতা স্তস্য সংসার বৃক্ষস্তা শাখাভূষণঃ সন্ধানি
বৃত্তিভিজল সৈকিরিব প্রবৃদ্ধা বিবর্যঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালঃ পল্লব স্থানীয়া কাসাং তাঃ কিক তন্ত
মূলে সর্বলোকৈকরলক্ষিতো মহানিধিঃ কচ্চিদন্তীতান্মীয়তে যমেব মূল-জটাজি রবলম্বা ত্রিতয়া
তস্তাশ্ব বৃক্ষস্যপি বটবৃক্ষসোব শাখাশ্বাপ বগোজটাতঃ সন্তীতাহ । অধশ্চেতি ব্রহ্মলোক মূল-
ল্যাপি তন্ত অধশ্চ মনুষ্যালোকে কর্মানুবন্ধীনি কর্মামূলধীনী মূলানি অনুসন্ততানি নিরন্তরং
বিস্তৃতানি ভবন্তি । কর্মকলানঃ যন্তন্তো ভোগান্তে পুনর্মম্বা জন্মন্তেব কর্মগ্রহস্তানি
ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিকেহ মনুষ্যালোকেহতরুপঃ স্বরূপঃ তথা সনিশ্চয়ঃ নোপলভ্যতে সত্যোহয়ং মিথ্যায়
নিত্যোহয়ং ইতি ঐাদিমত বৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ । নচাস্তোহবসানঃ অপর্ধ্যন্তস্বাং নচাদি

উর্দ্ধমূল । ইহার শাখা সকল অধোভাগে বিস্তৃত । অর্থাৎ এই বৃক্ষটি সর্বোর্দ্ধ
তত্ত্বস্বরূপ আমা হইতে জীবের কর্মফল প্রাপক রূপ স্থাপিত । এই বৃক্ষের
নশ্বরত্ব যিনি অবগত হন তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

এই বৃক্ষের শাখা সকল কতকগুলি তমগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী
হইয়াছে । কতকগুলি রজগুণকে আশ্রয় করিয়া সমান ভাবে আছে ।
কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত উর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে । সকল
গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা পুষ্ট হইতেছে । জড়ীয় বিষয় সমূহই ঐ শাখা-
গণের পল্লব । বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বখ-বৃক্ষের জটা সকল অধোভাগে
কর্ম-ফলানুসন্ধান গূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

এই বৃক্ষের-স্বরূপ মনুষ্য লোকে অবগত হওয়া কঠিন, যেহেতু ইহার
আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না । বাস্তব বিনশ্বর এই বটমূল অশ্বখ
বৃক্ষকে অসঙ্গ শব্দের দ্বারা ছেদ করিয়া সত্য বস্তুর অবধারণ করা কর্তব্য ।

অন্থথমেনং স্থবিরুচ্চ মূল-

মসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন হিহা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

নির্মানমোহা জিত সঙ্গদোষা

অধ্যাত্ম নিত্য। বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ স্থখ দুঃখসঙ্কে-

র্গচ্ছন্ত্য যুতাঃ পদ মব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

রদাদিহাং ন চ সংপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ কিমাধাবঃ কোহরমিত্যপিনোপলভ্যতে তজ্জানাতাবাদিত্তি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

যথা তথায়ং ভবতু জীব মাত্র দুঃখৈক নিদানস্তান্ত্রহেদকং শস্ত্রং অঙ্গং জাযা তেনৈনং । হিহা এব অন্তমূলতলহো মহানিধিবশেষে ইত্যাহ অন্থথমিতি । অসঙ্কেহত্র অন্যাসক্তিঃ সর্বত্রবৈরাগ্যমিতি যাবৎ তেন শস্ত্রেণ কুঠারেণ হিহা যতঃ পৃথক কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্ত মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যং যশেষেভ্যং কীদৃশং তদত আহ । যস্মিন্ গতাঃ বৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তোভূয়ো ন নিবর্তন্তে নচাবর্তন্তে ইত্যর্থঃ । অবেষণ প্রকারমাহ যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা বিস্তৃতা তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভজ্যামীতি ভক্ত্যা অশেষেভ্য মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভক্তভ্যো সত্যং জনাঃ কীদৃশভূতা তৎ পদং প্রাপ্তবৃত্তীত্যাপেক্ষারামাহ নির্মানেনিতি অধ্যাত্ম নিত্যঃ অধ্যাত্ম বিচারো নিত্যোনিত্য কর্তব্যোযেষাং তেপরমাত্মালোচন তৎপরাঃ ॥ ৫ ॥

সেই সত্য তব্ধে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না । সেই আদ্য-পুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি প্রসূত হইয়াছে । যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অহুসঙ্কান কর, তবে সেই আদ্য-পুরুষের প্রতি প্রাপ্তি কর ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অভিমান ও মোহ শূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্যানিত্য বিচার পরায়ণ,

ন তত্তাসন্নতে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যজ্ঞাহা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

তৎপদমৈব কীদৃশমিত্যপেক্ষারামাহ । ন তদিত্তি ঔকা শৈত্যাদি দুঃপরহিতঃ তৎ
ব্রহ্মাকাশমিত্তি ভাবঃ তন্মম পরমং ধাম সর্বোৎকৃষ্টং অজড়ং অতীন্দ্রিয়ং তেজঃ সর্বপ্রকাশকং ।
বহুভিঃ হরিবংশে । “তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম-সর্বং বিতজতে জগৎ । মমৈব তদ্ব্যনং তেজো
জাতুমহসি ভারত ।” ইতি । ন তত্র সূর্যো ন চ চন্দ্র তারকে নেমা বিদ্যাতোভাস্তি কুতোহর-
নয়িঃ । তমেবভাস্তমমুভাস্তি সর্বং তস্য ভাস । সর্বমিদং বিভাস্তি ইতি প্রতিভাস্ত ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তকাম, সুখ দুঃখ ভ্রান্তিহীন সমূহ হইতে মুক্ত পুরুষ সকল সেই অব্যয়
পদ লাভ করেন ॥ ৫ ॥

সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর তাহার আনন্দলীতে নিবৃত্তি হয়
না । মূল তত্ত্ব এই যে জীবের দুইটা অবস্থা অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি ।
সংসার দশায় জীব দেহাশ্রয়ীভিমান বশতঃ জড় সঙ্গ লিপ্সু । মুক্ত অবস্থায়
শুদ্ধ জীব আমার পবিত্র ভাবের নিরন্তর আশ্বাদক । সেই অবস্থা লাভ করিতে
হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা সংসার রূপ অশ্বখ বৃক্ষকে ছেদন
করা কর্তব্য । জড় সম্বন্ধীয় বস্তুর আশক্তিকে সঙ্গ বলা যায় । জড় মধ্যে
অবস্থিত হইয়াও যিনি জড় সঙ্গ ত্যাগে সক্ষম তাঁহার স্বভাব নিঃশব্দ । তিনিই
কেবল নিঃশব্দ ভক্তিলাভ করেন । সংসঙ্গকেও অসঙ্গ বলি; অতএব সংসারী
জীব জড়াসক্তি ত্যাগ ও সংসঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত সঙ্গ আশ্রয় দ্বারা সাংসারকে
সমূলে ছেদন করিবে । কেবল সন্ন্যাস লিঙ্গ ধারণ করিয়া তাঁহারা বৈরাগ্য
আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসার নাশ হয় না । ইতর তৃষ্ণা ত্যাগ পূর্বক
পরম রসরূপ মজ্জিত্তি অবলম্বন করিলে সংসার নাশরূপ মুক্তিই জীবের
অবাস্তব ফল স্বরূপ উপস্থিত হয় । অতএব দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তির
উপদেশ হইয়াছে তাহাই মঙ্গলাকাজী জীবের একমাত্র প্রয়োজন । পূর্ব
অধ্যায়ে সমস্ত জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবক স্বরূপ শুদ্ধ জ্ঞানের নিঃশ-
ব্দতা কথিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে সকল প্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা
এবং ভক্তির আত্মসঙ্গিক ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নিঃশব্দতা প্রদর্শিত
হইল ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশোজীবনোহেক জীবত্বতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ বর্তমানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানিকবর্তি ॥ ৯ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীন্দ্রিয়ঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ১০ ॥

ভক্ত্য। সংসারমতিক্রমাং স্তব্ধপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষ্যামাহ মমৈবাংশ ইতি ।
বহুত্বং বারাহে । “বাংশশর্দধিভির্ভিন্নাংশ ইতি বৈধায় মিথ্যতে । ভিভিন্নাংশস্তজীবঃ সাদৃশ্যমিতি ।
সনাতনো নিত্যঃ সচ বদ্ধদশায়াঃ মন এষ বট বেষাং তানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতা বৃশাদৌহিত্যানি
কবর্তি । মমৈবৈতানীতি স্বীয় স্বাভিমানেন্ণ গৃহীতাঃ পাদ গলশৃঙ্খলীমিব কবর্তি ॥ ৯ ॥

ভাস্তাকৃত্য কিংকরোতীত্যপেক্ষ্যামাহ । শরীরমিতি বৎ স্থূল শরীরঃ কৰ্ম্মবশাদবাপ্নোতি
যচ্চ বস্মাক্ত শরীরাদুৎক্রামতি নিক্রামতি ইন্দ্রিয়ঃ দেহেন্দ্রিয়াদি বাসিন জীবঃ তস্মাত্তত্র এতানী-
ন্দ্রিয়ানি তৃত হৃষ্টেন্ণঃ সহ গৃহীত্বৈব সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুর্ধ্বা আশয়াৎ গন্ধাশ্রয়াৎ
অচ্চন্দনাদেঃ সকাশাৎ স্তম্ভাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অনাত্রযাতি তদ্বদিতার্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি বল জীবের এবজুত দুই প্রকার দশা কিরূপে হয় তবে শুন । আমি
পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান । আমার অংশ দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বাংশ ও ভিভিন্নাংশ ।
স্বাংশ ক্রমে আমি রাম নৃসিংহাদি রূপে লীলা করি । ভিভিন্নাংশ ক্রমে
আমার অনিত্য কিঙ্কর রূপ জীবের প্রকাশ । স্বাংশ প্রকাশে আমার অহং
তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে থাকে । ভিভিন্নাংশ প্রকাশে আমার পারমেশ্বরী অহং তত্ত্ব
থাকে না । তাহাতে জীবের একটা স্বসিদ্ধ অহংত্ব উদয় হয় । সেই ভিভি-
ন্নাংশ-গত-তত্ত্ব-স্বরূপ জীবের দুইটি দশা । মুক্ত দশা ও বদ্ধ দশা । উভয়
দশায় জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য । মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে বদাশ্রিত
ও প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্য । বদ্ধ দশায় জীব স্বীয় উপাধি রূপ প্রকৃতিবৃত্ত মন
ও পঞ্চ-বাহেন্দ্রিয় এইরূপ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া
থাকেন ॥ ৯ ॥

মরণান্তেই যে বদ্ধ দশা শেষ হয় এরূপ নয় । এই স্থূল শরীর জীব
কৰ্ম্মাহুসারে জাত করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে । এক
শরীর হইতে অন্য শরীরে গমন কালে সেই শরীর সম্বন্ধীয় কৰ্ম্মবাসনা লইয়া
গিয়া থাকেন । বায়ু যেরূপ গন্ধের আশ্রয় রূপ পুষ্প চন্দন হইতে গন্ধ লইয়া

শ্রোত্রকক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতংবাপি ভুঞ্জানং বা গুণাশ্রিতং ।

বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাঙ্ঘ্র্যবস্থিতং ।

যতন্তোহপ্যকৃতান্নানো নৈনং পশ্যন্ত্যুচেতসঃ ॥ ১১ ॥

- অত্র গদ্য কিংকরোতীত্যাহ। শ্রোত্রমিতি শ্রোত্রাদীনিল্লিঙ্গাণি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপভুক্তে ॥ ৯ ॥

নমু যন্মাং দেহান্নিক্রামতি যস্মিন্ দেহে বা তিষ্ঠতি তদ্রস্তু বা যথাতোগান ভুঙক্তে ইতোবা বিশেষং নোপলভামহে তত্রাহ। উৎক্রামণং দেহান্নিক্রামন্তং স্থিতং দেহান্তরে বর্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানঞ্চ গুণাশ্রিত মিল্লিঙ্গাদি সহিতং বিমূঢ়া অবিবেকিনঃ জ্ঞান চক্ষুৰ্যো বিবেকিনঃ ॥ ১০ ॥

তেচ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবত্যাহ যতন্ত ইতি অকৃতান্নানোহপ্যকৃত চিত্তাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ভূত সূক্ষ্ম সহকারে ইন্দ্রিয় সকল লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

অত্র স্থূল শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মনই বিষয় সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

এইরূপ জীবের উৎক্রমণ, স্থিতি ও গুণ সম্ভোগ মূঢ়লোকেরা বিবেক সহকারে বিচার করিয়া দেখে না। বাঁহারা শুদ্ধ জ্ঞান নিষ্ঠ তাঁহারা এই লম্বদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে জীবের বহু দশাঙ্গী জীবের পদক্ষেপ বড়ই ক্লেশ কর ॥ ১০ ॥

যতমান যোগী সকল বহু জীবের এইরূপ গতি আশ্রয় তত্ত্বই অবস্থিত বোধিয়া আত্মসংযম করেন। অশুদ্ধ চিত্ত যতি সকলও চিত্তত্বের আলোচনা জ্ঞানাবে জীবাত্মার ভব অবগত হন না ॥ ১১ ॥

যদাদিত্য গতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলং ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চান্যো তন্তেজো বিদ্ধি মামকং ॥ ১২ ॥

গামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকং ॥ ১৩ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাত্মিতঃ ।

প্রাণাপান সমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধং ॥ ১৪ ॥

তদেব জীবসা বজ্রাবহারঃ যং যং প্রাপ্যন্ত তত্র অহমেব সূর্য্য চন্দ্রাদীভ্যকঃ সন্মুপ-
করোমীত্যাহ । বহিতি ত্রিভিঃ আদিত্যহিতঃ তেজ এবোদয় পর্য্যন্তে প্রাতঃকালিত্য জীবসা সূর্য্য-
দৃষ্ট ভোগ সাধনকর্ত্ত্ব প্রবর্ত্তনার্থঃ জগন্তাসয়তে এবং যচ্চন্দ্রমসি অগ্নৌচ তত্রখিলং মামকমেব
সূর্য্যাদি সংজ্ঞোহহমেব ভবামীত্যর্থঃ । নভেজসএবং তত্ত্ববিভূতি রিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

গাং পৃথীঃ ওজসা স্ব শক্তা আবিষ্ট অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি
তথাহমেবাত্তরসময়ঃ সোমোভূত্বাদ্রীজাদৌষধীঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাত্মাঃ তদ্বদীপকাত্মাঃ সহিতঃ চতুর্বিধঃ ভক্ষ্যঃ ভোজ্যঃ
লেখ্যঃ চোষ্যঃ । ভক্ষ্যঃ দত্তছেদ্যঃ জঠচণকাদি । ভোজ্যঃ ওদনাদি । লেহ্যঃ গুড়াদি ।
চোষ্যঃ ইক্ষুদণ্ডাদি ॥ ১৪ ॥

যদি বল সংসার স্থিত জীব জড় বতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে
সক্ষম হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে, তবে শুন ।
জড় জগতেও আমার চিৎ সত্তা দেদীপ্যমান । তাহাকে অবলম্বন করিলে
শুদ্ধ চিৎ প্রাপ্তি ও জড়ের নাশ ক্রমশই সম্ভব । সূর্য্যো, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে
অখিল জগৎ প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ । অপরের
নয় ॥ ১২ ॥

পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করতঃ আমি স্বীয় শক্তি দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ
করিতেছি । রূপময় চক্রেরূপে আমি ব্রীহাদি ঔষধী সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

আমি প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানলরূপে প্রবেশ করতঃ প্রাণ ও অপান
বায়ু সংযোগে ভোজ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য এইরূপ চতুর্বিধ অন্ন পাক
করি । অতএব আমিই “সর্ব্বং খণ্ডিৎ ব্রহ্ম” এই বাক্যানুসারে ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

সৰ্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো ।
 মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
 বেদৈশ্চ সৰ্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
 বেদান্ত কৃদেদ বিদেব চাহং ॥ ১৫ ॥
 দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

যথৈব জঠরে-জঠরাগ্নিরহং তথৈব সৰ্ব্বস্য চরাচরস্ত হৃদি সংনিবিষ্টো বুদ্ধি তত্ত্বরূপোহহমেব
 যতঃ মন্তোবুদ্ধি তত্বাদেব পূৰ্ণানুভূতার্থ বিষয়ানুস্মৃতিভাবতি তথা বিষয়েন্দ্রিয় যোগজং জ্ঞানঞ্চ
 অপোহনং স্মৃতি জ্ঞানয়োরপগমশ্চ ভবতীতি । জীবন্ত বন্ধাবহায়াং স্বত্বোপকারত্ব মুক্ত্য মোক্ষাব-
 হায়াং স্বপ্রাপ্যং তত্রাপ্যুপকারকত্বমাহ বেদৈরিতি বেদন্যাস দ্বারা বেদান্তকৃদহমেব যতো
 শ্বেদ বিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোহহমেব মন্তোহন্যোবেদার্থঃ নজানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাদহমেব বেদবিৎ তস্মাৎ সৰ্ব্বেদেদার্থ নিষ্কৰ্ণং সংক্ষেপেণ ব্রবীমি শৃণু ইত্যাহ । দ্বাবিমাণি
 ত্রিভিঃ । লোকে চতুর্দশভূবনাত্মকে জড় প্রপঞ্চেইমৌ যৌ পুরুষৌ চেতনৌস্তঃ কৌ তাবত
 আহ । ক্ষরঃ স্বরূপাংক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতিক্ষবোজীবঃ স্ব স্বরূপান্নক্ষরতীতঃক্ষরঃ ব্রহ্মৈব ।
 এতদ্বৈ তদক্ষরংগার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তীতি শ্রুতেঃ । অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষর

আমি সৰ্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বর রূপে অবস্থিত । আমি হইতেই জীবের
 কৰ্ম্ম ফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে । অতএব
 আমি কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্ম মাত্র নই । কিন্তু জীব হৃদয়স্থিত কৰ্ম্ম ফলদাতা
 পরমাত্মাও বটে । কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মা রূপেই জীবের উপাত্ত নই ; কিন্তু
 জীবের নিত্য মঙ্গল বিধাতা স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা । আমি সৰ্ব্ব বেদ বেদ্য
 ভগবান । সমস্ত বেদান্ত কর্তা এবং বেদান্তবিৎ । অতএব সৰ্ব্বজীবের মঙ্গল
 সাধন জন্ত প্রকৃতি-গত ব্রহ্ম, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পর-
 মার্থ দাতা ভগবান, এবদ্ব্যুত ত্রিবিধ প্রকাশ দ্বারা আমি বহু জীবের উদ্ধার
 কর্তা । ॥ ১৫ ॥

যদিবল যে প্রকৃতি এক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ কত
 গুলি তহা বুঝিতে পারি না, তবে শুন । বস্তুতঃ লোকে দুইটা বই পুরুষ নাই ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণিভূতানি কূটস্থোহক্ষরউচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্তু ন্যঃ পরমাত্মে ত্যাদাহতঃ ।

যো লোক ত্রয়মাবিশ্যবিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

শব্দে ব্রহ্মবাচক এবদৃষ্টঃ । ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুনর্বিধয়তি সৰ্ব্বাণি ভূতানি একোজীব এব অনাদ্য বিদ্যা স্বরূপ বিচ্যুতঃ সন্ কৰ্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্টাঙ্ককো ব্রহ্মাদি স্বাবরাট্যানি ভূতানি ভব-
তীতার্থঃ । জাত্যাবাকবচনং । দ্বিতীয় পুরুষোহক্ষরস্তুকূটস্থ একেনৈব স্বরূপেনাবিচ্যুতিমতা
সর্ব কালব্যাপী । একরপতয়াতু যঃ কালব্যাপী সকূটস্থ ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানিভিরূপাসাং ব্রহ্মোক্তা যোগিভিরূপাসাং পরমাত্মানমাহ উত্তম ইতি তু শব্দঃ পূৰ্ব্বে
শিষ্টাদ্যোক্তকঃ । জ্ঞানিভ্যাশ্চাধিকৌ যোগীভ্যুপাসক বৈশিষ্ট্যাদেবোপাসাবৈশিষ্ট্যং চ লভাতে ।
পরমাত্মতত্ত্বমেব দর্শয়তি য ঈশ্বরঃ ঈশণশীলঃ অব্যয়ো নিরীকার এবসন্ লোকত্রয়ং কুংসমা-
বিশ্য বিভর্তি ধারয়তি পালয়তি চ ॥ ১৭ ॥

তাহাদের নান ক্ষর ও অক্ষর । বিভিন্নাংশ গত চৈতন্য রূপ জীবই ক্ষর পুরুষ ।
স্বস্বরূপ হইতে ক্ষরণ শীল তটস্থ স্বভাব বশতঃ জীবকে ক্ষর পুরুষ বলা যায় ।
স্বস্বরূপ হইতে ঘাঁহার কখন ক্ষরণ হয় না একরূপ স্বাংশ তত্বই অক্ষর পুরুষ ।
অক্ষর পুরুষের অণু নাম কূটস্থ পুরুষ । সেইকূটস্থ অক্ষর পুরুষের তিন প্রকার
প্রকাশ । জগৎ সৃষ্টি হইলে তাহাতে সর্বব্যাপীত্ব সম্বা স্বরূপে এবং তাহার
সমীপ্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ লক্ষিত হন, তিনি ব্রহ্ম ।
অতএব ব্রহ্ম জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ । স্বতন্ত্র তত্ত্ব নন । জগতে চিৎ স্বরূপ
জীব সকলকে আশ্রয় দিয়া যে প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ চিত্তত্বের প্রকা-
শক হয়, তাহাই পরমাত্মা । তিনিও জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ । স্বতন্ত্র-
নন ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মা রূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ সামান্ততঃ অক্ষর পুরুষ রূপ ব্রহ্ম
অপেক্ষা উত্তম । তিনিই ঈশ্বর এবং লোক ত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তর্তা স্বরূপ
বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ কৰমতীতোহহমকরাদপিচোত্তমঃ ।

অতোহগ্নিলোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যোগিভিরূপাঙ্গং পরমাত্মান মুক্তা ভক্তিরূপাঙ্গং ভগবত্ত্বং বদন্ ভগবত্ত্বোহপি স্বত্বকৃষ্ণক-
পাঙ্গ পুরুষোত্তম ইতি নামবাচক্যাং সর্বোৎকর্ষমাহ । বস্মাদিতি ক্রমঃ পুরুষং জীবাত্মানং
অতীতঃ অক্ষরং পুরুষাৎ ব্রহ্মত্ব উত্তমঃ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ । “যোগিনা-
মপিসর্বোবাং মদ্যতেনাপ্তবান্না । শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত্যভ্যাসাঃ সমেযুক্ত তমোমতঃ ।” ইতি
উপাসকবৈশিষ্ট্যাৎ দেবোপাসা বৈশিষ্ট্যাভ্যাং চকারাভগবতো বৈকুণ্ঠনাথাদেঃ সকাশাদপি ।
“এতেচঃশকালাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” ইতি স্মৃত্যুক্তে রহস্যম্ভঃ । অত্র
বদ্যাপোকমেব সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ বস্তু ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ শব্দৈরুচ্যতে নতু বস্তুতঃ
স্বরূপতঃ কোহপি ভেদোহস্তি স্বরূপদ্বয়ভাবাদিতি ষষ্ঠ্যঙ্কোক্তেঃ । তদপিতত্ত্ব-
পাসকানাং সাধনতঃ ফলতঃ চ ভেদ দর্শনাৎ ভেদ ইব জ্ঞাপয়িত্তে । তথাহি ব্রহ্ম পরমাত্ম
ভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্ত্বং প্রাপ্তি সাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলক জ্ঞানযোগ্যোর্বস্তুতো
মোক্ষ এব ভক্ত্যন্ত প্রেমবৎ পার্শ্বদৃশ্য তত্র ভক্তাবিনা জ্ঞান যোগাভ্যাং “নৈকস্ম মপ্যচ্যুতভাব
বর্জিতং ন শোভত” ইতি “পূরেহ ভূম্ন বহবোপি যোগিনঃ” ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি ।
ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ স্বসাধ ফল সিদ্ধার্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কর্তব্যেব ভগবদু-
পাসকৈস্ত্বস্বসাধা ফল সিদ্ধার্থং ন ব্রহ্মোপাসনানাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে । “ন জ্ঞানং
ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেষো ভবেদিহেতি ।” “সংকল্পতি ধৃতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতঃশবৎ” ইত্যাদি
“সর্বং মন্তন্তি যোগেন মন্তন্তোলভতেহস্তসা । স্বর্গাপবর্গমন্ধান কথঞ্চিদপিবাঙ্কতি” ইতি ।
“যাবৈসাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে । তয়ান্বিতা তদাপ্নোতি নরোনারায়ণাশ্রয়ঃ ।” ইত্যাদি
বচনেভ্যঃ । অতএব ভগবদুপাসনায়া স্বর্গাপবর্গ প্রেমাদীনি সর্ব ফলাজ্ঞেব লক্ষ্যং শকান্তে ।
ব্রহ্ম পরমাত্মোপাসনাত্ম ন প্রেমাদীনি ইত্যত এব ব্রহ্ম পরমাত্মাভ্যাং ভগবদুৎকর্ষঃ খলু অভেদে-
পুচ্যতে যথ্যৈ তেজস্বেনাভেদেহপি জ্যোতি দীপান্নিগুঞ্জেষু মধ্যে শীতাদ্যার্জিক্রিয়াক্ষেতোরগ্নিপুঞ্জ
এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ যথা অগ্নিপুঞ্জা দপি স্বর্ঘ্যাসা ।
যেন ব্রহ্মোপাসনা পরিপাকতোলভ্যো নির্বাণ মোক্ষঃ স্বেচ্ছৈভ্যোহপাঘবক জরসন্ধাদিভ্যো
মাহাপাপিভ্যোদত্তঃ ইতি । অতএব ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতাত্র যথাবদেব বাখ্যাতঃ শ্রীশ্রীমি
চরণৈঃ শ্রীমধুদন সরস্বতী পাদৈরপি । “চিদানন্দাকারং জলদকচিসারং শ্রুতিগিরং ব্রহ্মজীবাং-

তৃতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম ভগবান । আমি সেই ভগ-
বত্ত্ব । আমি ক্ষর পুরুষ জীব হইতে অতীত । অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা
হইতে উত্তম । অতএব লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্তি

যো মামেব মসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমঃ ।

স সৰ্ববিভক্তজতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ! ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ! ।

হারং ভবজলধিগারং কৃতধিরাং । বিহন্তঃ ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো বারং বারং ভজত
কুশলারম্ভ কৃতিনঃ ।” ইতি । “বংশীবিভূষিত করালবনীরদাভ্যাং পীতাধরা দক্ষণ বিধ্বল-
ধরোষ্ঠাং । পূর্ণেন্দু স্নন্দর মুখাদর বিন্দনেত্র্যাং কৃষ্ণাং পরং কিমপিতম্ মহঃ নজানে”
ইতি । “এমাণতোহপি নিগীতং কৃষ্ণ মাহাস্মা মদুতং । নশকু বন্তি যে সোঢ়াং তে মুঢ়া নিরয়ং
গতাঃ ।” ইত্যুক্তবন্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে সবেদ্যকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ । ঘোইমো ইত্যাদি
শ্লোকত্রয়স্যাস্য বাখ্যায়ামস্যাং অভ্যাসুয়া নাবিকর্তব্যো নমোহন্তু কেবল বিস্তাঃ ॥ ১৮ ॥

নমোহন্তুঃস্বরা ব্যবস্থাপিতেপার্থে বাদিনো বিদন্ত এব তত্র বিবদন্তাং তে মন্মারামোহিতাঃ
সাধুস্ত ন মুহ্যতীত্যাহ যো মামিতি । অসং মুঢ়ঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্ত সংমোহঃ । সএব
সর্ববিং অনধীতঃ শাস্ত্রোঃপি সম্রব সর্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ । তদন্যঃ কলাধীতাধ্যাপিত সর্ব
শাস্ত্রোঃপি সংমুঢ়ঃ সমাঙ্কমূর্খ এবতি ভাবঃ তথা য এবং জানাতি সএব মাং সর্বতোভাবেন
ভজতি তদন্যোভজন্তপি নমাং ভজতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

করে । অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি
পুরুষ । অক্ষর পুরুষের তিনটি প্রকাশ । সামান্য প্রকাশ ব্রহ্ম, উত্তম প্রকাশ
পরমাত্মা ও সর্বোত্তম প্রকাশ ভগবান ॥ ১৮ ॥

যিনি নানা মতবাদ দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দ
স্বরূপকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ববিং এবং তিনি সর্বভাবে
আমাকে ভজনা করিতে সক্ষম ॥ ১৯ ॥

হে অনঘ ! এইপুরুষোত্তম যোগটি সর্বগুহ্যতম শাস্ত্র । ইহা অবগত
হইলে বুদ্ধিমান জীব কৃত কৃত্য হয় । হে ভারত ! এই যোগ অবগত
হইলে ভক্তির আশ্রয় গত ও বিষয় গত, সমস্ত কথায় দূর হয় । ভক্তি একটি
বৃত্তি বিশেষ । তাহার স্নন্দর ক্রিয়া সম্পাদনার্থে তাহার আশ্রয় যে জীব
তাহার স্বীয় গুণত্বা ও বিধ্বয় যে ভগবান তাহার পূর্ণ আবির্ভাব এই দুইটি
নিত্য আবশ্যক । ভগবত্ত্ব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বুদ্ধি বা পরমাত্মা বুদ্ধি থাকে

এতদ্বুদ্ধাবুদ্ধিমান্ শ্রীং কৃতকৃত্যং চ ভারত ! ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং, ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসুত্রাক্ষং বিদ্যায়াং-
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে পুরুষোত্তম যোগো নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি বিশেষতাল্লোক্যৈরেভিরতি রহস্যং শাস্ত্রমেব সম্পূর্ণং
ময়োক্তং ॥ ২০ ॥

জড়চৈতন্ত্য বর্ণনাঃ বিবৃতং কুর্কৃতাকৃতং ।

কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যধ্যায়ার্থ ইরিতঃ ॥

ইতি সারার্থ বর্ণিণাঃ হর্ষিণাঃ ভক্তচেতসাং ।

গীতাশ্রয়ঃ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যং ।

সে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভক্তি ক্রিয়া লাভ করেনা । পুরুষোত্তম বুদ্ধি হইলেই ভক্তি
বিশুদ্ধ ভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥

জড় ও চৈতন্ত্যের পার্থক্য এবং চৈতন্ত্য

তত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ-বিচার এই

অধ্যায়ে লক্ষিত হয় ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

—*—

• শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্ব 'সংশুদ্ধিক্ত'ান যোগং ব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবং ॥ ১ ॥

অহিংসাসত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনং ।

দয়াভূতেশ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং ॥ ২ ॥

ষোড়শে সম্পদঃ দৈবী মাহুরীমপাবর্ষণং ।

সর্গঞ্চ দ্বিবিধং দৈব মাহুরং প্রভুরক্ষয়ং ।

অনন্তরাধায়ে উর্দ্ধ মূল মধঃ শাপ মিত্যাদিন। বর্ণিতসা সংসারার্থং বৃক্ষসা ফলানি ন বর্ণিতানি ইতানুসৃত্যান্মিথ্যায়েতস্যা দ্বিবিধানি মোচকানি বন্ধকানিচ ফলানি বর্ণয়িত্বান্ প্রথমং মোচকানাং অভয়মিতি ত্রিভিঃ । তান্ত পুন কলহাদিক একাকী নিজ্জনেবনে কথং জীব-
নামিতি ভুররাহিত্যমভয়ং । সত্ত্ব সংশুদ্ধিঃ চিত্ত প্রসাদঃ । জ্ঞান যোগ জ্ঞানোপায়ে অমানি-
হ্বাদৌ ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠাদানং স্বভোজ্যাস্যানাদেঃ যথোচিত সংবিভাগঃ । দমোবাহোজ্ঞির
সংযমঃ । যজ্ঞো দেব পূজা । স্বাধ্যায় বেদপাঠঃ । আদীনি স্পষ্টানি ॥ ১ ॥

তাগঃ পুত্রকলহাদিষু মমুতাতাগঃ অলোলুপত্বংলোভাভাবঃ ॥ ২ ॥

এখন তোমার মনে একরূপ সংশয় হইতে পারে যে সর্ব শাস্ত্রেই সাত্ত্বিক
ধর্ম্মাচরণ পূর্বক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহার তত্ত্ব কি? সেই সংশয় দূর
করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে সংসার রূপ অস্থিত বৃক্ষের ছইটি ফল
আছে । একটি ফল জীবের গাঢ় বন্ধ-সাধক এবং একটি ফল সংসার মুক্তি
জনক । জীব উর্দ্ধ সত্ত্ব ময় । বন্ধ দশায় তাহার শুদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্মটা গুণীভূত
হইয়াছে । সত্ত্ব সংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয় । সত্ত্ব সংশুদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্র
সকল জ্ঞান যোগের ব্যবস্থা করিয়াছে । সত্ত্ব সংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল
কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই দৈবী সম্পদ । যে সকল কার্য্য দ্বারা

ভুতজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তিসম্পদং দৈবীমতি জাতশ্চ ভারত ! ॥ ৩ ॥

দন্তো দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বাঘেব চ ।

অজ্ঞানং চাতি জাতশ্চ পার্থ ! সম্পদ মাস্থরীং ॥ ৪ ॥

দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থরীমতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবী মতিজাতোহসিপাণ্ডব ! ॥ ৫ ॥

এতানিষড়্বিশতি রত্নাদীনৈবীং সাহসিকীং সম্পদ মতিনক্ষ্য জাতস্য সাহসিকাঃ সম্পদঃ
প্রাপ্তি বাগ্লকেক্ষণে জন্মলব্ধতঃ পুংসোভবন্তি ॥ ৩ ॥

বন্ধকানি কলানাহ। দন্তঃ স্বসাধার্মিকহেপি ণাশ্বিকহ প্রপ্যাপনং। দর্পো ধনবিদাদি
হেতুকোপকর্ষঃ। অতিমানোহন্যকৃত সংমাননাকাঙ্ক্ষিৎ কলত্রপুত্রাদিধাসজির্বা। ক্রোধ
প্রসিক্ঃ। পার্শ্বাঘে নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান মণিবেকঃ। আস্থরীমিত্তাপলক্ষণং রাক্ষসী মপি
সম্পদ মতিজাতস্য রাজস্যান্ত্যামস্যাশ্চ সম্পদঃ প্রাপ্তি হৃচকক্ষণে জন্মলব্ধতঃ পুংসঃ এতানি
দন্তাদীন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এতয়োঃ সম্পদোঃ কাথ্যং দর্শয়তি দৈবীতি। হস্ত হস্ত শর এহারৈর্বন্ধন জিঘাংসোঃ পার্শ্বাঘে
ক্রোধাদি মতো মমৈবেয় মাস্থরী সম্পৎ সংসার বন্ধ প্রাপিকাদৃশ্যতে ইতিবিদ্যন্ত মর্জুনঃ
আশ্বাসয়তি মাশুচ ইতি পাণ্ডবেতি তব ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নস্য সংগ্রামে পার্শ্বাঘে ক্রোধাদ্যাঃ ধর্ম
শাস্ত্রে বিহিতা এব তদশ্চত্রেব এব তে হিংসাদ্যা আস্থরী পদ্বিতি ভ। ॥ ৫ ॥

জীবের সম্ব সংস্কৃতির ব্যাঘাত হয় সেই সকলই আস্থরী সম্পদ। দান, দম,
যজ্ঞ, তপ, অর্জ্জব, বেদ পাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পর
নিন্দাবর্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্রমা, ধৃতি,
শৌচ, অদ্রোহ, অনতিমানতা এই শোলটী গুণকে দৈব সম্পদ বলা যায়।
গুণলক্ষণে জন্ম হইলে ঐ সম্পৎলব্ধ হয় ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

দন্ত, দর্প, অতিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক, অসজ্জাত ব্যক্তিগণের
আস্থরী সম্পৎ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ দ্বারাই মোক্ষ চেষ্টা সম্ভব এক আস্থরী সম্পদ ক্রমেই বন্ধন
হইয়া পড়ে। হে অর্জুন! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ পূর্বক জ্ঞান যোগ দ্বারা সম্ব

দ্বৌভূত সর্গে । লোকেহস্মিন্ দৈবআত্মরএবচ ।
 দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আত্মরং পার্থ ! মে শৃণু ॥ ৬ ॥
 প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরাত্মরাঃ ।
 ন শৌচং নাপিচাচারো ন সত্যং তেষুবিদ্যতে ॥ ৭ ॥
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহ রনীশ্বরং ।

তদপি বিষয় মৰ্জ্জনং প্রতি আত্মরী সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ । স্বাবিতি বিস্তরশঃ প্রোক্ত ইতি
 অভয়ং সত্ব সত্ত্বকিরিতাদি ॥ ৬ ॥

ধর্মেপ্রবৃত্তিঃ অর্থশ্চা নিবৃত্তিঃ ॥ ৭ ॥

অহ্মরাণাং মত্, মাহ অসত্যং মিথ্যাত্বং ভ্রমোপলব্ধমেব জগতে বদন্তি অপ্রতিষ্ঠং
 প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ন্তদ্রহিতং । নহি খপুস্পসা কিঞ্চিদধিষ্টান মন্তীতি ভাবঃ । অনীশ্বরং মিথ্যা-
 ত্বত্বাদেব ঈশ্বর কর্তৃক যেতর ভবতি স্বৈদজাদীনঃ অকন্মাদেব জাত ত্বাৎ অপরম্পর সত্ত্বত্বং
 অন্যঃ কিং বক্তব্যং । কামহেতুকং । কামোবাদিনামিচ্ছিবহেতুর্ধ্যাত্মা তৎ । মিথ্যাত্ব-
 ত্বাদেব যে যথাকল্পয়িতুং শক্নুৱন্তি তথৈবেতদिति । কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষ্যতে অসত্যং

সংস্কৃতি ছয় । ক্ষত্রিয় বর্ণ লব্ধ তোমার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়াছে । ধর্ম
 যুদ্ধে বন্ধু নাশ ও শরাঘাতাদি কার্য্য যথা শাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আত্মরী
 সম্পদ মধ্যে পরিগণিত নয়, অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক
 পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

হে পার্থ ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি অর্থাৎ দৈব ও আত্মর ।
 দৈব সম্পদ সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষ রূপে বলিয়াছি । এক্ষণে আত্মর
 সম্পদ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

আত্মর স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপ ধর্ম ভেদ জানেনা । শৌচ,
 আচার ও সত্য গীহাদের নিকট আনৃত হয় না ॥ ৭ ॥

আত্মর স্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর
 বলিয়া থাকে । তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে কার্য্য কারণের পরম্পর সম্বন্ধ
 বিশ্ব সৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ শূন্য কার্য্য সত্তে আর ঈশ্বরের প্রয়ো-

অপরম্পর সন্তুতং কিমন্তং কারহেতুকং ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবশ্যত্যা নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যত্র কর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

কামমাত্রিত্য দুস্পূরং দন্তমান মদান্বিতাঃ ।

মোহাদস্পৃহীহ্যাহ সদগৃহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তা মুপাশ্রিতাঃ ।

নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিকং প্রমাণং যত্র তৎতদ্রূপং । “ত্রয়োবেদস্য কঠারো মুনিতপ্তনি-
শাচরাঃ” ইত্যাদি । নাস্তি ধর্মাধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা যত্র তৎ ধর্মাধর্মাবপি ত্রয়োপলব্ধাবিতি
ভাবঃ । অনীধরং ঈধরোহপি ত্রয়োণৈবোপলব্ধতাতে ইতি ভাবঃ । নমু স্ত্রী পুংসরোঃ পরস্পর
প্রযত্ন বিশেষাৎ জগদিদং উৎপন্নং দৃশ্যতে তত্র নৈতদপীতাহ পরস্পর সন্তুত মতি মাতা
পিতৃত্যাং বালক উৎপদ্যত ইত্যপি ত্রম এব কুলালস্য ঘটোৎপাদনেজ্ঞানমিব মাতা পিত্রো-
জ্ঞানমিব বালোৎপাদনে কিল নাস্তিজ্ঞানমিতি ভাবঃ । কিমনাং অন্তঃ কিং বক্তব্য মিতিভাবঃ ।
তন্মাদিদং জগৎকামহেতুকং কামেন স্বেচ্ছয়ৈব হেতুকাঃ হেতুকল্পকা যএতৎ যুক্তিবলেনবেয়ং
হেতুং পরমাণু মায়ৈবরাদিকং জল্পয়িতুং শক্যবন্তি তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এবং বাদিনোহন্থরাঃ কেচিদষ্টাস্থানঃ কেচিদল্লজানাঃ কেচিদগ্রকর্ম্মাণঃ স্বচ্ছন্দাচার্য্যঃ মহা-
নারকিনো ভবন্তীত্যাহ এতামিত্যেকাদশভিঃ । অবষ্টভ্য আলম্ব্য ॥ ৯ ॥

অসদগৃহান্ প্রবর্তন্তে কুমতে এব প্রবৃত্তা ভবন্তি । অণ্ডটানি শৌচাচারবজ্রিতানি ব্রতানি
ষেবাংতে ॥ ১০ ॥

জনতা নাই ! যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন তিনি কাম পরবশ হইয়া
সৃষ্টি করিয়াছেন । আমাদের উপাসনার যোগ্য নন ॥ ৮ ॥

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব হীন, অল্প বুদ্ধি ও
উগ্রকর্ম্মা আত্মর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎ ক্ষয় কার্য্যে প্রভাব
লাভ করে ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র কামকে আশ্রয় করত দন্ত, মান ও মদ যুক্ত হইয়াই পুরুষ গণ
অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহ বশতঃ অসম্বিধে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের
উপভোগকে চরম প্রধান কার্য্য জানিয়া শত শত আশা পাশে আবদ্ধ

কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আশাপাশ শতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধ পরায়ণাঃ ।

ঐহস্তুে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধ মিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্জনং ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হৃতঃ শক্রইনিম্যে চাপরানপি ।

ঐশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহংবলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আচ্যো হভিজ্ঞনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশোময়া ।

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহ জাল সম্মুরতাঃ ।

প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥

প্রলয়াস্তাং প্রলয়োমরণং তৎ পর্যাপ্তাং । এতাবদিতি ইঞ্জিয়াণি বিষয় রূপে মজ্জন্ত নাম কা চিন্তা । ইত্যেতাবৎ এব শাস্ত্রার্থতাৎপৰ্য্যমিতি নিশ্চিতং যেষামুতে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

অশুচৌ নরকে বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায় রূপে কাম ভোগের জন্ত অর্থ সঞ্চয় করে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

তাহারা মনে করে যে অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও আমার পুনরায় এই ধনলাভ হইবে ॥ ১৩ ॥

এই শক্রটাকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব । আমিই ঐশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

আমি আচ্য আর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে । আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যজ্ঞাহষ্ঠান কল্পিব, দান ও আনন্দ ভোগ করিব । অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া এই রূপ তাহারা বলে ॥ ১৫ ॥

অনেক বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত ও মোহ জাল দ্বারা আবৃত হইয়া কাম ভোগে প্রসক্ত চিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

আত্ম সন্তাবিতা শুদ্ধা ধনমান মদাস্বিতাঃ ।

যজন্তে নাম যজন্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকং ॥ ১৭ ॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্র মশুভানাস্ত্ররীষেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আস্ত্ররীং যোনি মাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

আত্মনৈব সন্তাবিতাঃ পূজাতা নীতাঃ নতু সাধুভিঃ কৈশ্বিদিতার্থাঃ । অতএব শুদ্ধা অনয়াঃ ।
নাম মাত্রেণৈব যে যজ্ঞা স্তে নাম যজ্ঞা স্তে ॥ ১৭ ॥

মাং পরমাত্মানং অমানয়ন্ত এষ প্রদ্বিষন্তঃ । যদ্বা আত্মপরা পরমাত্ম পরায়ণাঃ সাধবন্তেষাং
দেহেষু স্থিতাঃ মাং প্রদ্বিষন্তঃ সাধুদেহে দেবদেব মদেব ইতি ভাবঃ । অভ্যাসূয়কাঃ সাধুনাং
গুণেষুদোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মামপ্রাপ্যৈব ইতি নতু মাং প্রাপ্যোতি বৈবশ্বত মশুভরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্ভূগৃহাপরাণ্ডে ইব-
তীর্ণঃ মাংকুলকংসাদিরূপান্তে প্রাপ্য প্রদ্বিষন্তোহপি মুক্তিমেব প্রাপ্নুবন্তীতি । ভক্তিজ্ঞান পরি-
পাকতো লভ্যামপি মুক্তিং তাদৃশপাপিভ্যোহপ্যহং অপার কৃপাসিকুর্দ্দামি নেতি ভূত মরু মনো
হৃদদৃঢ়যোগ যুক্তো হৃদি যমুনরউপাসতে তদুরয়োহপি বয়ঃ স্মরণাদিতি ঐক্যরোপাহঃ অতঃ

সেই স্বয়ং সম্মান লব্ধ, অনন্ন ও ধন, মান ও মদাস্বিত পুরুষগণ অবিধি
পূর্বক দন্তের সহিত নাম মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞন করে ॥ ১৭ ॥

তাহারা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত । স্বীয় দেহ
এবং পর দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে ঘেঁষু করে । এবং
সাধু দিগের গুণেতে দোষারোপ করে ॥ ১৮ ॥

সেই বিদেষী, ক্রুর নরাধম দিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অনন্ত
আস্ত্ররী যোনিতে সর্বদা ফেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব জনিত
ক্রিয়া দ্বারা তাহাদের আস্ত্রর ভাব ক্রমশই বৃদ্ধি হয় ॥ ১৯ ॥

আস্ত্ররী যোনী প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যক্কাং গতিং ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যোদং দ্বারং নাশন মাশ্বনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথালোভ স্তম্বাদেতজ্জয়ং ত্যজ্ঞেৎ ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিন্মুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈ ত্রিভিন্নয়ঃ ।

আচরত্যশ্বনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।

পূর্বোক্তো মমৈব সর্বোৎকর্ষোবরীভূতীতি ভাগবতায়ুত কারিকা যথা । “মাংকৃষ্ণরূপিণং
যাবরাগ্নুবন্তি মমদ্বিষঃ । তাবদেবোধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ২০ ॥

তদেব মাহুরীঃ সম্পত্তী বিস্তাৰ্য্য প্রোক্তা ইত্যতঃ সাধুভঃ । মাত্ততঃ সম্পদং দৈবী
মভি জাতোহসি ভারত ইতি কিংবাহুরানামেতদ্রিকমেব স্বাভাবিক মিতাং
ত্রিবিধমিতি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ
করে ॥ ২০ ॥

আত্মনাশী নরক দ্বার তিন প্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ ।
অতএব উত্তম লোক সকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১ ॥

এই তিন প্রকার তম দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়
আচরণ করিবে । তাহা হইলে পরাগতি লাভ করিবে । তাৎপর্য্য এই
যে সৰ্ব্ব সংস্কৃতির উপায় স্বরূপ বৈধ জীবন অবলম্বন পূর্বক ধর্ম্মাচরণ
করিতে করিতে পরা গতি যে কৃষ্ণ ভক্তি তাহা লব্ধ হয় । কর্ম্ম ও জ্ঞানের
যে উপায় ও উপেষদ্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহ্মার মূল তত্ত্ব এই যে বিমুক্ত
কর্ম্ম ও জ্ঞানের সৰ্ব্বদ্ব মূঠ থাকিলে জীবের সৰ্ব্ব সংস্কৃতি রূপ অভয় পদ লাভ
হয় । তাহাই ভক্তি দেবীর দাসী স্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

শাস্ত্র বিধি এই প্রকার । ইহা পরিত্যাগ পূর্বক, যিনি কামাচারে
বর্তমান হন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না । মূল তত্ত্ব
এই যে মানব সর্বপ্রকার ঐন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না
কর তবে সে নরাধম । আর ঐন্দ্রিয় জ্ঞানও নীতি সম্পন্ন হইয়াও যদি জীবের

ন স সিদ্ধিঃ সবাশোভি ন হুং ন পরাং গতিং ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকাৰ্য্য ব্যবহিতৌ ।

জ্ঞান শাস্ত্র বিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তু মিহাইসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসি
ক্যাং ভীষ্ম পৰ্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে দৈবাস্ত্র সম্পদ্বিভাগ
যোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

আত্মিকাবত এব শ্রেয় ইতাহ য ইতি কামকারতঃ কামচারতঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আত্মিকা এববিন্দিত্তি সদগতিঃ সন্ত এবতে ।

নাস্তিকা নরকঃ যাস্তীতাখায়াার্থো নিরুপিতঃ ॥

ইতি সারার্থ বর্ধিণাং হর্ষিণাং ভক্ত চেষতাং ।

গীতাহষোড়শোহধ্যায়ঃ সম্বতঃ সম্বতঃ সভাং ।

অধীনতা না স্বীকার করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল । জীবনের
অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিগুহ জ্ঞান সহকারে ভগবদ্ভক্তির
অনুশীলন না করে সেও পরাগতির যোগ্য হয় না । অতএব সৰ্ব্ব শাস্ত্রের
তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয় ॥ ২৩ ॥

অতএব কার্য্যাকাৰ্য্য ব্যবহাতে শাস্ত্রই এক মাত্র প্রমাণ । শাস্ত্রের
তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা অবগত হইয়া তুমি কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২৪ ॥

• আত্মিকা দ্বারা সদগতি ও নাস্তিক

সকলের নরক হয়, ইহাই এই

অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায় ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াধিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্বিকী রাজসীচৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

অথ সপ্তদশেবন্ত সাত্বিকং রাজসং তথা ।

তামসঞ্চ বিবিচোক্তং পার্থ প্রমোদনং যথা ॥

নহুআহুর সর্গমুক্তা তদুপসংহারে । “যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্জতে কামচারতঃ । ন স সিদ্ধিঃ
মবাপ্নোতি নহুং ন পরাগতিঃ ।” ইতি ত্রয়োক্তং তত্রাহমিদং জিজ্ঞাসে ইতাহ যে ইতি যে
শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য কামচারতোবর্জন্তে কিন্তু কামভোগ রহিতা এব শ্রদ্ধয়াধিতাঃ সন্তো যজন্তে
তপোযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ জপ যজ্ঞাদিকং কুর্ন্তি তেষাং কা নিষ্ঠা স্থিতিঃ কিমালম্বন মিত্যর্থঃ । তৎ
কিং সত্ত্বং অহোষিৎ রজঃ অথবা তমঃ তৎস্রজীত্যাৰ্থঃ ॥ ১ ॥

ভো অৰ্জুন এধমঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য যজতাং নিষ্ঠাঃ শৃণু পশ্যৎ শাস্ত্র বিধিতাঃ
নিষ্ঠা তে বক্ষ্যামীত্যাহ ত্রিবিধেতি । স্বভাবঃ প্রাচীন সংস্কার বিশেষঃ তন্মাত্ৰ জাতা শ্রদ্ধা
সাত্বিকী ॥ ২ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অৰ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! আমার একটা সংশয়
উপস্থিত হইল । আপনি কহিয়াছেন (৪—৩৯) যে শ্রদ্ধাবান্ লোকই
জ্ঞান লাভ করেন । পুনরায় বলিলেন যে শাস্ত্র বিধিক্রিয়া পূৰ্ব্বক যিনি
কাম স্রষ্টাকারে প্রবৃত্ত হন তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি হয় না । এখন
জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র বিপরীত হয় তবে কি হয় ? সেই রূপ
শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্ব সংস্কৃতি তাহা লাভ
করিবে কি না ? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন, বাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ
পূৰ্ব্বক শ্রদ্ধাপ্রসে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে সাত্বিক কি রাজসিক কি
তামসিক বলা যাইবে ? ॥ ১ ॥

ভগবান কহিলেন, দেহীদিগের স্বভাব দ্বনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার, সাত্বিকী
রাজসী ও তামসী ॥ ২ ॥

সহানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ! ।

শ্রদ্ধাময়ো যং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্বিক। দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাং শচান্যে যজন্তে তামসাজনাঃ ॥ ৪ ॥

সহঃ অন্তঃকরণং ত্রিবিধং সাত্বিকং রাজসং তামসকং তদনুরূপা । সাত্বিকান্তঃ করণানাং সাত্বিকোব শ্রদ্ধা রাজসান্তঃ করণানাং রাজসোব তামসান্তঃ করণানাং তামসোব ইত্যর্থঃ যচ্ছ্রদ্ধা যশ্মিন যজবীর্যেদেবে অহরে রাক্ষসে বা শ্রদ্ধাবান্ যোভবতি স স এব ভবতি তত্ত্বংশক্বে নৈব বাপদিশ্রুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি সাত্বিকান্তঃ করণাঃ সাত্বিকা শ্রদ্ধা সাত্বিক শাস্ত্রবিধিনা সাত্বিকান্ দেবানোব যজন্তে দেবেষোব শ্রদ্ধাবজ্ঞাং দেবা এবোচ্যন্তে । এবং রাজসঃ রাজসান্তঃ করণাঃ ইত্যাদি বিবরীতবাং ॥ ৪ ॥

হে ভারত ! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময় । যে পুরুষের যে প্রকার সত্ত্ব তাহার সেই রূপ শ্রদ্ধা । যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে তৎ স্বরূপ । মূল তত্ত্ব এই যে, জীব স্বভাবতঃ মদংশ ; অতএব নিগুণ । আমার সম্বন্ধ বিশ্ব্বতি প্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে । বহুদশা প্রবেশ অবধি প্রাচীন সংস্কার, বশতঃ তাহার একটা সগুণ স্বভাব হইয়াছে । সেই স্বভাব হইতে তাহার অন্তঃকরণের গঠন । সেই অন্তঃকরণকেই সত্ত্ববলি । সত্ত্ব সংস্কৃতিই অভয় পদ । সংস্কৃত সত্ত্বের শ্রদ্ধা নিগুণ ভক্তি বীজ । অসংস্কৃত সত্ত্বের শ্রদ্ধা সগুণ । শ্রদ্ধা যত দিন নিগুণ বা নিগুণ উদ্দেশিনী না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারই নাম কাম । কামাত্মিক। সগুণ শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

সাত্বিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতা দিগকে, রাজসিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ যক্ষ রাক্ষস গণকে এবং তামস শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ ভূত প্রেত দিগকে যজ্ঞ করে ॥ ৪ ॥

অশান্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ ।

দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কাম রাগ বলাবিত্তাঃ ॥ ৫ ॥

কর্ষন্নন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামমচেতসঃ ।

মাকৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থর নিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথ্যদানং তেষাং ভেদ মিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

যদ্বরা পৃষ্টং যে শাস্ত্র বিধিসুংযজ্ঞা কামভোগরহিতাঃ শ্রদ্ধয়া যজন্তে তেষাং কা নিষ্ঠেতি তস্যোত্তর মথুনা শৃণ্বিতাহ অশান্ত্রেতি বাত্যাঃ ঘোরঃ প্রাণিত্যকরঃ তপস্তপ্যন্তে কুর্ক্ণন্তীভূত-লক্ষণঃ ইদং অপবাগাদিকমপি অশাস্ত্রীয়ং কুর্ক্ণন্তি । কামাচরণরাহিতাঃ শ্রদ্ধাযুক্তত্বক স্বতএব লভ্যতে । দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা ইতি । দম্ভাহঙ্কারভ্যাং বিনাশাস্ত্র বিধুন্নজনানুপপত্তেঃ । কামঃ স্বসাজ্ঞারামরত্ব রাজাদ্যভিলাষঃ । রাগস্তপস্য সক্তিঃ । বলঃ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতীনাং বিব তপঃ করণ সামর্থ্যং তৈরবিত্তাঃ ॥ ৫ ॥

শরীরস্থনারস্তকচেন দেহস্থিতঃ । ভূতানাং পৃথিবাদীনাং গ্রামং সমুহং কর্ষন্নন্তঃ কৃশী কুর্ক্ণন্তঃ মাঞ্চ মদঃশত্ভূতঃ জীবক্ হুঃখয়ঃ । আহর নিশ্চয়ান অহরাণামেব নিষ্ঠায়াং স্থিতা ব্রিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তদেবং যে শাস্ত্র বিধিত্যাগিনঃ কামচারেণ বর্জন্তে পূর্বাধারোক্তাঃ । যে চান্নিগ্নধায়ে আহর শাস্ত্র বিধিনা বক রক প্রেতাদীন্ যজন্তে যে চ অশাস্ত্রীয়ং তপ আদিকং কুর্ক্ণন্তি তে সর্বে আহর সর্গ মধাগতা এব ভবন্তি ইতি প্রকরণার্থঃ । তথাপ্যাহারাদীনাং বন্ধমাণানাং ত্রৈবিধ্যাং তদ্বতাং বখাযোগং দৈব মাস্থরক সর্গঃ স্বয়মেব বিবিচ্য জানীহ ইত্যাহ আহারকিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ ॥ ৭ ॥

যে সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বল যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার বিশিষ্ট লোকেরা অবলম্বন করে ॥ ৫ ॥

যাহারা শরীরস্থ ভূত সকলকে উপবসাদি রূপ কঠিন তপস্তা দ্বারা কর্ষন করে এবং স্ততঃ তদন্তত্ব আঁমার অংশভূত জীবকে হুঃখ দেয়, তাহারা আহর নিষ্ঠায় অবস্থিত ॥ ৬ ॥

অন্ন ও গণের আহার ও সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ । তজ্জপ তাহাদের যজ্ঞ, তপ ও দানও তন্ত্বেদ ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্য স্বথ প্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্যাঃ স্নিদ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ । ৮ ।

কটুন্ম লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসস্ত্রোচ্চাভুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

যাত যামং গতরসং পুতি পৰ্যুষিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তর্মিসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

আয়ুরিতি সাত্ত্বিকাহারবতাং আয়ুর্বিবৰ্দ্ধতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ । সত্বমুৎসাহঃ রস্যা ইতি কেবল
গুড়াদীনাং রস্যেষেপিক্ৰমং অত আহ স্নিদ্ধা ইতি । দুগ্ধকেনাদীনাং রস্যেষেপিক্ৰমং
অহৈর্ধ্যাং অত আহ স্থিরা ইতি । পনশ ফলাদীনাং রস্যেষেপিক্ৰমং স্থিরেষেপি হৃদয়দাহিতঞ্চ
অতআহ হৃদ্যা হৃদয় হিতা ইতি । তেন সগব্য শর্করা শালিগোধূমারাদ্বয়ঃ এব রস্যাহাদি
কটুষ্ণগুণ বধ্যং সাত্ত্বিক লোক প্রিয়াজেরাঃ তেষাং প্রিয়ত্বে সত্যেব সাত্ত্বিকবৎ জ্ঞেয়ং । কিঞ্চ
গুণচতুষ্টয়বৎসেপি অপাবিত্র্যে সতি সাত্ত্বিক প্রিয়ত্বা দর্শনাৎ অত্র পবিত্রা ইতাপি বিশেষণং
দেয়ং । তামস প্রিয়েষু অমেধ্য পদ দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

অতিশয়ঃ কটুাদিষু সন্তুষ্টি সন্তুষ্টিতে । অতিকটু নির্ধাদিঃ । অত্যন্ত লবণোষ্ণঃ প্রসিদ্ধ
এব । অতি তীক্ষ্ণা মূলিকাবিষাদিঃ মরীচ্যাদির্বা । অতিক্রমো হিঙ্গুকোদ্রবাদিঃ । বিদাহী-
দাহ করঃ ভ্রষ্ট চনকাদিঃ । এতে দুঃখাদি প্রদাঃ । তত্রদুঃখং তাৎকালিকে রসনা কঠাদি
সন্তাপঃ শোকঃ পঞ্চান্তাবিদৌর্মনস্যঃ আময়োরোগঃ ॥ ৯ ॥

যাতো যামঃ গ্রহরো বস্য পক্ষ্যাদিনাদেবুৎ যাতযামং শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত মিতার্থঃ । গত
রসং ত্যক্ত স্বাভাবিক রসং নিষ্পীড়িত রসং পক্ষ্মাদিপট্টাদিকং বা পুতি দুর্গন্ধঃ । পৰ্যুষিতং
দিনান্তর পকং । উচ্ছিষ্টং গুর্বাদিতোহন্তেষাং ভুক্তাবশিষ্টং অমেধ্যং অতকং কলজাদি ।

সাত্ত্বিক প্রিয় আহার সকল আয়ু, সত্ব, বল, আরোগ্য, স্বথ ও
প্রীতি বিবৰ্দ্ধক । তাহার রসকারী, স্নিদ্ধকারী, স্থৈর্ধ্য কারী ও দেহের
হিতকারী ॥ ৮ ॥

নিষাদি অতি কটু, অতি অন্ন, লবণ ও উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ লঙ্ঘামরিচাদি,
অতি বিদাহী ভ্রষ্ট চনক সার্ষপাদি, দুঃখ, শোক ও রোগকারী, আহার সকল
রাজস লোকের প্রিয় ॥ ৯ ॥

এক গ্রহরের অধিক কাল পক হইয়া থাকিলে যে খাদ্য দ্রব্য শৈত্য
লাভ করে, নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পুতি গন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব দিনে

অকলাকাজ্জিকিৰ্ঘজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যক্ৰব্যামেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দন্তার্থমপি চৈব যঃ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২ ॥

বিধিহীন মসৃষ্টাশ্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জবং ।

ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পৰ্ব্বালৌচ্যে বহির্ভেদবিধিঃ সাত্বিকাহার এব সেব্য ইতি ভাবঃ । বৈকবৈশ্বসোহপি ভগবদনিবেদিত স্ত্যাজ্য এব ভগবদ্নিবেদিত মনাদিকন্ত নিগুণ ভক্তলোক প্রিয়ঃ ইতি শ্রীভাগ-
বতাজ্জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০ ॥

অথ যজস্য ত্রৈবিধ্যমাহ অকলাকাজ্জিকিৰ্ঘজিতি । কলাকাজ্জিরাহিতো কথং যজ্ঞে প্রবৃতি
রত আহ যক্ৰব্যামেবেতি ঋগুষ্ঠেরদ্বেন শাস্ত্রোক্তদ্বাদবশুককৰ্ত্তব্যমেতদিতিননঃ সমাধায় ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অসৃষ্টাশ্নং অন্নদান রহিতং ॥ ১৩ ॥

তপসঃসংল্লিখ্যং বদন্ প্রথমং সাত্বিকস্য তপস ত্রৈবিধ্যমাহ দেবেভ্যাদি ত্রিভিঃ ॥ ১৪ ॥

পক হইয়া পৰ্য্যুসিত আছে, গুরু জন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য
মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য সকল তামস লোকের প্রিয় ॥ ১০ ॥

যজ্ঞের ভেদ এই যে কলাকাজ্জা হীন, বিধি সম্মত, কৰ্ত্তব্য বোধে অহুষ্ঠিত
যজ্ঞই সাত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১ ॥

কলাতি সন্ধির সহিত এবং দস্তের জন্ত কৃত যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া
জানিবে ॥ ১২ ॥

বিধি হীন, অন্নদান রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা হীন ও শ্রদ্ধা রহিত যজ্ঞই
তামস যজ্ঞ ॥ অহলে তামস শ্রদ্ধাকে নিতান্ত স্বরূপ ভ্রষ্ট বলিয়া শ্রদ্ধা
বলিয়া স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩ ॥

তপস্যার ভেদ এই যে দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ,
ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহারা শরীর সম্বন্ধীয় তপ ॥ ১৪ ॥

অনুদেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতকং যৎ ।

স্বাধীয়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাংস্বিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিৰ্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥

সংকার মান পূজার্থং তপোদন্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরশ্রোৎসাদনার্থং বা তত্তামস মুদাহতং ॥ ১৯ ॥

‘অনুদেগকর’ সম্বোধা ভিন্নানামপানুদেগকং ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ত্রিবিধং উক্তলক্ষণং কায়িক বাচিক মানসঃ ॥ ১৭ ॥

সংকারঃ সাধুরয়মিতানৈঃ কর্তব্য বা কপূজা । মানঃ প্রতাপানাভিবাদনাদিভিরন্যৈঃ কর্তব্যাদৈহিকী পূজা । পূজা অনৈর্দীয়মানৈর্ধনাদিভি ভাবিনী বা মানসী পূজা । তদর্থং দন্তেনচ যৎ ক্রিয়তে তদ্রাজসং তপঃ চলঃ কিকিংকালিকং । অধ্রুবঃ অনিয়ত সংকারাদি কলকং ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণ মোটাগ্রহণে পরসে ॥ ১৯ ॥

অনুদেগ কর, সত্য, প্রিয় হিতকর বাক্য ব্যবহার ও বেদ পাঠ ইত্যাদি বাস্তব তপ ॥ ১৫ ॥

চিত্ত প্রসন্নতা, সুরলতা, মৌন ও আয় নিগ্রহ ভাব সংহার ইত্যাদি মানস তপ ॥ ১৬ ॥

এই ত্রিবিধ তপ পরা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবন্তক্তি উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা সহকারে নিকাম বাক্তির দ্বারা কৃত হইলে সাত্ত্বিক তপস্য। পর্য্যাপ্ত হইত ॥ ১৭ ॥

আপনাকে সাধু বলিবে এই মানসে ও মান পূজার দ্বারা দন্তে সহিত যে তপ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিচ্ছিত রাজস তপ ॥ ১৮ ॥

মূঢ় বুদ্ধির সহিত আয় পীড়া দ্বারা এবং পরের বিনাশার্থে যে তপ অকৃত হইত, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তে হুপকারিণে ।

দেশেকালে চ পাত্রে চ তদানং সাধ্বিকস্মৃতং ॥ ২০ ॥

যত্নু প্রত্যাপকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতং ॥ ২১ ॥

অদেশকালে যদান মপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতম্বজ্ঞাতং তত্মাস মুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

ও তৎ সদ্ভিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মণ্ডবিধিঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চবিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

দাতব্য মিত্যেব নিশ্চয়েন নতু ফলাভিসন্ধিনা যদানং ॥ ২০ ॥

পরিক্লিষ্টঃ কথমেতাবদ্ব্যয়িতঃ ইতি পশ্চাত্তাপযুক্তঃ । যদা দিৎসাম্য অভাবেপি গুণদানাত্মনোরোধবশাদেব দত্তং । পরিক্লিষ্টং অকল্যাণ জব্য কৰ্ম্মকংবা ॥ ২১ ॥

অসংকারোঃ বজ্ঞায়াঃ ফলং ॥ ২২ ॥

তদেবং তপোযজ্ঞাদীনাং ত্রৈবিধ্যং সামান্যতো মহুয্য মাত্রমধিকৃত্যোক্তং তত্র যে সাধ্বিকেষুপি মধ্যে ব্রহ্ম বাদিনঃ তেষাং ব্রহ্মনির্দেশ পূর্বক। এব যজ্ঞাদয়ো ভবন্তীত্যাহ ও তৎ সদ্ভিত্ত্যেব ব্রহ্মণো নির্দেশঃ নাম্ন্যাপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টেদর্শিতঃ । তত্রওমিতি সর্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণোনাম । জগৎকারণত্বেনাতিপসিদ্ধে অতিরসনেন চ প্রসিদ্ধে তদ্বিত্তিচ । সর্দেব সৌম্যৈদমগ্র আসীদিত্তি শ্রুতেঃ । সদ্ভিত্তি চ । যস্মাৎ ও তৎসংশ্লষ্যচ্যেন ব্রহ্মণৈব ব্রাহ্মণা বেদাঃ যজ্ঞাশ্চবিহিতাঃ কৃতাঃ ॥ ২৩ ॥

দানের ভেদ এই যে যিনি কোন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে কর্তব্য বোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচার পূর্বক যে দান করা যায়, তাহা সাধ্বিক ॥ ২০ ॥

প্রত্যাপকার আশা করিয়া বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপ সহকারে যে দান, তাহা রাজস ॥ ২১ ॥

যে স্থানে দানের প্রয়োজন নাই সেই স্থানে, যে কালে দান করিলে কাহার উপকার হয় না, সেই কালে এবং নর্ভক বেশ্যা ও অভাব শূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে যে দান, তাহা তামস । সংপাত্রেকেও অসংকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও তামস দান হয় ॥ ২২ ॥

দান তাৎপর্য বলিতেছি শুন । তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার এই চারই সাধ্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ । সপুণ অবস্থার

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ ।

এবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ ॥ ২৫ ॥

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণিতথা সচ্ছন্দঃ পার্থন্য মুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

• তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম উদাহৃত্য উচ্চাৰ্য্য বর্তমানানাং ব্রহ্ম বাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ এবর্তন্তে ॥ ২৪ ॥

তদिति উদাহৃত্যোতি পূর্বস্যামুষজঃ অনভি সন্ধায় ফলাভিসন্ধিমকুহা ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মবাচকঃ সংশ্লষঃ প্রশস্তেষপিবর্ততে তস্মাৎ প্রশস্ত মাত্রে কর্মণি প্রাকৃত্যেৎপ্রাকৃত্যেৎপি
সংশ্লষঃ প্রয়োক্তব্যঃ ইত্যশয়েনাই সম্ভাবে ইতি দ্ব্যত্যাং । সম্ভাবে ব্রহ্মত্বসাধুভাবে ব্রহ্ম-

• বাদিত্বৈ প্রযুক্ত্যতে সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সঙ্গুণ ও অকিঞ্চিংকর । নিগুণ শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সকল কর্ম যখন কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্ব সংস্কৃতি রূপ অভয় লাভের উপযোগী হয় । শাস্ত্রে সর্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ আছে । ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্ম নির্দেশক ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয় । সেই ব্রহ্ম নির্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সমুদায় বিহিত হইয়াছে । শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে তাহা সঙ্গুণ, অত্র ব্রহ্ম নির্দেশক এবং কাম ফল দায়ক হইবে । অতএব শাস্ত্র বিধানই পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থা । তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যে সংসয় তাহা কেবল অবিবেক জনিত ॥ ২৩ ॥

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ শব্দ ব্যবহার পূর্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ ও ক্রিয়া সর্বদাই ব্রহ্ম বাদী গণ অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৪ ॥

এই জড় বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতঃ বস্তুর অতীত যে তৎ বস্তু তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ, তপ, দানাদি বিবিধ ক্রিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎ ফল ত্যাগ পূর্বক অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

সংশ্লষে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থ সংগতি হয় । তজ্জপ তদ্বদ্দেশক প্রশস্ত কর্ম সমূহকে ও সৎ শব্দে বুঝাইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞেতপসিদানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কৰ্ম্মচৈবতদধীৰ্যং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

তশ্চাক্ষর্য হতংদত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহা ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সম্বাদে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞাদৌহিতিঃ যজ্ঞাদি তাৎপর্যোন্নাবহান মিতার্থঃ । তদধীৰ্যং কৰ্ম্মব্রহ্ম পরিচর্যো-
পযোগি যৎকৰ্ম্ম ভগবদ্ব্যন্থির মার্কণ্ডাদিকং তদপি ॥ ২৭ ॥

সৎকৰ্ম্ম ক্রতং তথা অসৎকৰ্ম্ম কিসিতিপেক্ষায়ামাহ অশ্রদ্ধয়া ইতি হতং হবনং দত্তং দানং
তপস্তপ্তং । কৃতং যদন্যাকাপি কৰ্ম্মকৃতং তৎ সৰ্ব্বমসদिति হতমপ্যহতমেব দত্তমপ্যদত্তমেব
তপোহপ্যতপএব কৃতমপ্যকৃতমেব যতস্তৎ নপ্রেতা নপর লোকে কলতিনাপীহলোকে
কলতি ॥ ২৮ ॥

উক্তেৰু বিবিধেষেব সাত্ত্বিকং শ্রদ্ধয়াকৃতং ।

যৎসাত্ত্বদেবমোক্ষার্থমিত্যধার্য্য ঈরিতঃ ।

ইতি সারার্থ বৰ্ণিণাঃ হৰ্ষিণাঃ ভক্তচেতসাঃ ।

গীতাশ্রয়ঃ সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে সং শব্দের তাৎপর্য্য, যেহেতু ঐ সকল ক্রিয়া
তদধীৰ্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলে সং শব্দ লাভ করে । ব্রহ্মোদ্দেশক না
হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া সমস্তই অসৎ । সমস্ত জড়ীয় কৰ্ম্মই
জীবের স্বরূপ বিরোধী কিন্তু যে সময়ে ঐ সকল কৰ্ম্ম ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়া পরা
ভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিক্ষা করে তখন ঐ সকল ক্রিয়াও জীবের
স্ব সংজ্ঞা অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধি রূপ কৃষ্ণ দাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৭ ॥

হে অৰ্জুন ! নিগুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অহুষ্ঠিত হয়,
সে সমুদায়ই অলং । সেই সকল ক্রিয়া ইহ কাল ও পরকাল কোন কালেই
উপকার করে না । অতএব শাস্ত্র সমুদায় নিগুণ শ্রদ্ধার উপদেশ করেন ।
শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নিগুণ শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয় । নিগুণ
শ্রদ্ধাই ভক্তি মতঃ একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ সর্বাঙ্গীত শ্রদ্ধা লহকারে কৃত কৰ্ম্ম সকল জীবের
মোক্ষ সাধন করে, ইহাই কথিত হইল । ইতি সপ্তদশ অধ্যায় ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো ! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং ।

ত্যাগস্ত চ হবীকেশ ! পৃথক্ কেশিনিম্নদন ! ॥ ১ ॥

সন্ন্যাস জ্ঞানকৰ্মাদ্যেত্বেবিধাঃ মুক্তি নির্ণয়ঃ ।

সুহৃদস্য তস্মা ভক্তি রিত্যাষ্টাদশ উচ্যতে ॥

অনন্তরাধ্যায়ে । “তদিতানভিসন্ধায় ফলং বজ্র তপঃ ক্রিয়াঃ । দানক্রিয়ান্শ্চ বিবিধাঃ
ক্রিয়ন্তেমোককাক্রিতিঃ ইত্যত্র ভবঘাতকো মোক্ষকাক্রিগন্ধেন সন্ন্যাসিন এবোচাদেহে অন্যেবা
ষদান্তে এব তে তর্হি সর্গ কৰ্ম ফলত্যাগঃ ততঃ কুরু বতাস্তবান্ । ইতি ঐদ্রুজ্ঞানং সর্গ কৰ্ম
ফল ত্যাগিনাং তেবাং স ত্যাগঃ কঃ সন্ন্যাসিনাঞ্চ কোবা সন্ন্যাস ইতি বিবেকতো জিজ্ঞাহুহ
সন্ন্যাসস্যেতি পৃথগিতি যদি সন্ন্যাস ত্যাগশব্দৌ ভিন্নার্থৌতদা সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্তচত্বঃ
পৃথগেদিতুমিচ্ছামি । যদি ত্বেকার্থৌ ভাবপিছন্নতে অন্তমতে বা উয়োত্রৈকার্থ্যঃ অর্থঃ
একার্থত্বমিতি পৃথগেদিতুমিচ্ছামি । হে হবীকেশেতি মহমুদ্বিগ্নঃ এববর্তকদ্বাং ত্বমেব ইমং
সম্বোধমুখাপয়সি । ‘কেশি নিম্নদন ইতি তঞ্চসম্বোধঃ ত্বমেব কেশিনিম্ন বিদারয়সীতি
ভাবঃ । মহাবাহো ইতি ত্বং মহাবাহ বলাদ্বিতোহহং কিঞ্চিদ্বাহ বলাদ্বিত ইত্যে তদং
শেনৈব সন্ন্যাসহ সখ্যং তব নতুসার্কজাদিভিরংশৈঃ অতত্ত্বদন্ত কিঞ্চিৎ লথাভাবাদেব
প্রায়ে সম নিঃশঙ্কতা ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

সমস্ত কৰ্মের মঙ্গলময় চরম ফল ভক্তি ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট
কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নিগুণ ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত
হইয়াছে । তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য বিবেক, সঙ্কল্প
নিগুণ বিচার দ্বারা ভক্তির চরম ফলত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে একরূপ গীতা শাস্ত্রের
গূঢ় ভীষণার্থ্য পূর্ব মহাজন গণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত সমস্ত
উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল । তাহা শ্রবণ করত অৰ্জুন
মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহার রূপ ঐ সমস্ত ভিত্তি শুনিতে ইচ্ছা
করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন । হে হবীকেশ ! হে কেশি নিম্নদন ! সন্ন্যাস
ও ত্যাগ এই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কর্মণাং স্ত্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকেকর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সন্তম ! ।

ত্যাগোহি পুরুষ ব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমঃ প্রোচ্যমত মাত্রিতা সন্ন্যাস ত্যাগ শব্দয়োর্ভিন্নজাতীয়ার্থত্বমাহ কাম্যানামিতি পুত্রকামো
বজ্রত স্বর্গকামো বজ্রত ইতোবাংকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্মণাং স্ত্যাসং স্বরূপে নৈব
ত্যাগং সন্ন্যাসং বিদুঃ নতু নিত্যানামপি সঙ্কোপান্ত্যাদীনামিতিভারঃ । সর্বোবাংকাম্যানাং নিত্য-
নাপি কর্মণাংফল ত্যাপিসেব নতু স্বরূপতঃ ত্যাগং কেবামপীতিভারঃ । নিত্যানামপি কর্মণাং
ফলং । কর্মণাং পিতৃলোক ইতি । ধর্মেণ পাপ মপমুদতীতাদানাক্রমতঃ প্রতিপাদয়ন্ত্যেব । ইত্যতঃ
ত্যাগে ফলাভিসঙ্গিরহিতং সর্বকর্মকরণং । সন্ন্যাসেতু ফলাভিসঙ্গি রহিতং নিত্যকর্মকরণ
কাম্য কর্মণাংতুস্বরূপে নৈব ত্যাগ ইতি ভেদোজ্জেষঃ ॥ ২ ॥

ত্যাগে পুনরপি মতভেদ মূপকিপতি ত্যাগ্যমিতি দোষবৎ হিংসাদি দোষবৎ কর্ম স্বরূপত
এব ত্যাগ্য মিত্যেক সংখ্যাঃ । পরে মীমাংসকাঃ যজ্ঞাদিকং কর্মশাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ ন ত্যাগ্য
মিত্যাহঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তমাহ নিশ্চয়মিতি ত্রিবিধঃ সান্ত্বিকো রাজসন্ত্যাসশ্চেতি অত্র ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমুৎ-
্থানিয়তস্যাতু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপন্নাতে । মোহান্তস্য পরিত্যাগস্ত্যাসঃ পরিকীর্তিতঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কাম্যকর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক
কর্মকে নিকাম রূপে অনুষ্ঠান করার নাম সন্ন্যাস । নিত্য নৈমিত্তিক ও সর্ব-
প্রকার কর্ম কাম্য অনুষ্ঠান করিয়া ও সর্ব কর্মের ফল ত্যাগ করার নাম ত্যাগ ।
এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বিচক্ষণ কবি সকল বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

ত্যাগ সর্বকর্তক গুণি পণ্ডিত একরূপ স্থির করিয়াছেন যে কর্মকে
দোষ বলিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে । অপর কতক গুণি পণ্ডিত
যজ্ঞ দান, তপ প্রভৃতি কর্ম সকলকে অত্যাগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥

হে ভরত সন্তম ! ত্যাগ সর্বকর্তক নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে ত্যাগ ও
ত্রিবিধ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম ন ত্যজ্যং কার্য্যমেব তং ।
 যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥ ৫ ॥
 এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সংস্কৃত্য ক্ত্বা ফলানি চ ।
 কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥ ৬ ॥
 নিয়তস্তু তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে ।
 মোহান্তস্তু পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

ইতি তত্ত্ব এব তামস ভেদে সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগাৎ ভগবন্মতে ত্যাগ সন্ন্যাস শব্দয়োঃ কৈকাৰ্য্য
 মেবেত্যবগম্যতে ॥ ৪ ॥

কাম্যানাংপি মধ্যে ভগবন্মতে সাত্ত্বিকানি যজ্ঞদানতপাংসি ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ কৰ্ত্তব্যানি
 ইত্যাহ যজ্ঞাদিকং কৰ্ত্তব্যমেব তত্রাহেতুঃ পাবনানীতি চিত্তশুদ্ধিকরত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যেন প্রকারেণ কৃতান্তেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়তি এতান্যপীতি সঙ্গং
 কৰ্ত্তব্যভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ । ফলাভিসন্ধি কৰ্ত্তব্যভিনিবেশয়োস্ত্যাগ এবত্যর্থঃ সন্ন্যাস-
 শ্লোচ্যাতে ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতস্য ত্রিবিধত্যাগস্ত তামসং ভেদমাহ নিয়তস্তু নিত্যস্তু । মোহাৎ শাস্ত্র ত্যাংপর্য্যা-
 জ্ঞানাৎ । সন্ন্যাসী কাম্য কৰ্ম্মণি আবশ্যকত্বাভাবাৎ পরিত্যজত্ব নাম নিত্যস্তত্ব কৰ্ম্মণস্ত্যাগো
 নোপপদ্যতে ইতিতু শব্দার্থঃ । মোহাদজ্ঞানাৎ । তামস ইতি তামস স্ত্যাগস্য ফলং অজ্ঞান
 প্রাপ্তিরেব নহতীপ্সিত জ্ঞান প্রাপ্তি রিতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

যজ্ঞ, দান, তপ ঐভূতি কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয় । মানবের সেই
 সকলই কৰ্ত্তব্য কার্য্য । বদ্ধ জীবের সৰ্ব্ব সংশুদ্ধির উপায় স্বরূপ তাহা
 গিকে অমুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে ঐ সমস্ত কৰ্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক
 কৰ্ত্তব্য বোধে অমুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

নিত্য কৰ্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয় । ভ্রম সহকারে বাহ্যে নিত্য কৰ্ম্ম
 পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগ তামস ত্যাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকৰ্ম কায়ক্ৰেশভয়াত্তজেৎ ।

স কৃদ্ধা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

কার্য্য মিত্যেব যৎকৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ! ॥

সংস্রংত্যক্তাফলং কৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন হেষ্ঠ্য কুশলং কৰ্ম কুশলেনানুষজ্জতে ।

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

নহি দেহ ভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

বস্তুকৰ্ম্ম ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দুঃখ মিত্যেবেতি যদাপি নিত্যকৰ্ম্মণামাশঙ্ক্যমেব তৎকরণে গুণএব নহু দোষ ইতি জানা-
ন্যেব তদপি তৈঃ শরীরং ময়া কথং বৃথা ক্রেশয়িত্যবং ইতি ভাবঃ । ত্যাগফলং জ্ঞানং-
ন লভেত ॥ ৮ ॥

কার্য্যমবগত কর্তব্যমিতি বুদ্ধা নিয়তং নিত্যকৰ্ম্ম সাত্বিক ইতি ভাগ্যাত্যাগফলং জ্ঞানং
স লভেত ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

এবমুত সাত্বিক ত্যাগ পরিনিষ্ঠিতস্ত লক্ষণমাহ নবেষ্টীতি । অকুশল মনুগদং শীতে প্রাতঃ
স্নানাদিকং নবেষ্টী কুশলে হুথ গ্রীষ্মমাদৌ ॥ ১০ ॥

ইতোহপি শাস্ত্রীয়ং কৰ্ম্মণ ত্যাগ্যং ইত্যাহ নহীতি ত্যক্তুং শক্যং নশক্যানি তদ্বক্তং নহি-
কশ্চিৎকণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ॥ ১১ ॥

নিত্য কৰ্ম্মকে ক্রেশ কর জানিয়া ভয়ের সহিত যিনি তাহা ত্যাগ করেন,
তাঁহার ত্যাগ রাজস ত্যাগ হয় । তিনি ত্যাগ ফল প্রাপ্ত হননা ॥ ৮ ॥

হে অর্জুন ! যিনি কর্তব্য বোধে নিত্য কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করেন এবং
সেই কৰ্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগ সাত্বিক ॥ ৯ ॥

অকুশল কৰ্ম্মে বিবেচ করেন না এবং কুশল কৰ্ম্মে আসক্ত হননা ।
এক্সপ মেধাবী সত্ব গুণ পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকেনা ॥ ১০ ॥

দেহ ধারী জীবের সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয় । অতএব যিনি
সমস্ত কৰ্ম্ম ফল ত্যাগী তিনি বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলং ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সম্যাসিনাং কুচিৎ ॥ ১২ ॥

পঞ্চম্যানি মহাবাহো ! কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টাদৈবকৈবাত্ত পঞ্চমং ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কৰ্ম্মপ্রারভত্বে নরঃ ।

ত্ৰায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তন্ত্ৰাহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

এবজুত ত্যাগাভাবে দোষমাহ অনিষ্টং নরক দুঃখং ইষ্টং স্বৰ্গ সুখং মিশ্রং মনুষ্যজন্মান-
সুখদুঃখং অত্যাগিনাং এবজুত ত্যাগ রহিতানাং এব ভবতি প্রেত্য পবলোকে ॥ ১২ ॥

নতু কৰ্ম্ম কুবলতঃ কৰ্ম্মফলং কথং নভবেদিতি আশঙ্ক্য নিরহংকারভেষীতি কৰ্ম্মলেপোনাতী
ভূপাদয়ভূমাহ পঞ্চম্যানীতি পঞ্চভিঃ । সৰ্ব্ব কৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিম্পত্তয়ে ইমানিপঞ্চকারণানি
৫ম মমবচনান্নিবোধ জানীহি সমাক্ পরমাত্মনামাং কথয়তীতি সাংখ্যমেব সাংখ্যং বেদান্ত শাস্ত্রং
ভগ্নিনকীদৃশে কৃতং কৰ্ম্ম তন্ত্ৰাণ্ডোনাশো যস্মাত্তস্মিন প্রোক্তানি ॥ ১৩ ॥

তান্যেবগণয়তি অধিষ্ঠানং শরীরং । কৰ্ত্তা চিজ্জড় গ্রন্থিরহংকারঃ । করণং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি-
পৃথগ্বিধমনেক প্রকারং । পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং পৃথক্ব্যাপারঃ । দৈবং সৰ্ব্ব প্রের-
কোহন্ত্যামীচ ॥ ১৪ ॥

শরীরাদিভিরতি শরীরং বাচিকং মানসং চেতি কৰ্ম্মত্রিবিধং । তচ্চ সৰ্ব্বং বিবিধং ন্যায্যার্থং
বিপরীত মজ্জাযাং অধৰ্ম্মং তন্ত্ৰ সলত্ৰাপি কৰ্ম্মণ এতৈপঞ্চহেতবৈ ॥ ১৫ ॥

যাহারা কৰ্ম্ম ফল ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই
তিন প্রকার কৰ্ম্ম ফল ঘটিয়া থাকে । সম্রাসী দিগের উক্ত ত্রিবিধ ফল
ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো ! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কৰ্ম্ম সকলের সিদ্ধির উদ্দেশে
পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি শুন ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কৰ্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড় গ্রন্থি রূপ অহংকার, করণ
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাক্তার নিয়ামকের
সহায়তা এই পাঁচটি কারণ । এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কৰ্ম্মই
অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে কার্য্যই মনুষ্য করিয়া থাকে, তাহা

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ ।

পশ্চাত্যকৃত বুদ্ধিহীন স পশ্চতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

যশ্চ নাহং কৃতোভাবোবুদ্ধিৰ্হস্য ন লিপ্যতে ।

হৃদ্যপি স ইমান্নো কামহন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।

করণং কৰ্ম্মকৃর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ কিমত আহ তত্রসৰ্ব্বস্মিন কৰ্ম্মণি পঞ্চৈব হেতব ইতোবং সতি কেবলং বস্তুতোনিঃসঙ্গ-
মেবাদ্ভানং জীবৎকৰ্ত্তারং পশ্চতি সোহকৃত বুদ্ধিহাৎ অসংস্কৃত বুদ্ধিহাৎ দুৰ্ম্মতিনৈব পশ্চতি
সোহজ্ঞানী অন্ধ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কন্তুর্হি স্মৃতি শৃঙ্খলান্ ইত্যত আহ যন্তেতি । অহঙ্কৃতোহংকারস্ত ভাবঃ স্বভাবঃ
কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্যানাস্তি । অতএব যশ্চ বুদ্ধির্নলিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধাকৰ্ম্মহনাসম্ভতি
সহিকৰ্ম্মফলং ন প্রাপ্নোতীতি কিংবক্তব্যং সহিকৰ্ম্ম ভদ্রা ভদ্রং কুর্কন্নপিনেব করোতীত্যাহ
হৃদ্যপীতি স ইমান্ সৰ্ব্বানপি প্রাণিনোলোক দৃষ্ট্যাহৃদ্যপি স্বদৃষ্ট্যানৈবহন্তি নিরভিসন্ধিহাদিত-
ভাবঃ অতো নবধ্যতে কৰ্ম্ম মূলং ন প্রাপ্নোতীতি ॥ ১৭ ॥

তদেবং ভগবদ্ব্যতে উক্তলক্ষণঃ সাধিক স্তাগ এব সম্যাসো জ্ঞানিনাং । ভক্তানান্ত কৰ্ম্ম
যোগস্য স্বরূপেণৈবত্যাগোহনগম্যতে । যদ্বক্তং একাদশে ভগবতৈব । আজ্ঞায়ৈবগুণান্-

ন্যায্যই হউক বা অন্যায়্যই হউক; উক্ত পঞ্চ বিধ কারণ দ্বারা
সাধ্য হয় ॥ ১৫ ॥

এ স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই কৰ্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃত
বুদ্ধি, অতএব দুৰ্ম্মতি । তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পাননা ॥ ১৬ ॥

হে অৰ্জুন ! তোমার যে যুদ্ধ বিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল
অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদয় হয় । উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল কৰ্ম্মের
কারণক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না ।
অতএব যাহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে
হনন করিয়াও কাহাকে হনন করেন না এবং হনন কৰ্ম্ম ফলে আবদ্ধ
হন না ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কৰ্ম্মচোদনা । করণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতেগুণ সংখ্যানে যথাবচ্ছূতান্তপি ॥ ১৯ ॥

দৌৰ্বান্ মুম্বাদিষ্টানপিষকান্ । ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সৰ্বান্ মাংভজ্যেৎসচসত্তমঃ । ইত্যার্থঃ স্বামিচরণৈবাখ্যাতো যথা ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাংভজ্যেৎ সচ সত্তম ইতি কিমজ্ঞানত নাস্তিক্যাচ্চা নধৰ্ম্মাহরণে সৰ্ব্ব শূন্যাদীন গুণান্ বিপক্ষে দৌৰ্বান্ প্রত্যবায়ান্শ আজ্ঞায় জাহাপি মজ্ঞান বিক্ষেপকতয়া মন্ত্তৈব সৰ্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় নিশ্চয়েনৈব ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য ইতি । অত্র ধৰ্ম্মান্ ধৰ্ম্মফলানি সংত্যজ্য ইতিতু বাখ্যানঘটতে নহিধৰ্ম্মফল ত্যাগে কশ্চিদত্র প্রত্যবায়োভবেদিতব্যবধেয়ঃ । অয়ং ভাবঃ ভগবদ্বাক্যানাং তদ্বাখ্যাতৃণাকজ্ঞানংহি চিত্তশুদ্ধিমবশ্য মেবাপেক্ষতে নিকাম কৰ্ম্মভিঃ চিত্তশুদ্ধি তারিতমোবৃত্তে এব জ্ঞানোদয় তারিতম্যং ভবেন্নাগ্রথা অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয় সিদ্ধার্থং সন্ন্যাসিত্তিরপি নিকাম কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমেব কৰ্ম্মভিঃ সম্যক্ তয়া চিত্তশুদ্ধৌবৃত্তায়াং তুঁতেরপি কৰ্ম্মণ কৰ্ত্তব্য মেব । যদ্বক্তং । অক্ষরক্ষোমূনেবাগং কৰ্ম্মকারণমুচ্যতে । যোগাক্রচন্ততন্তৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে ইতি । যদ্বাস্তরতি রেবসাদাস্ত তুপ্তিশ্চ মানবঃ । আন্তন্যবচসং তুষ্টন্তস্য কার্যং নবিদ্যতে । ইতি । ভক্তিশ্চ পরমাশ্রিতত্বা মহা প্রবলাচিত্তশুদ্ধিঃ নৈবাপেক্ষতে যদ্বক্তং । বিক্রীড়িতঃ ব্রজ বধুভিরিদঞ্চ বিধোঃ শ্রদ্ধাষিতোহুশুণ্যাদিত্যাদৌ । ভক্তিঃ পরাং ভগবতি প্রতি লভ্য কামঃ হ্রোগ মাধুপহিনোতাচিরেণধীরঃ । ইতি । অত্রদ্বায় প্রত্যয়েণ হ্রোগবতোবাধিকারিণি পরমায় ভক্তে রপি প্রথমমেব প্রবেশঃ ততত্ত্বৈবকামা-
দীনা মপগমশ্চ । তথা । প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং । ধূনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরদিতি চেত্যতো ভক্ত্যেব যদি তাদৃশী চিত্ত শুদ্ধিঃ স্যাৎ তদা ভক্তেঃ কথং

এই তিনটী কৰ্ম্ম সংগ্রহ । মানব কৰ্ত্তক যে কৰ্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ । কৰ্ম্ম কৃত হইবার পূর্বে যে বিধি অবলম্বিত হয় তাহার নাম চোদনা । চোদনা শব্দের অর্থ প্রেরণা । প্রেরণাই কৰ্ম্মের সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ কৰ্ম্মের স্থূল সত্তা প্রাপ্তির পূর্বে যে বৈজ্ঞানিক সত্তা থাকে, তাহাই প্রেরণা । তাহা ক্রিয়ার পূর্ব অবস্থায় কৰ্ম্ম করণের জ্ঞান, কৰ্ম্মের স্বরূপ গত জ্ঞেয়ত্ব ও কৰ্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাত্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত হয় । ক্রিয়া গত অবস্থায় স্থূল জ্ঞাকারে কৰ্ম্মের করণত্ব, কৰ্ম্মত্ব ও কৰ্ত্তৃত্ব এই তিনটী বিভাগ ॥ ১৮ ॥

এবমুত জ্ঞান কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তার সৰ্ব্ব,রজ ও তমগুণভেদে ত্রিবিধত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্বিসাঙ্গিকং ॥ ২০ ॥

পৃথক্ভেদেণ তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিদান্ ।

বেত্তিসর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্বি রাজসং ॥ ২১ ॥

কর্ম কর্তব্যং ইতি । অথ প্রকৃত মনুসরামঃ কিঞ্চ ন কেবলং দেহাদিবাতিরিক্তস্তান্মনো
জ্ঞানমেব জ্ঞানং তথাস্মতঃস্বক্ষিণ্যেয়ং তাদৃশ জ্ঞানাত্মন্য এবজ্ঞানী কিস্তেতদ্বিকং কর্ম সম্বন্ধা
বর্ততেতদপি সন্ন্যাসিভির্জ্ঞেয়ং ইত্যাহ জ্ঞান মতি । অত্রচোদনা শব্দেন বিধিরূঢ়াতে ।
বহুভং ভট্টেঃ । চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিচেকার্প বাচিনঃ ইতি উক্তং শ্লোককার্দ্দ্বয়মেব
ব্যাচষ্টে করণমিতি যজ্জ্ঞানং তৎকরণং কারকজ্ঞায়তেনেনেতি জ্ঞানং ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ।
যজ্জ্ঞেয়ং জীবাত্ম তৎস্ব তদেব কর্ম কারকং । বস্তুসা পরিজ্ঞাতা সাকর্তা ইতি ত্রিবিধঃ করণং
কর্মকর্তা ইতি ত্রিবিধঃ কারক মিত্যর্থঃ । কর্মসংগ্রহঃ কর্মাণা নিকাম কর্মামুঠানে নৈবসংগৃহ্যত
ইতি কর্মচোদনা পদ ব্যাপ্য । জ্ঞানস্বংজ্ঞেয়স্বং জাতৃস্বংচ এতদ্রয়ং নিকাম কর্মামুঠানু
মূলকমিতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সাঙ্গিকঃ জ্ঞান মাহ সর্বভূতেষু । একং ভাবং একমেবজীবাত্মন্যং নানাবিধ ফলভোগার্থং
ক্রমেণ সর্বভূতেষু মনুষ্যা দেব তির্ষ্যাগাদিষু বর্তমান মব্যয়ং নবরম্যপিতেষ নবরংবিভক্তেষু
পরম্পরং বিভিন্নেষুপি অবিভক্তং একরূপং যেন কর্মসম্বন্ধিনা জ্ঞানেনেকতে তৎসাঙ্গিকং
জ্ঞানং ॥ ২০ ॥

রাজস্জ্ঞানমাহ । সর্বভূতেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ভেদেণ যজ্জ্ঞানমিতি দেহনাশঃ ত্রবাত্মনোনাশ
ইত্যম্মরণাঃমতং । অতএব পৃথক পৃথক দেহেষু পৃথক পৃথগেবাত্মা ইতি তথাশাস্ত্র কারণাৎ
পৃথক বিদান্ নানাভাবান্ নানাভিপ্রয়ান্ । আত্মা স্ব স্বঃখাশ্রয় ইতি । স্ব স্বঃখাদানাত্মন্য
ইতি । জড় ইতি । চেতন ইতি । ব্যাপক ইতি । অগুণরূপ ইতি । অনেক ইতি । ইত্যাদি
কল্পান্ যেন এক ইত্যাদি বেদ তদ্রাজসং । ২১ ॥

এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফল ভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্বভূতে
বর্তমান । তিনি নবর বস্তু মধ্যে থাকিয়াও অনবর । অনেক জীব
পরম্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়সে এক রূপ । এই রূপ জ্ঞানকে
সাঙ্গিক জ্ঞান ক্রলা যায় ॥ ২০ ॥

সর্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য তির্ষ্যাগাদি যোনিতে যে সকল জীবে আছেন,
তাহারা পৃথক জাতীয় জীব । তাহাদের স্বরূপ ভাব পৃথগ্বিদ । ঐরূপ জ্ঞান
রাজসিক ॥ ২১ ॥

যত্নকৃৎস্রবদেকস্মিন্ কার্যো সন্তমহৈতুকং ।

অতত্বার্থবদল্পঞ্চ ততামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতং ।

অফলপ্রেপ্সুনাকর্ষ্ম যতৎসাত্ত্বিক মুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যত্নকামেপ্সুনাকর্ষ্মসাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়ানং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥

ভাসং জ্ঞানমাহ । যত্নজ্ঞান মহৈতুক যৌৎপত্তিকমেব অতএবৈকস্মিন্ কার্যো লৌকিকে
এবমান ভোজনপান স্ত্রীসংভোগেতং সাধনেচ কর্মণিসক্তং নতুবৈদিকে কর্মণি বজ্ঞ দানাদৌ
অতত্ত্ব অতত্বার্থবৎ । তত্ত্বতত্ত্বপোহর্থ কোপিনাস্তীভার্থঃ । অন্নং পশুনাশিব যৎকুঃ তৎ
ভাসং জ্ঞানং দেহাদ্যতিরিক্তত্বেন তৎ পদার্থ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং নানাবাদ প্রতিপাদকং স্ত্রাদ্যাদি
শাস্ত্র জ্ঞানং রাজসং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানং ভাসম মিতি সংক্ষেপঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধং জ্ঞানমুক্তা ত্রিবিধ কর্ম্মহ নিয়তং নিতাতয়াবিহিতং সঙ্গরহিতং অতিনিবেশ শূন্তং
অতএবারাগদেষতঃ রাগদেষাভ্যাং বিনৈবকৃতং । অফল প্রেপ্সুনা ফলাকাজ্জরহিতেনৈব
কর্তৃকৃতং কর্ম্ম যৎ সাত্ত্বিকং ॥ ২৩ ॥

কামেপ্সুনাহ্কারবতা ইত্যর্থঃ সাহকারেনাত্যাহকার বতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

স্নান, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া
তাহাতে যিনি আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অন্ন ও ভাসম । যেহেতু
সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত
হয় । তাহাতে তৎক রূপ কোন অর্থ লাভ হয় না । সিদ্ধান্ত এই যে
দেহাদি অতিরিক্ত তৎ পদার্থ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, নানা বাদ প্রতিপাদক
ন্যাদ্যাদি শাস্ত্র জ্ঞান রাজস জ্ঞান এবং স্নান ভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞান
ভাসম জ্ঞান ॥ ২২ ॥

রাগ দেষ রহিত, সঙ্গ শূন্ত, নিষ্কাম নিত্য কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

কামনা সহিত ও অহকার সহিত, অশিশয় আয়াসসিদ্ধ কর্ম্মই
রাজস কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধঃ ক্রয়ং হিংসা মনপেক্ষা চ পৌরুষং ।
 মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্ততামস মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 মুক্তসঙ্গোহনহং বাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ ।
 সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 রাগীকর্মফলপ্রেপ্সুর্লুক্কোহিংসাত্মকোহুগুচিঃ ।
 হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
 অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃৎতিকোহলসঃ ।
 বিষাদী দীর্ঘদুত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুকর্মানুষ্ঠানানন্তরং আরতাঃ ভাবিনঃ বন্ধ্য রাজদ্বন্দ্ব্য যমদুর্ভাবিক্রমঃ ক্রয়ঃ ধর্মজ্ঞানা-
 দাপচয়ঃ হিংসাসহা নীশক অনপেক্ষা অপর্য়ালোচ্য পৌরুষং বাবহারিক পুরুষ মাত্র কর্তব্যঃ
 কর্ম মোহাদজ্ঞানাদেব যং আরভাতে ততামস ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিধং কর্মোক্তা ত্রিবিধং কৰ্ত্তার মাহমুক্ত সঙ্গ ইতি ॥ ২৬ ॥

রাগীকর্মণ্যাসক্তঃ লুক্কো বিষয়াসক্তঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তোহনোচিতাকারী প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্ব স্ব ভাবে এব বর্তমানঃ যদেবস্বমনসি আয়তি
 তদেবানুভিষ্ঠতি নতু গুরোরপি বচঃ প্রমাণয়তীত্যর্থঃ । নৈকৃৎতিকঃ পরাপমান কৰ্ত্তা তদেবঃ
 জ্ঞানিভিরন্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিক এব ভাগঃ কৰ্ত্তব্যঃ সাত্ত্বিকমেব কর্মনিষ্ঠঃ জ্ঞানামাশ্রয়নীয়ঃ
 সাত্ত্বিক মেব কর্ম কৰ্ত্তব্যঃ সাত্ত্বিকেনৈবকৰ্ত্তা ভবিতব্যঃ এব এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনামিতি
 মেবজ্ঞানঃ প্রকরণার্থ নির্ব্বঃ । ভক্তানাং তু ত্রিগুণাতীত মেবজ্ঞানঃ ত্রিগুণাতীত যে কর্ম

ভাবীক্লেশ, ধর্মজ্ঞানাদির অপচয়, হিংসা অর্থাৎ আত্মনাশ এই সমুদায়
 আলোচনা না করিয়া মোহ বশত কেবল ব্যবহারিক পৌরুষ কর্মে প্রবৃত্ত
 হইলে সেই কর্মকে তামস কর্ম বলা যায় ॥ ২৫ ॥

মুক্ত সঙ্গ, অহংকার শূন্য ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে
 নির্বিকার এরূপ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

কর্মাংসক্ত, কর্তৃ ফল লুক্ক বিষয়াসক্ত, হিংসা প্রিয়, অগুচি, হর্ষ শোকাতির
 বশীভূত যে কৰ্ত্তা সে রাজস কৰ্ত্তা ॥ ২৭ ॥

অজ্ঞানিত কার্য প্রিয়, জড় চেষ্টা যুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান কার্যেরত
 অনস, সর্বদা বিষাদ যুক্ত, দীর্ঘ দুত্রী যে কৰ্ত্তা সে তামস কৰ্ত্তা ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধেভেদং ধূতেশ্চৈব গুণত ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমান মণেশেণ পৃথক্জেন ধনঞ্জয় ! ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকাৰ্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধুং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! সাঙ্গিকী ॥ ৩০ ॥

যয়াধর্ম্ম মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকাৰ্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! রাজসী ॥ ৩১ ॥

ভক্তিবোধার্থ্যং ত্রিগুণাভীতা এব কর্তারঃ । যদুক্তং ভগবতৈব শ্রীমদ্ভাগ বতে । কৈবল্যং
সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রাজো বৈকল্লিকং তু যৎ । প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মরিষ্টং নিগুণং শ্মৃতং ইতি ।
লক্ষণং ভক্তিবোধস্ত নিগুণস্তেতুঃদাস্তং ইতি । সাত্ত্বিকং কারকোহসঙ্গীরাগাক্রো রাজসঃ
শ্মৃতং । তামসং শ্মৃতি বিজ্ঞেয়নিগুণোমদপাশ্রয়ঃ । ইতি । কিঞ্চ ন কেবলমেতজিকমেব
ভুক্তিমতে গুণাভীত মপি তু ভক্তি সম্বন্ধি সর্বমেব গুণাভীতঃ । যদুক্তং তত্রৈব সাত্ত্বিক্যা-
ধাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা কর্ণ শ্রদ্ধাতু রাজসী । তামস্যা ধর্মে বা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণাঃ । ইতি ।
বনস্ত সাত্ত্বিকোবাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে । ভাসং দ্যুত সদনং মরিক্তেতস্ত নিগুণং
ইতি । সাত্ত্বিকং হৃথমাক্রোথং বিষয়োখস্ত রাজসং । তামসং মোহদৈন্তোখং নিগুণং মদপা-
শ্রয়ং । ইতি । তদেবং গুণাভীতানাং ভক্তানাং ভক্তি সম্বন্ধীনি জ্ঞান কর্ণ শ্রদ্ধাদৌষহুধাদীনি
সর্বাণোব গুণাভীতানি । সাত্ত্বিকানাং জ্ঞানিনাং জ্ঞান সম্বন্ধীনি তানি সর্বাণি সাত্ত্বিকান্তেব ।
রাজসানাং কস্মিণাং তানি সর্বাণি রাজসান্তেব । তামসানামুচ্ছলানাং তানি সর্বাণি
তামসান্তেব ইতি শ্রীগীতা ভাগবতার্থদৃষ্টান্তেয়ং । জ্ঞানিনামপি পুনরন্তিম দশায়াং জ্ঞান
সন্ন্যাসানন্তরমুর্করিতয়া কেবলয়া ভক্তেব গুণাভীতং চতুর্দশাধ্যায়ে উক্তং ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানিভিঃ সর্বমপি বস্ত সাত্ত্বিক মেবোপাদেয়মিতি জ্ঞাপয়িতং বুদ্ধাদীনামপি ত্রৈবিধ্য-
মাহ বুদ্ধেরিতি ॥ ২৯ ॥

ভয়াভয়ে সংসারা সঙ্গার হেতুকে ॥ ৩০ ॥

অযথাবৎ অসম্যক্ তয়া ইহার্গঃ ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধি ও স্থতির সব, রজ ও তমগুণ দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ সম্পূর্ণ রূপে
বলিতেছি । হে ধনঞ্জয় ! তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ, এই সকলের
পার্থক্য যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হয় সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে যে বুদ্ধি
দ্বারা স্থিরী কৃত হয় সে বুদ্ধি রাজসী ॥ ৩১ ॥

অধর্মঃ ধর্মমিতি বা মন্ততে তমসাবৃত্তা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাং স্তু বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! তামসী ॥ ৩২ ॥

ধৃত্য। যন্না ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যাদৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যয়াতু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যধারয়তে হর্জুন !

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষীধৃতিঃ সা পার্থ ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্ততি দুর্মেধাদৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ !

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তথ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

বা মন্তত ইতি কুঠাবশ্বিন্তীতি বৎ যয়ান্নাত্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধৃতে স্ত্রৈবিধামাহ ধৃতোত্তি ॥ ৩৩ ॥ ৪৩ ॥ ৩৫ ॥

সাত্বিকঃ সুগমাহ সার্বজন অভ্যাসাৎ পুনঃ পুনবনুশীলনাদেবরমতে নতু বিষয়েষিষ
উৎপত্ত্যাব রমতে ইত্যর্থঃ । দুঃখাস্তং নিগচ্ছতি যস্মিন রমমাণঃ সংসার দুঃখং ভরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অধর্মকে ধর্ম এবং ‘অর্থ’ সমুদায়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃত্তা
বুদ্ধি কার্য্যকরে তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

যে ধৃতি অব্যভিচারী যোগ দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সকলকে ধারণ
করে, হে পার্থ ! সেই ধৃতিই সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে তাহা
রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না সেই
বুদ্ধি হীন ধৃতিই তামসী ॥ ৩৫ ॥

হে ভরতর্ষভ ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর । বদ্ধজীব
পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অভ্যাস ক্রমে সেই সুখে রমণ করেন । কোন
কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসার দুঃখাস্তও লব্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥

যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমং ।

তৎস্বখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজং ॥ ৩৭ ॥

• বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগান্বতদগ্রে হমৃতোপমং ।

পরিণামে বিষমিব তৎস্বখং রাজসংস্মৃতং ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রেচানুবন্ধেচ স্বখং মোহন মাত্মনঃ ।

নিদ্রালস্য প্রমাদোথং তত্তামসমুদীকৃতং ॥ ৩৯ ॥

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবিদেবেষু বা পুনঃ ।

সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্তিভিগুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

বিষমিবেতি ইন্দ্রিয়মনোনিরোধোহি প্রথমং হৃৎসদ এব ভবতি ইতি ভাষিঃ ॥ ৩৭ ॥

যদমৃতোপমং পরস্ত্রী সংভোগাদিকং ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অমৃত মপি সংগৃহ্যন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি নেতি তৎসত্বং প্রাণিজাত মনুষ্য বস্তমাত্রং কাপিনাস্তি যদেভিঃ প্রকৃতিজৈর্ভিগুণৈর্মুক্তং রহিতং ত্রাদতঃ সর্বমেব বস্ত্রজাতং ত্রিগুণা-
জকং তত্র সাত্বিক মেবোপাদেয়ঃ রাজস তামসেভু নোপাদেয়ে ইতি প্রকরণ তাৎপর্যং ॥ ৪০ ॥

প্রথমে কষ্টকর এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ স্বখই সাত্বিক স্বখ ॥ ৩৭ ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ক্রমে প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষয়ের ন্যায় অনুভূতি হয় তাহাকে রাজস স্বখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য প্রমাদাদি জনিত ঘো-
স্বখ তাহা তামস ॥ ৩৯ ॥

এই পৃথিবীতে মানব দিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেব গণের মধ্যে এমনত-
কোন জীব নাই যে প্রকৃতিজ গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত। জ্ঞানী ও
কর্ম্মী সকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগুণ কেবল দেহ-
যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রকৃতিজ গুণকে স্বীকার করেন, বস্ততঃ তাঁহাদের
স্বসত্তা প্রাকৃত গুণ হইতে পৃথক থাকে। অতএব সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে সকলকেই
প্রাকৃত গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাম্ পরস্তপ !।

কৰ্ম্মণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈশু'নৈঃ ॥ ৪১ ॥

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজোবৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং ।

দানমীশ্বর ভীষশ্চ ক্ষত্রকৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্মস্বভাবজং ।

পরিচর্য্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্যাপিস্বভাবজং ॥ ৪৪ ॥

কিক্রিগুণান্নকর্মপি প্রাণিজাতং স্বাধিকার প্রাপ্তেন বিহিত কর্মণা পরমেশ্বর মায়াম্ব
কৃতানি ভবতীর্থাই ব্রাহ্মণেতি বড়তি: স্বভাবেনোৎপত্ত্যেব প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি
বেশুণা: সত্ত্বাদরন্তে: প্রকর্ষণে বিভক্তানি পৃথক্ কৃতানি কর্ম্মণি ব্রাহ্মণাদীনাং বিহিতানি
সমীত্যর্থ: ॥ ৪১ ॥

তত্র সব প্রধানানাং ব্রাহ্মণানাং স্বভাবিকানি কর্ম্মণ্যাহ । শম ইতি শমোদমস্তপস্রিয়
নিগ্রহ: । দমোবাহেল্লিয় নিগ্রহ: । তপ: শারীরাদি । জ্ঞানবিজ্ঞানে শাস্ত্রানুভবোখে ।
আস্তিক্য: শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস: । এবমাদি ব্রহ্ম কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণস্ত কর্ম্মস্বভাবজং
স্বভাবিকং ॥ ৪২ ॥

সত্ত্বোপসর্জন রজ: প্রধানানাং ক্রিয়গুণাং কর্ম্মাহ । শৌর্য্যং পরাক্রম: তেজ: প্রাণলভ্যং
বৃতি ধৈর্য্যং ইশ্বর ভাবোলোক নিরন্ত্রত্বং ॥ ৪৩ ॥

সব, রজ, তম এই তিনটি গুণই প্রকৃতি বদ্ধ জীবের স্বভাব সিদ্ধ হই-
রাছে । হে পরস্তপ ! সেই স্বভাব জনিত গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ও
শূদ্রদিগের কর্ম্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই
কএকটি ব্রাহ্মণ দিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্য, তেজ, বৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাধুখতা, দান, লোক নিরন্ত্রত্ব এই
কএকটি ক্ষত্র স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষি, গোরক্ষ, বাণিজ্য এই কএকটি বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পরিচর্য্যাশ্রক কর্ম্মই শূদ্র দিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ।

স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতং সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকর্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং ।

স্বকর্মণাতমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ সমুচ্চিতাৎ ।

স্বভাব নিরতং কর্ম কুর্কমাধোমতি কিস্বিৎ ॥ ৪৭ ॥

তম উপসর্জন রজঃ প্রধানানাং বৈজ্ঞানাং কর্ম্যাহ । কৃষীতি গাং রক্ষতীতি গোরক্ষন্তভ্য-
ভাবঃ গোরক্ষাং । রজ উপসর্জন তমঃ প্রধানানাং শূদ্রাণাং কর্ম্যাহ । পরিচর্য্যাকং ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়বিশাং পরিচর্য্যারূপং ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

যতঃ পরমেধরাৎ তমেবভ্যর্চ ইতি অনেন কর্মণা পরমেধর স্তুত্বাশ্রিতি অনসা তদর্পণ
মেব তদভ্যর্চনং ॥ ৪৬ ॥

নচ ক্রিয়াদিভিঃ স্বধর্মং রাজসং তামসং চ বীক্ষ্য তজ্ঞানভিরূচ্যা সাধিকং কর্ম কর্তব্য
মিত্যাহ শ্রেয়ানিতি পরধর্মাৎ শ্রেষ্ঠাদপি সমুচ্চিতাৎ সমাগমুচ্চিতাংস্বৈ স্বধর্মো বিগুণো নিকুষ্টোপি
সমাগমুচ্চিভূ মশক্যোপি শ্রেষ্ঠঃ । তেন বহু বধাদি দোষবদ্ধাৎ স্বধর্মং বুদ্ধং তাক্ষ্য ভিকটি-
নাদিরূপ পরধর্মং স্বয়া নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানব গণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল
জন্ম দ্বারা হয় না ॥ ৪৪ ॥

স্বকর্ম নিরত ব্যক্তি স্বকর্মে অভিরত হইয়া যে রূপে সংসিদ্ধি লাভ
করেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যিনি ব্যক্তি ৩৬ সমষ্টিরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং বাঁহার
ফলদাতৃত্বতা প্রযুক্ত ভূত সকলের পূর্ব বাসনামূরূপ প্রবৃতি হইয়া থাকে
তাঁহাকে স্বকর্ম দ্বারা অর্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক অনুষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয় ।
যেহেতু স্বভাব বিহিত কর্মের নাম স্বধর্ম । কোন সন্তানে তাহা অসম্যক
অনুষ্ঠিত হইলেও সার্ক কালিক উপকার স্বধর্ম হইতে হইয়া থাকে ।
স্বভাব বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে
না ॥ ৪৭ ॥

সহজঃ কৰ্ম কৌন্তেয় ! সদোষ যপি ন ত্যাঞ্জেৎ ।

সৰ্ব্বাৱন্তাহি দোষণে ধূমেনাফিৱিবাহুতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অসক্ত বুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র জিতান্ধাবিগত স্পৃহঃ ॥ .

নৈকৰ্ম্য সিদ্ধিং পৱমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথাত্ৰক তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যাপরা ॥ ৫০ ॥

নচ স্বধৰ্ম এব কেবলং দোষোহন্তীতি মন্তব্যং বতঃ পৱধৰ্মেযপি দোষঃ কশ্চিত কশ্চিদন্তো বেতাহ । সহজঃ স্বভাব বিহিতঃ হি বতঃ সৰ্ব্বেহপ্যারম্ভাঃ দৃষ্টানুষ্ঠানধনানি কৰ্ম্মণি দোষণ্য বৃত্তা এব যথা ধূমেন দোষণ্যবৃত্ত এব বকি দৃভতে অতোধূমরূপং দোষমপাকৃত্য তস্য তাপ এব তমঃ শীতাহি নিবৃত্তয়ে যথ্য সেবাতে তথা কৰ্ম্মণোহপি দোষাংশংবিহাৱ গুণাংশ এব সত্ব গুণ্যে সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং সতি কৰ্ম্মণি দোষাংশান্ কৰ্ত্ত্ব্যতিনিবেশ কলাভিসিদ্ধি লক্ষণান্ তাক্তবতঃ প্রথম সন্ন্যাসিনন্তস্য কালেন সাধন পৱপাকতো যোগাক্রমদশাৱাঃ কৰ্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগ রূপং দ্বিতীয়ঃ সন্ন্যাসমাহ । অসক্ত বুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্রাপি প্রাকৃত বস্তব্ ন সত্তা আসক্তি শূন্তা বুদ্ধিৰ্ঘস্য সঃ অতোজিতান্ধা বশীকৃতচিত্তঃ বিগতাত্ৰকলোক পৰ্যন্তেকপি স্থখে স্পৃহা যস্য সঃ ততশ্চ সন্ন্যাসে ন কৰ্ম্মণাং স্বরূপেণাপিত্যাগেন নৈকৰ্ম্মত্ৰ পৱমাং জ্ঞেষ্ঠাং সিদ্ধিং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি যোগাক্রম দশাৱাঃ তত্ৰ নৈকৰ্ম্ম্য অতিশয়েন সিদ্ধিৰ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ততশ্চ যথা বেন প্রকাৱেণ ত্রক প্রাপ্নোতি ত্রকান্ ভবতি ইত্যর্থঃ যৈবজ্ঞানস্য নিষ্ঠা পৱাপৱমোহন্ত ইত্যর্থঃ নিষ্ঠানিষ্পত্তি শান্তা ইত্যমরঃ । অবিদ্যারামুপৱত প্রাৱাৱাঃ

হে কৌন্তেয় ! সহজ কৰ্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ্য নয় । সকল কৰ্ম্মের আৱন্তেই দোষ আছে । অগ্নি থাকিলে ধূম তাহাকে আবৱণ করে । তদ্রূপ কৰ্ম্ম মাত্ৰকেই দোষ আবৃত্ত করে । দোষাংশ পৱিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্বভাব বিহিত কৰ্ম্মের গুণাংশকেই সত্ব সংজ্ঞিক্রি জন্ত আশ্রয় কৱিবে ॥ ৪৮ ॥

প্রাকৃত বস্তৱে আসক্তি শূন্ত বুদ্ধি, বশীকৃত চিত্ত, ত্রক লোক পৰ্যন্ত স্থধা-
দিতে নিষ্পৃহ হইয়া স্বরূপতঃ কৰ্ম্ম ত্যাগ পূৰ্ব্বক নৈকৰ্ম্ম্য রূপ পৱম সিদ্ধি
লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

নৈকৰ্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ কৱত যে রূপে জীব জ্ঞানের পৱা নিষ্ঠা রূপ ত্রককে
লাভ করেন তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাস্তানং নিয়মা চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌষুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্ত সেবীলঘাশী যতবাক্যায় মানসঃ ।

ধ্যানযোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তোব্রহ্ম ভূয়াক্কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুত্তিং লভতে পরাং ॥ ৫৪ ॥

বিদ্যায়া অণু পরমারম্ভে বেন প্রকারেণ জ্ঞান সন্ন্যাস কৃয়া ব্রহ্মাহু ভবেত্তং বুধা ন ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া সাত্বিকা ধৃত্যপি সাত্বিকা আস্তানং মনো নিয়মা ॥ ৫১ ॥

ধ্যানেন ভগবচ্চিহ্নেন নৈব যঃ পরোযোগঃ তৎপরায়ণঃ ॥ ৫২ ॥

বলঃ কামরাগ যুক্তং নতুসামর্থ্যং অহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য ইতি অবিদ্যোপরামঃ শান্তঃ সৰ্বগুণ সাণু পশান্তিমান ইতি কৃত স্নান সন্ন্যাস ইত্যর্থঃ । জ্ঞানকমরিসংনাসেদিতোকা দশোক্তেঃ । অজ্ঞান জ্ঞানয়োৰূপরাম' বিনা ব্রহ্মাহুভবানুপপত্তি রিতিভাবঃ । ব্রহ্মভূয়ান ব্রহ্মাহুভবায় কল্পতে সমর্গো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চোপাধাপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃত চৈতন্যদেহেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ । গুণ মালিন্যাপগমাৎ । প্রসন্নচাসা বাক্যচৈতন্য ততশ্চ পূৰ্ণদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি ন চা আপ্তঃ কাজ্জতি দেহাদ্যভিমানাতাবাদিতি ভাবঃ । সর্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভ্যয়েষু বালক

বিশুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, মনকে ধৃতি দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক বিগত রাগ দ্বेष, বিবিক্ত সেবী, লঘুভোজী, সংযত কায় বাধ্যমানস, ধ্যান বোগ ও বৈরাগ্য আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্মম ও শান্ত পুরুষ ব্রহ্মাহুভবের সমর্থ হন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্য স্বরূপে ব্রহ্মতা লক্ষ করেন । এবমুত্ত ব্রহ্ম স্বরূপ সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না । ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবের স্থির হইয়া আত্মাতে পরা অর্থাৎ নিগুণা ভক্তি লাভ করেন । ৫৪ ॥

ভক্ত্যামাযতি জানাতি যাবান্‌যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততোমাং তত্ত্বতোজ্জাহা বিশতে তদনন্তরং ॥ ৫৫ ॥

ইবসমঃ বাহানুসন্ধান। ভানাদিতি ভাবঃ । ততচ্চ নিরিক্তনাশ্রাবিব জানে শীঘ্ৰেহপা
নর্থরাঃ জানাত্ত্বতাঃ মডক্তিঃ অবণ কীর্জনাদি কপাঃ লভতে তস্যা যৎস্বরূপ শক্তি বৃত্তিহেন
মায়া শক্তি তিরস্বাৎ অবিদ্যা* বিদ্যারোপপমেহপি অনপগমাৎ । অতএব পরাং
জানাদনাং শ্রেষ্ঠা* নিকামকুর্শ্ব জ্ঞানাহারিতকেনকেবলা মিতার্থঃ । লভতে ইতি
পূর্বে জ্ঞান বৈরাগ্যাদিহ মৌক সিক্তার্থ কলয় বর্জমানায়া অপি সর্পভূতেষু অন্তর্ধ্যামিন
ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধিনাসীদিতি ভাবঃ । অতএব কুরুত ইতানুকূল। লভতে ইতি প্রযুক্তং ।
মাযমুদগাদিহ মিলিতা তাঃ তেহু নষ্টেহপি অনপরাং কাকন মণিকামিবতেভাঃ পৃথক তয়া
কেবলাঃ লভতে ইতি বৎ । সম্পূর্ণায়াঃ প্রেম ভক্তেস্তুপ্রায় শুদানীঃ লাভ সম্ভবোত্তিনাপি
তস্যা ফলঃ সাযুজ্যঃ ইত্যতঃ পরাশঙ্কেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যায় ॥ ৫৪ ॥

নশুতয়া লকয়া ভক্তাতদানীঃ তসাকি-সাদিতাতোহর্থাত্তরকাসেনাহ ভক্তোতি । অহং
যাবান যশ্চাস্মিতঃ মাং তৎ পদার্থঃ জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যাব তত্ত্বতো-
হতি জানাতি । ভক্ত্যাহ মেবয়া গ্রাহা ইতি মহক্তেঃ যদ্বাদেবং তন্মাৎ প্রস্তুতঃ সজ্ঞানী
ততন্তয়া ভক্ত্যাব তদনন্তরঃ বিদ্যোপরামাদুত্তরকাল এব মাংজাহা মাং বিশতে যৎসা-
যুজ্যস্বত্মমুভবতি মম মায়াতীতত্বাৎ অবিদ্যায়াক্ষ মায়াত্বাৎ বিদ্যায়াপাহমবগমা ইতি ভাবঃ ।
যত্ত্ব সাংখ্য বোদৌচ বৈরাগ্যঃ তপো ভক্তিশ্চ কেশবে । পঞ্চ পট্টেব বিদ্যোতি নারদ
পঞ্চ রাত্রে । বিদ্যা বৃত্তিহেন ভক্তিঃ ক্ষয়তে তৎখলু হ্লাদিনী শক্তি বৃত্তেভক্তেরেবকলা
কাচিষিদ্ভা সাক্ষ্যার্থঃ বিদ্যায়ঃ প্রবিষ্টা কর্ম সাক্ষ্যার্থঃ কর্মযোগেহপি প্রনিশতি তয়া বি না
কর্মজানযোগাদীনঃ অমমাত্রছোক্তেঃ । যতো নিগুণ ভক্তিঃ সত্ত্বগুণমযা বিদ্যায়

আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা নিগুণ ভক্তি উদ্ভিত হইলেই
জীব বিশেষ রূপে জানিতে পারে । আমার স্বরূকেবেস্ত জ্ঞান হইলে
জীব আমাতে প্রবেশ করে । ইহাই মং স্বরূকীয় গুহ জ্ঞান । ইহাকেই
নিকাম কর্ম যোগ দ্বারা বর্জ্য দিগের সন্ন্যাসশ্রম গ্রহণ রূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি
বলে । ইহারও চরম ফল নিগুণ ভক্তি বা প্রেম । বিশতে মাং এই
শব্দ প্রেরোগ দ্বারা শুদ্ধ আত্ম বিনাশ রূপ চর্তুদ্বিকে বৃষ্টিতে হয় না ।
জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম চিত্তস্বরূপ আমার স্বরূপ লাভকেই
বিশতে মাং শব্দ দ্বারা বৃষ্টিতে হইবে । সেই স্বরূপ লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ
প্রেম বলিলেও হয় ॥ ১৫ ॥

বৃত্তি বস্ততে ন ভবতি । অতোহজ্ঞান দ্বিার্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণঃ তৎ
 পদার্থ জানেতু ভক্তেরেব । কিসম্বাং সংজায়তে জ্ঞানং ইতি শ্রুতেঃ সৰ্বজং জ্ঞানং
 সৰ্বমেব তচ্চ সৰ্বং বিদ্যা শব্দেনোচ্যতে যথা তথা ভক্ত্যাং জ্ঞানং ভক্তিরেব সৈব কচিৎ
 ভক্তি শব্দেন কচিৎ জ্ঞান শব্দেন চোচ্যতে । ইতি জ্ঞানমপি বিবিধং দৃষ্টব্যং । তত্র প্রথমঃ
 জ্ঞানং সংন্যাস্য দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্ম সাংগুজা সাংগুয়াদিত্যেকাদশ স্বক্ক পঞ্চবিংশতাব্যায়
 দৃষ্টাপিচ্ছেয়ং । অত্রকেচিৎ ভক্ত্যাবিনৈব কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাংগুজ্যার্থিনস্তে জ্ঞানি মানিনঃ
 ক্লেশ মাত্র ফলা অতি বিগীতা এষ । অনেতু ভক্ত্যা বিনা কেবলেনৈব জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ ইতি
 জ্ঞাতা ভক্তি মিত্রমেব জ্ঞানমভ্যাস্যন্তো ভগবান্ভ্যস্তে মাংগোপধিরেব ইতি ভগবদ্বপুণ্ড্রণময়ঃ
 মন্য মানা যোগারূঢ় দশমমপি প্রাপ্তান্তেহপি জানিনো বিমুক্ত মানিনো বিগীতা এষ যদুক্তং ।
 “মুখবাহিরূপাদেভ্যঃ পুরুষসাম্রাজৈঃসহ । চত্বারো বজিরেবর্ণা গুণৈর্কিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।
 যদ্বয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমৌদরঃ । নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানান্ত্রুষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ।”
 ইতি অসার্থঃ যেন ভজন্তি যেচ ভজন্তোহপ্যবজানন্তি তে সন্ন্যাসিনেহপি বিনষ্টা বিদ্যা
 অপাধঃ পতন্তি তথাহ্যুক্তং । “যেহনোহরবিনাক্ষ বিমুক্ত মানিন স্বযাস্তভাবা দবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ ।
 আত্মহৃচ্ছৈব পরঃ পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত যুগ্মজমুয়ঃ ইতি অত্র অজি পদং ভক্ত্যৈব
 প্রযুক্তং বিবক্ষিতংতু অনাদৃত যুগ্মজমব ইতি । তনোত্তমময় বুদ্ধিরেব তনো রনাদরঃ
 যদুক্তং । “অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃসামুখীঃ তনুমাশ্রিতাঃ” ইতি । বস্ত তন্ত সামুখী সা তনুঃ
 সচ্চিদানন্দ যথৈব তস্যঃ দৃশ্যস্বস্ত হস্তর্ক তদীয় কৃপা শক্তি প্রত্যবাদেব । যদুক্তং
 নারায়ণাধ্যায় বচনঃ “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্নীকতে নিজ শক্তিত । তামৃতে পরমানন্দঃ
 কঃপশ্যেত্তমিমঃ প্রভুঃ ।” ইতি । এবঞ্চ ভগবন্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়ত্বৈ কীপ্তঃ ‘সচ্চিদানন্দ
 বিগ্রহঃ শ্রীবৃন্দাবন হর ভূকহতলাসীন ঈমিতি । শাক্ষ ব্রহ্ম বপুর্দধ দিত্যাদি ক্রতি
 শ্রুতি পরম্সহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সং স্বপি “মায়াঃ তু প্রকৃতিঃ বিদ্যাআয়িনন্ত মহেশ্বরঃ” ইতি
 ক্রতি দৃষ্টোব ভগবানপিমাংগোপধিরিতি মন্তস্তে কিন্তু স্বরূপ ভূতয়ানিতা শক্ত্যামায়া-
 যাতুতঃ “অতোমায়াময়ং বিখ্যং প্রবদন্তি সনাতনঃ ইতি মাংগতাব্য প্রমাণিত ক্রতেঃ । মায়াস্ত
 ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপ ভূতা চিচ্ছক্তিরেবাভিধীয়তে নহু অস্বরূপ ভূতা ত্রিগুণমযোব
 শক্তিরিতি তস্যঃ ক্রতেরর্থঃ নমনান্তে । যদ্বা প্রকৃতিঃ দুর্গাঃ মায়ািনন্তমহেশ্বরঃ শন্তুং বিদ্যা
 দিতর্কমপিনৈব মন্তস্তে । অতোভগবদপরাধেন জীবমুক্তত্বদশায়াং প্রাপ্তোঅপিতেষ্টঃ পতন্তি ।
 যদুক্তং বাসনাভাব্য দৃতঃ পরিশিষ্ট বচনঃ । “জীবমুক্তাঅপি পুনর্বাণ্ডি সংসার বাসনাঃ । যদ্য
 চিত্তা মহাশক্তো ভগবত্য পরাধিনঃ ।” ইতি ভেচ ফল প্রাপ্তৌ অর্থাৎ সূচ্যঃ নাস্তি সাধনো-
 পযোগ ইতি মজ্ঞাজ্ঞান সন্ন্যাসকালে জ্ঞানং তত্র গুণীভূতাং ভক্তি মপিসংভ্যজ্য মিথ্যোপায়দ্বোক
 ব্রহ্মাত্মবৎশস্তমন্তস্তে । শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যাপি জ্ঞানেনসাক্ষ্যঃ অন্তর্ধানাত্তক্তিঃ তে
 পুননৈবলভস্তে ভক্ত্যাবিনাচ তৎ পদার্থানমুতাবান্ বা সমাধয়ো জীবমুক্ত মানিন এবতে জ্ঞেয়াঃ ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্য্যণো মন্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

বহুতং । “যেহেতুঃ রবিন্দ্রাক্ষ-বিযুক্তমানিন” ইতি যেতু ভক্তি মিশ্রঃ জ্ঞান মভ্যন্তস্তো ভগবদ্ব্যক্তিং সক্তিদানন্দময়ী মেব মন্তমানাঃ ক্রমেণা বিদ্যা বিদ্যারূপরামে পরাঃ ভক্তিং ন লভন্তে তে জীব-
মুক্তা দ্বিবিধাঃ একে সাযুজ্যার্থঃ ভক্তিঃ কুর্য্যন্তত্বেব তৎ পদার্থ মপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন সাযুজ্যং
লভন্তে তে সংগীতা এব । অপরে তুরিতাণা যাদৃচ্ছিক শাস্ত্র মহাভাগবত সঙ্গ প্রভাবেন তাত্ত্ব
মুম্বাঃ শুকাদি বহুভক্তি রস মাধুর্ঘ্যাদে এব নিমজন্তি তেতু পরম সংগীতা এব বহুতং ।
“আত্মারাম্যাক মনয়োনিত্রাহা অপারক্রমে । কুর্য্যন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিথং ভূত গুণোহরি”
ইতি । তদেব চতুর্বিধাজ্ঞানিনঃ স্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি স্বয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসার মিতি ॥ ৫৫ ॥

তদেব জ্ঞানী যথাক্রমেণৈব কর্মস্বল সন্ন্যাস কর্ম সন্ন্যাস জ্ঞান সন্ন্যাসৈব সাযুজ্যং প্রাপ্নো-
তীত্যুক্তং । মন্তস্ত মাং যথা প্রাপ্নোতি তদপি শূন্যতাহ সর্কেতি । মন্যপাশ্রয়ঃ মাং বিশে
যতোহপকর্ষণে সকাষতয়পি য আশ্রয়তে সোহপি কিংপুন নিকাম ভক্ত ইত্যর্থঃ । সর্বকর্মাণ্যপি
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যানি পুত্রকলত্রাদি পোষণ লক্ষণানি ব্যবহারিকান্যপি সর্বাণি কুর্য্যণঃ
কিং পুনস্তাত্ত্ব কর্মযোগ জ্ঞান দেবতাগুরোপাসনান্য কামানন্য ভক্ত ইত্যর্থঃ । অত্রাশ্রয়তে
মম্যক সেবতে ইতি আত্মপসর্গেণ সেবারাঃ প্রধানীভূত্বং । কর্মাত্মপীতাপি শব্দেনাপকর্ষণ
বোধকেন কর্মণাঃ গুণীভূত্বং অতোহয়ং কর্মমিশ্র ভক্তিমান্ নতুভক্তি মিশ্র কর্মমান্ ইতি
প্রথমবটকোক্তেঃ কর্মণি নাতি ব্যাপ্তিঃ । শাস্বতং মৎপদং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠ মথুরা দ্বারকাং যো-
ধ্যাদিকং অবাপ্নোতি নমু মহা প্রলয়ে তত্তদ্ধাম কথং স্বাসাতি তত্রাহমব্যয়ং মহাপ্রলয়ে মদ্ধামঃ
কিমপি ন ব্যয়তি মদতর্ক্য প্রভুরাদিতি ভাবঃ । নমু জ্ঞানী খলু অনেকজন্মভি রনেকত-
পজাভি ক্লেশৈঃ সর্ব বিষয়েল্লিরোপরামেনৈব নৈকর্ষে সতোব যৎ সাযুজ্যং প্রাপ্নোতি তস্যতে
নিত্যঃ ধাম সর্কর্মকছে সকাষকছে পিতৃদাদাশ্রয়ণ মাত্রেণৈব কথং প্রাপ্নোতি তত্রাহমৎপ্রসাদা-
দিতি মৎপ্রসাদস্তাতর্ক্যঃ এব প্রভাবন্তং জ্ঞানীহি ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

নিকাম কর্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা ভক্তিস্বাভ রূপ যে বৈদিক
প্রণালী তাহা মৎ প্রাপ্তির গুহ পথ বলিয়া বলিলাম । যে তিনটি প্রণালীর
কথা আমি স্পষ্টরূপে বলিতেছি তন্মধ্যে এইটি প্রথম প্রণালী । এক্ষণে
ঈশোপাসনা রূপ দ্বিতীয় প্রণালী বলিতেছি শ্রবণ কর । আমাকে বিশেষতঃ
অপকর্ষণের সহিত আশ্রয় করত সমস্ত কর্ম আমাতে ঈশ্বর বোধে অর্পণ
করিলে আমার প্রসাদে অব্যয় ও শাস্বত পদ রূপ নিশ্চয় ভক্তি চরমে
লাভ হয় ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়িসংশ্রুত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততংভব ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিয়সি ।

অথচেত্বমহঙ্কারাম্ শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্যসি ॥ ৫৮ ॥

যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্না ইতিমন্তসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্যতি ॥ ৫৯ ॥

নমু তর্হি মাং প্রতিভাং নিশ্চয়েন কিমাঙ্গাপরসি কিমহ মননাভক্তো ভবানি কিম্বা অনন্ত-
রোক্ত গন্ধঃ সকাম তত্ত্ব এব তত্র সঙ্গ প্রকৃষ্টোঃনশ্চভক্তো ভবিতুঃ ত্বাং নপ্রভবিষ্যসি নাপি সর্ক-
ভক্তেবপকৃষ্টঃ সকামভক্তোভব কিত্ত্বং মধ্যম ভক্তোভব ইত্যাহ চেতসা ইতি । সর্বকর্মাণিণা
অমধর্মান বাবহারিক কর্মাণিচ ময়ি সংন্যাস সমর্পা মৎপরঃ অহমেব পবঃ প্রাপ্য পুত্রার্থো
যসাসঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ । যদুক্তং পুস্লেমেব । “যৎকরোদি যদগ্নাসি যচ্ছুঃহাষি দদাসিযৎ । যতপ-
শ্তসিকৌন্তেয় তৎ কুৎসমদর্পণং” ইতি । বুদ্ধিযোগঃ ব্যবসায়ান্তিকর্য বুদ্ধাযোগঃ সততঃ
মচ্চিত্তঃ কর্মানুষ্ঠান কালেহস্তদপিমাং শ্রু ন্তব ॥ ৫৭ ॥

ততঃ কিমত আহ মচ্চিত্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

নমু কত্রিয়ন্ত মমযুক্তমেব পরোধর্ষঃ তত্র বদ্ধুবধ পাশাণ্ডীত এব প্রবর্ত্তিতুং নেচ্ছামীতি তত্র-
সতর্জুনমাহ যদহমিতি । প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ । অধুনা ত্বাং মদচনঃ ন মানয়সি বদাতু মহাবীরস্য

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার ত্রিবিধ প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম,
পরমাত্মা ও ভগবান । বুদ্ধি যোগকে আশ্রয় পূর্বক পরমাত্মা রূপ আমাতে
চিত্ত স্থাপন করত চিত্তবারা সমস্ত কৰ্ম আমাতে সম্ব্যাস করিয়া
মৎপর হও ॥ ৫৭ ॥

এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবন যাত্রার সমস্ত প্রতি
বন্ধক উত্তীর্ণ হইবে । তাহা না করিয়া দেহাশ্মাভিমান রূপ অহঙ্কার
দ্বারা নিজে কর্তা বলিয়া আপনাকে মনে কর, তবে অমৃত স্বরূপ হইতে
চ্যুত হইয়া তুমি সংসার রূপ বিনাশকে লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবনা মনে কর, তাহা
হইলে তুমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞ হইবে, কেননা তোমার কত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে
অবশ্য সুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেনকৌন্তেয় । নিবন্ধঃ স্মেনকৰ্মণা ।

কৰ্ত্ত্বুং নেচ্ছসি যম্মোহাৎ করিম্যন্তবশোহপিতং ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন ! তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্ত্রাকরূঢ়ানি মায়ায়া ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গৃহ্য সৰ্বভাবেন ভারত ! ।

তৎপ্রসাদাৎ পুরাং শান্তিঃ স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততং ॥ ৬২ ॥

তব স্বভাবিকো যুদ্ধোৎসাহো দুর্বীর এব উক্তবিধাতি তদা যুধ্যমানঃ স্বয়মেব ভীষ্মানীন্
গুরুনহনিযান্ ময়াহসিযাসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

উক্তমেবার্থঃ বিবৃণোতি স্বভাবঃ কত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্বসংস্কারঃ তন্মাৎ জাতেন স্বীরেন
কৰ্মণা শৌর্ধ্যাদিনা নিবন্ধোবদ্বিতঃ ॥ ৬০ ॥

লোকহয়েন স্বভাববাদিনাং মতযুক্তা স্বমত মিত্যাহ ঈশ্বরোনারায়ণঃ সৰ্বাভূতধামী যঃ
পৃথিবাঃতিষ্ঠন্ পৃথিবা অতুরো যঃ নবেদঃ যন্ত পৃথিবী শরীরঃ যঃ পৃথিবী মন্তুরোঃস্বয়ময়তি ।
“যচ্চ কিকিৎ জগৎসৰ্বং দৃশ্যতে জায়তেহপিবা । অন্তর্বহিচ্চ তৎ সৰ্বং বাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ”
ইত্যাদি শ্রুতি পাদিত ঈশ্বরোত্ত্বর্ধামী হৃদিতিষ্ঠতি কিংকুরন্ সৰ্বাণি ভূতানিমায়া নিজে
শক্তা ভ্রাময়ন্ ভ্রময়ন্ তত্তৎ কৰ্মণি প্রবর্তয়ন্ যথাযজ সকারাদি যন্ত মারূঢ়ানি কৃত্রিমানি
গাঞ্চালিকারূপাণি সৰ্বভূতানি মায়ায়া ভ্রময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ । যথাযজাকরূঢ়ানি শরীরাকরূঢ়ান্
সৰ্বজীবানিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

এতজ্জ্ঞাপন প্রয়োজনমাহ তমেবেতি । পরাং অবিদ্যাবিদ্যামো নির্বৃত্তিং । ততশ্চ শান্ততং
স্থানং বৈকুণ্ঠং । য ইয়মভূতানি শরণাপত্তিরন্ত্বর্ধাম্যুপাসকানামেব ভগবদুপাসকানাত্ত ভগব-

মোহ পূর্বক তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না । কিন্তু স্বভাব
জাত স্বকৰ্ম দ্বারা তুমি অবশ হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

সৰ্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে আমি অবস্থিত । পরমাত্মাই
সৰ্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর । জীব সকল যত কৰ্ম করেন তদনুরূপ ঈশ্বর
ফল দান করেন । যন্ত্রাকরূঢ় বস্তু যেমত প্রামিত হয় জীব সকলও তদ্রূপ
ঈশ্বরের সৰ্ব নিয়ন্তৃত্ব ধৰ্ম্ম হইতে জগতে প্রামিত হন, পূর্ব কৰ্ম্মানুসারে
তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

হে ভারত ! তুমি সৰ্ব ভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও । তাঁহার
প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যভরণংময়া ।

বিমুশ্চেতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

চ্ছরণাপত্তিরগ্ৰেবক্ষ্যতে এবতি কেচিদাহঃ । অগ্ৰস্ত যো মদিষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব মদগুরু-
 র্মাঃ ভক্তিয়োগঃ তদ্বাকুলঃ হিতাকোপদেশমুপদিশতি চ তমহং শরণং প্রপদো । তথা কৃষ্ণ
 এব মদগুর্বামী সোহপিমাঃ তত্র তত্র প্রবর্তয় তু তকাহং শরণং প্রপদো ইতানিশ্ ভাবয়তি ।
 যদ্বক্তঃ উক্তবেন । “নৈবোপযাস্থাপচিতিঃ কবয়ন্তবেশ ব্রহ্মদীদ্যুৎপিকৃত যুদ্ধ যুদ্ধঃ স্রবসঃ ।
 যোহন্তর্বহিস্তমুভূতা মণ্ডতঃ বিধগুন্ নাচাৰ্ঘ্য চৈতাবপুসানগতিঃ বানভীতি ॥ ৬২ ॥

সৰ্বস্বীতীর্থ সুপসংহরতি ইতীতি । কর্মযোগস্তান্নৈকযোগস্য জ্ঞানযোগস্ত চ জ্ঞানং
 জ্ঞাততেনেন ইতি জ্ঞানঃ জ্ঞানশাস্ত্রং গুহ্যাদ্গুহ্যভরণং ইতি অতিরহস্ত্যাহ কৈরপি বশিষ্ট বা-
 দরায়ণ নারদাদৈরপি স্ব স্ব কৃত শাস্ত্রেণাপ্রকাশিতং । যদ্বা তেষাং সৰ্বজ্ঞা মাপেক্ষিকং
 সমদ্ব্যাত্মিক মিথাতন্তে তু এতদতি গুহ্যভরণজ্ঞানান্তি ময়াপাতি গুহ্যবাদেবতে সৰ্বৈধৈব
 নৈতদ্বপদিষ্টা ইতি ভাবঃ । এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমুখ্য যথা যেন প্রকারেণ শাস্ত্রিক-
 চিতঃ তৎকৰ্ত্তুমিচ্ছসি তথা তৎকুর ইত্যন্তঃ জ্ঞানবট্কং সম্পূর্ণং । বট্কত্রিকমিদং সৰ্ববিদ্যা
 শিরোরত্নঃ শ্রীগীতা শাস্ত্রং মহানর্য্য রহস্ততম ভক্তি সম্পূটঃ ভবতি প্রথমঃ কৰ্ম্মবট্কঃ
 যস্তাধারপিধানঃ কানকঃ ভবতি অন্তঃ জ্ঞানবট্কঃ যস্যোদর পিধানঃ মণিজটিতঃ কানকঃ
 ভবতি তয়োমধা বর্জিবট্কগতা ভক্তি ত্রিজগদনর্য্য। শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি মতল্লিকা
 বিরাজতে । যস্তাঃ পরিচারিকা তদ্বস্তরপিধানার্জ্জ গতামম্মনা ভবেত্যাди পদ্যদ্বয়ী চতুঃষষ্ঠ্য-
 ক্রমা শুদ্ধা ভবতীতি বুধাতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি পূর্বে যে ব্রহ্ম জ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি তাহা গুহ্য । এখন যে
 পরমাত্ম জ্ঞান তোমাকে বলিলাম তাহা গুহ্য তর । অশেষ রূপে বিচার
 করত তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর । তাৎপর্য্য এই যে যদি নিকাম
 কৰ্ম্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান ক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎ ক্রমে আমার নিগুণ ভক্তি
 পাইতে বাসনা কর, তবে নিকাম কৰ্ম্ম রূপ যুদ্ধ কর । আর যদি পরমাত্মার
 শরণাগত হও তবে ঈশ্বর প্রেরিত নিজ ক্ষাত্ৰ স্বভাব হইতে উখিত প্রবৃত্তি
 সহকারে ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ পূর্বক যুদ্ধ কর । তাহা হইলে মদবতার রূপ
 ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নিগুণ মত্তক্তি প্রদান করিবেন । যে প্রকারেই
 সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয় ॥ ৬৩ ॥

সর্বগুহ্যতমংভূয়ঃ শৃণু মে পরমংবচঃ ।

ইকৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং ॥৬৪॥

মম্ননাভব মন্ত্ৰস্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫॥

ততশ্চাতি গভীরার্থঃ গীতা শাস্ত্রঃ পৰ্যালোচয়িতুং অবৰ্ত্তমানঃ তুচ্ছ ভূয়েব হিতং স্ব
প্রিয়সম্বন্ধজনমালস্য কৃপাদ্রষ্টকর্ত্ত্ব নবনীতো ভগবান্ ভো প্রিয়বরস্ত অৰ্জুন সৰ্বশাস্ত্র সার-
মহমেব স্নোকাষ্টকেন ব্রবীমি অলংতে তত্ত্বং পৰ্যালোচনক্ৰেশেন ইতাহ । সৰ্কেতি । ভূম
ইতি রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্যাখ্যাস্তে পূৰ্ব্বেভুতং । মম্ননাভবমন্ত্ৰস্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসিযুক্তৈবমান্বানঃ মং পরায়ণঃ । ইতি বক্তৃদেব বচঃ পরমং সৰ্ব শাস্ত্রার্থসারস্য গীতা
শাস্ত্রসাপিসারঃ গুহ্যতমমিতি । নাতঃ পরং কিঞ্চ ন গুহ্যমস্তি কুচিং কৃতশ্চিং কথমপাখণ্ড
মিতি ভাবঃ । পুনঃ ক্ৰেণনেহেতুমাং ইষ্টোহি দৃঢ়মতি শয়েন এব প্রিয়োমে সখ্যভবসীতি তত
এব হেতোর্হিতং ৩৩ ইতি সখ্যং বিনাতি রহস্যং ন কমপিকশ্চিদপি ক্রতে ইতি ভাবঃ ।
দৃঢ়মতি ইতিচ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

মম্ননা ভবেতি মন্ত্ৰস্তঃ সন্নেব মাংচিহুয় নতু জ্ঞানী যোগী বা ভূষা মন্ত্ৰানঃ কুর্শ্চিভার্থঃ
যদা মম্ননাভব মন্ত্ৰঃ স্থান হৃদরায় হৃদিকাঙ্কিত কুন্তলকায় হৃদরাজ্যবসিধুর কৃপাকটাক্ষা-
মুত বর্ধিবদন চন্দ্রায় স্বীয়ঃ দেবদেণ মনোযন্ত তথা ভূতোভাব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ানি
দেহীতাহ মন্ত্ৰস্তো ভব প্রবণ কীর্তন মম্মুর্তি দর্শন মম্মদ্বিরমাজনলেপন পুস্পাহরণ মম্মালা

গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর ঐশ্বর্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম । এক্ষণে
গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর । আমি এই গীতা
শাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ । তুমি
আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্ত আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর । কৰ্ম্ম যোগী, জ্ঞান-
যোগী ও ধ্যানযোগীগণ যেক্রপ চিন্তা করেন সে রূপ করিবেনা । সমস্ত
কর্মেই আমার ভগবৎ স্বরূপের যজ্ঞ কর । আমার প্রতিজ্ঞা এই
যে তাহা হইলে তুমি আমার এই সক্তিদানন স্বরূপের নিত্য সেবক লাভ
করিবে । তুমি আমার স্মৃতাঙ্গ প্রিয় বলিয়া এই নিগুণ ভক্তির উপদেশ
করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি না শুচঃ ॥৬৬॥

লঙ্কারচ্ছত্র চামরাদিভিঃ সর্বেশ্বরকরণকং মন্ত্রজনং কুরু অথবা বহুং গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবে-
দ্যাদীনি দেহীতাহ বহুব্রাজীভব মংপূজনং কুরু অথবা বহুং নমস্কার মাত্রং দেহীতাহ মাঃ
নমস্কর ভূমো নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু । ১০ এবং চতুর্থাঃ মক্তিজন সেবন পূজন
প্রণামান্য সমুচ্চরং সেকতরং বা হং কুরু । মামেবৈবাসি প্রাপুঃসি মনঃ প্রদানং শ্রোত্রাদী-
শ্রিয় প্রদানং গন্ধ পুষ্পাদি প্রদানং বা হং কুরু ভূত্বা মহামান্নান মেব দাণ্যামীতি সত্যং
তে তবৈবনাত্ম সংশ্লিষ্টা ইতি ভাবঃ । সত্যং শপথ তথ্যমো রিতামরঃ । নহু মাধুর্যমেশোক্ত-
তালোকাঃ প্রতি বাক্যমেবশপথং কুরুন্তি সত্যং তর্হি প্রতিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাঃ কৃৎস্না ব্রবীমিহং
মে শ্রিয়োসি নহি শ্রিয়ং কোহপি বধরতীতি ভাবঃ ॥৬৬॥

নহু স্বাক্ষ্যানাদিকং বৎকরোরি তৎ কিং স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্বকং বা কেবলং বা
ভক্ত্যঃ সর্ব ধর্মান বর্ণাশ্রম ধর্মান্ সর্বান্ এব পরিত্যজ্য একমামেব শরণং ব্রজ ।
পরিত্যজ্য সংসার্য ইতি নব ধ্যেয়ং অর্জুনস্যাক্ষরিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকার্যং নচ অর্জুনং
লক্ষ্যকৃত্যন্তজন সমুদায়ং এবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যং । লক্ষ্য ভূত মর্জুনং

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর জ্ঞান লাভের উপদেশ স্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতি ধর্ম্ম,
বৈরাগ্য, শমদমাদিঃ ধর্ম্ম, ধ্যান যোগ, ঐশ্বরের ঐশিত্যর বশীভূততা প্রভৃতি
যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি সে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক ভগবৎ স্বরূপ আমার
একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর । তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার
দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগের যে সকল পাপ সে সমুদায়
হইতে উদ্ধার করিব । তুমি অকৃত কর্ম্ম বলিয়া শোক করিবেনা । আমাতে
নিষ্ঠুর ভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিং স্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে ।
ধর্ম্মাচরণ, বর্ভব্যচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানভ্যাস, বোগাভ্যাস ও ধ্যানা-
ভ্যাসে কিছুই আবশ্যক হয় না । বন্ধ অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যা-
ত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্ম নিষ্ঠা ও ঐশ্বর নিষ্ঠা ত্যাগ
পূর্বক ভগবৎ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাক্রষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অব-
লম্বন কর । তাৎপর্য্য এই যে শরীরী জীব জীবন নির্বাহের জন্ত যত
প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায় তিন প্রকার উচ্চ নিষ্ঠা হইতে করে অথবা
ইঞ্জিয় স্বর্থ নিষ্ঠারূপ অধম নিষ্ঠা হইতে করে । অধম নিষ্ঠা হইতে অকর্ম্ম

অতি উপদেশ বা কন্যা যোদ্ধারিহু সৌচিতো সতোবানস্যাপূর্ণদেহবাক্যং সত্তবে-
 ত্বনাথ । নচ পরিভ্রাজ্য ইত্যন্য কল ভাগ এষ তাৎপর্যমিতি বাধ্যতঃ । অস্মা বাক্যস্য ।
 “দেবর্ষি ভূতাপ্তং পিতৃণাং ন কিঙ্করোনিারম্ভীচ রাজন্ । সর্বাদ্বন্দ্যঃ শরণং শরণং গতৌ-
 মুকুন্সঃ পরিহত্যাকৃতঃ ।” ইতি । “বর্তোষদাতাক সমস্ত কৰ্ম্ম নিবেদিতান্না বিচিকীৰ্ষিতোমে ।
 তদানুতরং অতিপদ্যমানো মরাদ্ভুয়ারচ কল্পতেইব । তাবৎ কৰ্ম্মাপিকুলীত ন নির্বিন্যোত
 যাবত । সংকথা অবধাণৌ বা প্রজ্ঞাবাবরজ্যায়তে । অজ্ঞায়ৈবং ভূতান্ দোবান্ মরাদিষ্টা-
 নপিষকান্ । ধৰ্ম্মান্ সংতজ্য যৎ লেকান্ নাং ভজ্যে সচ সতমঃ । ইতি ভগবদ্বাক্যৈঃ সইকাধ
 স্যাবশ্য বাধ্যতঃ । অত্র পরিশদ প্রয়োগাচ্চ । অত একমাং শরণং ব্রজ নতু
 ধৰ্ম্ম জ্ঞানযোগ দেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ । পূৰ্ণং হি মদনস্ত ভক্তৌ সৰ্ব্বপ্রেষ্টারং তবাবিকা-
 রোনাস্তীত্যত স্বঃ স্বং করোষি বদন্তাসীতাদি ক্রবানেন মরাকৰ্ম্ম মিত্রান্নাং ভক্তৌ তবাবিকার
 উক্তঃ সম্ভ্রতিত্বিত্বি কৃপারাতুভ্যমনন্য ভক্তাবেবাধিকারঃ তস্যাঃ অনন্য ভক্তেঃ বাসুচ্ছিক মদৈকা-
 ত্তিক ভক্তকূপৈক লভ্যত্বলক্ষণং । নিয়মঃ স্বকৃত মপি ভীষ্মযুদ্ধে অপ্রতিজামিবাগনীর দন্ত ইতি
 ভাবঃ । নচ মদাজ্ঞা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ত্যাগে তব প্রত্যবায় শঙ্কাসম্ভবেৎ । বেদ
 রূপেণ ময়ৈব নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানমাদিষ্টঃ অধুনাতুৎস্বরূপে নৈবত ত্যাগ আদিভূতে ইতি অতঃ
 কথং নিত্যকৰ্ম্মাকরণেপাপানি সত্তবস্ত প্রভূত অতঃপরং নিত্যকৰ্ম্মপিকৃতে এব পাপানি
 ভবিষ্যন্তি সাক্ষান্নদাজ্ঞাব্যবনাদিত্যবধেয়ং । নতু যোহি যচ্ছরণৌ ভবতি সহি মূল্যক্রীতঃ
 পশুরিব তদধীনঃ সঃ তং যৎকারণ্যতি তদেব করোতি বজ্রহাপরতি তদ্রৈবতিষ্ঠতি যতোজয়তি
 তদেব ভুক্তে ইতি শরণাপত্তি লক্ষণসাদৰ্শস্য তৎ । যদুক্তং বাহু পুরাণে । আৰ্হুকুলাস্য
 সংকল্পঃ প্রভি কুলস্য বর্জনঃ । রক্ষিত্যভীষিববাসো ভর্তৃহে বরণং ভবা । নিক্ষেপয়ত্বকা-

বিকৰ্ম্ম । তাহা অনর্থ জনক । উত্তম তিন প্রকার নিষ্ঠার নাম ব্রহ্ম নিষ্ঠা,
 ঈশ্বর নিষ্ঠা ও ভগবদ্বিষ্ঠা, বর্ণাশ্রম, বৈরাগ্য, ইত্যাদি সমস্ত কৰ্ম্মই এক এক
 প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয় । তাহার
 যখন ব্রহ্ম নিষ্ঠার অধীন তখন কৰ্ম্ম ও জ্ঞান ভাবে প্রকাশ হয় । যখন ঈশ্বর
 নিষ্ঠার অধীন তখন ঈশ্বরার্পিত কৰ্ম্ম ও ধ্যান যোগাদি রূপ ভাবের উদয় হয় ।
 যখন ভগবদ্বিষ্ঠার অধীন তখন উহার গুণ বা কেবলা ভক্তিরূপে পরিণত
 হইয়া পড়ে । অতএব এই ভক্তিই গুরুতম তত্ত্ব । এবং প্রেমই জীবের চরম
 প্রয়োজন ইহাই এই গীতায় শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য । কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী
 ও ভক্ত ইহাদের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইহারা অত্যন্ত
 পৃথক ॥ ৬৬ ॥

ইদৃশ্যে না তপস্যায় নাতক্তার কদাচন ।

ন চান্তঃক্ৰমবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাসূরতি ॥ ৬৭ ॥

পূর্ণাং যদ্বিধা শরণাগতিঃ" ইতি ভক্তি শাস্ত্রবিহিতা স্বাতীষ্টদেবার রোচনানা প্রবৃতি রামকুলাং । তদ্বিশিষ্টাং প্রতিকুলাং । ভক্ত্য ইতি স এব মমস্বককোনাশ্ব ইতি যঃ । রক্ষিযাতীতি স্বরক্ষণ প্রতিকূলা বস্তৃপস্থিতেষপি স মাং রক্ষিযাতে যেতি শ্রৌপ্তী গজেন্দ্রাদীনামিব বিশ্বাসঃ । নিঃক্ষেপণঃ স্বীয় স্থলস্থল দেহসহিতস্ত এব স্বস্ত্রীকৃত্যর্থ এব বিনিয়োগঃ । অকারণাং নাস্ত্রক্ৰমপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনং । ইতিবরাং বস্তূনাং বিধাতৃদুষ্ঠানং বস্তাং সা শরণাগতিরীতি । তদদ্যাবতা বদাহংস্রাং শরণংগত এববর্তে । তর্হিহুত্বং তদ্রমতদ্রং বা বক্তবেত্তদেবমমকর্তব্যং তত্রবহিঃ মাং ধর্ম মেব কারয়সি তদা ন কাচিচ্ছিত্তা যদি তু ঈশ্বরাত্মাং ষৈরাচার স্বং মাম-ধর্ম মেব কারয়সি তদা কা গতি তত্রাহ অহমিতি প্রাচীনান্ধাটীনানি স্রাবস্তিবর্তন্তে যাবন্তি-বাহং কারয়িষ্যামিতেভ্যঃ সর্কেভ্য এব পাপেভ্যোমোকরিষ্যামি নাহমন্তঃ শরণ্য ইব তত্র-সমর্থ ইতি ভাবঃ । স্বামান্বৈষ্যে শাস্ত্র মিদং লোকমাত্র মেবোপদিষ্টবানস্মি । মা শুচ স্বার্থং পুরার্থং বা শোকং মাকাব্যীঃ যুদ্ধাদিকঃ সর্ব এবলোকঃ স্ব পরধর্মান্ সর্বান্ এব পরিত্যজা মচ্ছিত্তমাদিপরাঃ মাং শরণমাপদা স্থথেনৈব বর্ততাং তস্ত পাপমোচন ভারঃ সংসারমোচন ভারঃ কুংপ্রাপনোভারঃ মরা প্রতিকারৈবাকীকৃতঃ কিং বহনা দেহব্যবহার ভারোহপি ময়াকী-কৃত এব বহুভং । "অনভ্যাসিত্তয়তোমাং বেজনাঃ পর্য়ুপাসতে । তেবাং নিত্যান্তিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহনামহং" ইতি । ইহ এতাবানভারোময়াবপ্রভৌ নিকৃষ্ট ইতি" অপি শোকং মাকাব্যীঃ ভক্তবৎসলস্ত সত্য মকরস্য মদন তত্রায়াস লৌশোপীতি নাতঃ পরমধিকমুপদেষ্ট-ব্যবহীতি শাস্ত্রং সমাভীকৃতং ॥ ৬৬ ॥

এবং গীতা শাস্ত্রমুপদিষ্টা সংপ্রদার এববর্তনে নিয়ম মাহ ইদমিতি অতপস্যার অসংবতে-জ্ঞিয়ার মনসকেজ্ঞিয়ার একাত্ম্যং পরমং তপঃ ইতিমুতেঃ । সংযতেজ্ঞিয়ারে সত্যপি অভ-ক্তার ন বাচ্যং সংযতেজ্ঞিয়ারেহপি ভক্ত্যে হপিচসতি অণ্ড ক্রমবে ন বাচ্যং সংযতেজ্ঞিয়ারদি ধর্ম ত্রয়বধেপি যো মামভ্যাসূরতি মরিনিরুপাধি পূর্ণ ত্রকপি মায়। সাবর্ণ্য দোষ মারোপসতি ভগ্নে সর্কর্ষেব ন বাচ্যং ॥ ৬৭ ॥

অতপস, অতক্ত, পরিচর্যাহীন, ও ভগবৎ সচ্চিদানন্দ মূর্তির প্রতি অহুমা-বৃত্ত ব্যক্তিবশকে গীতা শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেক। ইহা স্বাঙ্গাগীতার অধিকারী-নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

যইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰেণ্ডুভিধান্তি ৭

ভক্তিংময়ি পরাংকুত্ৰা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভূবি ॥ ৬৯ ॥

অধ্যোষ্যতে চ যইমংধৰ্ম্ম্যং সন্বাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহ মিষ্টঃ স্মামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

মোহপিযুক্তঃ শুভান্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকৰ্ম্মণাং ॥ ৭১ ॥

কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ ! ত্বয়ৈকাগ্র্যেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞান সন্মোহঃ প্রনষ্টন্তেধনঞ্জয় ! ॥ ৭২ ॥

এতদুপদেষ্টুঃ কলমাহ ব ইতি স্বাভ্যাং পরাং ভক্তিং কৃষ্যেতি প্রথমং পরম ভক্তি প্রাপ্তিঃ
ততোমং প্রাপ্তিঃ এতদুপদেষ্টু ভবতি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদুপদেষ্টুঃ সকাশাৎ অন্যোহতি প্রিয়করঃ অতি প্রিয়শ্চনাস্তি ॥ ৬৯ ॥

এতদধ্যয়ন কলমাহ অধ্যোষ্যতে ইতি ॥ ৭০ ॥

এতচ্ছ বধ কলমাহ শ্রদ্ধাভিনিতি ॥ ৭১ ॥

নম্যগ্বেদানুপপত্তৌ পুনরুপদেশক্যামীত্যশয়ে নাহ কচ্চিদিতি ॥ ৭২ ॥

যিনি আমার ভক্ত দিগকে এই পরম গুহ্য গীতা বাক্য উপদেশ করিবেন
তিনি আমার নিগুণ ভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্তহইবেন ॥ ৬৮ ॥

এই নরলোকে তাহা অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য সাধক ও
আমার প্রিয় কেহ নাই ও কখন হইবেনা ॥ ৬৯ ॥

গিনি আমাদের এই পরম ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন তিনি
জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

যিনি ভক্ত নর, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান ও অনুরা রহিত তিনি গীতা
শ্রবণ করিলে পাপ মুক্ত হইয়া পুণ্য কৰ্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

ধনঞ্জয় ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে ? আর
তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে ? ॥ ৭২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

নমোমোহঃ স্মৃতিলীলা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যেবচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পৰ্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্রুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪ ॥
ব্যাস প্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং ।
যোগং যোগেশ্বরং কৃষ্ণং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫ ॥
রাজন ! সংসৃত্য সংসৃত্য সম্বাদ মিমমদ্রুতং ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হব্যামিচ মুহুর্শ্মুভুঃ ॥ ৭৬ ॥

কিমতঃ পরং পৃচ্ছামি অহন্ত সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বাং শরণং গতঃ নিশ্চিন্ত এবহুয়িবিশ্রম্য বা-
নুম্রীত্যাহ নষ্ট ইতি করিষ্য ইতি অতঃপরং শরণ্যস্য তবাজ্ঞারং স্থিতিরেব শরণাপন্নস্য
মনধর্ম্মো নতু স্বাশ্রমধর্ম্মো নাপিজ্ঞান যোগাদয়ঃ তেহু অদ্যারভ্য ভক্ত্যেব ততশ্চ ভো প্রিয়
সখ অৰ্জুন মমভূভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্টং কৃত্যমস্তি তত্ত্বদ্বারৈব চিকীর্ষামীতি ভগবতোক্তে
স তি গাভীব পাণিরর্জুনঃ বোদ্ধুমুদতিষ্ঠৎ ইতি ॥ ৭৩ ॥

অতঃপরং পঞ্চশ্লোকাবাখ্যা সৰ্ব্ব গীতার্থ তাৎপর্যা নিব্বর্ধেহস্তিমল্লোকঃ যত্রৈবর্ত্তন্তে তাং
পত্রদ্বয়ীং বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনা অপহৃতবানিত্যতঃ পুনর্নালিখৎ । তাংতদ্ব্যাজ্ঞ বাদাং
সঙ্গনীদতু তস্মৈনমঃ । ইতি শ্রীভগবদ্গীতা টীকা সারার্থ বর্ণিনী সমাপ্তীভূতা সত্যাপ্রীত-
য়েহস্তাদিতি ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর
হইয়াছে এবং কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব ইহা পুনরায় স্বরণ করিতেছি ।
আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে । তোমার শরণাপত্তিই যে সৰ্ব্ব প্রধান জৈব ধর্ম্ম
তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতি পালনকরিব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় ঋতরাট্টকে কহিলেন, কৃষ্ণার্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সম্বাদ শ্রবণ
করিলাম ॥ ৭৪ ॥

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্য তম পরম যোগ
আমি ব্যাস প্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

তচ্চ পংস্মৃত্যু সংস্মৃত্যু রূপমত্যাকুতং হরিঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামিচ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়োভূতি ধুবানীতিশ্রুতিশ্রুতম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎস্বত্রজ্ঞ বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশো হধ্যায়ঃ ॥

সাবার্ব বর্ষিণী বিশ্বজনীনা ভক্তচাতকান ।

মাধুবীধিমুতাদয়া মাধুবী ভাতু মে হৃদি ।

ইতি সার্বার্ব বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্কতঃ সঙ্কতঃ সত্যং ।

হে রাজন! কেশবর্জ্যুনের এই অদ্ভুত সম্বাদ শ্রবণ করিতে কবিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন! হরির স্নেহ অদ্ভুত রূপ শ্রবণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, এবং যেখানে পার্থ ধনুর্ধর সেই খানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি, ন্যায় ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥

সমস্ত গীতার নিষ্কার এই অধ্যায়ের

তাৎপর্য । ইতি অষ্টা-

দশ অধ্যায় ।

সমাপ্তৈষা শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।